কুরআন মাজীদ

বাংলা অনুবাদ

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

"বরং এটা মহান কুরআন যা লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ।"
(সূরা বুরূজ : ২১-২২)

কুরআন মাজীদ

অনুবাদক
ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান (অব.)
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কুরআন মাজীদ

অনুবাদক

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান

প্রকাশনায়

মোস্তাক আহমেদ বাবুল

১৪০-৪০ বিচ এভিনিউ

এপার্টমেন্ট-১, ফ্লুসিং, নিউইয়র্ক-১১৩৫৫

৩৪৭ ৫৪৭ ৯৩৭২, ৭১৮ ৯৩৯ ৯৮১৪

ISBN : ৯৭৮-৯৮৪-৮৮০৮-৩৬-৮

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারী, ২০১৩

প্রচ্ছদ

নাসির উদ্দীন

কম্পোজ ও মুদ্রণ

আহসান কম্পিউটার

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা

ফোন : ৮৬২২১৯৫, ০১৭১৫১০৬৫৫০

বিনিময় : দুই শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

QUR'AN MAJID Translated by Dr. Muhammad Mujibur Rahman
Published by Mushtaque Ahmed Babul, 140-40 Beech Avenue, Apt.
1, Flushing, NY-11355 and Distributed by Ahsan Publication,
Kataban Masjid Campus, Dhaka-1000
Phone: 9670686, 01715106550, First Edition February 2013
Price Tk 250.00 only.

www.pathagar.com

তোহফা

আমার আম্মা মরহুমা নূরজাহান বেগম
এর মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে .....

- মোস্তাক আহমেদ বাবুল

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

সব প্রশংসা জগতসমূহের প্রভু, করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি আমাদের চলার পথের সহায়ক পথ-নির্দেশিকা হিসেবে দান করেছেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম। ইসলামের পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নকারী রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ্কে। আমরা দরূদ ও সালাম পেশ করছি আল্লাহ্র রাসূল, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবা এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সঠিক অনুসারীদের প্রতি।

কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী। কোন তরজমা পড়ে এর মর্ম ও তাৎপর্য যথাযথ উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। তবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য যে বাণী পাঠিয়েছেন তরজমা পড়ে সে সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান আমরা লাভ করতে পারি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দিতে ভালবাসি, আল্লাহ্র মনোনীত দীনের উপর সঠিকভাবে চলতে হলে আমাদের জন্য এটা অতীব জরুরী যে, অন্তত অনুবাদ গ্রন্থের সহায়তায় আমরা আল্লাহ্ তা'আলার বাণী কুরআন মাজীদ বুঝতে ব্রতী হই, কারণ এ মহা কিতাব তিনি পাঠিয়েছেন মানুষের হিদায়াতের জন্য।

আমরা চাই কুরআন মাজীদ বুঝার জন্য আমাদের মধ্যে একটা নিবিড় পাঠাভ্যাস গড়ে উঠুক। অনুবাদ গ্রন্থ অধ্যয়ন ও অনুশীলনের

www.pathagar.com

মাধ্যমে এক সময় আমাদের পাঠকের মনে আরবী ভাষা শিখে এর মূল মর্ম অনুধাবনের আগ্রহ সৃষ্টি হবে সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

এ পবিত্র গ্রন্থ আমরা যত বেশী পড়ব, বুঝব ও চর্চা করব দীন ইসলাম সম্পর্কে আমাদের ধারণা ততই স্বচ্ছ হবে, হিদায়াতের আলোকবর্তিকার সন্ধান আমরা পাব এবং আল্লাহ্‌র পথে চলা আমাদের জন্য সহজ হবে ইনশাআল্লাহ্‌। এ পুরো অনুবাদ গ্রন্থটির প্রুফ সংশোধনের জন্য গ্রন্থ প্রণেতা ও টিভি ব্যক্তিত্ব মোঃ মাসুম বিল্লাহ বিন রেজাকেও ধন্যবাদ জানাই।

আমার সহধর্মিণী হাছিনা আক্তার লাকী ও বড় ছেলে ওমর ইয়াছির আহমেদ রিজওয়ান-এর সার্বিক সহযোগিতায় কুরআনের এই অনুবাদখানি প্রকাশ করতে সক্ষম হলাম।

আশা করি এই অনুবাদ পাঠ করে বাংলাভাষী অমুসলিম পাঠকবৃন্দও ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভে সক্ষম হবেন।

আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের ভুল ক্ষমা করুন এবং এই প্রচেষ্টাকে মানব জাতি বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র হিদায়াতের জন্য কবুল করুন। আমীন।

বিনীত

মোস্তাক আহমেদ বাবুল

নিউইয়র্ক

www.pathagar.com

অনুবাদকের আরয

মানবকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তারাই যারা পবিত্র কুরআনের পঠন পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। নবী করীমের (সা) এই পূতবাণী সকল যুগের জ্ঞান তাপস ও বিদগ্ধ মনীষীদের উদ্বুদ্ধ করেছে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও তরজমা তাফসীরের কাজে।

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগের মহৌষধ, যার জ্ঞানের ভাণ্ডার অসীম অফুরন্ত, যার বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের অনন্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাবগাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখে উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও প্রতিষ্ঠিত আলেমরা। এ কারণেই স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) হককানী আলেমদেরকে আখ্যায়িত করেন নায়েবে নবী নামে। তাই পবিত্র কুরআনুল কারীমের সুষ্ঠু, সার্থক ও সর্বাঙ্গ সুন্দর তরজমা এই উভয় ভাষা ও সাহিত্যে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন অভিজ্ঞ আলেম বা নায়েবে নবী ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

পবিত্র কুরআন পাকের প্রতি আমার আকর্ষণ শৈশব থেকেই। মরহুম পিতা অধ্যাপক মাওঃ আবদুল গণী এবং মরহুমা মাতা সাফুরা খাতুনের নিকটেই আমার কুরআন শিক্ষার সূচনা। অতঃপর দেশ ও

www.pathagar.com

বিদেশের প্রখ্যাত হককানী আলেমদের নিকট কুরআন এবং হাদীসের শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দু'যুগের বেশী এম.এ ক্লাসের তাফসীর পড়িয়েছি। আর বিভিন্ন ভাষায় যেসব গ্রন্থমালা প্রণয়ন করেছি, তন্মধ্যে পবিত্র কুরআন সংক্রান্ত সাহিত্যই প্রাধান্য লাভ করেছে সবচেয়ে বেশী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা (৫৬৪ পৃঃ), কুরআনের চিরন্তন মুজিযা (৩৭৯ পৃঃ), কুরআন কণিকা (২০১ পৃঃ), ইজাযুল কুরআন (২৮৯ পৃঃ) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। শেষোক্তটি ভারতের বেনারস থেকে প্রকাশিত হয়ে পাঠক মহল থেকে যথেষ্ট সুনাম কুড়াতে সক্ষম হয়েছে।

মূল আরবীসহ এই সংক্ষিপ্ততম বাংলা তরজমাটিও বাংলার ঘরে ঘরে আপামর জনতার কাছে সমানভাবে জনপ্রিয় ও সমাদৃত হবে বলে আশা করা হয়তোবা অন্যায় ও অসমীচীন হবে না।

তরজমার কাজ দ্রুততর করার লক্ষ্যে এ ব্যাপারে আমাকে কতিপয় মহানুভব বিজ্ঞ আলেমের অকুণ্ঠ সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়। তন্মধ্যে নওয়াবগঞ্জ হিফযুল মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক মাওঃ আবদুল লতীফের নাম বিশেষ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মর্তব্য। এই স্নেহাস্পদ কৃতি ছাত্রের শুভ কামনায় আজ এই সুদূর প্রবাস থেকে আমি আল্লাহ্‌র সকাশে আকুল মিনতি জানাই।

চাই শুধু মহান আল্লাহ পাকের দরবারে দু'আ করতে এবং তাদের ইহ্ ও পরকালীন সুখ-শান্তি কামনা করতে।

www.pathagar.com

গ্রন্থখানিতে অনিচ্ছাকৃত সকল ভুল ভ্রান্তি সংশোধন-কল্পে বিজ্ঞ পাঠক পাঠিকার সুপরামর্শ আমি পূর্বেই চেয়েছি।

ইয়া রাব্বাল আলামীন! একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমিই আমাদেরকে এই পবিত্র কুরআন শিক্ষা এবং তৎপ্রতি পুরোপুরি আমলের তাওফীক দান করো, আমাদের শ্রম সাধনা কবুল করো এবং প্রমাদকে ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমতকে আমাদের সবার জন্য পারলৌকিক নাজাতের অছীলা ও মুক্তির সম্বল করে দাও। আমীন !!!

বিনয়াবনত

ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান (অব.)
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের ফযীলত ও আদব

'যদি আমি এই কুরআনকে কোনও পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তা আল্লাহর ভয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত।' (সূরা হাশর, ২১)

এটা বড় মর্যাদাশীল কুরআন, যা লাওহে মাহ্‌ফুযে সংরক্ষিত আছে। একে পবিত্র ছাড়া কেউই স্পর্শ করার অধিকার রাখে না।' (সূরা বুরূজ, ২১-২২, ওয়াকিয়া-৭৯)

'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর পাঠ করবে, তার জন্য একটি নেকী মিলবে এবং প্রত্যেক নেকীর প্রতিফল দশগুন হয়ে যাবে। (তিরমিযী)

'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে কুরআন শিক্ষা করেছে এবং অন্যকেও শিক্ষা দিয়েছে।' (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যার অন্তরে কুরআনের কিছু অংশও নেই, সেটা যেন একটি বিরান গৃহ। (তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তোমরা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে থাক। কারণ, যারা সদাসর্বদা কুরআন তিলাওয়াত করে, কেয়ামতের দিন কুরআন তাদের জন্য সুপারিশ করবে।' (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যে কুরআন শরীফের এক অক্ষর তিলাওয়াত করে সে একটি নেকী পায়। এক এক নেকী দশ নেকীর সমান। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ, বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ ও মীম একটি হরফ। এ হিসেবে প্রতি হরফে দশটি করে নেকী পাবে।' তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যে কুরআন শিক্ষা করেছে ও তদনুযায়ী আমল করেছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার পিতা মাতাকে

www.pathagar.com

এমন একটি নূরের মুকুট পরাবেন, যার আলো সূর্যের আলো হতেও অধিকতর উজ্জ্বল হবে। তোমাদের দুনিয়ার ঘরে সূর্যের আলো পড়লে যেরূপ আলোকিত হয়, তার আলো তদপেক্ষা অধিক হবে। সুতরাং কুরআনের শিক্ষার্থী এবং তদনুযায়ী আমলকারীর পিতামাতারই যদি এ মর্যাদা হয়, তবে বল দেখি সে ব্যক্তি সম্পর্কে (তোমাদের কি ধারণা)।' (আহমদ, আবু দাউদ)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত এবং মুখস্থ করবে, আর হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে স্থান দেবেন এবং তার নিকটাত্মীয়দের দশ জন লোকের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করবেন যাদের জন্য জাহান্নাম সাব্যস্ত হয়েছিল।' (তিরমিযী)

আদবঃ কুরআন তিলাওয়াতের সময় অযু করে এবং পবিত্র স্থানে বসে কিবলার দিকে মুখ করতঃ এই খেয়ালে তিলাওয়াত করবে যে, আমি সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম পড়ছি।

অধিক তিলাওয়াতের সময় আ'উযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়বে।

কোনও খোশখবরের আয়াত তিলাওয়াত করে মনে মনে খুশী হবে এবং আযাবের আয়াত পড়ে চোখের পানি ফেলবে। যদি চোখের পানি না আসে, ক্রন্দনের ভান করবে।

বিনা অযুতে কুরআন পাঠ সংগত হলেও কুরআনের ছহীফা স্পর্শ করতে পারবে না ও মহিলাদের হায়েয-নেফাছকালীন কুরআন পাঠ করা দুরস্ত নয়।

অর্থ বুঝে পড়ার চেষ্টা করবে। অর্থ না বুঝলে যে শব্দগুলো পড়বে ঐগুলোর একটি মর্মার্থ আছে বলে ধারণা করবে।

www.pathagar.com

সিজ্‌দার আয়াত পড়লে সঙ্গে সঙ্গে উঠে 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজ্‌দায় যাবে এবং তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পড়ে পুনরায় 'আল্লাহু আকবার' বলে বসবে এবং 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়ে তিলাওয়াত শুরু করবে।

তিলাওয়াতের সময় হাসি-তামাশা করবে না বা অন্য কোন কথা বলবে না। কথা বলার একান্ত আবশ্যক হলে কুরআন শরীফ বন্ধ করে নেবে। কথা শেষ হলে 'আ'উযুবিল্লাহ' ও 'বিস্‌মিল্লাহ' পড়ে পুনরায় তিলাওয়াত শুরু করবে।

কুরআন শরীফকে খুব তা'যীম ও সম্মানের সাথে রাখবে। সর্বদা সাবধান থাকবে, যেন কোন প্রকার বেয়াদবী না হয়।

কুরআন মাজীদ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ

সূরা, রুকূ, আয়াত, শব্দ, হরফ এবং যের, যবর, পেশ ও অন্যান্য হরকত

পারা- ৩০; সূরা- ১১৪টি; মঞ্জিল-৭টি; রুকূ-৫৫৮টি; আয়াত- ৬,৬৬৬টি; মতান্তরে- ৬,২৩৬টি; সিজদাহ্‌- ১৪টি (মতান্তর ১৫টি); মাক্কী- সূরা- ৮৬টি; মাদীনী সূরা- ২৮টি; ওয়াক্‌ফুন্নবী (সা)- ১৫টি; ওয়াক্‌ফে জিবরাঈল- ১টি; ওয়াক্‌ফে গোফরান- ৯টি; ওয়াক্‌ফে লাযেম- ৮৭টি; শব্দ ৮৬৪৩০টি; হরফ বা বর্ণ- ৩,৩৩,৮৬০টি; নোকতা- ১,০৫,৬৮৪টি; সমগ্র কুরআনে বিসমিল্লাহর বর্ণ- ২,৩৭৩টি; যবর- ৫২,২৩৪টি (মতবিরোধে ৪৫,৩৪৩টি); যের- ৩৯,৫৮২টি; পেশ- ৮,৮০৪টি; জযম- ১,৭৭১টি তাশদীদ- ১,৪৫৩টি। শব্দ ১৭৭১টি; মুআনাকা-১৮টি; সাক্‌তাহ্‌- ৪টি; অতিরিক্ত আলিফ- ৮৮টি; এক হরফে দশ নেকী হিসেবে নেকী- ৩৩,৮৬,০৬০টি;

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ক্রমিক	সূরার নাম	পারা	পৃষ্ঠা
১.	আল-ফাতিহা	১	২১
২.	আল-বাক্বারাহ	১-৩	২২
৩.	আলে ইমরান	৩-৪	৮৬
৪.	আন-নিসা	৪-৬	১২২
৫.	আল মায়িদা	৬-৭	১৬০
৬.	আল-আন'আম	৭-৮	১৯২
৭.	আল আ'রাফ	৮-৯	২২৯
৮.	আল-আনফাল	৯-১০	২৬৮
৯.	তাওবা	১০-১১	২৮২
১০.	য়ূনুস	১১	৩১২
১১.	হূদ	১১-১২	৩৩২
১২	য়ূসুফ	১২-১৩	৩৫৪
১৩.	রা'দ	১৩	৩৭৩
১৪.	ইব্‌রাহীম	১৩	৩৮১
১৫.	হিজ্‌র	১৩-১৪	৩৯০
১৬.	নাহ্‌ল	১৪	৩৯৭
১৭.	বানী ইস্‌রাঈল	১৫	৪১৬
১৮.	কাহাফ	১৫-১৬	৪৩২
১৯.	মারইয়াম	১৬	৪৪৯
২০.	তাহা	১৬	৪৫৯
২১.	আম্বিয়া	১৭	৪৭৩
২২.	হাজ্জ	১৭	৪৮৬

www.pathagar.com

ক্রমিক	সূরার নাম	পারা	পৃষ্ঠা
২৩.	মু'মিনূন	১৮	৪৯৮
২৪.	নূর	১৮	৫০৯
২৫.	ফুরকান	১৮-১৯	৫২১
২৬.	শু'আরা	১৯	৫৩০
২৭.	নাম্‌ল	১৯-২০	৫৪৫
২৮.	ক্বাছাছ	২০	৫৫৭
২৯.	'আনকাবূত	২০-২১	৫৭১
৩০.	রূম	২১	৫৮২
৩১.	লুক্বমান	২১	৫৯০
৩২.	সাজ্‌দা	২১	৫৯৫
৩৩.	আহ্‌যাব	২১-২২	৫৯৯
৩৪.	সাবা	২২	৬১২
৩৫.	ফাতির	২২	৬২০
৩৬.	ইয়াসীন	২২-২৩	৬২৭
৩৭.	সাফ্‌ফাত	২৩	৬৩৫
৩৮.	সা'দ	২৩	৬৪৫
৩৯.	যুমার	২৩-২৪	৬৫৩
৪০.	মু'মিন	২৪	৬৬৪
৪১.	হা-মীম আস-সাজ্‌দা	২৪-২৫	৬৭৬
৪২.	শূরা	২৫	৭৮৫
৪৩.	যুখরুফ	২৫	৬৯৩
৪৪.	দুখান	২৫	৭০২
৪৫.	জাসিয়া	২৫	৭০৬

www.pathagar.com

ক্রমিক	সূরার নাম	পারা	পৃষ্ঠা
৪৬.	আহ্ক্বাফ	২৬	৭১১
৪৭.	মুহাম্মাদ	২৬	৭১৮
৪৮.	ফাত্হ্	২৬	৭২৪
৪৯.	হুজুরাত	২৬	৭৩০
৫০.	কফ	২৬	৭৩৪
৫১.	যারিয়াত	২৬-২৭	৭৩৮
৫২.	তূর	২৭	৭৪৩
৫৩.	নাজ্ম	২৭	৭৪৭
৫৪.	ক্বমার	২৭	৭৫১
৫৫.	আর-রহ্মান	২৭	৭৫৫
৫৬.	ওয়াকিয়া	২৭	৭৬০
৫৭.	হাদীদ	২৭	৭৬৪
৫৮.	মুজাদালাহ্	২৮	৭৭০
৫৯.	হাশ্র	২৮	৭৭৫
৬০.	মুমতাহিনাহ্	২৮	৭৮০
৬১.	ছাফ্ফ	২৮	৭৮৪
৬২.	জুমু'আ	২৮	৭৮৬
৬৩.	মুনাফিকূন	২৮	৭৮৮
৬৪.	তাগাবুন	২৮	৭৯০
৬৫.	তলাক্ব	২৮	৭৯৩
৬৬.	তাহ্রীম	২৮	৭৯৬
৬৭.	মুল্ক	২৯	৭৯৯
৬৮.	ক্বলাম	২৯	৮০২

www.pathagar.com

ক্রমিক	সূরার নাম	পারা	পৃষ্ঠা
৬৯.	হাক্কাহ্	২৯	৮০৫
৭০.	মা'আরিজ	২৯	৮০৮
৭১.	নূহ্	২৯	৮১১
৭২.	জিন্	২৯	৮১৩
৭৩	মুয্যাম্মিল	২৯	৮১৬
৭৪.	মুদ্দাছছির	২৯	৮১৯
৭৫.	ক্বিয়ামা	২৯	৮২২
৭৬.	দাহ্র	২৯	৮২৪
৭৭.	মুরসালাত	২৯	৮২৭
৭৮.	আন-নাবা	৩০	৮৩০
৭৯.	নাযি'আত	৩০	৮৩৩
৮০.	'আবাসা	৩০	৮৩৫
৮১.	তাক্ভীর	৩০	৮৩৭
৮২.	ইন্ফিতার	৩০	৮৩৮
৮৩.	মুতাফ্ফিফীন	৩০	৮৩৯
৮৪.	ইন্শিক্বাক	৩০	৮৪১
৮৫.	বুরূজ	৩০	৮৪৩
৮৬.	ত্বারিক্ব	৩০	৮৪৪
৮৭.	আ'লা	৩০	৮৪৫
৮৮.	গাশিয়া	৩০	৮৪৬
৮৯.	ফজর	৩০	৮৪৭
৯০.	বালাদ	৩০	৮৪৯
৯১.	শাম্স	৩০	৮৫০

www.pathagar.com

ক্রমিক	সূরার নাম	পারা	পৃষ্ঠা
৯২.	লাইল	৩০	৮৫১
৯৩.	দুহা	৩০	৮৫২
৯৪.	ইন্‌শিরাহ্	৩০	৮৫৩
৯৫.	ত্বীন	৩০	৮৫৩
৯৬.	'আলাক	৩০	৮৫৪
৯৭.	ক্বদ্‌র	৩০	৮৫৫
৯৮.	বাইয়েনা	৩০	৮৫৫
৯৯.	যিল্‌যাল	৩০	৮৫৬
১০০.	'আদিয়াত	৩০	৮৫৭
১০১.	ক্বারিয়া	৩০	৮৫৭
১০২.	তাকাছুর	৩০	৮৫৮
১০৩.	আছ্‌র	৩০	৮৫৮
১০৪.	হুমাযা	৩০	৮৫৯
১০৫.	ফীল	৩০	৮৫৯
১০৬.	কুরাইশ	৩০	৮৬০
১০৭.	মা'উন	৩০	৮৬০
১০৮.	কাওসার	৩০	৮৬১
১০৯.	কাফিরূন	৩০	৮৬১
১১০.	নাস্‌র	৩০	৮৬২
১১১.	লাহাব	৩০	৮৬২
১১২.	ইখ্‌লাস	৩০	৮৬৩
১১৩.	ফালাক্ব	৩০	৮৬৩
১১৪.	নাস	৩০	৮৬৩

www.pathagar.com

১. সূরা আল-ফাতিহা

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৭, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আল্লাহ্‌রই জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি বিশ্বজগতের রব। (২) যিনি পরম দয়ালু, অতিশয় করুণাময়। (৩) যিনি বিচার দিবসের মালিক। (৪) আমরা আপনারই ইবাদত করছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাচ্ছি। (৫) আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। (৬) তাদের পথ– যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। (৭) তাদের পথে নয়– যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে, তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। আমীন!!

www.pathagar.com

২. সূরা আল-বাক্বারাহ্

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-২৮৬, রুকু-৪০

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আলিফ লাম-মীম-। (২) এটা ঐ গ্রন্থ যার মধ্যে কোনরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই; ধর্মভীরুদের জন্য এ গ্রন্থ হিদায়াত বা মুক্তি পথের দিশারী। (৩) যারা অদৃশ্য বিষয়গুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করে, ছালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে উপজীবিকা প্রদান করেছি তা হতে খরচ করে থাকে– (৪) এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল, যারা সেসবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আখিরাতের প্রতি যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (৫) এরাই তাদের রবের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং এরাই পূর্ণ সফলকাম। (৬) নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করছে, তাদের জন্য উভয়ই সমান, তুমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন কর বা না কর, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (৭) আল্লাহ্ তাদের অন্তরসমূহের উপর ও তাদের কর্ণসমূহের উপর মোহরাংকিত করে দিয়েছেন এবং তাদের চক্ষুসমূহের উপর আবরণ পড়ে আছে এবং তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি।

www.pathagar.com

রুকু-২

(৮) আর মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ্‌র উপর এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান এনেছি, অথচ তারা মোটেই ঈমানদার নয়। (৯) তারা আল্লাহ্ ও মু'মিনদের সঙ্গে ধোঁকাবাজী করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা নিজেদের ছাড়া আর কারো সঙ্গে ধোঁকাবাজী করে না, অথচ তারা এ সম্বন্ধে অনুভব করতে পারে না। (১০) তাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে, পরন্তু আল্লাহ্ তাদের পীড়া আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য গুরুতর শাস্তি রয়েছে যেহেতু তারা অসত্য বলতো– (১১) এবং যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে– আমরা তো শুধুই শান্তি স্থাপনকারী। (১২) সাবধান! নিশ্চয়ই তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা বুঝে না– (১৩) এবং যখন তাদেরকে বলা হয়– লোকে যেরূপ বিশ্বাস করেছে তোমরাও তদ্রূপ বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলে ঃ নির্বোধেরা যেরূপ বিশ্বাস করেছে আমরাও কি সেরূপ বিশ্বাস করবো? সাবধান! নিশ্চয়ই তারাই নির্বোধ, কিন্তু তা তারা অবগত নয়– (১৪) এবং যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি; এবং যখন তারা নিজেদের দলপতি ও দুষ্ট নেতাদের সাথে গোপনে মিলিত হয়, তখন বলে ঃ আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি, আমরা তো শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও প্রহসন করে থাকি। (১৫) আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছেন

www.pathagar.com

এবং তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন, ফলে তারা নিজেদের অবাধ্যতার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ফিরছে। (১৬) এরা তারাই যারা সু-পথের পরিবর্তে কুপথকে ক্রয় করেছে, সুতরাং তাদের বাণিজ্য লাভজনক হয়নি এবং তারা সরল সঠিক পথে চলেনি। (১৭) এদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করল, তারপর যখন তার পার্শ্ববর্তী সমস্ত স্থান আলোকিত হল, তখন আল্লাহ্ তাদের আলো ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদের অন্ধকারের মধ্যে ছেড়ে দিলেন, সুতরাং তারা কিছুই দেখতে পায় না। (১৮) তারা বধির, মূক, অন্ধ; অতএব, তারা ফিরে আসবে না। (১৯) অথবা আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণের ন্যায়– যাতে অন্ধকার, গর্জন ও বিদ্যুৎ রয়েছে, তারা বজ্রধ্বনি বশতঃ মৃত্যু ভয়ে তাদের কর্ণসমূহে স্ব স্ব অঙ্গুলী গুজে দেয় এবং আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের পরিবেষ্টনকারী। (২০) অচিরে বিদ্যুৎ তাদের দৃষ্টি হরণ করবে, যখন তাদের প্রতি আলোক প্রদীপ্ত হয়– তখন তারা চলতে থাকে এবং যখন তাদের উপর অন্ধকার আচ্ছন্ন হয় তখন তারা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে এবং যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন– নিশ্চয়ই তাদের শ্রবণশক্তি ও তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করতে পারেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

রুকু-৩

(২১) হে মানববৃন্দ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন

www.pathagar.com

তোমরা ধর্মভীরু হও। (২২) যিনি তোমাদের জন্য ভূতলকে শয্যা ও আকাশকে ছাদস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এরপর তা দ্বারা তোমাদের জন্য উপজীবিকাস্বরূপ ফলপুঞ্জ উৎপাদন করেন, অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির করো না কারণ তোমরা এটা অবগত আছ– (২৩) এবং আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, যদি তোমরা তাতে সন্দিহান হও তাহলে এর মতো একটি সূরা আনয়ন কর এবং তোমাদের সেই সাহায্যকারীদেরকে ডেকে নাও যারা আল্লাহ্ হতে পৃথক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (২৪) অনন্তর যদি তোমরা তা করতে না পার এবং তোমরা তা কখনও করতে পারবে না, তাহলে তোমরা সেই জাহান্নামের ভয় কর যার খোরাক মানুষ ও পাথর– যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে– (২৫) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে, তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর যে, তাদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে; যখনই সেখানে তাদেরকে খাবার হিসেবে ফলপুঞ্জ প্রদান করা হবে তখনই তারা বলবে– আমাদের তো এটা পূর্বেই প্রদান করা হয়েছিল, বস্তুতঃ তাদেরকে একই সদৃশ ফল প্রদান করা হবে; এবং তাদের জন্য তন্মধ্যে শুদ্ধা সহধর্মিণীগণ রয়েছে এবং সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। (২৬) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মশক অথবা তদপেক্ষা বৃহত্তম দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করেন না।

www.pathagar.com

সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারা তো বিশ্বাস করবে যে, এ উপমা তাদের রবের পক্ষ হতে খুবই স্থানোপযোগী হয়েছে; আর যারা কাফির, সর্বাবস্থায় তারা এটাই বলবে যে– এসব নগণ্য বস্তুর উপমা দ্বারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যই বা কি? তিনি এর দ্বারা অনেককে বিপথগামী করে থাকেন এবং এর দ্বারা অনেককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। আর এর দ্বারা তিনি শুধু ফাসিকদেরকেই বিপথগামী করে থাকেন। (২৭) যারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং ঐসব সম্পর্ক ছিন্ন করে যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন এবং যারা ভূপৃষ্ঠে বিবাদের সৃষ্টি করে, তারাই পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত। (২৮) কিরূপে তোমরা আল্লাহ্‌কে অবিশ্বাস করছো? অথচ তোমরা নির্জীব ছিলে, অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করেছেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে নির্জীব করবেন, অবশেষে তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। (২৯) পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তিনি আকাশের প্রতি মনঃসংযোগ করেন, অতঃপর সপ্ত আকাশ সুবিন্যস্ত করেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী–

রুকু-৪

(৩০) এবং যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন– নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব, তারা বলল– আপনি কি যমীনে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যারা সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত

www.pathagar.com

করবে? এবং আমরাই তো আপনার গুণগান করছি এবং আপনারই পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকি; তিনি বললেন ঃ তোমরা যা অবগত নও নিশ্চয়ই আমি তা পরিজ্ঞাত আছি- (৩১) এবং তিনি আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা দিলেন, অনন্তর তৎসমুদয় ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপিত করলেন; অতঃপর বললেন ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে আমাকে এসব বস্তুর নামসমূহ বর্ণনা কর। (৩২) তারা বলেছিল ঃ আপনি পরম পবিত্র; আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যতীত আমাদের কোনই জ্ঞান নেই; নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়। (৩৩) তিনি বলেছিলেন ঃ হে আদম! তুমি তাদেরকে ঐ সকলের নামসমূহ বর্ণনা কর; অতঃপর যখন সে তাদেরকে ঐগুলোর নামসমূহ বলেছিল, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ আমি কি তোমাদের বলিনি যে, নিশ্চয়ই আমি আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় অবগত আছি এবং তোমরা যা প্রকাশ কর ও যা গোপন কর আমি তাও পরিজ্ঞাত আছি? (৩৪) এবং যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সিজদাহ্ কর, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলে সিজদাহ্ করেছিল; সে অগ্রাহ্য করল ও অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল- (৩৫) এবং আমি বললাম ঃ হে আদম! তুমি ও তোমার সহধর্মিণী জান্নাতে অবস্থান কর এবং তা হতে যা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দে আহার কর; কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না- অন্যথায় তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (৩৬) অনন্তর

www.pathagar.com

শয়তান তাদের উভয়কে তথা হতে বিচ্যুত করল, অতঃপর তারা উভয়ে যেখানে ছিল তথা হতে তাদেরকে বহির্গত করল; এবং আমি বললাম ঃ তোমরা নীচে নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু; এবং পৃথিবীতেই রয়েছে তোমাদের জন্য এক নির্দিষ্ট কালের অবস্থিতি ও ভোগ সম্পদ। (৩৭) অনন্তর আদম স্বীয় রব হতে কতিপয় বাক্য শিক্ষা করলো, আল্লাহ্ তখন তার প্রতি কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন; নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, করুণাময়। (৩৮) আমি বললাম ঃ তোমরা সবাই এখান থেকে নীচে নেমে যাও; অনন্তর আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট যে উপদেশ উপস্থিত হবে– যারা আমার সেই উপদেশ অনুসরণ করবে বস্তুতঃ তাদের কোনই ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (৩৯) আর যারা অবিশ্বাস করবে এবং আমার নিদর্শনসমূহে অসত্যারোপ করবে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী– তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে।

রুকু-৫

(৪০) হে ইসরাঈলী বংশধর! আমি তোমাদেরকে যে সুখ সম্পদ দান করেছি তা স্মরণ কর এবং আমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর– আমিও তোমাদের প্রতি অঙ্গীকার পূর্ণ করব এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর– (৪১) এবং আমি যা অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তোমাদের সঙ্গে যা আছে– তা তারই সত্যতা প্রমাণকারী এবং এতে তোমরাই প্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না এবং আমার নিদর্শনাবলীর

www.pathagar.com

পরিবর্তে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না এবং তোমরা বরং আমাকেই ভয় কর- (৪২) এবং তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং সেই সত্য গোপন করো না- যেহেতু তোমরা তা অবগত আছ। (৪৩) আর তোমরা ছালাত প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। (৪৪) তোমরা কি লোকদেরকে সৎ কাজে আদেশ করছ এবং তোমাদের নিজেদের সম্বন্ধে বিস্মৃত হচ্ছ? অথচ তোমরা গ্রন্থ পাঠ কর; তবে কি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করছো না? (৪৫) এবং তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের সাথে সাহায্য চাও; অবশ্যই তা কঠিন, কিন্তু বিনীতদের পক্ষে নয়। (৪৬) যারা ধারণা করে যে, নিশ্চয়ই তারা তাদের রবের সাথে মিলিত হবে এবং তারা তাঁরই দিকে গমন করবে।

রুকু-৬

(৪৭) হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে যে সুখ সম্পদ দান করেছি তা স্মরণ কর এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে সমগ্র পৃথিবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি- (৪৮) এবং তোমরা সেই দিবসের ভয় কর, যেদিন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি হতে কিছুমাত্র উপকৃত হবে না এবং কোন ব্যক্তি হতে কোন সুপারিশও গৃহীত হবে না, কোন ব্যক্তি হতে কোন বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে না এবং তাদেরকে সাহায্য করাও হবে না- (৪৯) এবং যখন আমি তোমাদেরকে ফিরআউনের সম্প্রদায় হতে বিমুক্ত করেছিলাম- তারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি

www.pathagar.com

প্রদান করত, তোমাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের কন্যাদেরকে জীবিত রাখত এবং এতে তোমাদের রব হতে তোমাদের জন্য মহাপরীক্ষা ছিল– (৫০) এবং যখন আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে বিভক্ত করেছিলাম, অতঃপর তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ও ফিরআউনের স্বজনদেরকে নিমজ্জিত করেছিলাম এবং তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে– (৫১) এবং যখন আমি মূসার সঙ্গে চল্লিশ রজনীর অঙ্গীকার করেছিলাম, অনন্তর তোমরা গো-বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে অত্যাচারী। (৫২) এরপরেও আমি তোমাদেরকে মার্জনা করেছিলাম– যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৫৩) আর যখন আমি মূসাকে গ্রন্থ এবং সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী নির্দেশিকা দিয়েছিলাম, যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও– (৫৪) আর যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললো– হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই তোমরা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমাদের নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছ। অতএব, তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তোমরা তোমাদের নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও; তোমাদের রবের নিকট এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণময়; অনন্তর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেন, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, করুণাময়– (৫৫) এবং যখন তোমরা বলেছিলে– হে মূসা! আমরা আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যভাবে দর্শন না করা পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করব না– তখন বজ্রপাত তোমাদেরকে আক্রমণ করেছিল এবং তোমরা তা

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষ করেছিলে। (৫৬) অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলাম, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর– (৫৭) এবং আমি তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করেছিলাম এবং তোমাদের প্রতি 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতীর্ণ করেছিলাম; আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি সে পবিত্র জিনিস হতে আহার কর; এবং তারা আমার কোন অনিষ্ট করেনি, বরং তারা নিজেদের অনিষ্ট করেছিল– (৫৮) এবং যখন আমি বললাম ঃ তোমরা এই নগরে প্রবেশ কর, অতঃপর যা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দে ভক্ষণ কর এবং সিজদাবনতভাবে দ্বারে প্রবেশ কর এবং তোমরা বল ঃ আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং অচিরেই সৎ কর্মশীলগণকে অধিকতর দান করবো। (৫৯) অনন্তর যারা অত্যাচার করেছিল ঃ তাদেরকে যা বলা হয়েছিল, তার পরিবর্তে তারা সেই কথার পরিবর্তন করল, পরে অত্যাচারীরা যে দুষ্কর্ম করেছিল– সে জন্য আমি তাদের উপর আকাশ হতে শাস্তি অবতীর্ণ করেছিলাম–

রুকু-৭

(৬০) এবং যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করেছিল তখন আমি বলেছিলাম ঃ তুমি স্বীয় লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর; অনন্তর তা হতে দ্বাদশ প্রস্রবণ বিনিঃসৃত হল; প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্থান জেনে নিল; তোমরা আল্লাহ্‌র উপজীবিকা হতে আহার কর ও পান কর,

www.pathagar.com

এবং পৃথিবীতে শান্তি ভঙ্গকারীরূপে বিচরণ করো না– (৬১) এবং যখন তোমরা বলেছিলে– হে মূসা! আমরা একইরূপ খাদ্যে ধৈর্য ধারণ করতে পারছি না। অতএব, তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা কর– যেন তিনি আমাদের জন্মভূমিতে যা উৎপন্ন হয়, তা হতে ওর শাক-সব্জি, ওর কাঁকুড়, ওর গম, ওর মসূর এবং ওর পিঁয়াজ উৎপাদন করেন; সে বলেছিল ঃ যা উৎকৃষ্ট তোমরা কি তার সঙ্গে যা নিকৃষ্ট তার বিনিময় করতে চাও? কোন নগরে উপনীত হও, তোমাদের প্রার্থিত দ্রব্যগুলো অবশ্যই প্রাপ্ত হবে এবং তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য নিপতিত হলো এবং তারা আল্লাহ্‌র কোপে পতিত হলো এ জন্য যে, নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহে অবিশ্বাস করতো এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করতো; এই হেতু যে, তারা অবাধ্যাচরণ করেছিল ও তারা সীমা অতিক্রম করেছিল।

রুকু-৮

(৬২) নিশ্চয়ই মুসলিম, ইয়াহুদী, খ্রিস্টান এবং ছাবেঈন সম্প্রদায়, (এদের মধ্যে) যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং ভাল কাজ করে, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট পুরস্কার রয়েছে, তাদের কোন প্রকার ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না– (৬৩) এবং যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমাদের উপর তূর পর্বত সমুচ্চ করেছিলাম যে, আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ়রূপে ধারণ কর এবং এতে যা আছে তা স্মরণ কর–

www.pathagar.com

সম্ভবতঃ তোমরা নিষ্কৃতি পাবে। (৬৪) এরপর পুনরায় তোমরা ফিরে গেলে, অতএব যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং তাঁর করুণা না থাকত, তাহলে অবশ্যই তোমরা বিনাশ প্রাপ্ত হতে– (৬৫) এবং অবশ্যই তোমরা অবগত আছ যে, তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছিল আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমরা অধম বানর হয়ে যাও। (৬৬) অনন্তর আমি এটা তাদের সমসাময়িক ও তাদের পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং ধর্মভীরুগণের জন্য উপদেশ স্বরূপ করেছিলাম– (৬৭) এবং যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল– নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা একটি গরু যবেহ্ কর, তারা বলেছিল– তুমি কি আমাদেরকে উপহাস করছ? সে বলেছিল, আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেন আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হই। (৬৮) তারা বলেছিল, তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি আমাদেরকে যেন ওটা কি কি গুণবিশিষ্ট হওয়া দরকার তা বলে দেন। সে বলেছিল– তিনি বলেছেন যে, নিশ্চয়ই সেই গরু বয়োবৃদ্ধ নয় এবং শাবকও নয়– এ দু'য়ের মধ্যবর্তী, অতএব তোমরা যেরূপ আদিষ্ট হয়েছ তা করে ফেল। (৬৯) তারা বলেছিল, তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন ওর বর্ণ কিরূপ তা আমাদেরকে বলে দেন; সে বলেছিল– তিনি বলেছেন যে, নিশ্চয়ই সেই গরুর বর্ণ গাঢ় পীত, ওটা দর্শকদেরকে আনন্দ দান করে। (৭০) তারা বলেছিল, তুমি

www.pathagar.com

আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন ওটা কিরূপ তা আমাদের জন্য বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই আমাদের নিকট সকল গরুই সমতুল্য এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমরা সুপথগামী হব। (৭১) সে বলেছিল– নিশ্চয়ই তিনি বলেছেন যে, অবশ্যই সেই গরু সুস্থকায়, নিখুঁত, ওটা ভূ-কর্ষণের কাজে লাগানো হয়নি এবং ক্ষেতে পানি সেচনেও নিযুক্ত হয়নি। তারা বলেছিল– এক্ষণে তুমি সত্য এনেছ, অতঃপর তারা ওটা যবেহ্ করল যা তাদের করার ইচ্ছা ছিল না–

রুকু-৯

(৭২) এবং যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করার পর সে বিষয়ে বিরোধ করছিলে এবং তোমরা যা গোপন করছিলে আল্লাহ্ তার প্রকাশক হলেন। (৭৩) অতঃপর আমি বলেছিলাম ঃ ওর এক খণ্ড দ্বারা তাকে আঘাত কর; এরূপে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং স্বীয় নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন– যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর। (৭৪) অনন্তর তোমাদের হৃদয় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, বরং কঠিনতর হলো এবং নিশ্চয়ই প্রস্তর হতেও প্রস্রবণ নির্গত হয় এবং নিশ্চয়ই ওগুলোর মধ্যে কোন কোনটি বিদীর্ণ হয়, তৎপরে তা হতে পানি নির্গত হয় এবং নিশ্চয়ই ঐগুলোর মধ্যে কোনটি আল্লাহ্র ভয়ে পতিত হয় এবং তোমরা যা করছ তার প্রতি আল্লাহ্ অমনোযোগী নন। (৭৫) তোমরা কি আশা কর যে, তোমাদের কথায় তারা ঈমান

www.pathagar.com

আনবে? অথচ তাদের মধ্যে এমন কতক লোক গত হয়েছে যারা আল্লাহ্‌র কালাম শুনত, অতঃপর তা বুঝার পর তাকে বিকৃত করত, অথচ তারা জানত। (৭৬) যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে– আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন তাদের কেউ কারো (ইয়াহুদীর) নিকট গোপনে যায়, তখন তারা বলে তোমরা কি মুসলিমদেরকে এমন কথা বলে দাও যা আল্লাহ্ তোমাদের নিকট প্রকাশ করেছেন? পরিণামে তারা তোমাদেরকে তর্কে পরাজিত করবে (এই বলে) যে, এ বিষয়টি রবের নিকট হতে তোমাদের কিতাবে রয়েছে, তোমরা কি বুঝ না? (৭৭) তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন রাখে এবং যা প্রকাশ করে, আল্লাহ্ সবই জানেন? (৭৮) এবং তাদের মধ্যে অনেক অশিক্ষিত লোক আছে, যারা প্রবৃত্তি ব্যতীত কোন গ্রন্থ অবগত নয় এবং তারা শুধু কল্পনাসমূহ রচনা করে থাকে। (৭৯) তাদের জন্য আক্ষেপ, যারা স্বহস্তে পুস্তক রচনা করে, যারা বলে যে, এটা আল্লাহ্‌র নিকট হতে সমাগত! এর দ্বারা তারা সামান্য মূল্য অর্জন করছে, তাদের হস্ত যা লিপিবদ্ধ করেছে তার জন্য তাদের প্রতি আক্ষেপ! এবং তারা যা উপার্জন করছে তার জন্যও তাদের প্রতি আক্ষেপ! (৮০) এবং তারা বলে– নির্ধারিত দিবসসমূহ ব্যতীত অগ্নি আমাদেরকে স্পর্শ করবে না; তুমি বল– তোমরা কি আল্লাহ্‌র নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছ যে, পরে আল্লাহ্ কখনই স্বীয় অঙ্গীকারের অন্যথা করবেন না? অথবা আল্লাহ সম্বন্ধে যা জান না তোমরা তাই

www.pathagar.com

বলছ? (৮১) হ্যাঁ, যারা অনিষ্ট অর্জন করেছে এবং স্বীয় পাপের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে তারাই অগ্নিবাসী তথায় তারা চিরদিন অবস্থান করবে– (৮২) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎ কাজ করছে তারাই জান্নাতবাসী, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

রুকু-১০

(৮৩) আর যখন আমি বনী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারও ইবাদত করবে না এবং মাতা পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে ও আত্মীয়দের, পিতৃহীনদের ও মিসকীনদের সঙ্গেও (সদ্ব্যবহার করবে), আর তোমরা লোকের সাথে উত্তমভাবে কথা বলবে এবং ছালাত প্রতিষ্ঠিত করবে ও যাকাত প্রদান করবে; অতঃপর তোমাদের মধ্যে হতে অল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা সকলেই বিমুখ হয়েছিলে, যেহেতু তোমরা ছিলে অগ্রাহ্যকারী– (৮৪) এবং আমি যখন তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম যে, পরস্পর রক্তপাত করবে না এবং স্বীয় বাসস্থান হতে আপন ব্যক্তিদেরকে বহিষ্কার করবে না; অতঃপর তোমরা স্বীকৃত হয়েছিলে এবং তোমরাই ওর সাক্ষী ছিলে। (৮৫) অনন্তর সেই তোমরাই পরস্পর খুনাখুনি করছ এবং তোমরা তোমাদের মধ্য হতে এক দলকে তাদের গৃহ হতে বহিষ্কার করে দিচ্ছ, তাদের প্রতি শত্রুতাবশতঃ অসৎ উদ্দেশ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে সাহায্য করছ এবং তারা বন্দী হয়ে তোমাদের নিকট আনীত হলে তোমরা তাদেরকে বিনিময় প্রদান কর;

www.pathagar.com

অথচ তাদেরকে বহিষ্কার করা তোমাদের জন্য অবৈধ; তাহলে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের পার্থিব জীবনে দুর্গতি ব্যতীত কিছুই নেই এবং উত্থান দিবসে তারা কঠোর শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে এবং তোমরা যা করছ– আল্লাহ্ সে বিষয়ে অমনোযোগী নন। (৮৬) এরাই আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে; অতএব, তাদের দণ্ড লঘু করা হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না–

রুকু-১১

(৮৭) এবং অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করেছি ও তারপর ক্রমান্বয়ে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি; এবং আমি মারইয়াম নন্দন ঈসাকে নিদর্শনসমূহ প্রদান করেছিলাম এবং পবিত্র আত্মাযোগে তাকে শক্তিসম্পন্ন করেছিলাম; কিন্তু পরে যখন তোমাদের নিকট কোন রাসূল– তোমাদের প্রবৃত্তি যা ইচ্ছা করত না, তা নিয়ে উপস্থিত হল তখন তোমরা অহংকার করলে; অবশেষে এক দলকে মিথ্যাবাদী বললে এবং একদলকে হত্যা করলে– (৮৮) এবং তারা বলে যে, আমাদের হৃদয় আবৃত এবং তাদের অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন– যেহেতু তারা অতি অল্পই বিশ্বাস করে– (৮৯) এবং যখন আল্লাহ্র সন্নিধান হতে তাদের নিকট যা আছে তার সত্যতা প্রতিপাদক গ্রন্থ উপস্থিত হলো এবং পূর্ব হতেই

www.pathagar.com

তারা কাফিরদের নিকট তা বর্ণনা করত, অতঃপর যখন তাদের নিকট সেই পরিচিত কিতাব এল, তখন তারা তাকে অস্বীকার করল। সুতরাং, এরূপ কাফিরদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হোক। (৯০) যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করেছে তা খুবই মন্দ, যেহেতু তারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা অস্বীকার করেছে– এ হঠকারিতার জন্য যে, আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ অবতরণ করেন। অতএব, তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছে এবং কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে– (৯১) এবং যখন তাদেরকে বলা হয়– আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা বিশ্বাস কর, তখন তারা বলে– যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা তাই বিশ্বাস করি এবং তা ছাড়া যা রয়েছে তা অবিশ্বাস করি, অথচ এ গ্রন্থটি সত্য, তাদের কাছে যা আছে এটা তারই সত্যতার প্রতিপাদক; তুমি বল– যদি তোমরা বিশ্বাসীই ছিলে, তাহলে ইতোপূর্বে কেন আল্লাহ্‌র নবীগণকে হত্যা করেছিলে? (৯২) এবং নিশ্চয়ই মূসা উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহ তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছিল, অনন্তর তোমরা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে, যেহেতু তোমরা অত্যাচারী ছিলে– (৯৩) এবং যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমাদের উপর তূর পর্বত সমুচ্চ করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে, আমি যা প্রদান করলাম তা দৃঢ়রূপে ধারণ কর এবং শ্রবণ কর– তারা বলেছিল, আমরা শুনলাম ও অগ্রাহ্য করলাম এবং তাদের

www.pathagar.com

অবিশ্বাসের নিমিত্তে তাদের অন্তরসমূহে গো-বৎস প্রিয়তা সিঞ্চিত হয়েছিল; তুমি বল– যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমাদের বিশ্বাস যা কিছু আদেশ করছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। (৯৪) তুমি বল– যদি অপর ব্যক্তিগণ অপেক্ষা তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট বিশেষ পারলৌকিক আলয় থাকে, তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও– (৯৫) এবং তাদের হস্তসমূহ পূর্বে যা প্রেরণ করেছে তজ্জন্য তারা কখনই তা কামনা করবে না এবং আল্লাহ্ অত্যাচারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত আছেন– (৯৬) এবং নিশ্চয়ই তুমি তাদেরকে অন্যান্য লোক এবং অংশীবাদীদের অপেক্ষাও অধিকতর আয়ু– আকাঙ্ক্ষী পাবে; তাদের মধ্যে প্রত্যেকে কামনা করে যেন তাকে হাজার বছর আয়ু দেয়া হয়, এবং ঐরূপ আয়ু প্রাপ্তিও তাকে শাস্তি হতে মুক্ত করতে পারবে না এবং তারা যা করছে আল্লাহ্ তার পরিদর্শক।

রুকু-১২

(৯৭) তুমি বল ঃ যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সাথে শত্রুতা রাখে এই জন্য যে, সে আল্লাহ্‌র হুকুমে এই কুরআনকে তোমার অন্তঃকরণ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণ করছে এবং মু'মিনদের সুসংবাদ দিচ্ছে– (৯৮) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র, তাঁর ফেরেশতাগণের, তাঁর রাসূলগণের, জিবরাঈলের এবং মিকাঈলের শত্রু, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এরূপ কাফিরদের শত্রু– (৯৯) এবং নিশ্চয়ই

www.pathagar.com

আমি তোমার প্রতি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ অবতরণ করেছি এবং দুষ্কর্মকারী ব্যতীত কেউই তা অবিশ্বাস করবে না। (১০০) কি আশ্চর্য– যখন তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হল তখনই তাদের একদল তা ভঙ্গ করলো। বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না– (১০১) এবং যখন আল্লাহ্‌র নিকট হতে– তাদের নিকট যা আছে তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী রাসূল তাদের নিকট আগমন করল, তখন যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে তাদের একদল আল্লাহ্‌র গ্রন্থকে নিজেদের পশ্চাদভাগে নিক্ষেপ করল, যেন তারা কিছুই জানে না– (১০২) এবং সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত, তারা সেটাই অনুসরণ করেছে এবং সুলাইমান অবিশ্বাসী হয়নি– কিন্তু শয়তানরাই অবিশ্বাস করেছিল। তারা লোকদেরকে যাদু বিদ্যা এবং যা বাবেল শহরে হারূত মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিতো এবং তারা উভয়ে কাউকেও ওটা একথা না বলে শিক্ষা দিত না যে, 'আমরা পরীক্ষাধীন ছাড়া কিছুই নই, অতএব তোমরা কুফরী করো না'। অনন্তর তারা যাতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় তা তাদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত। কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র আদেশ ব্যতীত তা দ্বারা কারও অনিষ্ট সাধন করতে পারত না; কিন্তু তারা ওটাই শিক্ষা করছে যাতে তাদের ক্ষতি হয় এবং তাদের কোন উপকার সাধিত না হয়; এবং নিশ্চয়ই তারা জ্ঞাত আছে– যে কেউ ওটা ক্রয় করেছে, তার জন্য আখিরাতে সুখ লাভ

www.pathagar.com

নেই এবং এর বিনিময়ে তারা যে আত্মবিক্রয় করেছে তা নিকৃষ্ট– যদি তারা তা জানত! (১০৩) এবং যদি তারা সত্য সত্যই বিশ্বাস করত ও ধর্মভীরু হত তাহলে আল্লাহ্‌র নিকট হতে কল্যাণ লাভ করত– যদি তারা এটা বুঝত।

রুকু-১৩

(১০৪) হে মু'মিনগণ! তোমরা রা'য়েনা বল না, বরং উনযুরনা বল এবং শুনে নাও– অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি। (১০৫) আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কাফির (অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাছারাগণ) এবং মুশরিকরা মোটেই পছন্দ করে না যে, তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের উপর কোন কল্যাণ বর্ষিত হোক, আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তাঁর করুণার জন্য নির্দিষ্ট করে নেন এবং আল্লাহ্ মহা করুণাময়। (১০৬) আমি কোন আয়াতের হুকুম রহিত করলে কিংবা আয়াতটিকে বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তদনুরূপ আয়াত আনয়ন করি; তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ের উপরই ক্ষমতাবান? (১০৭) তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধুও নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই? (১০৮) তোমরা কি চাও যে, তোমাদের রাসূলের নিকট আবেদন করবে যেমন ইতোপূর্বে মূসার নিকট (হঠকারিতা বশতঃ এরূপ বহু নিরর্থক) আবেদন করা হয়েছিল? আর যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফরী অবলম্বন করে, নিশ্চয়ই সে

www.pathagar.com

সঠিক পথ হতে দূরে সরে পড়ে। (১০৯) কিতাবীদের অনেকে তাদের প্রতি সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর তারা তাদের সহজাত বিদ্বেষবশতঃ তোমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনের পরে অবিশ্বাসী করতে ইচ্ছে করে; কিন্তু যে পর্যন্ত আল্লাহ্ স্বয়ং আদেশ আনয়ন না করেন– সে পর্যন্ত তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা করতে থাক; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। (১১০) আর তোমরা ছালাত প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর; এবং তোমরা স্ব স্ব জীবনের জন্য যে সৎকর্ম অগ্রে প্রেরণ করেছ; তা আল্লাহ্র নিকট প্রাপ্ত হবে; তোমরা যা করছো নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার পরিদর্শক– (১১১) এবং তারা বলে– যারা ইয়াহুদী বা খৃষ্টান হয়েছে তারা ছাড়া আর কেউই জান্নাতে প্রবিষ্ট হবে না, এটাই তাদের বাসনা; তুমি বল ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে তোমাদের প্রমাণ হাজির কর। (১১২) অবশ্যই, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্র নিকট সমর্পণ করেছে এবং সৎকর্মশীল হয়েছে, ফলতঃ তার জন্য তার রবের নিকট প্রতিদান রয়েছে এবং তাদের জন্য কোন আশংকা নেই ও তারা চিন্তিত হবে না।

রুকু-১৪

(১১৩) আর ইয়াহুদীরা বলে, খৃষ্টানরা কোন বিষয়ের উপর নেই এবং খৃষ্টানরা বলে, ইয়াহুদীরাও কোন বিষয়ের উপর নেই– অথচ তারা গ্রন্থ পাঠ করে। এরূপ যারা জানে না, তারাও ওদের কথার অনুরূপ কথা বলে থাকে; অতএব, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করেছিল, উত্থান

www.pathagar.com

দিবসে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে সে বিষয়ে ফয়সালা করে দিবেন- (১১৪) এবং যে আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহের মধ্যে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে নিষেধ করেছে এবং তা উজাড় করতে সচেষ্ট হয়েছে- সে অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী? তাদের পক্ষে উপযুক্ত নয় যে, তারা শংকিত হওয়া ব্যতীত তন্মধ্যে প্রবেশ করে; তাদের জন্য ইহলোকে দুর্গতি এবং পরলোকে কঠোর শাস্তি রয়েছে। (১১৫) আল্লাহ্‌রই জন্য পূর্ব ও পশ্চিম; অতএব, তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সে দিকেই আল্লাহ্‌র চেহারা বিরাজমান; কেননা আল্লাহ্ (সর্বদিক) পরিবেষ্টনকারী, পূর্ণ জ্ঞানবান- (১১৬) এবং তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পরম পবিত্র; বরং যা কিছু আসমানে ও ভূমণ্ডলে রয়েছে তা তাঁরই জন্য; সবই তাঁর আজ্ঞাধীন। (১১৭) তিনি গগন ও ভূবনের সৃষ্টিকর্তা এবং যখন তিনি কোন কাজ সম্পাদন করতে ইচ্ছা করেন, তখন তার জন্য শুধুমাত্র 'হও' বলেন, আর তাতেই তা হয়ে যায়- (১১৮) এবং মূর্খরা বলে- আল্লাহ্ আমাদের সাথে কেন কথা বলেন না- অথবা কেন আমাদের জন্য কোন নিদর্শন উপস্থিত হয় না? এদের পূর্বে যারা ছিল তারাও অনুরূপ কথা বলতো; তাদের সবারই অন্তর পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ; নিশ্চয়ই আমি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি। (১১৯) নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছি এবং তুমি জাহান্নামবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে না- (১২০) এবং ইয়াহুদী ও

www.pathagar.com

খৃষ্টানরা, তুমি তাদের ধর্ম অনুসরণ না করা পর্যন্ত তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না; তুমি বল– আল্লাহ্‌র প্রদর্শিত পথই সুপথ; এবং তোমার নিকট যে জ্ঞান উপনীত হয়েছে অতঃপর যদি তুমিও তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ্ হতে তোমার জন্য কোনই অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই। (১২১) আমি তাদেরকে যে ধর্মগ্রন্থ দান করেছি তা যারা সঠিকভাবে সত্য বুঝে পাঠ করে, তারাই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং যে কেউ এটা অবিশ্বাস করে ফলতঃ তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

রুকু-১৫

(১২২) হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে যে সুখ সম্পদ দান করেছি এবং আমি পৃথিবীর উপর তোমাদেরকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি– তোমরা তা স্মরণ কর। (১২৩) আর তোমরা ঐ দিবসের ভয় কর– যেদিন একজন অন্যজন হতে কিছুমাত্র উপকৃত হবে না এবং কারও নিকট হতে বিনিময় গৃহীত হবে না, কারও অনুরোধ ফলপ্রদ হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না– (১২৪) এবং যখন তোমার রব ইব্রাহীমকে কতিপয় বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন, পরে সে তা পূর্ণ করেছিল; তিনি বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করব; সে বলেছিল, আমার বংশধরগণ হতেও; তিনি বলেছিলেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের প্রতি প্রযোজ্য হবে না– (১২৫) এবং যখন আমি কা'বা গৃহকে মানব জাতির জন্য সুরক্ষিত

www.pathagar.com

স্থান ও পুণ্যধাম করেছিলাম; এবং মাকামে ইব্রাহীমকে ছালাতের জায়গা নির্ধারণ করেছিলাম; এবং আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের নিকট অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী ও ই'তিকাফকারী এবং রুকু' ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রেখ। (১২৬) যখন ইব্রাহীম বলল ঃ হে আমার রব! এ স্থানকে আপনি নিরাপত্তাময় শহরে পরিণত করুন এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদেরকে উপজীবিকার জন্য ফল-শস্য প্রদান করুন। তিনি বলেন ঃ যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে আমি অল্প দিন শাস্তি দান করব, অতঃপর তাদেরকে অগ্নির শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব, ঐ গন্তব্য স্থান নিকৃষ্টতম। (১২৭) যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কা'বার ভিত্তি স্থাপন করলো (তখন বলল), হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ হতে এটা গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (১২৮) হে আমাদের রব! আমাদের উভয়কে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য হতেও আপনার অনুগত একদল লোক সৃষ্টি করুন আর আমাদেরকে হজ্জের আহ্কাম বলে দিন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন, নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, করুণাময়। (১২৯) হে আমাদের রব! সেই দলে তাদেরই মধ্য হতে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন যিনি তাদেরকে আপনার নিদর্শনাবলী পাঠ করে শুনাবেন এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দান করবেন ও তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়–

www.pathagar.com

রুকূ-১৬

(১৩০) এবং যে নিজকে নির্বোধ করে তুলেছে সে ব্যতীত কে ইব্রাহীমের ধর্ম হতে বিমুখ হবে? এবং নিশ্চয়ই আমি তাকে এই পৃথিবীতে মনোনীত করেছিলাম, নিশ্চয়ই সে সৎ কর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (১৩১) যখন তার রব তাকে বলেছিলেন, তুমি আনুগত্য স্বীকার কর; সে বলেছিল– আমি বিশ্বজগতের রবের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। (১৩২) আর ইব্রাহীম ও ইয়াকূব স্বীয় সন্তানগণকে সদুপদেশ প্রদান করেছিল– হে আমার বংশধরগণ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই দ্বীন মনোনীত করেছেন, অতএব, তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না। (১৩৩) যখন ইয়াকুবের মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে, যখন সে নিজ পুত্রদেরকে বলেছিল– আমার পরে তোমরা কোন্ জিনিসের ইবাদত করবে? তারা বলেছিল– আমরা তোমাদের উপাস্যের এবং তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য– সেই অদ্বিতীয় উপাস্যের ইবাদত করবো এবং আমরা তাঁরই অনুগত থাকব। (১৩৪) ওটা একটা দল ছিল, যা অতীত হয়ে গেছে; তারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের জন্য এবং তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্য এবং তারা যা করে গেছে সে জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না– (১৩৫) এবং তারা বলে যে, তোমরা ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান হও,

www.pathagar.com

তাহলেই সুপথ প্রাপ্ত হবে, তুমি বল বরং আমরা ইব্রাহীমের সুদৃঢ় ধর্মে আছি এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (১৩৬) তোমরা বল ঃ আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আর যা ইব্রাহীম, ইসমাঈল এবং ঈসা, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং মূসাকে যা প্রদান করা হয়েছিল এবং অন্যান্য নবীগণকে তাদের রব হতে যা প্রদত্ত হয়েছিল, সবগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি, তাদের মধ্যে কাউকেও আমরা প্রভেদ করি না এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী। (১৩৭) অনন্তর তোমরা যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তারাও যদি তদ্রূপ বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা সুপথ প্রাপ্ত হবে; এবং যদি তারা ফিরে যায় তাহলে তারা শুধু বিরুদ্ধাচরণেই ফিরে যাবে; অতএব, অচিরেই আল্লাহ্ তাদের প্রতিকূলে তোমাকেই যথেষ্ট করবেন এবং তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (১৩৮) আমরা আল্লাহ্‌রই রঙে রঞ্জিত, আল্লাহ্ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতম রঞ্জনকারী? এবং আমরা তাঁরই বান্দা। (১৩৯) তুমি বল ঃ তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে বিরোধ করছো? অথচ তিনিই আমাদের রব ও তোমাদের রব এবং আমাদের জন্য আমাদের কার্যসমূহ এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কার্যসমূহ এবং আমরা তাঁরই প্রতি বিশ্বস্ত। (১৪০) তোমরা কি বলছ, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তদীয় বংশধরগণ

www.pathagar.com

ইয়াহুদী ও খৃষ্টান ছিল? তুমি বল ঃ তোমরাই সঠিক জ্ঞানী না আল্লাহ্? এবং আল্লাহ্‌র নিকট হতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য যে ব্যক্তি গোপন করছে সে অপেক্ষা কে বেশী অত্যাচারী? এবং তোমরা যা করছ তা হতে আল্লাহ্ অমনোযোগী নন। (১৪১) ওটা একটি জামা'আত ছিল যা বিগত হয়েছে; তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের জন্য এবং তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্য এবং তারা যা করে গেছে সে বিষয়ে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

www.pathagar.com

পারা-২

রুকু-১৭

(১৪২) মানবমণ্ডলীর মধ্যস্থিত নির্বোধেরা অচিরেই বলবে, কিসে তাদেরকে সেই ক্বিবলা হতে প্রত্যাবৃত্ত করলো যার দিকে তারা ছিল? তুমি বলে দাও– পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই জন্য, তিনি যাকে ইচ্ছা সরলপথ প্রদর্শন করেন। (১৪৩) এভাবে আমি তোমাদেরকে আদর্শ সম্প্রদায় করেছি– যেন তোমরা মানবগণের জন্য সাক্ষী হও এবং রাসূলও তোমাদের জন্য সাক্ষী হয়; এবং তুমি যে ক্বিবলার দিকে ছিলে তা আমি এজন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে– আর কে তা হতে স্বীয় পদদ্বয়ে পশ্চাতে ফিরে যায়, আমি তা জেনে নেব এবং আল্লাহ্ যাদেরকে পথ-প্রদর্শন করেছেন তারা ছাড়া অপরের জন্য এটি অবশ্যই কঠোরতর; এবং আল্লাহ্ এরূপ নন যে, তোমাদের বিশ্বাস বিনষ্ট করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি স্নেহশীল, করুণাময়। (১৪৪) নিশ্চয়ই আমি আকাশের দিকে তোমার মুখমণ্ডল উত্তোলন অবলোকন করেছি। তাই আমি তোমাকে ঐ ক্বিবলামুখীই করছি যা তুমি কামনা করছো; অতএব, তুমি মসজিদুল হারামের দিকে তোমার মুখমণ্ডল ফিরিয়ে দাও এবং তোমরা যেখানেই থাক তোমাদের চেহারা সে দিকেই প্রত্যাবর্তিত কর; এবং নিশ্চয়ই

www.pathagar.com

যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই অবগত আছে যে, নিশ্চয়ই এটি তাদের রবের নিকট হতে প্রেরিত সত্য; এবং তারা যা করছে সে বিষয়ে আল্লাহ্ অমনোযোগী নন– (১৪৫) এবং যাদেরকে গ্রন্থ দেয়া হয়েছে তাদের নিকট যদি তুমি সমুদয় নিদর্শন আনয়ন কর, তবুও তারা তোমার ক্বিবলাহ গ্রহণ করবে না; এবং তুমিও তাদের ক্বিবলা গ্রহণ করতে পার না, আর তাদের কোন দলও অন্য দলের ক্বিবলাকে স্বীকার করেনি এবং তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে এর পরেও যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তি অনুসরণ কর, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (১৪৬) যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি, তারা তাকে এরূপভাবে চেনে, যেমন চেনে তারা আপন পুত্রদেরকে এবং নিশ্চয়ই তাদের এক দল জ্ঞাতসারে সত্যকে গোপন করছে। (১৪৭) এই বাস্তব সত্য তোমার রবের পক্ষ হতে; সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

রুকু-১৮

(১৪৮) প্রত্যেকের জন্য এক একটি লক্ষ্যস্থল রয়েছে, ঐ দিকেই সে মুখমণ্ডল প্রত্যাবর্তিত করে, অতএব তোমরা কল্যাণের দিকে ধাবিত হও; তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, আল্লাহ্ তোমাদের সকলকেই একত্রিত করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান– (১৪৯) এবং তুমি যেখান হতেই বের হবে– তোমার মুখ

www.pathagar.com

পবিত্রতম মসজিদের দিকে প্রত্যাবর্তিত কর এবং নিশ্চয়ই এটাই তোমার রবের নিকট হতে প্রেরিত সত্য এবং তোমরা যা করছ সে বিষয়ে আল্লাহ্ অমনোযোগী নন। (১৫০) আর তুমি যেখান হতেই নিষ্ক্রান্ত হও– তোমার মুখ পবিত্রতম মসজিদের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের মুখমণ্ডল সে দিকেই ফিরাবে, যেন তাদের অন্তর্গত অত্যাচারীরা ব্যতীত অন্য কেউ তোমাদের সাথে বিতর্ক করতে না পারে। অতএব, তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় কর, যেন আমি তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করি এবং যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও। (১৫১) আমি তোমাদের মধ্য হতে এরূপ রাসূল প্রেরণ করেছি, যে তোমাদের নিকট আমার নিদর্শনাবলী পাঠ করে এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে, তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা অবগত ছিলে না তা শিক্ষা দান করে। (১৫২) অতএব, তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকেই স্মরণ করব এবং তোমরা আমারই নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং অবিশ্বাসী হয়ো না।

রুকু-১৯

(১৫৩) হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গী। (১৫৪) আর যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো;

www.pathagar.com

না, বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা অবগত নও– (১৫৫) এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, ধন, প্রাণ এবং ফল-ফসলের অভাবের দ্বারা পরীক্ষা করব; এবং ঐসব ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান কর। (১৫৬) যাদের উপর কোন বিপদ নিপতিত হলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌রই জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (১৫৭) এদের উপর তাদের রবের পক্ষ হতে শান্তি ও করুণা বর্ষিত হবে এবং এরাই সুপথগামী। (১৫৮) নিশ্চয়ই "ছাফা" ও "মারওয়া" আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত। অতএব, যে ব্যক্তি এই গৃহে 'হাজ্জ' অথবা 'উমরাহ্' পালন করে, তার জন্য এতদুভয়ের প্রদক্ষিণ করা দূষণীয় নয় এবং কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করলে আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞাত। (১৫৯) আমি যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, ঐগুলোকে সর্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ করার পরও যারা ঐসব বিষয়কে গোপন করে, আল্লাহ্ তাদেরকে অভিসম্পাত করেন এবং অভিসম্পাতকারীরাও তাদেরকে অভিসম্পাত করে থাকে। (১৬০) কিন্তু যারা তওবা করে ও সংশোধিত হয় এবং সত্য প্রকাশ করে, বস্তুতঃ আমি তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদানকারী, করুণাময়। (১৬১) যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, নিশ্চয়ই তাদের উপর আল্লাহ্‌র, ফেরেশতাগণের এবং মানবকুলের সবারই অভিসম্পাত। (১৬২) তন্মধ্যে তারা সর্বদা

www.pathagar.com

অবস্থান করবে, তাদের শাস্তি প্রশমিত হবে না এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না– (১৬৩) এবং তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্; সেই সর্বদাতা করুণাময় ব্যতীত অন্য কেউ উপাস্য নেই।

রুকু-২০

(১৬৪) নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃজনে, দিবা ও রজনীর পরিবর্তনে, সমুদ্র পথে জাহাজসমূহের চলাচলে– যাতে রয়েছে মানুষের জন্য কল্যাণ। মৃত পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করণে, তাতে নানাবিধ জীবজন্তু সঞ্চারিত করার জন্য আল্লাহ্ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। বায়ু রাশির গতি পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সঞ্চিত মেঘের সঞ্চারণে সত্যি সত্যিই জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে– (১৬৫) এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে এরূপ আছে– যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সদৃশ স্থির করে, আল্লাহ্কে ভালোবাসার ন্যায় তারা তাদেরকে ভালোবেসে থাকে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহ্র প্রতি– তাদের প্রেম দৃঢ়তর এবং যারা অত্যাচার করেছে তারা যদি শাস্তি অবলোকন করতো তাহলে দেখতো, সমুদয় শক্তিই আল্লাহ্র এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর। (১৬৬) যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। (১৬৭) অনুসরণকারীরা বলবে, যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম

www.pathagar.com

তাহলে তারা যেরূপ আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আমরাও তদ্রূপ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতাম; এভাবে আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মের পরিণাম দুঃখজনকভাবে প্রদর্শন করবেন এবং তারা অগ্নি হতে উদ্ধার পাবে না।

রুকু-২১

(১৬৮) হে মানবমণ্ডলী! পৃথিবীর মধ্যে যা বৈধ ও পবিত্র, তা হতে আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১৬৯) এতদ্ব্যতীত সে তোমাদেরকে আদেশ করে শয়তানী ও অশ্লীল কাজ করতে এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে যা জান না তা বলতে– (১৭০) এবং যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর; তখন তারা বলে– বরং আমরা সেটাই অনুসরণ করব যা আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ হতে প্রাপ্ত হয়েছি; যদিও তাদের পিতৃপুরুষদের কোনই জ্ঞান ছিল না এবং তারা সুপথগামীও ছিল না। (১৭১) আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের দৃষ্টান্ত ওদের ন্যায়– যেমন কেউ আহ্বান করলে শুধু চিৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শুনে না; তারা বধির, মূক, অন্ধ; কাজেই তারা বুঝতে পারে না। (১৭২) হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! আমি তোমাদেরকে যা উপজীবিকাস্বরূপ দান করেছি সেই পবিত্র বস্তুসমূহ আহার কর এবং আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর– যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাক। (১৭৩) তিনি শুধু তোমাদের জন্য মৃত

www.pathagar.com

জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত– তা ব্যতীত অবৈধ করেননি; বস্তুত যে ব্যক্তি নিরুপায় কিন্তু সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার জন্য পাপ নেই; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (১৭৪) আল্লাহ্ যা গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছেন তা যারা গোপন করে ও তৎপরিবর্তে নগণ্য মূল্য গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই তারা অগ্নি ছাড়া অন্য কিছু আহার করে না; এবং উত্থান দিবসে আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৭৫) ওরাই সুপথের বিনিময়ে কুপথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে, অতঃপর জাহান্নামের আগুন কিরূপে সহ্য করবে? (১৭৬) এই জন্যই আল্লাহ্ সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন এবং যারা গ্রন্থ সম্বন্ধে বিরোধ করে, বাস্তবিকই তারা বিরুদ্ধাচরণে সুদূরগামী।

রুকু-২২

(১৭৭) তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত করলেই তাতে পুণ্য নেই, বরং পুণ্য তার– যে ব্যক্তি আল্লাহ্, আখিরাত, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁরই প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, পথিক ও ভিক্ষুকদেরকে এবং দাসত্ব মোচনের জন্য ধনসম্পদ ব্যয় করে আর ছালাত প্রতিষ্ঠিত করে ও যাকাত প্রদান করে এবং অঙ্গীকার করলে তা

www.pathagar.com

পূরণ করে এবং যারা অভাবে ও ক্লেশে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্যশীল তারাই সত্য পরায়ণ এবং তারাই ধর্মভীরু। (১৭৮) হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! নিহতদের সম্বন্ধে তোমাদের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ বিধিবদ্ধ করা হলো; স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী; কিন্তু যদি কেউ তার ভাই কর্তৃক কোন বিষয়ে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়, তাহলে যেন ন্যায় সঙ্গতভাবে পাওনা সাব্যস্ত করা হয় এবং সদ্ভাবে তা পরিশোধ করে, এটা তোমাদের রবের পক্ষ হতে লঘু বিধান ও করুণা; অতঃপর যে কেউ সীমালঙ্ঘন করবে তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (১৭৯) হে জ্ঞানবান লোকেরা! ক্বিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন (অর্থাৎ জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা) রয়েছে– যেন তোমরা সাবধান হও। (১৮০) যখন তোমাদের কারও মৃত্যু নিকটবর্তী বলে মনে হয়, তখন সে যদি ধন সম্পত্তি রেখে যায়, তাহলে মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য বৈধভাবে অছীয়ত করা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ হলো, ধর্মভীরুদের এটা অবশ্য করণীয়। (১৮১) অতঃপর যে ব্যক্তি শোনার পর তা পরিবর্তন করে, তাহলে এর পাপ তাদেরই হবে যারা একে পরিবর্তন করবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (১৮২) অনন্তর যদি কেউ অছীয়তকারীর পক্ষে পক্ষপাতিত্ব অথবা পাপের আশঙ্কা করে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তাতে তাঁর পাপ নেই; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

www.pathagar.com

রুকু-২৩

(১৮৩) হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় তোমাদের উপরও ছিয়ামকে অপরিহার্য কর্তব্যরূপে নির্ধারিত করা হলো যেন তোমরা সংযমশীল হতে পারো। (১৮৪) ওটা নির্দিষ্ট কয়েক দিবস। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেউ পীড়িত কিংবা প্রবাসী হয়, তার জন্য অপর কোন দিবস হতে গণনা করবে; আর যারা ওতে অক্ষম তারা তৎপরিবর্তে একজন দরিদ্রকে আহার্য দান করবে। অতএব, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করে তার জন্য কল্যাণ এবং তোমরা যদি বুঝে থাকো তাহলে ছিয়াম পালনই তোমাদের জন্য কল্যাণ। (১৮৫) রমযান মাস– যার মধ্যে বিশ্বমানবের জন্য পথ প্রদর্শন এবং সুপথের উজ্জ্বল নিদর্শন ও প্রভেদকারী কুর'আন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সেই মাসে (নিজ আবাসে) উপস্থিত থাকে; সে যেন ছিয়াম পালন করে এবং যে ব্যক্তি পীড়িত অথবা প্রবাসী– তার জন্য অপর কোন দিন হতে গণনা করবে; তোমাদের পক্ষে যা সহজসাধ্য আল্লাহ্ তাই ইচ্ছা করেন ও তোমাদের পক্ষে যা দুঃসাধ্য তা ইচ্ছা করেন না এবং যেন তোমরা নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করে নিতে পার এবং তোমাদেরকে যে সুপথ দেখিয়েছেন সে জন্য তোমরা আল্লাহ্‌কে মহিমান্বিত কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর– (১৮৬) এবং যখন আমার সেবকবৃন্দ (বান্দা) আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন তাদেরকে বলে দাও–

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই আমি সন্নিকটবর্তী; কোন আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকি; সুতরাং, তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমাকে বিশ্বাস করে– তাহলেই তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হতে পারবে। (১৮৭) রমযানের রজনীতে আপন স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, তারা তোমাদের জন্য এবং তোমরা তাদের জন্য আবরণ, তোমরা যে নিজেদের ক্ষতি করছিলে, আল্লাহ্ তা পরিজ্ঞাত আছেন, এজন্য তিনি তোমাদের প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হলেন এবং তোমাদের (ভার) লাঘব করে দিলেন; অতএব, এক্ষণে তোমরা (রমযানের রাত্রেও) তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অনুসন্ধান কর এবং প্রত্যুষে কালো সূতা হতে সাদা সূতা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা আহার ও পান কর, অতঃপর রাত্রি সমাগম পর্যন্ত তোমরা ছিয়াম পূর্ণ কর; তোমরা মসজিদে ই'তিকাফ করার সময় (তোমাদের স্ত্রীদের) সাথে মিলিত হবে না; এটিই আল্লাহ্র সীমা। অতএব, তোমরা তার নিকটেও যাবে না; এভাবে আল্লাহ্ মানবমণ্ডলীর জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ বিবৃত করেন– যেন তারা সংযত হয়– (১৮৮) এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের ধন সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং তা বিচারকের নিকট টোপ হিসেবে উপস্থাপিত করো না যাতে তোমরা জ্ঞাতসারে লোকের সম্পদের অংশ অন্যায়ভাবে উদরস্থ করতে পার।

www.pathagar.com

রুকু-২৪

(১৮৯) তারা তোমাকে নব চন্দ্রসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল ঃ এগুলো হচ্ছে জন-সমাজের উপকারের জন্য এবং হজ্জের জন্য সময়নিরূপক; আর (ঐ হজ্জের চাঁদে) তোমরা যে পশ্চাৎ দিক দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর– এটি নেকীর কাজ নয়, বরং নেকীর কাজ হলো, যে ব্যক্তি সংযমশীলতা অবলম্বন করলো এবং তোমরা গৃহসমূহে ওগুলোর দরজা দিয়ে প্রবেশ কর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাতে তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও– (১৯০) এবং যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরাও তাদের সাথে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর এবং সীমা অতিক্রম করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমা-লঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না। (১৯১) তাদেরকে যেখানেই পাও– হত্যা কর এবং তারা তোমাদেরকে যেখান হতে বহিষ্কার করেছে, তোমরাও তাদেরকে সেখান হতে বহিষ্কার কর এবং হত্যা অপেক্ষা অশান্তি (ফিত্‌না) গুরুতর এবং তোমরা তাদের সাথে পবিত্রতম মসজিদের নিকট যুদ্ধ করো না– যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের সাথে তন্মধ্যে যুদ্ধ করে, কিন্তু যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাহলে তোমরাও হত্যা কর; অবিশ্বাসীদের জন্য এটাই প্রতিফল। (১৯২) অতঃপর যদি নিবৃত্ত হয় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (১৯৩) অশান্তি দূরীভূত হয়ে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর; অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তাহলে অত্যাচারীদের ব্যতীত শত্রুতা নেই। (১৯৪)

www.pathagar.com

নিষিদ্ধ মাসের পরিবর্তে নিষিদ্ধ মাস ও সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় পরস্পর সমান, অতঃপর যে কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করে, তাহলে সে তোমাদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করবে তোমরাও তার প্রতি সেরূপ অত্যাচার কর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ সংযমশীলদের সঙ্গী- (১৯৫) এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর এবং স্বীয় হস্ত ধ্বংসের দিকে প্রসারিত করো না এবং কল্যাণ সাধন করতে থাকো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কল্যাণ সাধনকারীদের ভালবাসেন।

রুকু-২৫

(১৯৬) তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ্ সম্পূর্ণ কর; কিন্তু তোমরা যদি বাধা প্রাপ্ত হও তাহলে যা সহজ প্রাপ্য তাই উৎসর্গ কর এবং কুরবানীর জন্তুগুলো স্বস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত তোমাদের মস্তক মুণ্ডন করো না; কিন্তু কেউ যদি তোমাদের মধ্যে পীড়িত হয় অথবা তার মস্তক যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়, তাহলে সে ছিয়াম কিংবা ছাদাক্বাহ্ অথবা কুরবানী দ্বারা ওর বিনিময় করবে, অতঃপর যখন তোমরা শান্তিতে থাকো, তখন যে ব্যক্তি ওমরাহ ও হজ্জ একত্রে কামনা করে তাহলে যা সহজ প্রাপ্য তাই উৎসর্গ করবে, কিন্তু কেউ যদি তা প্রাপ্ত না হয়, তাহলে হজ্জের সময় তিন দিন এবং যখন তোমরা প্রত্যাবর্তন কর তখন সাত দিন- এই পূর্ণ দশ দিন ছিয়াম পালন করবে; এটা তারই জন্য- যার পরিজন পবিত্রতম মসজিদে উপস্থিত না থাকে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও জেনে রেখো, আল্লাহ্ কঠিন শাস্তি দাতা।

www.pathagar.com

(১৯৭) হজ্জের মাসগুলো সুবিদিত। কেউ যদি ঐ মাসগুলোর মধ্যে হজ্জের সংকল্প করে তাহলে সে হজ্জের সময়ে সহবাস, দুষ্কর্ম ও কলহ করতে পারবে না এবং তোমরা যে কোন সৎকাজ কর না কেন, আল্লাহ্ তা জ্ঞাত আছেন। আর তোমরা তোমাদের সাথে পাথেয় নিয়ে নাও। বস্তুতঃ উৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে তাক্বওয়া বা আত্মসংযম। সুতরাং, হে জ্ঞানবানগণ! আমাকে ভয় কর। (১৯৮) তোমরা স্বীয় রবের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করলে তাতে তোমাদের পক্ষে কোন অপরাধ নেই; অতঃপর যখন তোমরা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তিত হও তখন পবিত্র স্মৃতি-স্থানের নিকট আল্লাহ্কে স্মরণ কর; এবং তিনি তোমাদেরকে যেরূপ নির্দেশ দিয়েছেন তদ্রূপ তাঁকে স্মরণ কর; এবং নিশ্চয়ই তোমরা এর পূর্বে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (১৯৯) অতঃপর অন্যান্যরা যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও প্রত্যাবর্তন কর এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (২০০) অনন্তর যখন তোমরা তোমাদের (হজ্জের) অনুষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করে ফেল তখন যেরূপ তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে স্মরণ করতে, তদ্রূপ আল্লাহ্কে স্মরণ কর– বরং তদপেক্ষা দৃঢ়তরভাবে স্মরণ কর; কিন্তু মানবমণ্ডলীর মধ্যে কেউ কেউ এরূপ আছে যারা বলে– হে আমাদের রব! আমাদেরকে ইহকালেই দান করুন; এবং তাদের জন্য আখিরাতে কোনই অংশ নেই। (২০১) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে– হে আমাদের রব! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান করুন ও পরকালে কল্যাণ দান

www.pathagar.com

করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন। (২০২) তারা যা অর্জন করেছে, তাদের জন্য তারই অংশ রয়েছে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী– (২০৩) এবং নির্ধারিত দিবসসমূহে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর; অতঃপর কেউ যদি দু'দিনের মধ্যে (মক্কায় ফিরে যেতে) তাড়াহুড়া করে তাহলে তার জন্য কোন পাপ নেই। পক্ষান্তরে কেউ যদি দু'দিন বিলম্ব করে তাহলে তার জন্যও পাপ নেই এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও জেনে রেখো যে, তোমাদের সকলকে তাঁরই সন্নিধানে সমবেত করা হবে– (২০৪) এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে এমনও আছে– পার্থিব জীবন সংক্রান্ত যার কথা তোমাকে চমৎকৃত করে আর সে নিজের অন্তরস্থ (সততা) সম্বন্ধে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করে থাকে, কিন্তু বস্তুত সে হচ্ছে কঠোর শত্রুতা পরায়ণ ব্যক্তি। (২০৫) যখন সে প্রত্যাবর্তন করে তখন তার উদ্দেশ্য থাকে দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করা এবং শস্য ক্ষেত্র ও জীব-জন্তু বিনাশ করা; এবং আল্লাহ্ অশান্তি ভালবাসেন না। (২০৬) যখন তাকে বলা হয়– তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তখন প্রতিপত্তির অহমিকা তাকে অধিকতর অনাচারে লিপ্ত করে। অতএব, জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট এবং নিশ্চয়ই ওটা নিকৃষ্ট আশ্রয় স্থল। (২০৭) পক্ষান্তরে কোন কোন লোক এরূপ আছে যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সাধনের জন্য আত্মবিসর্জন করে এবং আল্লাহ্ হচ্ছেন সমস্ত বান্দার প্রতি স্নেহ পরায়ণ। (২০৮) হে মু'মিনগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবিষ্ট হও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু

www.pathagar.com

(২০৯) অনন্তর স্পষ্ট দলিল প্রমাণাদি তোমাদের নিকট সমাগত হওয়ার পরেও যদি তোমরা পদস্খলিত হয়ে যাও, তাহলে জেনে রেখো– আল্লাহ্ হচ্ছেন মহাপরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়। (২১০) তারা শুধু এই অপেক্ষাই করছে যে, আল্লাহ্ শুভ্র মেঘমালার ছত্রতলে ফেরেস্তাদেরকে (মালাইকা) সঙ্গে নিয়ে তাদের নিকট সমাগত হবেন ও সমস্ত কাজের নিষ্পত্তি করবেন এবং আল্লাহ্রই নিকট সমস্ত কার্য প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে।

রুকু-২৬

(২১১) ইসরাঈল বংশীয়দেরকে জিজ্ঞেস কর, আমি কত স্পষ্ট প্রমাণই না তাদেরকে প্রদান করেছি এবং যে কেউ তার নিকট আল্লাহ্র অনুগ্রহ সম্পদ আসার পর তা পরিবর্তন করে, তাহলে জেনে রেখো নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা। (২১২) যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের পার্থিব জীবন সুশোভিত করা হয়েছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে উপহাস করে থাকে এবং যারা ধর্মভীরু তাদেরকে উত্থান দিবসে সমুন্নত করা হবে; এবং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন অপরিমিত জীবিকা দান করে থাকেন। (২১৩) মানব জাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল; অতঃপর আল্লাহ্ সুসংবাদ বাহক ও ভয় প্রদর্শকরূপে নবীগণকে প্রেরণ করলেন এবং তিনি তাদের সাথে সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেন যেন (ঐ কিতাব) তাদের মতভেদের বিষয়গুলো সম্বন্ধে মীমাংসা করে দেয়, অথচ যারা কিতাব প্রাপ্ত

www.pathagar.com

হয়েছিল, স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তাদের নিকট সমাগত হওয়ার পর, পরস্পরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষবশতঃ তারা সেই কিতাবকে নিয়ে মতভেদ ঘটিয়ে বসলো, অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছাক্রমে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে সে বিষয়ে সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করলেন এবং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করে থাকেন। (২১৪) তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমরা এখনও তাদের অবস্থা প্রাপ্ত হওনি যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে; তাদেরকে বিপদ ও দুঃখ স্পর্শ করেছিল এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল; এমন কি রাসূল ও তৎসহ বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বলেছিল, কখন আল্লাহ্র সাহায্য আসবে? সতর্ক হও, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র সাহায্য নিকটবর্তী। (২১৫) তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, তারা কিরূপে ব্যয় করবে? তুমি বল– তোমরা ধনসম্পত্তি হতে যা ব্যয় করবে তা মাতা-পিতার, আত্মীয়স্বজনের, পিতৃহীনদের, দরিদ্রদের ও পথিকবৃন্দের জন্য কর; এবং তোমরা যে সব সৎকর্ম কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা সম্যকরূপে অবগত। (২১৬) জিহাদকে তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্যরূপে অবধারিত করা হয়েছে এবং এটি তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর; বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক, পক্ষান্তরে তোমরা এমন বিষয়কে পছন্দ করছ যা তোমাদের জন্য বাস্তবিকই অনিষ্টকর এবং আল্লাহ্ই (তোমাদের ভাল ও মন্দ) অবগত আছেন এবং তোমরা অবগত নও।

www.pathagar.com

রুকু-২৭

(২১৭) তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল– ওর মধ্যে যুদ্ধ করা অতীব অন্যায় আর আল্লাহ্‌র পথে প্রতিরোধ করা এবং তাঁকে অবিশ্বাস করা ও পবিত্র মসজিদ হতে তার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কৃত করা আল্লাহ্‌র নিকট তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ; এবং অশান্তি সৃষ্টি হত্যা অপেক্ষা গুরুতর এবং যদি তারা সক্ষম হয়, তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম হতে ফিরাতে না পারা পর্যন্ত নিবৃত্ত হবে না; আর তোমাদের মধ্যকার কেউ যদি স্বধর্ম হতে ফিরে যায় এবং ঐ কাফির অবস্থাতেই তার মৃত্যু ঘটে, তাহলে তার ইহকাল ও পরকাল সংক্রান্ত সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে; তারাই অগ্নির অধিবাসী এবং তারই মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। (২১৮) নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে দেশ ত্যাগ করেছে ও ধর্ম যুদ্ধ করেছে, তারাই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রত্যাশী এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (২১৯) মাদক দ্রব্য ও জুয়া খেলা সম্বন্ধে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল– এ দু'টোর মধ্যে গুরুতর পাপ রয়েছে এবং কোন কোন লোকের (কিছু) উপকার আছে, কিন্তু ও দু'টোর লাভ অপেক্ষা পাপই গুরুতর; তারা তোমাকে (আরও) জিজ্ঞেস করছে, তারা কি (পরিমাণ) ব্যয় করবে? তুমি বল– যা তোমাদের উদ্বৃত্ত; এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন যেন তোমরা চিন্তা করে দেখ–

www.pathagar.com

(২২০) পার্থিব ও পারলৌকিক বিষয়ে। তারা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল– তাদের হিত সাধন করাই উত্তম; এবং যদি তোমরা তাদেরকে সম্মিলিত করে নাও তাহলে তারা তোমাদের ভ্রাতা; আর কে অনিষ্টকারী, কে হিতাকাঙ্ক্ষী আল্লাহ্ তা অবগত আছেন এবং যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তাহলে তিনি তোমাদেরকে বিপদে ফেলতেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়– (২২১) এবং অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করো না এবং নিশ্চয়ই বিশ্বাসিনী দাসী অংশীবাদিনী মহিলা অপেক্ষা উত্তম যদিও সে তোমাদেরকে মোহিত করে ফেলে; এবং অংশীবাদীরা বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তাদের সাথে (মুসলিম নারীদের) বিয়ে প্রদান করো না এবং নিশ্চয়ই অংশীবাদী তোমাদের মনঃপুত হলেও বিশ্বাসী দাস তদপেক্ষা শ্রেয়; এরাই জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ্ স্বীয় ইচ্ছায় জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন ও মানবমণ্ডলীর জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী বিবৃত করেন যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে–

রুকু-২৮

(২২২) এবং তারা তোমাকে (স্ত্রীলোকদের) ঋতু সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল ঃ ওটা হচ্ছে অশুচি। অতএব, ঋতুকালে স্ত্রীলোকদেরকে অন্তরাল কর এবং উত্তমরূপে শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটে যেও না; অনন্তর যখন তারা পবিত্র হবে তখন আল্লাহ্র

www.pathagar.com

নির্দেশ মতো তোমরা তাদের নিকট গমন করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমা প্রার্থীগণকে ভালবাসেন এবং শুদ্ধাচারীগণকেও ভালবেসে থাকেন। (২২৩) তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ; অতএব, তোমরা যখন যেভাবে ইচ্ছা স্বীয় জীবনের জন্য ব্যবহার কর এবং নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা করো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও জেনে রেখো, একদিন আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ হবে। আর বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও– (২২৪) এবং মানবমণ্ডলীর মধ্যে হিত সাধন, পরহেযগারী ও মীমাংসা করে দেয়ার ক্ষেত্রে তোমরা স্বীয় শপথসমূহের জন্য আল্লাহ্‌র নামকে লক্ষ্যবস্তু বানিও না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। (২২৫) তোমাদের নিরর্থক শপথসমূহের জন্য তোমাদেরকে আল্লাহ্ ধরবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে ঐ সব শপথ সম্বন্ধে ধরবেন যেগুলো তোমাদের মনের সংকল্প অনুসারে সাধিত হয়েছে; এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল। (২২৬) যারা স্বীয় পত্নীগণ হতে পৃথক থাকার শপথ করে তারা চার মাস প্রতীক্ষা করবে; অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (২২৭) পক্ষান্তরে যদি তারা তালাক দিতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী– (২২৮) এবং তালাকপ্রাপ্তগণ তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকবে; এবং যদি তারা আল্লাহ্ ও পরকাল বিশ্বাস করে তাহলে আল্লাহ্ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের পক্ষে বৈধ হবে না;

www.pathagar.com

এবং এর মধ্যে যদি তারা সন্ধি কামনা করে তাহলে তাদের স্বামীই তাদেরকে প্রতিগ্রহণ করতে সমধিক স্বত্ববান; আর নারীদের উপর তাদের স্বামীদের যেরূপ স্বত্ব আছে, স্ত্রীদেরও তাদের পুরুষদের (স্বামীর) উপর তদনুরূপ ন্যায়সঙ্গত স্বত্ব আছে এবং তাদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে; আল্লাহ্ হচ্ছেন মহা পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়।

রুকু-২৯

(২২৯) তালাক দুইবার; অতঃপর (স্ত্রীকে) হয় বিহিতভাবে রাখতে হবে অথবা সৎভাবে পরিত্যাগ করতে হবে; আর নিজেদের দেয় সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয় স্ত্রীদের কাছ থেকে, যদি উভয়ে আশংকা করে যে, তারা আল্লাহ্র সীমা স্থির রাখতে পারবে না। অনন্তর তোমরা যদি অশংকা কর যে, আল্লাহ্র নির্দেশ ঠিক রাখতে পারবে না, সে অবস্থায় স্ত্রী নিজের মুক্তি লাভের জন্য কিছু বিনিময় দিলে তাতে উভয়েরই কোন দোষ নেই; এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্র সীমাসমূহ। অতএব, তা অতিক্রম করো না এবং যারা আল্লাহ্র সীমা অতিক্রম করে বস্তুতঃ তারাই অত্যাচারী। (২৩০) অনন্তর যদি সে তালাক প্রদান করে তাহলে এর পরে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহিতা না হওয়া পর্যন্ত সে তার জন্য বৈধ হবে না, অতঃপর সে তাকে তালাক প্রদান করলে যদি উভয়ে পরস্পর প্রত্যাবর্তিত হয় তাতে উভয়ের পক্ষে কোনই দোষ নেই যদি আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে এবং এগুলোই আল্লাহ্র সীমাসমূহ, তিনি

www.pathagar.com

জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য এগুলো ব্যক্ত করে থাকেন– (২৩১) এবং তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও আর তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যায়, তখন তাদেরকে নিয়মিতভাবে রাখতে পার অথবা নিয়মিতভাবে পরিত্যাগ করতে পার; এবং তাদেরকে যন্ত্রণা দেয়ার জন্য আবদ্ধ করে রেখো না, তাহলে সীমালঙ্ঘন করবে; আর যে ব্যক্তি এরূপ করে সে নিশ্চয়ই নিজের প্রতি অবিচার করে থাকে এবং আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপাচ্ছলে গ্রহণ করো না, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং তোমাদেরকে উপদেশ দানের জন্য কিতাব ও জ্ঞান হতে যা অবতীর্ণ করেছেন তা স্মরণ কর আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী–

রুকূ-৩০

(২৩২) এবং যখন তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে তালাক দাও, অতঃপর তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যায়, তখন তারা উভয়েই যদি পরস্পরের প্রতি বিহিতভাবে সম্মত হয়ে থাকে, সেই অবস্থায় স্ত্রীরা নিজ স্বামীদেরকে বিয়ে করতে গেলে তোমরা তাদেরকে বাধা প্রদান করো না; তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এর দ্বারা তাদেরকেই উপদেশ দেয়া হচ্ছে; তোমাদের জন্য এটি শুদ্ধতম ও পবিত্রতম (ব্যবস্থা) এবং আল্লাহ্ অবগত আছেন ও তোমরা অবগত নও– (২৩৩) এবং যদি কেউ স্তন্য পানের কাল পূর্ণ করতে ইচ্ছে করে, তার জন্য জননীগণ পূর্ণ দুই বছর স্বীয়

www.pathagar.com

সন্তানদেরকে স্তন্য দান করবে আর সন্তানের জনকগণ বিহিতভাবে প্রসূতিদের খোরাক ও তাদের পোশাক দিতে বাধ্য; কাউকেও তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেয়া যাবে না, নিজ সন্তানের কারণে জননীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা চলবে না এবং উত্তরাধিকারীগণের প্রতিও একই বিধান, কিন্তু যদি তারা পরস্পর পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারে স্তন্য ত্যাগ করাতে ইচ্ছা করে, তাতে উভয়ের কোন দোষ নেই; আর তোমরা যদি নিজ সন্তানদেরকে স্তন্য পানের জন্য সমর্পণ করতঃ বিহিতভাবে কিছু প্রদান কর তাহলেও তোমাদের কোন দোষ নেই; এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও জেনে রেখো যে, তোমরা যা করছ আল্লাহ্ তা প্রত্যক্ষকারী– (২৩৪). এবং তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তারা (বিধবাগণ) চার মাস ও দশ দিন প্রতীক্ষা করবে; অতঃপর যখন তারা স্বীয় নির্ধারিত সময়ে উপনীত হয়, তখন তারা নিজেদের সম্বন্ধে বিহিতভাবে যা করবে, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই; এবং তোমরা যা করছো তদ্বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক খবর রাখেন– (২৩৫) এবং তোমরা স্ত্রীলোকদের প্রস্তাব সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে যা ব্যক্ত কর অথবা নিজেদের মনে গোপনে যা পোষণ করে থাকো তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই; আল্লাহ্ অবগত আছেন যে, তোমরা তাদের বিষয় আলোচনা করবে, কিন্তু গোপনভাবে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করো না, বরং বিহিতভাবে তাদের সাথে কথা বল এবং নির্ধারিত সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সংকল্প করো না; এবং

www.pathagar.com

এটিও জেনে রেখো যে, তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ তা অবগত। অতএব, তোমরা তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।

রুকু-৩১

(২৩৬) যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ না করে অথবা তাদের প্রাপ্য নির্ধারিত করার পূর্বে তালাক প্রদান কর তাহলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই এবং তোমরা তাদেরকে কিছু সংস্থান করে দেবে, অবস্থাপন্ন লোক নিজের অবস্থানুসারে এবং অভাবগ্রস্ত লোক তার সাধ্যানুসারে বিহিত সংস্থান (করে দেবে), সৎকর্মশীল লোকদের উপর এটাই কর্তব্য। (২৩৭) আর তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক প্রদান কর এবং তাদের মোহর নির্ধারণ করে থাক, তাহলে যা নির্ধারণ করেছিলে তার অর্ধেক দিয়ে দাও; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে কিংবা যার হাতে বিবাহ বন্ধন সে ক্ষমা করে তাহলে তা স্বতন্ত্র কথা অথবা তোমরা পুরুষরা যদি ক্ষমা কর তাহলে এটা পরহেজগারীর অতি নিকটবর্তী; এবং পরস্পরের উপকারকে যেন ভুলে যেও না; তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা প্রত্যক্ষকারী। (২৩৮.) তোমরা ছালাতসমূহ ও মধ্যবর্তী ছালাতকে সংরক্ষণ কর এবং বিনীতভাবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও। (২৩৯) তবে তোমরা যদি আশংকা কর, সেই অবস্থায় পদব্রজে বা যানবাহনাদির উপর

www.pathagar.com

ছালাত সমাপন করে নেবে, পরে যখন নিরাপদ হও তখন তোমাদেরকে যেভাবে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে সেভাবে আল্লাহ্‌র প্রশংসা কর যা তোমরা ইতোপূর্বে জানতে না- (২৪০) এবং তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও পত্নীগণকে ছেড়ে যায় তারা যেন স্বীয় পত্নীগণকে বহিষ্কৃত না করে এক বছর পর্যন্ত তাদেরকে ভরণ-পোষণ প্রদান করার জন্য অছীয়ত করে যায়, কিন্তু যদি তারা (স্বেচ্ছায়) বের হয়ে যায়, তাহলে নিজেদের সম্বন্ধে বিহিতভাবে তারা যে ব্যবস্থা করে সে জন্য তোমাদের কোন দোষ নেই; এবং আল্লাহ্ মহাপরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। (২৪১) আর তালাক প্রাপ্তদের জন্য বিহিতভাবে ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা ধর্মভীরুগণের কর্তব্য। (২৪২) এভাবে আল্লাহ্ স্বীয় নিদর্শনাবলী বিবৃত করেন- যেন তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর।

রুকু-৩২

(২৪৩) তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি- মৃত্যু বিভীষিকাকে এড়ানোর জন্য যারা নিজেদের গৃহ হতে বহির্গত হয়েছিল? অথচ তারা ছিল বহু সহস্র; তখন আল্লাহ্ তাদেরকে বললেন- তোমরা মর; পুনরায় তিনি তাদেরকে জীবন দান করলেন; নিশ্চয়ই মানবগণের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। (২৪৪) তোমরা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম কর এবং জেনে রেখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। (২৪৫) কে সে- যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণদান করে? অনন্তর তিনি তাকে দ্বিগুন, বহুগুন

www.pathagar.com

বর্ধিত করেন এবং আল্লাহ্ই (মানুষের আর্থিক অবস্থাকে) কৃচ্ছ্র বা সচ্ছল করে থাকেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (২৪৬) তুমি কি মূসার পরে ইসরাঈল বংশীয় প্রধানদের প্রতি লক্ষ্য করনি? নিজেদের এক নবীকে যখন তারা বলেছিল ঃ আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত করে দাও (যেন) আমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করতে পারি! সে বলেছিল– এটা কি সম্ভবপর নয় যে, যখন তোমাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ হয়ে যাবে তখন তোমরা যুদ্ধ করবে না? তারা বলেছিল ঃ আমরা যুদ্ধ করব না এটা কিরূপে (সম্ভব)? অথচ নিজেদের আবাস হতে ও স্বজনদের নিকট হতে আমরা বহিষ্কৃত হয়েছি। অনন্তর যখন তাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ হলো তখন তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত সবাই পশ্চাৎপদ হয়ে পড়লো এবং অত্যাচারীদেরকে আল্লাহ্ সম্যকরূপে অবগত আছেন– (২৪৭) এবং তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল– নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তালূতকে তোমাদের জন্য রাজারূপে নির্বাচিত করেছেন; তারা বললো ঃ আমাদের উপর তালূতের রাজত্ব কিরূপে (সঙ্গত) হতে পারে? রাজত্বে তার অপেক্ষা আমাদেরই স্বত্ব অধিক, পক্ষান্তরে যথেষ্ট আর্থিক সচ্ছলতাও তার নেই; তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাকেই মনোনীত করেছেন এবং জ্ঞান ও দৈহিক শক্তিতে তিনি তাকে প্রচুর পরিমাণে বর্ধিত করে দিয়েছেন, আল্লাহ্ তাঁর রাজত্ব যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন এবং আল্লাহ্ হচ্ছেন দানশীল, সর্বজ্ঞাতা– (২৪৮) এবং তাদের নবী তাদের বলেছিল– তার

www.pathagar.com

রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সিন্দুক সমাগত হবে, যাতে থাকবে তোমাদের রবের নিকট হতে শান্তি এবং মূসা ও হারুনের পরিবারের (পরিত্যক্ত) কিছু সামগ্রী, ফেরেশতা সেটা বহন করে আনবে; তোমরা যদি বিশ্বাস স্থাপনকারী হও তাহলে ওর মধ্যে নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

রুকু-৩৩

(২৪৯) অনন্তর যখন তালূত সৈন্যদলসহ বহির্গত হয়েছিল তখন সে বলেছিল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ একটি নদী দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, ওটা হতে যে পান করবে সে আমার দলভুক্ত কেউ নয় এবং যে স্বীয় হস্ত দ্বারা অঞ্জলিপূর্ণ করে নেবে এবং তা ব্যতীত সে আর আস্বাদন করবে না সে নিশ্চয়ই আমার লোক; কিন্তু তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ছাড়া আর সবাই সেই নদীর পানি পান করলো, অতঃপর যখন সে ও বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ নদী অতিক্রম করে গেল তখন তারা বলল– জালূত ও তার সেনাবাহিনী মোকাবিলা করার শক্তি আজ আমাদের নেই; পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস করত যে, তাদেরকে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে, তারা বললো ঃ আল্লাহ্র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে, বস্তুতঃ ধৈর্যশীলদের সঙ্গী হচ্ছেন আল্লাহ্! (২৫০) এবং যখন তারা জালূত ও তার সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হলো, বলতে লাগলো– হে আমাদের রব! আমাদেরকে পূর্ণ সহিষ্ণুতা দান করুন আর আমাদের চরণগুলো অটল রাখুন এবং

www.pathagar.com

কাফির জাতির উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন! (২৫১) তখন তারা আল্লাহ্‌র হুকুমে জালূতের সৈন্যদেরকে পরাজিত করে দিল এবং দাঊদ জালূতকে হত্যা করে ফেললো এবং আল্লাহ্ দাঊদকে রাজ্য ও প্রজ্ঞা দান করলেন এবং তাকে ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষা দান করলেন আর যদি আল্লাহ্ এক দলকে অপর দলের দ্বারা প্রদমিত না করতেন তাহলে নিশ্চয়ই পৃথিবী অশান্তিপূর্ণ হত, কিন্তু আল্লাহ্ বিশ্ব জগতের প্রতি অনুগ্রহকারী। (২৫২) এগুলো আল্লাহ্‌র নিদর্শন– তোমার নিকট এগুলো সত্যরূপে উপস্থাপন করেছি এবং নিশ্চয়ই তুমি রাসূলগণের অন্তর্গত।

পারা-৩

(২৫৩) এই সকল রাসূল– আমি যাদের কারও উপর কাউকে মর্যাদা প্রদান করেছি, তাদের মধ্যে কারও সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন এবং কাউকে পদ মর্যাদায় সমুন্নত করেছেন আর মারইয়াম নন্দন ঈসাকে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দান করেছি এবং তাকে পবিত্র আত্মাযোগে সাহায্য করেছি আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নবীগণের পরবর্তী লোকেরা, তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণপুঞ্জ সমাগত হওয়ার পর পরস্পরের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো না। কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধ করেছিলো, ফলে তাদের কতক হলো মু'মিন আর কতক হলো কাফির। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো না, কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছে করেন তাই সম্পন্ন করে থাকেন।

www.pathagar.com

রুকূ-৩৪

(২৫৪) হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি, তা হতে সেদিন সমাগত হওয়ার পূর্বে ব্যয় কর যেদিন ক্রয় বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ নেই আর অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী। (২৫৫) আল্লাহ্! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ছাড়া, তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়েই কেউ ধারণা করতে পারে না। তাঁর আসন আসমান ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয় না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান। [আয়াতুল কুরসী] (২৫৬) দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি কিংবা বাধ্যবাধকতা নেই। নিশ্চয়ই ভ্রান্তি হতে সুপথ পরিষ্কার হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি শয়তানকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে এমন দৃঢ়তর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরলো যা কখনও ছিন্ন হবার নয় এবং আল্লাহ্ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। (২৫৭) আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন মু'মিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোকের দিকে নিয়ে যান; আর যারা অবিশ্বাস করেছে,

www.pathagar.com

তাগুত তাদের পৃষ্ঠপোষক, সে তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী– সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

রুকু-৩৫

(২৫৮) তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করনি– যে ইব্রাহীমের সাথে তার রব সম্বন্ধে বিতর্ক করেছিল– যেহেতু আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব প্রদান করেছিলেন। ইব্রাহীম বলেছিল– আমার রব তিনিই, যিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন; সে বলেছিল– আমিই জীবন ও মৃত্যু দান করি; ইব্রাহীম বলেছিল– নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে আনয়ন করেন, কিন্তু তুমি ওকে পশ্চিম দিক হতে আনয়ন কর; এতে সেই অবিশ্বাসকারী হতবুদ্ধি হয়েছিল; এবং আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (২৫৯) অথবা ঐ ব্যক্তির অনুরূপ– যে কোন এক জনপদ অতিক্রম করছিল এবং তা ছিল শূন্য– নিজ ভিত্তির উপর পতিত। সে বলল– এই নগরের মৃত্যুর পর আল্লাহ্ আবার তাকে জীবন দান করবেন কিরূপে? অনন্তর আল্লাহ্ তাকে একশ' বছরের জন্য মৃত্যু দান করলেন অতঃপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন এবং বললেন ঃ এ অবস্থায় তুমি কতক্ষণ অতিবাহিত করেছো? সে বলল– একদিন অথবা একদিনের কিয়দংশ; তিনি বললেন ঃ তা নয়; বরং তুমিতো এভাবে একশ বছর ছিলে। তোমার খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি লক্ষ্য কর– ওটা বিকৃত হয়নি এবং তোমার

www.pathagar.com

গর্দভের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; এবং যেহেতু আমি তোমাকে মানবের জন্য নিদর্শন বানাতে চাই; আরও দর্শন কর অস্থিপুঞ্জের দিকে, ওকে কিরূপ আমি সংযুক্ত করি; তৎপর ওকে মাংসাবৃত করি। অনন্তর যখন ওটা তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন সে বললো ঃ আমি জানি, আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান- (২৬০) এবং যখন ইব্রাহীম বলেছিল- হে আমার রব! আপনি কিরূপে মৃতকে জীবিত করেন তা আমাকে প্রদর্শন করুন; তিনি বললেন ঃ তাহলে কি তুমি বিশ্বাস কর না? সে বললো- হ্যাঁ অবশ্যই, কিন্তু তাতে আমার অন্তর পরিতৃপ্ত হবে; তিনি বললেন- তাহলে চারটি পাখী গ্রহণ কর, তারপর সেগুলো টুকরো টুকরো করে মিশ্রিত কর, অনন্তর প্রত্যেক পাহাড়ের উপর ওদের এক এক খণ্ড রেখে দাও; অতঃপর ওদেরকে আহ্বান কর, ওরা তোমার নিকট দৌড়ে আসবে; এবং জেনে রেখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, বিজ্ঞানময়। (২৬১) যারা আল্লাহ্র পথে স্বীয় ধনসম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা- যেমন একটি শস্য বীজ, তা হতে উৎপন্ন হলো সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে (উৎপন্ন হলো) একশত শস্য এবং আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন, বস্তুত ঃ আল্লাহ্ হচ্ছেন অতি দানশীল সর্বজ্ঞ।

রুকু-৩৬

(২৬২) যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না, কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য

www.pathagar.com

তাদের রবের নিকট রয়েছে পুরস্কার, বস্তুতঃ তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না। (২৬৩) যে দানের পশ্চাতে থাকে ক্লেশ, সে দান অপেক্ষা উত্তম বাক্য ও ক্ষমাই উৎকৃষ্ট এবং আল্লাহ্ মহাসম্পদশালী, সহিষ্ণু। (২৬৪) হে মু'মিনগণ! কৃপা প্রকাশ ও ক্লেশ দান করে নিজেদের দানগুলো ব্যর্থ করে ফেলো না সেই ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের ধন ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য, অথচ আল্লাহ্ ও আখিরাতে সে বিশ্বাস করে না; ফলত ঃ তার উপমা– যেমন এক বৃহৎ মসৃণ প্রস্তর খণ্ড, যার উপর কিছু মাটি (জমে) আছে, এ অবস্থায় তাতে বর্ষিত হলো প্রবল বৃষ্টি, অনন্তর তা পরিষ্কার হয়ে গেল; তারা যা অর্জন করেছে তন্মধ্য হতে কোন বিষয়েই তারা সুফল পাবে না এবং আল্লাহ্ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না– (২৬৫) এবং যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি সাধন ও স্বীয় জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্য ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা– যেমন উর্বর ভূভাগে অবস্থিত একটি উদ্যান, তাতে প্রবল বৃষ্টিধারা পতিত হয়, ফলে সেই উদ্যান দ্বিগুন খাদ্যশস্য দান করে; কিন্তু যদি তাতে বৃষ্টিপাত না হয় তাহলে শিশিরই যথেষ্ট এবং তোমরা যা করছ আল্লাহ্ তা প্রত্যক্ষকারী। (২৬৬) তোমাদের কারও যদি এমন একটি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান থাকে যার তলদেশ দিয়ে নদী-নালা প্রবাহিত, তথায় সর্ব প্রকার ফলের সংস্থান তার রয়েছে, আর সে বার্ধক্যে উপনীত হলো, অথচ তার কতকগুলো দুর্বল (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) সন্তান-সন্ততি রয়েছে– এ অবস্থায় সেই বাগানে

www.pathagar.com

উপস্থিত হলো অগ্নিসহ এক ঘূর্ণীঝড়, আর তা পুড়ে (ভস্মীভূত হয়ে) গেল– তোমরা কেউ এটা পছন্দ করবে কি? এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন– যেন তোমরা চিন্তা কর।

রুকু-৩৭

(২৬৭) হে মু'মিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং আমি যা তোমাদের জন্য ভূমি হতে উৎপন্ন করেছি, তা হতে উৎকৃষ্ট বস্তু খরচ কর এবং তা হতে এরূপ নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ কর না– যা তোমরা মুদিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ কর না; এবং তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ্ মহা সম্পদশালী, প্রশংসিত। (২৬৮) শয়তান তোমাদেরকে অভাবের ভীতি প্রদর্শন করে এবং তোমাদেরকে অসৎ বিষয়ের আদেশ করে এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর নিকট হতে ক্ষমা ও দয়ার অংগীকার করেন। আল্লাহ্ হচ্ছেন বিপুল দাতা, সর্বজ্ঞ। (২৬৯) তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন এবং যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়– সে নিশ্চয়ই প্রচুর কল্যাণ লাভ করে; বস্তুত ঃ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ ব্যতীত কেউই উপলব্ধি করতে পারে না– (২৭০) এবং যে কোন বস্তু তোমরা ব্যয় কর না কেন, অথবা যে কোন প্রতিজ্ঞা (নযর) তোমরা গ্রহণ কর না কেন, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তা অবগত হন; আর অত্যাচারীদের কোনই সাহায্যকারী নেই। (২৭১) যদি তোমরা প্রকাশ্যভাবে দান কর তাহলে তা উৎকৃষ্ট এবং যদি তোমরা তা গোপন কর ও দরিদ্রদেরকে প্রদান কর তাহলে ওটাও তোমাদের জন্য উত্তম এবং এর দ্বারা তোমাদের

www.pathagar.com

কিছু গুনাহ্ (এর কালিমা) বিদূরিত হবে; বস্তুতঃ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ্ বিশেষরূপে খবর রাখেন। (২৭২) তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তোমরা ধনসম্পদ হতে যা ব্যয় কর বস্তুতঃ তা তোমাদের নিজেদের জন্য; আর একমাত্র আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের চেষ্টা ব্যতীত (অন্য কোন উদ্দেশ্যে) অর্থ ব্যয় করো না; এবং তোমরা হালাল সম্পদ হতে যা ব্যয় করবে তা সম্পূর্ণভাবে পুনঃপ্রাপ্ত হবে, আর তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। (২৭৩) দান খয়রাত ঐ সব লোকদের জন্য যারা আল্লাহ্র কাছে আবদ্ধ হয়ে গেছে, জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফিরা করতে সক্ষম নয়। তাদের সাবলীল চলাচলের জন্য অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবহীন মনে করে, তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে প্রার্থনা করে না এবং তোমরা বৈধ সম্পদ থেকে যা ব্যয় কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যকরূপে অবগত।

রুকু-৩৮

(২৭৪) যারা রাত্রে ও দিবসে, গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের রবের নিকট তাদের পুরস্কার রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (২৭৫) যারা সুদ ভক্ষণ করে, তারা শয়তানের স্পর্শে মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির অনুরূপ

www.pathagar.com

কিয়ামত দিবসে দণ্ডায়মান হবে; এর কারণ এই যে, তারা বলে– ব্যবসা সুদের অনুরূপ বৈ তো কিছু নয়– অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন; অতঃপর যার নিকট তার রবের পক্ষ হতে উপদেশ সমাগত হয়, ফলে সে নিবৃত্ত হয়, সুতরাং যা অতীত হয়েছে তার কৃতকর্ম আল্লাহ্‌র প্রতিনির্ভর; এবং যারা পুনরায় সুদ গ্রহণ করবে, তারাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানেই চিরকাল অবস্থান করবে। (২৭৬) সুদকে আল্লাহ্ ক্ষয় করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতি কৃতঘ্ন পাপাচারীদেরকে ভালবাসেন না। (২৭৭) নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনয়ন করে এবং সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে, ছালাতকে প্রতিষ্ঠিত রাখে ও যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (২৭৮) হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং যদি তোমরা মু'মিন হও, তাহলে সুদের মধ্যে যা অবশিষ্ট রয়েছে তা বর্জন কর। (২৭৯) কিন্তু যদি না কর তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও এবং যদি তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে তোমাদের মূলধন পেয়ে যাবে- তোমরা অত্যাচার করবে না এবং তোমরাও অত্যাচারিত হবে না। (২৮০) আর যদি সে অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে সচ্ছলতার প্রতীক্ষা করবে এবং যদি তোমরা বুঝে থাক

www.pathagar.com

তাহলে তোমাদের জন্য দান করাই উত্তম। (২৮১) আর তোমরা সেই দিনের ভয় কর– যেদিন তোমরা আল্লাহ্‌র পানে প্রত্যাবর্তিত হবে, তখন যে যা অর্জন করেছে তা সম্পূর্ণরূপে প্রদত্ত হবে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না।

রুকু-৩৯

(২৮২) হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান প্রদান করবে– তখন তা লিখে নেবে; আর কোন একজন লেখক যেন ন্যায্যভাবে তোমাদের মধ্যে (ঐ আদান প্রদানের দলীল) লিখে দেয়, আর কোন লেখক যেন (দলীল) লিখে দিতে অস্বীকার না করে– আল্লাহ্ তাকে যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া এবং ঋণ গ্রহিতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং তার উচিত স্বীয় রব আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং ওর মধ্যে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম না করা; অতঃপর ঋণ গ্রহীতা যদি নির্বোধ বা অযোগ্য অথবা লিখিয়ে নিতে অসমর্থ হয় তাহলে তার অভিভাবকরা ন্যায় সঙ্গতভাবে লিখিয়ে নেবে এবং তোমাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ সাক্ষীকে সাক্ষী করবে; কিন্তু যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে সাক্ষীগণের মধ্যে তোমরা একজন পুরুষ ও দু'জন নারী মনোনীত করবে, যদি নারীদ্বয়ের একজন ভুলে যায় তাহলে একজন অপর জনকে স্মরণ করিয়ে দেবে; এবং যখন আহ্বান করা হয় তখন

www.pathagar.com

সাক্ষীগণের অস্বীকার না করা উচিত এবং ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ বিষয়ের নির্দিষ্ট সময় লিখে দিতে তোমরা অবহেলা করো না, এটা আল্লাহ্‌র নিকট অতি সঙ্গত এবং সাক্ষ্যের জন্য এটাই দৃঢ়তা ও সন্দেহে পতিত না হওয়ার নিকটতর; কিন্তু যদি তোমরা কারবারে পরস্পর হাতে হাতে আদান প্রদান কর, তাহলে তা লিপিবদ্ধ না করলে তোমাদের পক্ষে দোষ নেই; কিন্তু বাণিজ্যিক লেন দেনের জন্য সাক্ষী রেখো, যেন লেখক কিংবা সাক্ষী ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি এরূপ কর তাহলে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (২৮৩) এবং যদি তোমরা প্রবাসে থাক ও লেখক না পাও– তাহলে বন্ধকী বস্তু নিজের দখলে রাখ। অনন্তর কেউ যদি কাউকে বিশ্বাস করে তাহলে যাকে বিশ্বাস করা হয়েছে তার পক্ষে গচ্ছিতদ্রব্য প্রতার্পণ করা উচিত এবং স্বীয় রব আল্লাহ্‌কে ভয় করা উচিৎ। সাক্ষ্য গোপন করো না; এবং যে কেউ তা গোপন করবে, নিশ্চয়ই তার মন পাপাচারী; বস্তুতঃ আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত।

রুকু-৪০

(২৮৪) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্‌র এবং তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ তার হিসাব তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করবেন; অতঃপর

www.pathagar.com

তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন; এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান। (২৮৫) রাসূল তদ্বীয় রব হতে তৎপ্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা বিশ্বাস করে এবং মু'মিনগণও (বিশ্বাস করে); তারা সবাই আল্লাহ্কে, তাঁর ফেরেশতাদেরকে, তাঁর গ্রন্থসমূহকে এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে থাকে; আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কাউকেও পার্থক্য করি না এবং তারা বলে, আমরা শ্রবণ করলাম, স্বীকার করলাম, হে আমাদের রব! আমরা আপনারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই দিকে শেষ প্রত্যাবর্তন। (২৮৬) কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ্ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেন না; সে যা উপার্জন করেছে তা তারই জন্য এবং যা সে অর্জন করেছে তা তারই উপর বর্তাবে। হে আমাদের রব! যদি আমাদের ভুল অথবা ত্রুটি হয় তজ্জন্য আমাদেরকে অপরাধী করবেন না, হে আমাদের রব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেরূপ গুরুভার অর্পণ করেছিলেন– আমাদের উপর তদ্রূপ ভার অর্পণ করবেন না; হে আমাদের রব! যা আমাদের শক্তির বাইরে ঐরূপ ভার অমাদের উপর চাপিয়ে দেবেন না এবং আমাদের পাপ মোচন করুন ও আমাদেরকে মার্জনা করুন, আমাদেরকে দয়া করুন, আপনিই আমাদের আশ্রয়দাতা! অতএব, কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন।

www.pathagar.com

৩. সূরা আলে ইমরান

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-২০০; রুকু-২০

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আলিফ লাম-মীম। (২) আল্লাহ্ ছাড়া কোনই উপাস্য নেই– তিনি চিরঞ্জীব ও নিত্য বিরাজমান। (৩) তিনি বাস্তব সত্যের সাথে তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন– যা পূর্ববর্তী বিষয়ের সত্যতা প্রতিপাদনকারী এবং তিনি তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছিলেন। (৪) এর পূর্বের মানবমণ্ডলীর জন্য পথ প্রদর্শক এবং ফুরক্বান অবতীর্ণ করেছেন। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে এবং আল্লাহ্ পরাক্রান্ত প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৫) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যার নিকট ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের কোন বিষয়ই লুকায়িত নেই- (৬) তিনিই স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী জরায়ুর মধ্যে তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন, সেই পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় ব্যতীত কোনই উপাস্য নেই। (৭) তিনিই তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন যাতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ রয়েছে– এগুলো গ্রন্থের জননীস্বরূপ এবং অন্যান্য আয়াতসমূহ রূপক; অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, ফলত ঃ তারাই অশান্তি সৃষ্টি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে অস্পষ্টের (রূপক) অনুসরণ করে; এবং আল্লাহ্ ব্যতীত ওর অর্থ কেউই অবগত নয়, আর যারা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত তারা বলে– আমরা ওতে বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের রবের নিকট হতে সমাগত এবং জ্ঞানবান ব্যতীত কেউই উপদেশ গ্রহণ করে না। (৮) হে আমাদের রব! আমাদেরকে পথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আমাদেরকে আপনার নিকট হতে করুণা প্রদান করুন, নিশ্চয়ই আপনি প্রভূত করুণা প্রদানকারী। (৯) হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি সকল মানুষকে সমবেতকারী– ঐ দিনে মোটেই সন্দেহ নেই, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী নন।

রুকু-২

(১০) নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের ধন সম্পদ ও তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র নিকট কোন বিষয়েই ফলপ্রদ হবে না এবং তারাই জাহান্নামের ইন্ধন। (১১) ফির'আউন সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের প্রকৃতির ন্যায় তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি অসত্যারোপ করেছে, এজন্য আল্লাহ্ তাদের ধৃত করেছেন এবং আল্লাহ্ কঠোর শাস্তি দাতা। (১২) যারা অবিশ্বাস করেছে, তুমি তাদেরকে বল– অচিরেই তোমরা পরাভূত হবে এবং তোমরা জাহান্নামের দিকে একত্রিত হবে এবং ওটা নিকৃষ্টতর স্থান। (১৩) নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য দু'টি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে মহান নমুনা রয়েছে, তাদের একদল আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করছিল এবং অপর দল

www.pathagar.com

অবিশ্বাসী ছিল, তারা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে মুসলিমদেরকে দ্বিগুণ দেখেছিল এবং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তদীয় সাহায্য দানে শক্তিশালী করেন, নিশ্চয়ই এর মধ্যে চক্ষুস্মানদের জন্য উপদেশ রয়েছে। (১৪) মানবমণ্ডলীকে রমণী, সন্তান- সন্ততি, পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যভাণ্ডার, সুপ্রশিক্ষিত অশ্ব ও পালিত পশু এবং শস্য ক্ষেত্রের মত আকর্ষণীয় বস্তু দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে, এটা পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী সম্পদ এবং আল্লাহ্র নিকট রয়েছে স্থায়ী জীবনের উৎকৃষ্ট আশ্রয়। (১৫) তুমি বল ঃ আমি কি তোমাদেরকে এটা অপেক্ষাও উত্তম বিষয়ের সংবা দেব? যারা ধর্মভীরু তাদের জন্য তাদের রবের নিকট জান্নাত রয়েছে– যার তলদেশে স্রোতস্বিনীনহরসমূহ প্রবাহিত, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে এবং তথায় পূত পবিত্র সহধর্মিণীগণ ও আল্লাহ্র প্রসন্নতা রয়েছে; এবং আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি লক্ষ্যকারী। (১৬) যারা বলে– হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অতএব আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আগুনের শাস্তি হতে আমাদেরকে বাঁচান। (১৭) যারা সহিষ্ণু, সত্যপরায়ণ, সেবানুগত, দানশীল এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থী। (১৮) আল্লাহ্ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কেউ উপাস্য নেই এবং ফেরেশতা, জ্ঞানবানগণ ও সুবিচারে আস্থা স্থাপনকারীগণও সাক্ষ্য দেয় যে, এই মহা পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময় মা'বুদ ব্যতীত আর কোনই উপাস্য নেই। (১৯) নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহ্র

www.pathagar.com

নিকট একমাত্র জীবন ব্যবস্থা এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে, তাদের জ্ঞান আসার পরও তারা মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ এবং যে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী। (২০) অনন্তর যদি তারা তোমার সাথে কলহ করে তাহলে তুমি বল ঃ আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেছি এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বল ঃ তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছো? অনন্তর যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা সুপথ পেয়ে যাবে, আর যদি ফিরে যায়, তাহলে তোমার উপর দায়িত্ব হচ্ছে পৌঁছে দেয়া মাত্র; এবং আল্লাহ্ বান্দাদের পর্যবেক্ষণকারী।

রুকু-৩

(২১) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করে ও অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করে এবং হত্যা করে তাদের যারা মানবমণ্ডলীর মধ্যে ন্যায়ের আদেশকারী, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। (২২) এদের কৃতকর্মসমূহ ইহকাল ও আখিরাতে ব্যর্থ হবে এবং তাদের জন্য কেউ সাহায্যকারী নেই। (২৩) তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে কিতাবের একাংশ প্রদান করা হয়েছে? তাদেরকে কিতাবের দিকে আহবান করা হয়েছে যেন এটা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে; অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং

www.pathagar.com

তারাই পরমুখাপেক্ষী। (২৪) এটা এজন্য যে, তারা বলে– নির্দিষ্ট সংখ্যক দিবস ব্যতীত জাহান্নামের অগ্নি আমাদেরকে স্পর্শ করবে না; এবং তারা যা স্থির করেছে, তাদের ধর্ম বিষয়ে ওটা তাদেরকে প্রতারিত করেছে। (২৫) অনন্তর যেদিন আমি তাদেরকে একত্রিত করব– যাতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তাদের কি দশা হবে? এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তা সম্যকরূপে প্রদত্ত হবে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না। (২৬) তুমি বলঃ হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন, যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন; আপনারই হস্তে রয়েছে কল্যাণ, নিশ্চয়ই আপনিই সর্ব বিষয়োপরি ক্ষমতাবান। (২৭) আপনি রজনীকে দিবসে পরিবর্তিত করেন এবং দিবাকে নিশায় পরিণত করেন এবং জীবিতকে মৃত হতে নির্গত করেন ও মৃতকে জীবিত হতে বহির্গত করেন এবং আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করে থাকেন। (২৮) মু'মিনগণ যেন মু'মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে; এবং তাদের আশংকা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে সে আল্লাহ্‌র নিকট সম্পর্কহীন; আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন এবং (তাদেরকে) আল্লাহ্‌রই দিকে ফিরে যেতে হবে। (২৯) তুমি বল ঃ তোমাদের অন্তরসমূহে যা রয়েছে তা যদি তোমরা গোপন কর অথবা প্রকাশ কর, আল্লাহ্ তা অবগত আছেন এবং

www.pathagar.com

নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু রয়েছে– আল্লাহ্ তা পরিজ্ঞাত আছেন; এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। (৩০) সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি সৎকর্ম হতে যা করেছে ও দুষ্কর্ম হতে যা কামাই করেছে তা দেখতে পাবে; তখন সে ইচ্ছা করবে, যদি তার মধ্যে এবং ঐ (বিচারের) দিনটির মধ্যে সুদূর ব্যবধান হত। আল্লাহ্ তোমাদেরকে স্বীয় পবিত্র অস্তিত্বের ভয় প্রদর্শন করছেন এবং আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল।

রুকু-৪

(৩১) তুমি বল ঃ যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসেন ও তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করেন; এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (৩২) তুমি বল ঃ তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুসরণ কর; কিন্তু যদি তারা ফিরে যায়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদেরকে ভালবাসেন না। (৩৩) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদম ও নূহকে এবং ইব্রাহীম ও ইমরানের সন্তানগণকে বিশ্ব জগতের উপর মনোনীত করেছেন। (৩৪) তারা একে অপরের বংশধর এবং আল্লাহ্ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। (৩৫) যখন ইমরান পত্নী নিবেদন করল, হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমার গর্ভে যা রয়েছে, তা আমি মুক্ত করে আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম, সুতরাং আপনি আমার হতে তা গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (৩৬) অনন্তর যখন সে তা প্রসব করলো তখন বললো–

www.pathagar.com

হে আমার রব! আমি তো কন্যা প্রসব করেছি; এবং সে যা প্রসব করেছে তা আল্লাহ্ সম্যক অবগত আছেন এবং কোনো পুত্র এই কন্যার সমকক্ষ নয়। আর আমি কন্যার নাম রাখলাম, 'মারইয়াম' এবং আমি তাকে ও তার সন্তানগণকে বিতাড়িত শয়তান হতে আপনার আশ্রয়ে সমর্পণ করলাম। (৩৭) অনন্তর তার রব তাকে উত্তমরূপে গ্রহণ করলেন এবং তাকে উত্তম প্রবৃদ্ধি দান করলেন এবং যাকারিয়াকে তার ভারার্পণ করলেন; যখনই যাকারিয়া তার নিকট উক্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করত, তখন তার নিকট খাদ্য সম্ভার দেখতে পেত; সে বলতো ঃ হে মারইয়াম! এটা কোথা হতে প্রাপ্ত হলে? সে বলত ঃ এটা আল্লাহ্র নিকট হতে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। (৩৮) সেখানে যাকারিয়া তার রবের নিকট প্রার্থনা করেছিল; সে বলেছিল– হে আমার রব! আমাকে আপনার নিকট হতে পবিত্র সন্তান প্রদান করুন; নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (৩৯) অতঃপর যখন সে মেহরাবের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছিল, তখন ফেরেশতাগণ তাকে সম্বোধন করে বলেছিল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্বন্ধে সুসংবাদ দিচ্ছেন– তার অবস্থা এই হবে যে, সে আল্লাহ্র একটি বাক্যের সত্যতা প্রকাশকারী হবে, নেতা হবে, স্বীয় প্রবৃত্তিকে দমনকারী হবে এবং সৎ কর্মশীলগণের মধ্যে নবী হবে। (৪০) সে বলেছিল ঃ হে আমার রব! কিরূপে আমার পুত্র হবে? নিশ্চয়ই আমার বার্ধক্য উপস্থিত হয়েছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; তিনি

www.pathagar.com

বললেন ঃ এইরূপে আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন। (৪১) সে বলেছিল ঃ হে আমার রব! আমার জন্য কোন নিদর্শন নির্দিষ্ট করুন; তিনি বললেন ঃ তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিবস ইঙ্গিত ব্যতীত লোকের সাথে কথা বলতে পারবে না; এবং স্বীয় রবকে বিশেষভাবে স্মরণ কর এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর–

রুকু-৫

(৪২) এবং যখন ফেরেশতা বলেছিল ঃ ওহে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত করেছেন ও তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং বিশ্ব জগতের নারীগণের উপর তোমাকে মনোনীত করেছেন। (৪৩) হে মারইয়াম! তোমার রবের ইবাদাত কর এবং সিজদা কর ও রুকূকারীগণের সাথে রুকূ কর। (৪৪) এটা সেই অদৃশ্য বিষয়ক সংবাদ যা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করছি; এবং যখন তারা স্বীয় লেখনীসমূহ নিক্ষেপ করছিল যে, তাদের মধ্যে কে মারইয়ামের প্রতিপালন করবে, তখন তুমি তাদের নিকট ছিলে না; এবং যখন তারা কলহ করছিল তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলে না। (৪৫) যখন মালাইকারা বলেছিল– হে মারইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর নিকট হতে একটি বাক্য দ্বারা তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন নন্দন ঈসা মসীহ্– সে ইহলোক ও পরলোকে সম্মানিত এবং সান্নিধ্য প্রাপ্তগণের অন্তর্গত। (৪৬) আর সে দোলনা হতে ও পরিণত বয়সে লোকের সাথে কথা

www.pathagar.com

বলবে এবং সে পুণ্যবানগণের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৪৭) সে বলেছিল ঃ হে আমার রব! কিরূপে আমার পুত্র হবে? কোন মানুষ তো আমাকে স্পর্শ করেনি; তিনি বললেন– এরূপে আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, সৃষ্টি করে থাকেন, যখন তিনি কোন কাজের মনস্থ করেন, তখন তিনি ওকে 'হও' বলেন, ফলতঃ তাতেই হয়ে যায়। (৪৮) তিনি তাকে কিতাব, বিজ্ঞান এবং তাওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিবেন। (৪৯) আর তাকে ইসরাঈল বংশীয়গণের জন্য রাসূল করবেন; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের রবের নিকট হতে নিদর্শনসহ তোমাদের নিকট আগমন করেছি; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য মাটি হতে পাখির আকার গঠন করব, অতঃপর ওর মধ্যে ফুৎকার দিব, অনন্তর আল্লাহ্র আদেশে ওটা পাখি হয়ে যাবে এবং জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করি এবং আল্লাহ্র আদেশে মৃতকে জীবিত করি এবং তোমরা যা ভক্ষণ কর ও তোমরা যা স্বীয় গৃহের মধ্যে সংগ্রহ করে রাখ– সে বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছি; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৫০) আর আমার পূর্বে তাওরাতে যা ছিল এটা তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী এবং তোমাদের জন্য যা অবৈধ হয়েছে– তার কতিপয় তোমাদের জন্য বৈধ করব ও আমি তোমাদের প্রভুর নিকট হতে তোমাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে এসেছি; অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর ও আমার অনুগত হও। (৫১) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার রব এবং তোমাদের রব; অতএব, তাঁর ইবাদত কর– এটাই সরল পথ।

www.pathagar.com

(৫২) অনন্তর যখন ঈসা তাদের মধ্যে প্রত্যাখ্যান প্রত্যক্ষ করল তখন সে বললো– আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারিগণ বললো, আমরাই আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী; আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি; এবং সাক্ষী থেকো যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী। (৫৩) হে আমাদের রব! আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন– আমরা তা বিশ্বাস করি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করছি; অতএব সাক্ষীগণের সাথে আমাদেরকে লিপিবদ্ধ করুন। (৫৪) আর তারা (কাফিররা) ষড়যন্ত্র করেছিল ও আল্লাহ্‌ও কৌশল করলেন এবং আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী।

রুকু-৬

(৫৫) যখন আল্লাহ্ বললেন–হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমার দিকে প্রতিগ্রহণ করব ও তোমাকে উত্তোলন করব এবং অবিশ্বাসকারীদের হতে তোমাকে পবিত্র করব আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের উপর তোমার অনুসারীগণকে উত্থান দিবস পর্যন্ত সমুন্নত করব; অনন্তর আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন; অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ ছিল তার মীমাংসা করব। (৫৬) অনন্তর যারা অবিশ্বাসী হয়েছে, বস্তুতঃ তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কঠোর শাস্তি প্রদান করব এবং তাদের জন্য কেউ সাহায্যকারী নেই। (৫৭) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎ কার্যাবলী করেছে ফলতঃ তিনি তাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন

www.pathagar.com

এবং আল্লাহ্ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। (৫৮) আমি তোমার প্রতি বিজ্ঞানময় বর্ণনা ও নিদর্শনাবলী হতে এটা আবৃত্তি করছি। (৫৯) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের অনুরূপ; তিনি তাকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করলেন, অতঃপর বললেন, হও, ফলতঃ তাতেই হয়ে গেল। (৬০) এই বাস্তব ঘটনা তোমার রবের পক্ষ হতে; সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (৬১) অনন্তর তোমার নিকট যে জ্ঞান এসেছে– তার পরে সে বিষয়ে যে তোমার সাথে কলহ করে, তুমি বলঃ এসো আমরা আমাদের সন্তান ও তোমাদের সন্তানগণকে, আমাদের নারীগণ ও তোমাদের নারীগণকে এবং স্বয়ং আমাদেরকে ও স্বয়ং তোমাদেরকে আহবান করি– অতঃপর প্রার্থনা করি যে, অসত্যবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত হোক। (৬২) নিশ্চয়ই এটাই সত্য বিবরণ এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, নিশ্চয়ই সেই আল্লাহ্ বিজ্ঞানময় মহাপরাক্রান্ত। (৬৩) অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দুষ্কর্মকারীদের সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন।

রুকু-৭

(৬৪) তুমি বল ঃ হে আহ্‌লে কিতাব ! আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে যে বাক্যে সুসাদৃশ্য রয়েছে তার দিকে এস– যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত না করি এবং তাঁর সাথে কোন অংশী স্থির না করি এবং আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে আমরা পরস্পর কাউকে রবরূপে

www.pathagar.com

গ্রহণ না করি। অতঃপর যদি তারা ফিরে যায় তাহলে বল– সাক্ষী থেক যে, আমরা মুসলিম (আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণকারী)। (৬৫) হে আহলে কিতাব! তোমরা ইব্রাহীম সম্বন্ধে কেন বিতর্ক করছ? অথচ তার পরে ব্যতীত তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ হয়নি– তবুও কি তোমরা বুঝছ না? (৬৬) হ্যাঁ, তোমরা এমন যে, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান ছিল তা নিয়েও তোমরা কলহ করেছিলে, কিন্তু তদ্বিষয়ে তোমাদের কোনই জ্ঞান নেই, তা নিয়ে তোমরা কেন কলহ করছ এবং আল্লাহ্‌ পরিজ্ঞাত আছেন ও তোমরা অবগত নও। (৬৭) ইব্রাহীম ইয়াহুদী ছিল না এবং খৃষ্টানও ছিল না, বরং সে সুদৃঢ় মুসলিম ছিল এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্গত ছিল না। (৬৮) নিঃসন্দেহে ঐ সব লোক ইব্রাহীমের নিকটতম যারা তার অনুগামী হয়েছে আর এই নবী এবং মু'মিনগণ এবং আল্লাহ্‌ বিশ্বাসীগণের অভিভাবক– (৬৯) এবং কিতাবীদের মধ্যে এক দলের বাসনা যে, তোমাদেরকে পথভ্রান্ত করে; কিন্তু তারা নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে বিপথগামী করে না এবং তারা তা বুঝছে না। (৭০) হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা কেন আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাস করছো? অথচ তোমরাই ওর সাক্ষী। (৭১) হে কিতাবীরা! তোমরা কেন সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে মিলিয়ে নিচ্ছ এবং সত্যকে গোপন করছ? অথচ তোমরা তো অবগত আছ।

রুকু-৮

(৭২) আর আহলে কিতাবের মধ্যে একদল এটাই বলে যে, বিশ্বাস

www.pathagar.com

স্থাপনকারীদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তৎপ্রতি পূর্বাহ্নে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং অপরাহ্নে তা অস্বীকার কর, তাহলে তারা ফিরে যাবে। (৭৩) আর যারা তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করে তারা ব্যতীত বিশ্বাস কর না, তুমি বল ঃ আল্লাহ্‌র পথই সুপথ যা তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে, তদ্রূপ অন্যকেও প্রদত্ত হতে পারে অথবা যদি তোমার রবের সম্বন্ধে তোমার সাথে কলহ করে তাহলে তুমি বল ঃ অনুগ্রহ আল্লাহ্‌রই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন এবং আল্লাহ্‌ই রক্ষাকারী, মহাজ্ঞানী। (৭৪) তিনি যার প্রতি ইচ্ছা করেন স্বীয় করুণা নির্দিষ্ট করেন এবং আল্লাহ্ মহান অনুগ্রহশীল। (৭৫) কিতাবীদের মধ্যে এরূপ আছে যে, যদি তুমি তার নিকট পুঞ্জীভূত ধনরাশিও গচ্ছিত রেখে দাও, তবুও সে তা তোমার নিকট প্রত্যর্পণ করবে এবং তাদের মধ্যে এরূপও আছে যে, যদি তুমি তার নিকট একটি দীনারও গচ্ছিত রাখ, আসলে সে তাও তোমাকে প্রত্যর্পণ করবে না যে পর্যন্ত তুমি তার শিরোপরি দণ্ডায়মান থাক। কারণ তারা বলে যে, আমাদের উপর ঐ অশিক্ষিতদের কোন দায় দায়িত্ব নেই এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, যা তারাও জানে। (৭৬) হ্যাঁ– যারা স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করে ও সংযত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধর্মভীরুগণকে ভালবাসেন। (৭৭) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র প্রতি অঙ্গীকার ও স্বীয় শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে, পরলোকে তাদের কোনই অংশ নেই এবং উত্থান দিবসে আল্লাহ্ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের

www.pathagar.com

প্রতি দৃষ্টিপাতও করবেন না এবং পরিশুদ্ধও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৭৮) আর তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এরূপ একদল আছে যারা কুঞ্চিত ভাষায় গ্রন্থ আবৃত্তি করে– যেন তোমরা ওটাকে গ্রন্থের অংশ মনে কর, অথচ ওটা গ্রন্থের অংশ নয়; এবং তারা বলে যে, এটা আল্লাহ্‌র নিকট হতে সমাগত, অথচ ওটা আল্লাহ্‌র নিকট হতে নয় এবং তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং তারাও তা অবগত আছে। (৭৯) এটা কোন মানুষের পক্ষে উপযোগী নয় যে, আল্লাহ্ যাকে গ্রন্থ, বিজ্ঞান ও নবুওয়াত দান করেন, অতঃপর সে মানবমণ্ডলীর মধ্যে বলে– তোমরা আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করে আমার উপাসক হও; বরং বলবে রবের ইবাদতকারী হও– কারণ তোমরাই কুর'আন শিক্ষা দান কর এবং ওটা পাঠ করে থাক। (৮০) আর তিনি আদেশ করেন না যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীগণকে রবরূপে গ্রহণ কর; তোমরা আত্মসমর্পণকারী হবার পর তিনি কি তোমাদেরকে বিশ্বাসদ্রোহীতার আদেশ করবেন?

রুকু-৯

(৮১) এবং আল্লাহ্ যখন নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, আমি তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান হতে দান করার পর তোমাদের সঙ্গে যা আছে– তার সত্যতা প্রত্যয়নকারী একজন রাসূল আগমন করবে, তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তার সাহায্যকারী হবে; তিনি আরও বলেছিলেন– তোমরা কি এতে স্বীকৃত

www.pathagar.com

হলে এবং প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলে? তারা বলেছিল– আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থেক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত রইলাম। (৮২) অতঃপর এর পরে যারা ফিরে যাবে, তারাই দুষ্কার্যকারী। (৮৩) তবে কি তারা আল্লাহ্‌র ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে? অথচ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে ইচ্ছা ও অনিচ্ছাক্রমে সবাই তাঁর উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৮৪) তুমি বলো– আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকুব ও তাদের বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের রব কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, আমরা তাদের মধ্যে কাউকেও পার্থক্য জ্ঞান করি না এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী। (৮৫) আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে তা কখনই তার নিকট হতে পরিগৃহীত হবে না এবং পরলোকে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৮৬) কিরূপে আল্লাহ্ সেই সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করবেন যারা বিশ্বাস স্থাপনের পর, রাসূলের সত্যতা বিষয়ে সাক্ষ্যদানের পর এবং তাদের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ আসার পরও অবিশ্বাসী হয়েছে? আর আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (৮৭) ওরাই– যাদের প্রতিফল এই যে, নিশ্চয়ই তাদের উপর আল্লাহ্‌র, তাঁর মালাইকার এবং সমস্ত

www.pathagar.com

মানবের অভিসম্পাত। (৮৮) তারা তন্মধ্যে সদা অবস্থান করবে– তাদের উপর হতে শাস্তি প্রশমিত হবে না এবং তাদেরকে বিরাম দেয়া হবে না। (৮৯) কিন্তু যারা এরপর ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সংশোধিত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (৯০) নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হয়েছে, অতঃপর অবিশ্বাস পরিবর্ধিত করেছে তাদের ক্ষমা– প্রার্থনা কখনই পরিগৃহীত হবে না এবং তারাই পথভ্রান্ত। (৯১) নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের মুক্তির বিনিময়ে যদি পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ দেয়া হয় তবুও কখনো তা গ্রহণ করা হবে না। ওদেরই জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং ওদের জন্য কোনই সাহায্যকারী নেই।

www.pathagar.com

পারা-৪

রুকু-১০

(৯২) তোমরা যা ভালবাস, তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না; এবং তোমরা যা কিছুই ব্যয় কর, আল্লাহ্ তা পরিজ্ঞাত আছেন। (৯৩) তাওরাত অবতরণের পূর্বে ইসরাঈল নিজের জন্য যা অবৈধ করেছিল তদ্ব্যতীত সর্ববিধ খাদ্য ইসরাঈল বংশীয়গণের জন্য বৈধ ছিল; তুমি বল ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তাওরাত আনয়ন কর– অতঃপর ওটা পাঠ কর। (৯৪) অনন্তর যদি কেউ এরপর আল্লাহ্র প্রতি অসত্যারোপ করে তাহলে তারাই অত্যাচারী। (৯৫) তুমি বল ঃ আল্লাহ্ সত্য বলেছেন; অতএব তোমরা ইব্রাহীমের সুদৃঢ় ধর্মের অনুসরণ কর এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্গত ছিল না। (৯৬) নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম গৃহ, যা মানবমণ্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তা ঐ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত; ওটা সৌভাগ্যযুক্ত এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক। (৯৭) তার মধ্যে প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, মাকাম-ই-ইব্রাহীম উক্ত নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আর যে ওর মধ্যে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হয় এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এই গৃহের হজ্জ করা সেই সব মানুষের কর্তব্য যারা সফর করার আর্থিক সামর্থ্য রাখে এবং যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমগ্র

www.pathagar.com

বিশ্ববাসী হতে প্রত্যাশামুক্ত। (৯৮) তুমি বল ঃ হে কিতাবধারীরা! তোমরা কেন আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করছো? তোমরা যা করছ আল্লাহ্ সে বিষয়ে সাক্ষী। (৯৯) হে গ্রন্থ প্রাপ্তরা! যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তার মধ্যে কুটিলতার কামনায় কেন তোমরা তাকে আল্লাহ্‌র পথে রোধ করছো, অথচ তোমরা এ পথের সত্যতা প্রত্যক্ষ করছো এবং তোমরাই সাক্ষী রয়েছ? আর তোমরা যা করছো সে বিষয়ে আল্লাহ্ অমনোযোগী নন। (১০০) হে মু'মিনগণ! যাদেরকে গ্রন্থ দেয়া হয়েছে– যদি তোমরা তাদের এক দলের অনুসরণ কর, তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনয়নের পর কাফির বানিয়ে দিবে। (১০১) আর কিরূপে তোমরা অবিশ্বাস করতে পার– যখন আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী তোমাদের সামনে পঠিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসূল বিদ্যমান রয়েছে? আর যে কেউ আল্লাহ্‌কে দৃঢ়রূপে ধারণ করে, নিশ্চয়ই সে সরল পথ প্রদর্শিত হবে।

রুকু-১১

(১০২) হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর যেমনভাবে করা উচিত এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না। (১০৩) আর তোমরা একযোগে আল্লাহ্‌র রজ্জু সুদৃঢ়রূপে ধারণ কর ও বিভক্ত হয়ে যেও না; এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র যে দান রয়েছে তা স্মরণ কর। যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনিই তোমাদের অন্তঃকরণে প্রীতি স্থাপন করেছিলেন, অতঃপর তোমরা তাঁর

www.pathagar.com

অনুগ্রহে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হলে এবং তোমরা অনল-কুণ্ডের ধারে ছিলে, অনন্তর তিনিই তোমাদেরকে ওটা হতে উদ্ধার করেছেন; এরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন– যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও– (১০৪) এবং তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত– যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং সৎকাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে আর তারাই সুফল প্রাপ্ত হবে– (১০৫) এবং তাদের সদৃশ হয়ো না, যাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসার পরও তারা বিচ্ছিন্ন ও বিরোধ করেছে এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (১০৬) সেদিন কতক মুখমণ্ডল হবে শ্বেতবর্ণ এবং কতক মুখমণ্ডল হবে কৃষ্ণবর্ণ; অতঃপর যাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হবে (তাদেরকে বলা হবে) তাহলে কি তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হয়েছ? অতএব, তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর, যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে। (১০৭) আর যাদের মুখমণ্ডল শুভ্র হবে, তারা আল্লাহ্র করুণার অন্তর্ভুক্ত; তারা তন্মধ্যে সদা অবস্থান করবে। (১০৮) এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্র নিদর্শন– যা আমি তোমার প্রতি সত্যসহ আবৃত্তি করছি এবং আল্লাহ্ বিশ্ব জগতের প্রতি অত্যাচারের ইচ্ছা করেন না। (১০৯) আর যা নভোমণ্ডলের মধ্যে আছে ও যা ভূ-মণ্ডলের মধ্যে রয়েছে তা আল্লাহ্র; এবং আল্লাহ্র কাছেই সবকিছু প্রত্যাবর্তনশীল।

রুকু-১২

www.pathagar.com

(১১০) তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাহ, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে; আর যদি গ্রন্থপ্রাপ্তরা বিশ্বাস স্থাপন করতো তাহলে অবশ্যই তাদের জন্য মঙ্গল হত; তাদের মধ্যে কেউ কেউ মু'মিন এবং তাদের অধিকাংশই দুষ্কার্যকারী। (১১১) যৎসামান্য দুঃখ প্রদান ব্যতীত তারা তোমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না; আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তারা তোমাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে; অতঃপর তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। (১১২) আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় গ্রহণ এবং মানুষগণের নিকট আত্মসমর্পণ ব্যতীত তারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, লাঞ্ছনায় আক্রান্ত হয়েছে– আল্লাহ্‌র কোপে নিপতিত হয়েছে এবং গলগ্রহতা ওদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে; এটা এই কারণে যে, তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করেছিল এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল; যেহেতু তারা বিরুদ্ধাচরণ করেছিল ও সীমা অতিক্রম করেছিল। (১১৩) তারা সকলে সমান নয়; আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা গভীর রাত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সিজ্‌দাহ করে থাকে। (১১৪) তারা আল্লাহ্ ও আখিরাত বিশ্বাস করে এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং সৎ কাজসমূহে তৎপর থাকে, আর তারাই সৎ কর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

(১১৫) আর তারা যে সৎ কাজ করবে, তা কখনও অবজ্ঞা করা হবে না; এবং আল্লাহ্ ধর্মভীরুগণকে অবগত আছেন। (১১৬) নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের ধনরাশি ও সন্তান সন্ততি আল্লাহ্‌র নিকট কিছুমাত্র কাজে আসবে না; এবং তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। (১১৭) তারা পার্থিব জীবনে যা ব্যয় করে, তার দৃষ্টান্ত শৈত্যপূর্ণ প্রবল বায়ুর অনুরূপ– যারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছে– ওটা সেই সকল সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেত্রে নিপতিত হয় এবং তা বিধ্বস্ত করে এবং আল্লাহ্ তাদের প্রতি অত্যাচার করেননি, বরং তারাই স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছে। (১১৮) হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা নিজেদের সম্প্রদায় ব্যতিরেকে অন্য কাউকে মিত্ররূপে গ্রহণ করো না– তারা তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সংকুচিত হবে না; এবং তোমরা যাতে বিপন্ন হও, তারা তাই কামনা করে, বস্তুতঃ তাদের মুখ হতেই শত্রুতা প্রকাশিত হয় এবং তাদের অন্তর যা গোপন করে তা আরও গুরুতর; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করছি– যেন তোমরা বুঝতে পার। (১১৯) সাবধান হও– তোমরাই তাদেরকে ভালবাস, অথচ তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না এবং তোমরা সমস্ত গ্রন্থই বিশ্বাস কর; আর তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে ঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং যখন তোমাদের হতে পৃথক হয়ে যায় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে অঙ্গুলিসমূহ দংশন করে। তুমি

www.pathagar.com

বল ঃ তোমরা নিজেদের আক্রোশে মরে যাও! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অন্তরের কথা পরিজ্ঞাত আছেন। (১২০) যদি তোমাদেরকে কল্যাণ স্পর্শ করে তাহলে তারা অসন্তুষ্ট হয়; আর যদি অমঙ্গল উপস্থিত হয় তখন তারা আনন্দিত হয়ে থাকে এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী হও, তাহলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না; তারা যা করে– নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার পরিবেষ্টনকারী।

রুকু-১৩

(১২১) যখন তুমি বিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধার্থে যথাস্থানে সংস্থাপিত করার জন্য প্রভাতে স্বীয় পরিজন হতে বের হয়েছিলে; এবং আল্লাহ্ সবকিছু শ্রবণ করেন ও জানেন। (১২২) যখন তোমাদের দুই দল ভীরুতা প্রকাশের সংকল্প করেছিল এবং আল্লাহ্ সেই দলদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এবং মু'মিনগণই আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে থাকে। (১২৩) আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছিলেন এবং তোমরা দুর্বল ছিলে; অতএব, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর– যেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (১২৪) যখন মু'মিনদেরকে বলছিলেন ঃ এটা কি তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের রব তিন সহস্র মালাইকা প্রেরণ করে তোমাদের সাহায্য করবেন? (১২৫) বরং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী হও এবং তারা যদি স্বেচ্ছায় তোমাদের উপর নিপতিত হয়, তাহলে তোমাদের রব পাঁচ সহস্রবিশিষ্ট মালাইকা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।

www.pathagar.com

(১২৬) আর আল্লাহ্ এই সাহায্য শুধু এই জন্যই করেছেন যেন তোমাদের জন্য সুসংবাদ হয় এবং তোমাদের অন্তরে শান্তি আসে। আর সাহায্য শুধু আল্লাহ্‌র পক্ষ হতেই হয়ে থাকে, যিনি পরাক্রান্ত বিজ্ঞানময়। (১২৭) যারা অবিশ্বাসী হয়েছে– তিনি এরূপে তাদের একাংশকে কর্তিত করেন অথবা তাদেরকে দুর্বল করেন, যাতে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। (১২৮) এ ব্যাপারে তোমার কোনই করণীয় নেই, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন অথবা শাস্তি প্রদান করেন; নিশ্চয়ই তারা অত্যাচারী। (১২৯) আর নভোমণ্ডলে যা রয়েছে ও ভূমণ্ডলে যা আছে তা আল্লাহ্‌রই; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

রুকু-১৪

(১৩০) হে ঈমানদারগণ! তোমরা দ্বিগুনের উপর দ্বিগুন সুদ ভক্ষণ কর না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও। (১৩১) আর তোমরা সেই জাহান্নামের ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। (১৩২) আর আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকার কর– যেন তোমরা করুণা প্রাপ্ত হও। (১৩৩) তোমরা স্বীয় রবের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও– যার প্রসারতা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সদৃশ, ওটা ধর্মভীরুদের জন্য নির্মিত হয়েছে। (১৩৪) যারা সচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানবদেরকে ক্ষমা করে; এবং আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন– (১৩৫) এবং

www.pathagar.com

যখন কেউ অশ্লীল কাজ করে কিংবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে অতঃপর আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং অপরাধসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে; এবং আল্লাহ্ ব্যতীত কে অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা করছে, সেই ব্যাপারে জেনে শুনে হঠকারিতা করে না। (১৩৬) তাদের পুরস্কার হবে তাদের রবের নিকট হতে মার্জনা এবং এমন উদ্যানসমূহ যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত থাকবে, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে; এবং সৎকর্মীদের জন্য কি সুন্দর প্রতিদান! (১৩৭) নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে বহু জীবনাচরণ অতিক্রান্ত হয়েছে; পৃথিবীতে বিচরণ কর এবং লক্ষ্য কর যে, অবিশ্বাসীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে। (১৩৮) এটা মানবমণ্ডলীর জন্য বিবরণ এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পথ প্রদর্শন ও উপদেশ। (১৩৯) আর তোমরা নিরাশ হয়ো না ও বিষণ্ন হয়ো না এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমরাই সমুন্নত হবে। (১৪০) যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সে সম্প্রদায়ের তদ্রূপ আঘাত লেগেছে; এবং এই দিবসসমূহকে আমি মানবগণের মধ্যে পরিক্রমণ করাই; এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদেরকে আল্লাহ্ এরূপে প্রকাশ করেন; এবং তোমাদের মধ্য হতে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করবেন আর আল্লাহ্ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না। (১৪১) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে– তাদেরকে আল্লাহ্ এরূপে পবিত্র করেন এবং অবিশ্বাসীদেরকে নিপাত করেন। (১৪২) তোমরা কি ধারণা করছ যে,

www.pathagar.com

তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ কারা ধর্ম যুদ্ধ করে ও কারা ধৈর্যশীল আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে এখনও পরীক্ষা করেননি? (১৪৩) এবং নিশ্চয়ই তোমরা মৃত্যুর পূর্বেই ওর সাক্ষাৎ কামনা করছিলে, অনন্তর নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের নিজেদের চোখে এখন তা প্রত্যক্ষ করছ–

রুকু-১৫

(১৪৪) এবং মুহাম্মাদ রাসূল ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয়ই তার পূর্বে রাসূলগণ বিগত হয়েছে, অনন্তর যদি তার মৃত্যু হয় অথবা সে নিহত হয় তাহলে কি তোমরা পিছনে ফিরে যাবে? এবং যে কেউ পিছনে ফিরে যায় তাতে সে আল্লাহ্র কোনই অনিষ্ট করবে না এবং আল্লাহ্ কৃতজ্ঞগণকে পুরস্কার প্রদান করেন। (১৪৫) আর আল্লাহ্র আদেশে লিপিবদ্ধ নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত কেউই মৃত্যু মুখে পতিত হয় না; এবং যে কেউ ইহলোকের প্রতিদান কামনা করে, আমি তাকে তা দুনিয়ায় প্রদান করে থাকি; পক্ষান্তরে যে লোক আখিরাতে বিনিময় কামনা করে তা থেকে আমি তাকে দিই এবং আমি কৃতজ্ঞগণকে অচিরেই পুরস্কার প্রদান করবো। (১৪৬) আর এমন অনেক নবী ছিল– যারা সঙ্গী সহযোগে অনুবর্তী হয়ে যুদ্ধ করেছিল; পরন্তু আল্লাহ্র পথে যা সংঘটিত হয়েছিল তাতে তারা নিরুৎসাহ হয়নি ও শক্তিহীন হয়নি এবং বিচলিত হয়নি এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণকে ভালবাসেন। (১৪৭) আর এতদ্ব্যতীত তাদের কথা ছিল না যে, তারা বলতো– হে আমাদের রব!

www.pathagar.com

আমাদের অপরাধ ও আমাদের কাজের বাড়াবাড়ি হেতু কৃত অন্যায়সমূহ ক্ষমা করুন, আমাদেরকে দৃঢ় রাখুন এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন। (১৪৮) অনন্তর আল্লাহ্ তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার প্রদান করলেন এবং পরলোকের পুরস্কার শ্রেষ্ঠতর; এবং আল্লাহ্ সৎ কর্মশীলগণকে ভালবাসেন।

রুকু-১৬

(১৪৯) হে মু'মিনগণ! যারা অবিশ্বাস করেছে– যদি তোমরা তাদের আজ্ঞাবহ হও, তাহলে তারা তোমাদেরকে পশ্চাদপদে ফিরিয়ে নিবে, তাতে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তিত হবে। (১৫০) বরং আল্লাহ্ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতর সাহায্যকারী। (১৫১) যারা অবিশ্বাস করেছে আমি সত্বর তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করবো, যেহেতু তারা আল্লাহ্র সাথে সেই বিষয়ে অংশী স্থাপন করেছে যদ্বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং জাহান্নাম তাদের অবস্থান স্থল এবং ওটা অত্যাচারীদের জন্য নিকৃষ্ট বাসস্থান। (১৫২) আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দেয়া তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন যখন তোমরা তাঁর অনুমতিক্রমে তোমাদের শত্রুদের বিনাশ করছিলে তোমরা সাহস হারা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এবং নির্দেশ সম্পর্কে বিবাদ করছিলে ও অবাধ্য হয়েছিলে। অতঃপর তোমরা যা পছন্দ কর (বিজয়) তা তোমাদের প্রত্যক্ষ করালেন। তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা পার্থিব বস্তু কামনা করে এবং কিছু লোক পরকাল

www.pathagar.com

পছন্দ করে। অতঃপর তিনি তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য শত্রুদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন এবং নিশ্চয়ই তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহশীল। (১৫৩) আর যখন তোমরা আরোহণ করে যাচ্ছিলে এবং কারও দিকে ফিরেও দেখছিলে না এবং রাসূল তোমাদেরকে পশ্চাৎ হতে আহ্বান করছিল; অনন্তর তিনি তোমাদেরকে দুঃখের উপর দুঃখ প্রদান করলেন। কিন্তু যা অতিক্রান্ত হয়েছে এবং তোমাদের উপর যা উপনীত হয়নি, তোমরা সেজন্য দুঃখ করো না; এবং তোমরা যা করছ– আল্লাহ্ সে বিষয়ে অভিজ্ঞ। (১৫৪) অনন্তর তিনি দুঃখের পরে তোমাদের উপর শান্তি অবতরণ করলেন, তা ছিল তন্দ্রা– যা তোমাদের এক দলকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করেছিল, আর এক দল নিজের জীবনের জন্য চিন্তা করছিল; তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অজ্ঞতার অনুরূপ ধারণা পোষণ করছিল। তারা বলেছিল, এই বিষয়ে কি আমাদের কোন অধিকার নেই? তুমি বল ঃ সকল বিষয়ে আল্লাহ্র অধিকার; তারা নিজেদের অন্তরে যা গোপন রাখে, তা তোমার নিকট প্রকাশ করে না; তারা বলে– যদি এ বিষয়ে আমাদের কোন অধিকার থাকতো, তাহলে এখানে আমরা নিহত হতাম না; তুমি বল ঃ যদি তোমরা তোমাদের গৃহের মধ্যেও থাকতে, তবুও যাদের প্রতি মৃত্যু বিধিবদ্ধ হয়েছে, তারা নিশ্চয়ই স্বীয় মৃত্যু স্থানে এসে উপস্থিত হতো; তোমাদের অন্তরের মধ্যে যা আছে, আল্লাহ্ তা পরীক্ষা করে থাকেন; এবং আল্লাহ্ মনের অন্তর্নিহিত ভাব পরিজ্ঞাত

www.pathagar.com

আছেন। (১৫৫) নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যারা দু'দলের সম্মুখীন হওয়ার দিন পশ্চাদবর্তী হয়েছিল, তার কারণ, শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করেছিল তাদেরই কোনো পাপের কারণে। কিন্তু আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল সহিষ্ণু।

রুকু-১৭

(১৫৬) হে মু'মিনগণ! যারা অবিশ্বাস করেছে– তোমরা তাদের মত হয়ো না; এবং যখন তাদের ভ্রাতৃগণ পৃথিবীতে কোন অভিযানে বের হয় অথবা যুদ্ধে নিহত হয় তখন তারা বলে– যদি ওরা আমাদের নিকট থাকতো তাহলে মৃত্যু মুখে পতিত হত না অথবা নিহত হত না; আল্লাহ্ এরূপে তাদের অন্তরে দুঃখ ও অনুতাপ সঞ্চার করেন, আল্লাহ্ই জীবন দেন ও মৃত্যু দেন এবং তোমরা যা করছ, তার প্রতি আল্লাহ্ লক্ষ্যকারী। (১৫৭) আর যদি তোমরা আল্লাহ্র পথে নিহত অথবা মৃত্যু মুখে পতিত হও তাহলে আল্লাহ্র নিকট হতেই ক্ষমা রয়েছে এবং তারা যা সঞ্চয় করেছে তদপেক্ষা তাঁর করুণা শ্রেষ্ঠতর। (১৫৮) আর যদি তোমরা মৃত্যুবরণ কর কিংবা নিহত হও তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্র দিকে একত্রিত করা হবে। (১৫৯) অতএব, আল্লাহ্র অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত; এবং তুমি যদি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয় হতে তাহলে নিশ্চয়ই তারা তোমার সংসর্গ হতে অন্তর্হিত হত। অতএব, তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কার্য সম্বন্ধে তাদের সাথে পরামর্শ কর; অনন্তর

www.pathagar.com

যখন তুমি সংকল্প করেছ, তখন আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর কর; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর উপর ভরসাকারীগণকে ভালবাসেন। (১৬০) যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করেন তাহলে কেউই তোমাদের উপর জয়যুক্ত হবে না; এবং যদি তিনি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন, তাহলে তাঁর পরে আর কে আছে যে, তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে? এবং বিশ্বাসীগণ আল্লাহ্‌র উপরেই নির্ভর করে থাকে। (১৬১) আর কোন নবীর পক্ষে কোন বিষয় গোপন করা শোভনীয় নয়; এবং যে কেউ গোপন করবে তাহলে সে যা গোপন করেছে তা উত্থান দিবসে আনয়ন করা হবে; অনন্তর প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তা পূর্ণরূপে প্রদত্ত হবে এবং তারা নির্যাতিত হবে না। (১৬২) যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছে, সে কি তার মত হতে পারে– যে আল্লাহ্‌র আক্রোশে পতিত হয়েছে? এবং তার বাসস্থান জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান। (১৬৩) আল্লাহ্‌র নিকট মানুষের বিভিন্ন পদমর্যাদা রয়েছে; এবং তোমরা যা করছ সে বিষয়ে আল্লাহ্ লক্ষ্যকারী। (১৬৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বাসীগণের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাদের নিকট তাঁর নিদর্শনাবলী পাঠ করে ও তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দান করে এবং নিশ্চয়ই তারা এর পূর্বে প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল। (১৬৫) হ্যাঁ, যখন তোমাদের উপর বিপদ উপস্থিত হলো বস্তুতঃ তোমরাও তাদের প্রতি তদনুরূপ দুইবার

www.pathagar.com

বিপদ উপস্থিত করেছিলে, তোমরা বলেছিলে– এটা কোথা হতে হলো? তুমি বল ঃ ওটা তোমাদের নিজেদেরই নিকট হতে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান। (১৬৬) এই দুই দলের সম্মুখীন হওয়ার দিবসে তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছিল, তা আল্লাহ্রই ইচ্ছাক্রমে; এবং তা দ্বারা আল্লাহ্ বিশ্বাসীদেরকে পরীক্ষা করেন। (১৬৭) আর তা দ্বারা তিনি মুনাফিক্বদেরকে পরিচিত করেন; এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল– এসো আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম কর অথবা শত্রুদেরকে প্রতিহত কর; তারা বলেছিল– যদি আমরা জানতাম লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুগমন করতাম। তারা সেদিন বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসের নিকটবর্তী ছিল; তাদের অন্তরে যা নেই তাই তারা মুখে বলে থাকে; তারা যে বিষয় গোপন করে, আল্লাহ্ তা পরিজ্ঞাত আছেন। (১৬৮) ওরা তারা, যারা গৃহে বসে স্বীয় ভ্রাতৃগণের সম্বন্ধে বলে, যদি তারা আমাদের কথা মান্য করতো তাহলে নিহত হত না; তুমি বল ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর। (১৬৯) যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে মৃত ধারণা কর না; বরং তারা জীবিত, তারা তাদের রব হতে জীবিকা প্রাপ্ত। (১৭০) আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে যা দান করেছেন, তাতেই তারা পরিতুষ্ট; এবং তাদের ভাইয়েরা যারা এখনো তাদের সাথে সম্মিলিত হয়নি, তাদের এ অবস্থার প্রতিও তারা সন্তুষ্ট হয় যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে

www.pathagar.com

না। (১৭১) তারা আল্লাহ্‌র নিকট হতে অনুগ্রহ ও নি'আমত লাভ করার কারণে আনন্দিত হয় আর এ জন্য যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বাসীগণের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

রুকু-১৮

(১৭২) যারা আঘাত পাওয়ার পরেও আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশকে মান্য করেছে তাদের মধ্যে যারা সৎ কাজ করেছে ও সংযত হয়েছে, তাদের জন্য মহান প্রতিদান। (১৭৩) যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে সেই সব লোক সমবেত হয়েছে। অতএব, তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এতে তাদের বিশ্বাস পরিবর্ধিত হয়েছিল এবং তারা বলেছিল ঃ আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি মঙ্গলময় কর্মবিধায়ক। (১৭৪) অনন্তর তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সম্পদসহ প্রত্যাবর্তিত হয়েছিল, তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল; আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অতিব্যাপক। (১৭৫) নিশ্চয়ই শয়তান শুধুমাত্র তার বন্ধুদের হতে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে; কিন্তু যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে তাদেরকে ভয় করো না এবং আমাকেই ভয় কর। (১৭৬) আর যারা অবিশ্বাসে তৎপর, তুমি তাদের জন্য বিষণ্ন হয়ো না, বস্তুতঃ তারা আল্লাহ্‌র কোন অনিষ্ট করতে পারবে না; আল্লাহ্ তাদের জন্য আখিরাতে কোন কল্যাণ ইচ্ছা করেন না এবং তাদেরই জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। (১৭৭) নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাসের পরিবর্তে অবিশ্বাস ক্রয়

www.pathagar.com

করেছে, তারা আল্লাহ্‌র কোনই অনিষ্ট করতে পারবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৭৮) যারা অবিশ্বাস করেছে তারা যেন এটি ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিয়েছি, তা তাদের জীবনের জন্য কল্যাণকর; তারা স্বীয় পাপ বর্ধিত করবে এজন্যই আমি তাদেরকে অবসর প্রদান করি; এবং তাদের জন্য অপমানকর শাস্তি রয়েছে। (১৭৯) সৎকে অসৎ (মুনাফিক্ব) হতে পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে, তারা যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থায় রেখে দিতে পারেন না আর গায়েবের খবরও তাদেরকে অবহিত করবেন না, তবে তাঁর রাসূলদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করো এবং যদি বিশ্বাস কর ও ভালো 'আমল কর তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। (১৮০) আর আল্লাহ্ যাদেরকে স্বীয় প্রতিদান হতে কিছু দান করেছেন সে বিষয়ে যারা কার্পণ্য করে, তারা যেন এরূপ ধারণা না করে যে, ওটা তাদের জন্য কল্যাণকর; বরং ওটা তাদের জন্য ক্ষতিকর; তারা যে বিষয়ে কৃপণতা করেছে, উত্থান দিবসে ওটাই তাদের কণ্ঠ-নিগড় হবে; এবং আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্বত্বাধিকারী এবং যা তোমরা করছ আল্লাহ্ সে বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন।

রুকু-১৯

(১৮১) অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের কথা শ্রবণ করেছেন– যারা বলে থাকে

www.pathagar.com

যে, আল্লাহ্ দরিদ্র ও তারা ধনবান; তারা যা বলছে এবং তাদের অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করা আমি লিপিবদ্ধ করব; এবং তাদেরকে বলব– তোমরা জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর। (১৮২) এটা তাই– যা তোমাদের হস্তসমূহ পূর্বে প্রেরণ করেছে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অত্যাচারী নন– যারা তাকে সেবা করে তাদের প্রতি। (১৮৩) যারা বলে থাকে, অবশ্যই আল্লাহ্ আমাদের জন্য অঙ্গীকার করেছেন– অগ্নি যা গ্রাস করে, আমাদের জন্য এমন কুরবানী আনয়ন না করা পর্যন্ত আমরা যেন কোন নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি; তুমি বল ঃ নিশ্চয়ই আমার পূর্বে সমুজ্জল নিদর্শনাবলী এবং তোমরা যা বল তাসহ রাসূলগণ আগমন করেছিল; যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে কেন তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে? (১৮৪) অতঃপর যদি তারা তোমার প্রতি অসত্যারোপ করে, তাহলে তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে অবিশ্বাস করা হয়েছিল– যারা প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী ও ক্ষুদ্র পুস্তিকা এবং উজ্জ্বল গ্রন্থসহ আগমন করেছিল। (১৮৫) সমস্ত জীবই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করবে; এবং নিশ্চয়ই উত্থান দিবসে তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে; অতএব যে কেউ জাহান্নাম হতে বিমুক্ত হয় ও জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়, ফলতঃ নিশ্চয়ই সে সফলকাম; আর পার্থিব জীবন প্রতারণার সম্পদ ছাড়া আর কিছুই নয়। (১৮৬) অবশ্যই তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন সম্পর্কে পরীক্ষিত হবে। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা

www.pathagar.com

অংশী স্থাপন করেছে তাদের নিকট হতে তোমাদেরকে বহু দুঃখজনক বাক্য শুনতে হবে; এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী হও, তাহলে অবশ্যই এটা সুদৃঢ় কার্যাবলীর অন্তর্গত। (১৮৭) আর যখন আল্লাহ্ যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, তারা নিশ্চয়ই এটি লোকদের মধ্যে ব্যক্ত করবে এবং তা গোপন করবে না; কিন্তু তারা ওটা তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং ওটা অল্প মূল্যে বিক্রি করল। অতএব, তারা যা ক্রয় করেছিল তা নিকৃষ্টতর। (১৮৮) যারা স্বীয় কৃতকর্মে সন্তুষ্ট এবং তারা যা করেনি সেজন্য প্রশংসা প্রার্থী, এরূপ লোকদের সম্বন্ধে ধারণা কর না যে, তারা শাস্তি হতে বিমুক্ত, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৮৯) আল্লাহ্‌রই জন্য নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের আধিপত্য; এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়োপরি শক্তিমান।

রুকু-২০

(১৯০) নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃজনে এবং দিবস ও রজনীর পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে। (১৯১) যারা দণ্ডায়মান, উপবেশন ও এলায়িত অবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের রব! আপনি এসব বৃথা সৃষ্টি করেননি; আপনিই পবিত্রতম! অতএব, আমাদেরকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন। (১৯২) হে আমাদের রব! আপনি যাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করান,

www.pathagar.com

ফলতঃ নিশ্চয়ই তাকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে; এবং অত্যাচারীদের জন্য কেউই সাহায্যকারী নেই। (১৯৩) হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে শুনেছিলাম যে, তোমরা স্বীয় রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি; হে আমাদের রব! অতএব, আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন ও আমাদের সকল দোষ ত্রুটি দূর করুন এবং পুণ্যবানদের সাথে আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন। (১৯৪) হে আমাদের রব! আপনি স্বীয় রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তা দান করুন এবং উত্থান দিবসে আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। (১৯৫) অনন্তর তাদের রব তাদের জন্য ওটা স্বীকার করলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের পুরুষ অথবা নারীর মধ্য হতে কোন কর্মীর কৃত কর্ম ব্যর্থ করব না– তোমরা পরস্পর এক, অতএব যারা দেশ ত্যাগ করেছে অথবা স্বীয় গৃহসমূহ হতে বিতাড়িত হয়েছে ও আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং সংগ্রাম করেছে ও নিহত হয়েছে– নিশ্চয়ই তাদের জন্য আমি তাদের অমঙ্গলসমূহ অপসারণ করাব এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার নিম্নে স্রোতস্বিনী নদীসমূহ প্রবাহিত; এটা আল্লাহ্‌র নিকট হতে প্রতিদান এবং আল্লাহ্‌র নিকটই উত্তম প্রতিদান রয়েছে। (১৯৬) যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তাদের নগরসমূহে প্রত্যাগমন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।

www.pathagar.com

(১৯৭) এটা মাত্র কয়েকদিনের সম্ভোগ; অনন্তর তাদের অবস্থান জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট স্থান। (১৯৮) কিন্তু যারা স্বীয় রবকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত– যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে, এটা আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে, তা পুণ্যবানদের জন্য বহুগুনে উত্তম– (১৯৯) এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল সে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ্‌র সম্মুখে বিনয়াবনত থাকে। যারা অল্প মূল্যে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী বিক্রি করে না, তাদেরই জন্য তাদের রবের নিকট প্রতিদান রয়েছে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী। (২০০) হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর এবং সহিষ্ণু ও সুপ্রতিষ্ঠিত হও; এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর– যেন তোমরা সুফল প্রাপ্ত হও।

www.pathagar.com

৪. সূরা আন্-নিসা

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১৭৬, রুকূ-২৪

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সেই আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরকে যাঞ্চা কর এবং আত্মীয়-জ্ঞাতীদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ই তত্ত্বাবধানকারী। (২) আর পিতৃহীনদেরকে তাদের ধন-সম্পত্তি বুঝিয়ে দাও এবং পবিত্রতার সাথে অপবিত্রতার বিনিময় করো না ও তোমাদের ধন-সম্পত্তির সাথে তাদের ধন-সম্পত্তি মিশ্রিত করে ভোগ করো না; নিশ্চয়ই এটা গুরুতর অপরাধ। (৩) আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, পিতৃহীনদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পছন্দ মত দুটি, তিনটি কিংবা চারটিকে বিয়ে করে নাও; কিন্তু যদি তোমরা আশংকা কর যে, তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে পারবে না তাহলে মাত্র একটি অথবা

www.pathagar.com

তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার অধিকারী (ক্রীতদাসী); এটা আরও উত্তম; এটা অবিচার না করার নিকটবর্তী। (৪) আর নারীদেরকে তাদের দেয় মোহর প্রদান কর, কিন্তু যদি তারা সন্তুষ্ট চিত্তে পরে কিয়দংশ প্রদান করে, তাহলে সঠিক বিবেচনা মত তৃপ্তির সাথে ভোগ কর। (৫) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে ধন-সম্পত্তি নির্ধারণ করেছেন, তা অবোধদেরকে প্রদান কর না; বরং তা হতে তাদেরকে ভক্ষণ করাতে থাক, পরিধান করাতে থাক এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে কথা বল। (৬) আর পিতৃহীনরা বিয়ের যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও; অতঃপর যদি তাদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি পরিদৃষ্ট হয়, তাহলে তাদের ধন-সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ কর; ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অপব্যয় কর না অথবা তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হবে বলে ওটা দ্রুততার সাথে আত্মসাৎ কর না; এবং তত্ত্বাবধানকারী যদি অভাবমুক্ত হয় তাহলে ইয়াতীমের মাল খরচ করা হতে সে নিজকে সম্পূর্ণ বিরত রাখবে, আর যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ ভোগ করবে, অনন্তর যখন তাদের সম্পত্তি তাদেরকে সমর্পণ করতে চাও তখন তাদের জন্য সাক্ষী রেখো এবং আল্লাহ্ই হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট। (৭) পুরুষদের জন্য মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত বিষয়ে অংশ রয়েছে– অল্প বা অধিক, তা নির্দিষ্ট পরিমাণ। (৮) বণ্টনের সময় যখন স্বজনগণ, পিতৃহীনগণ এবং দরিদ্রগণ উপস্থিত হয়, তখন তা হতে তাদেরকেও জীবিকা দান কর এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে কথা

www.pathagar.com

বল। (৯) তাদের মনে এই ভেবে শংকা থাকা উচিৎ যে, যদি তারা মৃত্যুকালে তাদের পশ্চাতে অসহায় পরিবার রেখে যায় তাহলে তাদেরও একই অবস্থা ঘটতে পারে। সুতরাং তারা যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং সঙ্গত কথা বলে। (১০) যারা অন্যায়ভাবে পিতৃহীনদের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করে, নিশ্চয়ই তা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করে না এবং সত্বরই তারা অগ্নি শিখায় প্রবেশ করবে।

রুকু-২

(১১) আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের সম্বন্ধে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ এক পুত্রের জন্য দুই কন্যার অংশের তুল্য; আর যদি শুধু কন্যাগণ দুই জনের অধিক হয়, তাহলে তারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে। আর যদি একটি মাত্র কন্যা হয়, তাহলে সে অর্ধেকাংশ প্রাপ্ত হবে; এবং যদি মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান থাকে, তাহলে মাতা-পিতার জন্য অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকেরই জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে এক ষষ্ঠাংশ রয়েছে, আর যদি তার কোন সন্তান না থাকে এবং শুধু মাতা-পিতাই তার উত্তরাধিকারী হয়, তাহলে তার মাতার জন্য রয়েছে এক তৃতীয়াংশ এবং যদি তার ভ্রাতা থাকে, তাহলে সে যা নির্দেশ করে গেছে– সেই নির্দেশ ও ঋণ অন্তে তার জননীর জন্য এক ষষ্ঠাংশ, তোমাদের পিতা ও তোমাদের পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের অধিকতর উপকারী তা তোমরা অবগত নও,

www.pathagar.com

এটাই আল্লাহ্‌র নির্দেশ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়। (১২) আর তোমাদের পত্নীগণের যদি সন্তান-সন্ততি না থাকে তাহলে তারা যা পরিত্যাগ করে যায় তা থেকে তোমাদের জন্য তার অর্ধাংশ; কিন্তু যদি তাদের সন্তান-সন্ততি থাকে, তাহলে তারা যা অছীয়ত করেছে সেই অছীয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে তোমাদের জন্য এক চতুর্থাংশ এবং যদি তোমাদের স্ত্রীদের কোন সন্তান-সন্ততি না থাকে তাহলে তোমরা যা পরিত্যাগ করে যাবে, তাদের জন্য তার এক চতুর্থাংশ, কিন্তু যদি তোমাদের সন্তান-সন্ততি থাকে তাহলে তোমরা যা অছীয়ত করবে সেই অছীয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে তাদের জন্য এক অষ্টমাংশ; যদি কোন মূল ও শাখাবিহীন পুরূষ কিংবা স্ত্রী মারা যায় এবং তার এক ভ্রাতা অথবা এক ভগ্নী থাকে, তাহলে এতদুভয়ের মধ্য হতে প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ পাবে আর যদি তারা তদপেক্ষা অধিক হয় তাহলে কৃত অছীয়ত পূরণ করার পর অথবা ঋণ শোধের পর, কারও অনিষ্ট না করে তারা তার এক তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হবে; এটাই আল্লাহ্‌র নির্দেশ এবং আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, সহিষ্ণু। (১৩) এটাই আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমাসমূহ; এবং যে কেউ আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের অনুগত হয় তিনি তাকে এরূপ জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন– যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত, তন্মধ্যে তারা সদা অবস্থান করবে; এবং

www.pathagar.com

এটাই বড় সফলতা। (১৪) আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলকে অমান্য করে এবং তাঁর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ অতিক্রম করে তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তন্মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

রুকু-৩

(১৫) আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা নির্লজ্জ কাজ করে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চার জন সাক্ষী উপস্থিত কর, অনন্তর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে তাদেরকে তোমরা গৃহসমূহের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখ যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে উঠিয়ে না নেয় কিংবা আল্লাহ্ তাদের জন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন। (১৬) আর তোমাদের মধ্য হতে যে কোন দুইজন এই নির্লজ্জতার কাজ করবে, তাদের উভয়কেই শাস্তি প্রদান কর; কিন্তু তারা যদি তওবা করে এবং সদাচারী হয়, তাহলে এতদুভয় হতে প্রত্যাবর্তিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী, করুণাময়। (১৭) তওবা কবুল করার দায়িত্ব যে আল্লাহ্র উপর রয়েছে তা তো শুধু তাদেরই জন্য যারা অজ্ঞতা বশতঃ পাপ করে থাকে, অতঃপর অবিলম্বে ক্ষমা প্রার্থনা করে; সুতরাং আল্লাহ্ তাদেরকেই ক্ষমা করবেন; আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়। (১৮) আর তাদের জন্য কোন ক্ষমা নেই যারা

www.pathagar.com

ঐ পর্যন্ত পাপ করতে থাকে– যখন তাদের কারও নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে, নিশ্চয়ই আমি এখন ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাদের জন্যও ক্ষমা নয় যারা অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে; তাদেরই জন্য আমি বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (১৯) হে মু'মিনগণ! এটা তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, তোমরা বল পূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হও; এবং প্রকাশ্য অশ্লীলতা ব্যতীত তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ, তার কিয়দংশ গ্রহণের জন্য তাদেরকে প্রতিরোধ করো না এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে সম মর্যাদায় অবস্থান কর; কিন্তু যদি অপছন্দ কর তাহলে তোমরা যে বিষয় অপছন্দ মনে কর আল্লাহ্ সেটাকে প্রচুর কল্যাণকর করতে পারেন। (২০) আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক, তাহলে তোমরা তন্মধ্য হতে কিছুই প্রতিগ্রহণ করো না; তাহলে কি তোমরা অপবাদ প্রয়োগ এবং প্রকাশ্য পাপ করে সেটা গ্রহণ করবে? (২১) এবং কিরূপে তোমরা তা গ্রহণ করবে? বস্তুত তোমরা পরস্পর একে অন্যের নিকট গমন করেছিলে এবং তারা তোমাদের নিকট সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিল। (২২) তোমাদের পিতৃগণ নারীকূলের মধ্যে যাদেরকে বিয়ে করেছে তোমরা তাদেরকে বিয়ে কর না, কিন্তু যা বিগত হয়েছে। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল, অরুচিকর এবং নিকৃষ্ট আচরণ।

www.pathagar.com

রুকু-৪

(২৩) তোমাদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে– তোমাদের মাতৃগণ, কন্যাগণ, ভগ্নিগণ, ফুফুগণ, খালাগণ, ভ্রাতৃকন্যাগণ, ভগ্নির কন্যাগণ, তোমাদের সেই মাতৃগণ যারা তোমাদেরকে স্তন্য দান করেছে, তোমাদের দুগ্ধ ভগিনীগণ, তোমাদের স্ত্রীদের মাতৃগণ, তোমরা যাদের অভ্যন্তরে উপনীত হয়েছ সেই স্ত্রীদের যে সকল কন্যা তোমাদের ক্রোড়ে অবস্থিত; কিন্তু যদি তোমরা তাদের মধ্যে উপনীত না হয়ে থাক, তাহলে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই; এবং ঔরসজাত পুত্রদের পত্নীগণ; এবং যা অতীত হয়ে গেছে– তদ্ব্যতীত দুই ভগিনীকে একত্রে বিয়ে করা; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

www.pathagar.com

পারা-৫

(২৪) এবং নারীদের মধ্যে সধবাগণ; কিন্তু তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী– আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদেরকে বিধিবদ্ধ করেছেন, এতদ্ব্যতীত তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে অন্যান্য নারীদের, তোমরা স্বীয় ধনের দ্বারা ব্যভিচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত বিবাহ করার জন্য তাদের অনুসন্ধান কর, অনন্তর তাদের দ্বারা যে ফল ভোগ করবে, সেজন্য তাদেরকে তাদের নির্ধারিত দেয় প্রদান কর এবং কোন অপরাধ হবে না– যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পর সম্মত হও, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়। (২৫) আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীনা ও মুসলিম রমণীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না, তাহলে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার অধিকারী– সেই বিশ্বাসিনী দাসীকে বিয়ে কর। আল্লাহ্ তোমাদের বিশ্বাস বিষয়ে পরিজ্ঞাত আছেন, তোমরা এক অপর হতে সমুদ্ভূত। অতএব, তাদের মনিবদের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিয়ে কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে তাদের প্রাপ্য (মোহরানা) প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তারা ব্যভিচারিণী কিংবা উপ-পতি গ্রহণকারিণী হবে না। অতঃপর যখন তারা বিবাহবদ্ধ হয়, তৎপর যদি তারা ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের প্রতি স্বাধীনা নারীদের শাস্তির অর্ধেক, এটা তাদেরই জন্য, তোমাদের মধ্যে যারা দুষ্কার্যকে ভয় করে এবং যদি বিরত থাক তাহলে এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

www.pathagar.com

রুকু-৫

(২৬) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সবকিছু পরিষ্কার বর্ণনা করতে এবং তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের আদর্শসমূহ প্রদর্শন করতে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করেন এবং আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়। (২৭) আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করেন এবং যারা প্রবৃত্তির পূজারী তারা ইচ্ছা করে যে, তোমরা ঘোর অধঃপতনে পতিত হও। (২৮) আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা লঘু করতে চান– যেহেতু মানুষ দুর্বল (রূপে) সৃষ্ট হয়েছে। (২৯) হে মু'মিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পত্তি গ্রাস কর না, কেবলমাত্র পরস্পর সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা কর তা বৈধ এবং তোমরা নিজেদের হত্যা কর না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল। (৩০) আর যে কেউ সীমা অতিক্রম করে অথবা যুলুমের বশবর্তী হয়ে এ কাজ করে, ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো এবং আল্লাহ্র পক্ষে এটা খুবই সহজসাধ্য। (৩১) তোমরা যদি সেই মহাপাপসমূহ হতে বিরত হও যা তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলেই আমি তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবিষ্ট করাবো– (৩২) এবং তোমরা ওর আকাঙ্ক্ষা কর না যা দ্বারা আল্লাহ্ একের উপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন; পুরুষেরা যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে এবং নারীরা যা উপার্জন করেছে তাতে তাদের অংশ রয়েছে এবং তোমরা আল্লাহ্রই নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্

www.pathagar.com

সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (৩৩) আমি সবাইকেই উত্তরাধিকারী করেছি যা তাদের মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে যায় এবং দক্ষিণ হস্ত যাদের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অতএব, তোমরা তাদেরকে তাদের অংশ প্রদান কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব বিষয়ে সাক্ষী।

রুকু-৬

(৩৪) পুরুষেরা নারীদের উপর তত্ত্বাবধানকারী ও ভরণ-পোষণকারী, যেহেতু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে একের উপর অপরকে বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এই হেতু যে, তারা স্বীয় ধন-সম্পদ হতে তাদের জন্য ব্যয় করে থাকে; সুতরাং যে সমস্ত নারী পুণ্যবতী তারা আনুগত্য করে, আল্লাহ্র সংরক্ষিত প্রচ্ছন্ন বিষয় সংরক্ষণ করে; যদি নারীদের অবাধ্যতার আশংকা হয় তাহলে তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান কর, তাদেরকে শয্যা হতে পৃথক কর এবং তাদেরকে প্রহার কর; অনন্তর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তাহলে তাদের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন কর না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমুন্নত, মহা মহীয়ান। (৩৫) আর যদি তোমরা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা কর, তাহলে তোমাদের বংশ হতে একজন বিচারক এবং তোমাদের স্ত্রীদের বংশ হতে একজন বিচারক নির্দিষ্ট কর; যদি তারা মীমাংসার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, অভিজ্ঞ– (৩৬) এবং তোমরা আল্লাহ্রই ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন বিষয়ে অংশী স্থাপন কর না; এবং মাতা-পিতার সাথে

www.pathagar.com

সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, সম্পর্কহীন প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সহচর ও পথিক এবং তোমাদের দাস-দাসীদের সাথেও সদ্ব্যবহার কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অহংকারী আত্মাভিমানীকে ভালবাসেন না। (৩৭) যারা কৃপণতা করে ও লোকদেরকেও কার্পণ্য শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে যা দান করেছেন তা গোপন করে, বস্তুতঃ আমি সেই অবিশ্বাসীদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি– (৩৮) এবং যারা লোকদেরকে দেখাবার জন্য স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্র প্রতি ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না আর যাদের সহচর শয়তান– সে নিকৃষ্ট সঙ্গীই বটে। (৩৯) আর এতে তাদের কি ক্ষতি হত– যদি তারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত এবং আল্লাহ্ তাদেরকে যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করত? এবং আল্লাহ্ তাদের বিষয়ে যথার্থই অবগত। (৪০) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেন না এবং যদি কোন সৎ কাজ থাকে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুন করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন। (৪১) অনন্তর তখন কি দশা হবে– যখন আমি প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায় হতে সাক্ষী আনয়ন করব এবং তোমাকেই তাদের প্রতি সাক্ষী করব? (৪২) যারা অবিশ্বাসী হয়েছে ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে তারা সেদিন কামনা করবে– যেন ভূ-মণ্ডলের সাথে তারা মিশে যায় এবং আল্লাহ্র নিকট তারা কোন কথাই গোপন করতে পারবে না।

www.pathagar.com

রুকু-৭

(৪৩) হে মু'মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায়, যখন নিজের উচ্চারিত বাক্যের অর্থ নিজেই বুঝতে সক্ষম নও, এ অবস্থায় অথবা গোছল জরুরি হলে তা সমাপ্ত না করে ছালাতের জন্য দণ্ডায়মান হয়ো না। কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। যদি তোমরা পীড়িত হও কিংবা প্রবাসে অবস্থান করো অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ পায়খানা হতে প্রত্যাগত হয় কিংবা রমণী স্পর্শ করে এবং পানি না পাওয়া যায়, তাহলে বিশুদ্ধ মাটির অন্বেষণ করো, তা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ মুছে ফেল; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (৪৪) তোমরা কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যাদেরকে গ্রন্থের এক অংশ দেয়া হয়েছে? তারা পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে এবং তারা চায়, তোমরাও সঠিক পথ হতে দূরে সরে যাও– (৪৫) এবং আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদেরকে সম্যক অবগত আছেন; পৃষ্ঠপোষক এবং সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (৪৬) ইয়াহুদীদের মধ্যে কেউ কেউ যথাস্থান হতে বাক্যাবলী পরিবর্তিত করে এবং বলে– আমরা শ্রবণ করলাম ও অগ্রাহ্য করলাম; এবং তারা স্বীয় জিহ্বা বিকৃত করে ও ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে বলে যে, শোন– না শোনার মত ও 'রায়না'; এবং যদি তারা বলতো– আমরা শুনলাম ও স্বীকার করলাম– এবং শোন ও 'উনযুরনা' তাহলে এটা তাদের পক্ষে উত্তম ও সঠিক হত; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের অবিশ্বাস হেতু তাদেরকে অভিসম্পাত

www.pathagar.com

করেছেন; অতএব অল্প সংখ্যক ব্যতীত তারা বিশ্বাস করে না। (৪৭) হে গ্রন্থ প্রাপ্তরা! তোমাদের সঙ্গে যা আছে তার সত্যতা প্রতিপাদনকারী যা অবতীর্ণ করেছি তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর ঐ সময় আসার পূর্বে যখন, আমি অনেক মুখমণ্ডল বিকৃত করে দিব। অতঃপর তাদেরকে পৃষ্ঠের দিকে উল্টিয়ে দিব অথবা আসহাবে সাব্তের প্রতি যেরূপ অভিসম্পাত করেছিলাম তদ্রূপ তাদের প্রতিও অভিসম্পাত করি; এবং আল্লাহ্‌র আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে। (৪৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌– তাঁর সাথে অংশী স্থাপন করলে তাকে ক্ষমা করবেন না এবং তদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র অংশী স্থির করে, সে মহাপাপে আবদ্ধ হলো। (৪৯) তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি– যারা স্বীয় পবিত্রতা প্রকাশ করে? বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন এবং তারা এক সূত্র পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না। (৫০) লক্ষ্য কর ঃ তারা কিরূপে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে? স্পষ্ট অপরাধী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।

রুকু-৮

(৫১) তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হয়েছে? তারা মূর্তি ও শয়তানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাফিরদেরকে বলে, বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ অপেক্ষা তারাই অধিকতর সুপথগামী। (৫২) এদেরই প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন; এবং আল্লাহ্ যাকে অভিসম্পাত করেন, তুমি তার জন্য কোনই সাহায্যকারী

www.pathagar.com

খুঁজে পাবে না। (৫৩) তাহলে কি রাজত্বে তাদের কোন অংশ রয়েছে? বস্তুতঃ তখন তারা লোকদেরকে কণা পরিমাণও প্রদান করবে না। (৫৪) তাহলে কি তারা লোকদের প্রতি এই জন্য হিংসা করে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় সম্পদ হতে কিছু দান করেছেন? ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি ইব্রাহীম বংশীয়গণকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান দান করেছি এবং তাদেরকে বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করেছি। (৫৫) অনন্তর তাদের মধ্যে অনেকে ওর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং অনেকেই ওটা হতে বিরত রয়েছে; এবং (তাদের জন্য) শিখাবিশিষ্ট জাহান্নামই যথেষ্ট। (৫৬) নিশ্চয়ই যারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই আমি জাহান্নামের আগুনে প্রবিষ্ট করাবো। যখন তার চর্ম বিদগ্ধ হবে, আমি তার পরিবর্তে তাদের চর্ম পরিবর্তিত করে দিব– যেন তারা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, হিকমতের অধিকারী। (৫৭) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করতঃ সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করেছে, নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবো- যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে; তথায় তাদের জন্য পবিত্রা সহধর্মিণীগণ রয়েছে এবং আমি তাদেরকে ছায়া শীতল স্থানে প্রবিষ্ট করাবো। (৫৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ করছেন, গচ্ছিত বিষয় ওর অধিকারীকে অর্পণ কর; এবং যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর, তখন ন্যায় বিচার কর; অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ

www.pathagar.com

দান করছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শ্রবণকারী, পরিদর্শক। (৫৯) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র ও রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের জন্য যারা বিচারক তাদের; অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ হয় তাহলে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও– যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাক; এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি।

রুকু-৯

(৬০) তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি– যারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তৎপ্রতি তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা নিজেদের মোকদ্দমা শয়তানের নিকট নিয়ে যেতে চায়– যদিও তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল– যেন তাকে অবিশ্বাস করে; পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে চায়। (৬১) আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন তুমি মুনাফিক্বদেরকে দেখবে, তারা তোমার হতে মুখ ফিরিয়ে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। (৬২) অনন্তর তখন কিরূপ হবে– যখন তাদের হস্তসমূহ যা পূর্বে প্রেরণ করেছে, তজ্জন্য তাদের উপর বিপদ উপনীত হয়? তখন তারা আল্লাহ্র শপথ করতে করতে তোমার দিকে আসবে যে– কল্যাণ ও সম্প্রীতি ব্যতীত আমরা কিছুই কামনা করিনি। (৬৩) তাদের অন্তরসমূহে যা আছে, আল্লাহ্ তা পরিজ্ঞাত আছেন।

www.pathagar.com

অতএব, তুমি তাদের দিক হতে নির্লিপ্ত হও এবং তাদেরকে সদুপদেশ প্রদান কর এবং তাদেরকে তাদের সম্বন্ধে হৃদয়স্পর্শী কথা বল। (৬৪) আমি এতদ্ব্যতীত কোনই রাসূল প্রেরণ করিনি যে, আল্লাহ্‌র আদেশে তাদের আনুগত্য স্বীকার করবে এবং যদি তারা স্বীয় জীবনের উপর অত্যাচার করার পর তোমার নিকট আগমন করত, অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাইত আর রাসূলও তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাইত, তাহলে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ্‌কে তাওবা ঃ কবুলকারী, করুণাময় দেখতে পেতো। (৬৫) অতএব, তোমার রবের শপথ! তারা কখনই বিশ্বাস স্থাপনকারী হতে পারবে না– যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের সৃষ্ট বিরোধের বিচারক না করে, অতঃপর তুমি যে বিচার করবে তা দ্বিধাহীন মনে গ্রহণ না করে এবং ওটা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে। (৬৬) আর আমি যদি তাদের উপর বিধিবদ্ধ করতাম যে, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা স্বীয় গৃহ প্রাচীর হতে নিষ্ক্রান্ত হও, তাহলে তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত ওটা করতো না এবং যদ্বিষয়ে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা যদি তারা করত তাহলে নিশ্চয়ই ওটা হত তাদের জন্য কল্যাণকর এবং ধর্মের উপর সুদৃঢ় থাকার জন্যও– (৬৭) এবং তখন আমি তাদেরকে অবশ্যই স্বীয় সন্নিধান হতে বৃহত্তর প্রতিদান প্রদান করতাম– (৬৮) এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করতাম। (৬৯) আর যে কেউ আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হয়, তারা ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি

www.pathagar.com

আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নবীগণ, সত্যসাধকগণ, শহীদগণ ও সৎ কর্মশীলগণ; এবং এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী। (৭০) এটাই আল্লাহ্র অনুগ্রহ; এবং আল্লাহ্র জ্ঞানই যথেষ্ট।

রুকু-১০

(৭১) হে মু'মিনগণ! তোমরা স্বীয় আত্মরক্ষার সরঞ্জাম তুলে নাও অতঃপর পৃথকভাবে বহির্গত হও অথবা সম্মিলিতভাবে অভিযান কর। (৭২) আর তোমাদের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যে শৈথিল্য করে; অনন্তর যদি তোমাদের উপর বিপদ নিপতিত হয় তাহলে বলে– আমার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ছিল যে, আমি তখন তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না। (৭৩) পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ্র সন্নিধান হতে তোমাদের উপর অনুগ্রহ সম্পদ অবতীর্ণ হয় তাহলে এরূপভাবে বলে যেন তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোনই সম্বন্ধ ছিল না হায় যদি আমিও তাদের সঙ্গী হতাম তাহলে মহান ফলপ্রদ সুফল লাভ করতাম। (৭৪) অতএব, যারা দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাত ক্রয় করে তারা যেন আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে; এবং যে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর নিহত অথবা বিজয়ী হয়, তাহলে আমি তাকে মহান প্রতিদান প্রদান করব। (৭৫) তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করছ না? অথচ নারী, পুরুষ এবং শিশুদের মধ্যে যারা দুর্বল তারা বলে– হে আমাদের রব আমাদেরকে অত্যাচারী এই নগর হতে নিষ্কৃতি দিন এবং স্বীয় সন্নিধান হতে আমাদের পৃষ্ঠপোষক

www.pathagar.com

ও নিজের নিকট হতে আমাদের জন্য সাহায্যকারী প্রেরণ করুন। (৭৬) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে এবং যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তারা শয়তানের পক্ষে যুদ্ধ করে; সুতরাং তোমরা শয়তানের সুহৃদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল দুর্বল।

রুকু-১১

(৭৭) তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি– যাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের হস্তসমূহ সংযত রাখ এবং ছালাত প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত প্রদান কর। অনন্তর যখন তাদের প্রতি জিহাদ ফরয করে দেয়া হলো তখন তাদের একদল আল্লাহ্‌কে যেরূপ ভয় করবে তদ্রূপ মানুষকে ভয় করতে লাগলো, বরং তদপেক্ষাও অধিক এবং তারা বললো– হে আমাদের রব! আপনি কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করলেন? কেন আমাদেরকে আর কিছুকালের জন্য অবসর দিলেন না? তুমি বল ঃ পার্থিব উপকার সীমিত এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পরকালই কল্যাণকর; এবং তোমরা সামান্য পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না। (৭৮) তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে যাবে– যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর; এবং যদি তাদের উপর কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় তাহলে তারা বলে ঃ এটা আল্লাহ্‌র নিকট হতে এবং যদি তাদের প্রতি অমঙ্গল নিপতিত হয় তাহলে বলে যে, এটা তোমার নিকট হতে হয়েছে। তুমি বল ঃ সমস্তই আল্লাহ্‌র নিকট হতে হয়;

www.pathagar.com

অতএব ঐ সম্প্রদায়ের কি হয়েছে যে, তারা কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করে না! (৭৯) তোমার নিকট যে কল্যাণ উপস্থিত হয় তা আল্লাহ্‌র সন্নিধান হতে এবং তোমার উপর যে অমঙ্গল নিপতিত হয় তা তোমার নিজ হতে হয়ে থাকে এবং আমি তোমাকে মানবমণ্ডলীর জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি; এবং আল্লাহ্‌র সাক্ষীই যথেষ্ট। (৮০) যে কেউ রাসূলের অনুগত হয় নিশ্চয়ই সে আল্লাহ্‌রই অনুগত হয়ে থাকে; এবং যে ফিরে যায় আমি তার জন্য তোমাকে রক্ষকরূপে প্রেরণ করিনি। (৮১) আর তারা বলে ঃ আমরা অনুগত; কিন্তু যখন তারা তোমার নিকট হতে বের হয়ে যায় তখন তাদের একদল– তুমি যা বল, তার বিরুদ্ধে পরামর্শ করে; এবং তারা যা পরামর্শ করে আল্লাহ্ তা লিপিবদ্ধ করেন; অতএব তাদের প্রতি নিস্পৃহ হও এবং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর; এবং আল্লাহ্‌ই কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট। (৮২) তারা কেন কুরআনের প্রতি মনঃসংযোগ করে না? আর যদি ওটা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও নিকট হতে হতো তাহলে তারা ওতে বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত। (৮৩) আর যখন তাদের নিকট কোন শান্তি অথবা ভীতিজনক বিষয় উপস্থিত হয় তখন তারা ওটা রটনা করতে থাকে এবং যদি তারা ওটা রাসূলের কিংবা তাদের আদেশ দাতাদের প্রতি সমর্পণ করত তাহলে তাদের মধ্যে সঠিক তথ্য পেয়ে যেত এবং যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও করুণা না হতো তাহলে অল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা শয়তানের অনুসরণ করতে। (৮৪) অতএব

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর; তোমার নিজের ছাড়া তোমার উপর অন্য কোন ভার অর্পণ করা হয়নি এবং বিশ্বাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ কর; অচিরেই আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের শক্তি সংযত করবেন; এবং আল্লাহ্ শক্তিতে সুদৃঢ় ও শাস্তি দানে কঠোর। (৮৫) যে কেউ সৎ সুপারিশ করবে সে ওর অংশ পাবে এবং যে কেউ অসৎ সুপারিশ করবে সেও ওর অংশ প্রাপ্ত হবে; এবং আল্লাহ্ সর্ব শক্তিমান। (৮৬) আর যখন তোমরা শুভাশীষে সম্ভাষিত হও, তখন তোমরাও তা হতে শ্রেষ্ঠতর শুভ সম্ভাষণ কর অথবা ওটাই প্রত্যর্পণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী। (৮৭) আল্লাহ্– তিনি ব্যতীত কেউ উপাস্য নেই; নিশ্চয়ই এতে সন্দেহ নেই যে, তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করবেন; এবং বাক্যে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে বেশি সত্য পরায়ণ?

রুকু-১২

(৮৮) অনন্তর তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা মুনাফিক্বদের সম্বন্ধে দুই দল হলে? এবং তারা যা অর্জন করেছে তজ্জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে বিবর্তিত করেছেন; আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কি তাকে পথ প্রদর্শন করতে চাও? এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, বস্তুতঃ তুমি তার জন্য কোনই পথ পাবে না। (৮৯) তারা ইচ্ছা করে যে, তারা যেরূপ কাফির, তোমরাও যেন তদ্রূপ কাফির হয়ে যাও, যেন তোমরাও তাদের সদৃশ হও; অতএব তাদের মধ্য হতে বন্ধু গ্রহণ করো না– যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্‌র পথে দেশ ত্যাগ করে; অতঃপর যদি

www.pathagar.com

তারা প্রতিগমন করে তাহলে তাদেরকে ধর এবং যেখানে পাও তাদেরকে সংহার কর; এবং তাদের মধ্য হতে বন্ধু অথবা সাহায্যকারী গ্রহণ করো না। (৯০) কিন্তু তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায়ের সাথে যারা সম্মিলিত হয় অথবা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে সংকুচিত চিত্ত হয়ে যারা তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের উপর তাদেরকে শক্তিশালী করতেন। তাহলে নিশ্চয়ই তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতো; অতঃপর যদি তারা তোমাদের দিক হতে সন্ধি প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ্ তাদের প্রতিকূলে তোমাদের জন্য কোন পন্থা রাখেননি। (৯১) অচিরেই তুমি এরূপও প্রাপ্ত হবে– যারা তোমাদের দিক হতে ও স্বীয় সম্প্রদায় হতে শান্তির সাথে থাকতে ইচ্ছা করে; যখন তাদের বিরোধের প্রতি মনোনিবেশ করানো হয় তখন তাতেই নিপতিত হয়; অনন্তর যদি তোমাদের দিক হতে নিবৃত্ত না হয় ও সন্ধি প্রার্থনা করে এবং তাদের হস্তসমূহ সংযত না করে, তাহলে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও তাদেরকে সংহার কর; এদেরই জন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রকাশ্য যুক্তি প্রমাণ দান করেছেন।

রুকু-১৩

(৯২) কোন মু'মিনের উচিৎ নয় যে, ভ্রম ব্যতীত কোন মু'মিনকে হত্যা করে; যে কেউ ভ্রমবশতঃ কোন মু'মিনকে হত্যা করে, তাহলে সে জনৈক মু'মিন দাসকে মুক্ত করে দিবে এবং তার আত্মীয় স্বজনকে

www.pathagar.com

হত্যার বিনিময় সমর্পণ করবে; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয় এবং যদি সে তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ও মু'মিন হয় তাহলে জনৈক মু'মিন দাসকে মুক্তি দান করবে; এবং যদি সে তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে সন্ধিবদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয় তাহলে তার স্বজনদেরকে হত্যার বিনিময় অর্পণ করবে এবং জনৈক মু'মিন দাসকে মুক্ত করবে; কিন্তু যদি সে ওটায় অক্ষম হয়, তাহলে আল্লাহ্‌র নিকট হতে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করবে। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়। (৯৩) আর যে কেউ স্বেচ্ছায় কোন মু'মিনকে হত্যা করে তাহলে তার শাস্তি জাহান্নাম– তন্মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে এবং আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন ও তাকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (৯৪) হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা আল্লাহ্‌র পথে বহির্গত হও তখন প্রত্যেক কাজ যাচাই করে নাও এবং কেউ তোমাদেরকে 'সালাম' করলে তাকে বলো না যে, তুমি মু'মিন নও; তোমরা কি পার্থিব জীবনের সম্পদ অনুসন্ধান করছো? তাহলে আল্লাহ্‌র নিকট প্রচুর সম্পদ রয়েছে; প্রথমে তোমরা ঐরূপই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। অতএব, তোমরা স্থির করে নাও, তোমরা যা করছ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ। (৯৫) মু'মিনদের মধ্যে যারা কোন দুঃখ পীড়া ব্যতীতই গৃহে বসে থাকে, আর যারা স্বীয় ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে– তারা সমান নয়; আল্লাহ্ ধন

www.pathagar.com

প্রাণ দ্বারা ধর্ম যুদ্ধকারীগণকে গৃহে উপবিষ্টদের উপর পদমর্যাদায় গৌরবান্বিত করেছেন; এবং সকলকেই আল্লাহ্ কল্যাণপ্রদ প্রতিশ্রুতি দান করেছেন এবং উপবিষ্টদের উপর ধর্মযোদ্ধাগণকে মহান প্রতিদানে গৌরবান্বিত করেছেন। (৯৬) স্বীয় সন্নিধান হতে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা (দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন) এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

রুকু-১৪

(৯৭) যারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছিল, মালাইকা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা দুনিয়ায় অসহায় ছিলাম; তারা বলে, আল্লাহ্র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তন্মধ্যে তোমরা হিজরত করতে? অতএব, ওদেরই বাসস্থান জাহান্নাম এবং কত নিকৃষ্ট ঐ জায়গা! (৯৮) কিন্তু পুরুষ, নারী এবং শিশুগণের মধ্যে অসহায়তাবশতঃ যারা কোন উপায় করতে পারে না অথবা কোন পথ প্রাপ্ত হয় না– (৯৯) ফলতঃ তাদেরই আশা আছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (১০০) আর যে কেউ আল্লাহ্র পথে দেশ ত্যাগ করে সে পৃথিবীতে বহু প্রশস্ত স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে এবং যে কেউ গৃহ হতে বহির্গত হয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করে, অতঃপর সে মৃত্যু মুখে পতিত হয় তাহলে নিশ্চয়ই এর প্রতিদান আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত রয়েছে; এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

www.pathagar.com

রুকু-১৫

(১০১) আর যখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে পর্যটন কর, তখন ছালাত সংক্ষেপ করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, যদি তোমরা আশংকা করো যে, যারা অবিশ্বাসী তারা তোমাদেরকে বিব্রত করবে; নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীরা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু-(১০২) এবং যখন তুমি তাদের (সৈন্যদের) মধ্যে থাক, অতঃপর ছালাতে দণ্ডায়মান হও তখন যেন তাদের একদল তোমার সাথে দণ্ডায়মান হয় এবং স্ব স্ব অস্ত্র গ্রহণ করে; অতঃপর যখন সিজদাহ্ সম্পন্ন করে তখন যেন তারা তোমার পশ্চাদ্বর্তী হয়; এবং অন্য দল যারা ছালাত আদায় করেনি তারা যেন অগ্রসর হয়ে তোমার সাথে ছালাত আদায় করে এবং সতর্ক থাকে ও অস্ত্র গ্রহণ করে। অবিশ্বাসীরা ইচ্ছা করে যে, তোমরা স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র ও দ্রব্য সম্ভার সম্বন্ধে অসতর্ক হলেই তারা একযোগে তোমাদের উপর নিপতিত হয়; এবং এতে তোমাদের অপরাধ নেই, যদি তোমরা বৃষ্টিপাতে বিব্রত হয়ে অথবা পীড়িত অবস্থায় স্ব স্ব অস্ত্র পরিত্যাগ কর এবং অবশ্যই হুঁশিয়ার থাক; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (১০৩) অনন্তর যখন তোমরা ছালাত সম্পন্ন কর তখন দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ কর; অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন ছালাত প্রতিষ্ঠিত কর; নিশ্চয়ই ছালাত বিশ্বাসীগণের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত-

www.pathagar.com

(১০৪) এবং সেই সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য কর না; যদি তোমরা কষ্ট পেয়ে থাক তাহলে তারাও তোমাদের অনুরূপ কষ্ট ভোগ করেছে; এবং তৎসহ আল্লাহ্‌র উপর তোমাদের যে ভরসা আছে, তাদের সে ভরসা নেই; এবং আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

রুকু-১৬

(১০৫) নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি– যেন তুমি তদনুযায়ী মানবদেরকে আদেশ প্রদান কর– যা আল্লাহ্ তোমাকে শিক্ষা দান করেছেন এবং তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না– (১০৬) এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়– (১০৭) এবং যারা স্বীয় জীবনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তুমি তাদের পক্ষে বিতর্ক কর না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতক পাপীকে ভালবাসেন না। (১০৮) তারা মানব হতে আত্মগোপন করে, কিন্তু আল্লাহ্ হতে গোপন করতে পারে না; এবং তিনি তাদের সঙ্গে রয়েছেন, যখন তারা রজনীতে এমন বিষয়ে পরামর্শ করে যাতে তিনি সম্মত নন; এবং তারা যা করছে আল্লাহ্ তার পরিবেষ্টনকারী। (১০৯) সাবধান! তোমরাই ঐ লোক, যারা ওদের পক্ষ হতে পার্থিব জীবন সম্বন্ধে বিতর্ক করছ; কিন্তু কিয়ামত দিবসে তাদের পক্ষ হতে কে আল্লাহ্‌র সাথে বিতর্ক করবে এবং কে তাদের কার্য সম্পাদনকারী হবে? (১১০) এবং যে কেউ দুষ্কর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র

www.pathagar.com

নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয়, সে আল্লাহ্‌কে ক্ষমাশীল, করুণাময় দেখতে পাবে– (১১১) এবং যে কেউ পাপ অর্জন করে, বস্তুতঃ সে স্বীয় আত্মার প্রতিই এর প্রতিক্রিয়া পৌঁছিয়ে থাকে এবং আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়। (১১২) আর যে কেউ অপরাধ অথবা পাপ অর্জন করে, অতঃপর ওটা নিরপরাধের প্রতি আরোপ করে, তাহলে সে নিজেই সেই অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপ বহন করবে।

রুকু-১৭

(১১৩) আর যদি তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও করুণা না হতো, তাহলে তাদের একদল তো তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে ইচ্ছুক হয়েছিল এবং তারা নিজেদেরকে ছাড়া বিপদগামী করেনি ও তারা তোমাকে কোন বিষয়ে ক্লেশ দিতে পারবে না; এবং আল্লাহ্ তোমার প্রতি গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না, তিনি তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন; এবং তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র অসীম করুণা রয়েছে। (১১৪) সাধারণ লোকের অধিকাংশ গুপ্ত পরামর্শে কোন মঙ্গল নিহিত থাকে না, তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি দান খয়রাত অথবা কোন সৎকাজ কিংবা লোকের মধ্যে পরস্পর সন্ধি স্থাপন করে দেয়ার উদ্দেশ্যে তা করে তাহলে তা সতন্ত্র এবং যে আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা সন্ধানের জন্য ঐরূপ করে, আমি তাকে মহান বিনিময় প্রদান করব। (১১৫) আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীগণের বিপরীত পথের অনুগামী হয়, তাহলে সে যাতে

www.pathagar.com

অভিনিবিষ্ট আমি তাকে তাতেই প্রত্যাবর্তিত করাবো এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব; এবং ওটা নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্তন স্থল।

রুকু-১৮

(১১৬) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করেন না এবং এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন; এবং যে আল্লাহ্র সাথে অংশী স্থাপন করে, সে নিশ্চয়ই সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে। (১১৭) তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে তৎপরিবর্তে নারী মূর্তিদেরকেই আহ্বান করে এবং তারা বিদ্রোহী শয়তানকে ব্যতীত আহ্বান করে না। (১১৮) আল্লাহ্ তাকে অভিসম্পাত করেছেন; এবং শয়তান বলেছিল, আমি অবশ্যই তোমার সেবকবৃন্দ হতে এক নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করবো– (১১৯) এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে পথভ্রান্ত করবো, তাদেরকে কু-মন্ত্রণা দিব এবং তাদেরকে আদেশ করবো– যেন তারা পশুর কর্ণ ছেদন করে এবং তাদেরকে আদেশ করবো আল্লাহ্র সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে। যে আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (১২০) শয়তান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও আশ্বাস দান করে, কিন্তু শয়তান প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে না। (১২১) তাদেরই বাসস্থান জাহান্নাম এবং তথা হতে তারা পালাবার কোন জায়গা পাবে না– (১২২) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও

www.pathagar.com

সৎকাজ করে, আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবো যার নিম্নে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; এবং কে আল্লাহ্ অপেক্ষা বাক্যে অধিকতর সত্যপরায়ণ? (১২৩) না তোমাদের বৃথা আশায় কাজ হবে আর না আহলে কিতাবের বৃথা আশায়; যে অসৎকাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবে এবং সে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে কাউকেও বন্ধু অথবা সাহায্যকারী প্রাপ্ত হবে না। (১২৪) পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যারা সৎকাজ করে এবং সে বিশ্বাসীও হয় তাহলে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা অণু পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না। (১২৫) আর যে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে স্বীয় আনন সমর্পণ করেছে ও সৎকাজ করে এবং ইব্রাহীমের সুদৃঢ় ধর্মের অনুসরণ করে, তার অপেক্ষা কার ধর্ম উৎকৃষ্ট? এবং আল্লাহ্ ইব্রাহীমকে স্বীয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন– (১২৬) এবং নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই জন্য, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে পরিবেষ্টনকারী–

রুকু-১৯

(১২৭) এবং তারা তোমার নিকট নারীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল– আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করেছেন এবং পিতৃহীনা নারীদের সম্বন্ধে তোমাদের প্রতি গ্রন্থ হতে পাঠ করা হয়েছে যে, তাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ হয়েছে তা তোমরা

www.pathagar.com

প্রদান করছ না, অথচ তাদেরকে বিয়ে করতে বাসনা কর এবং শিশুদের মধ্যে দুর্বলদের ও পিতৃহীনদের প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠা কর এবং তোমরা যে সৎকাজ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তদ্বিষয়ে খুব জানেন। (১২৮) যদি কোন স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীর অসদাচরণ ও উপেক্ষার আশংকা করে, তাহলে তারা পরস্পর কোন সুমীমাংসায় সম্মিলিত হলে তাদের উভয়ের কোন অপরাধ নেই এবং মীমাংসাই কল্যাণকর এবং মানুষের সম্মুখে প্রলোভন বিদ্যমান রয়েছে; এবং যদি তোমরা সৎব্যবহার কর ও সংযমী হও তাহলে তোমরা যা করছো তদ্বিষয়ে আল্লাহ্ অভিজ্ঞ। (১২৯) তোমরা কখনও স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না যদিও তোমরা তা কামনা কর, সুতরাং তোমরা কোন একজনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না ও অপরজনকে ঝুলান অবস্থায় রেখো না এবং যদি তোমরা পরস্পর সমঝোতায় আসো ও সংযমী হও তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়– (১৩০) এবং যদি তারা উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে আল্লাহ্ স্বীয় প্রাচুর্য হতে তাদের প্রত্যেককে সম্পদশালী করবেন এবং আল্লাহ্ সুপ্রশস্ত মহাজ্ঞানী। (১৩১) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু রয়েছে তা আল্লাহ্রই জন্য; এবং নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছিল– আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে আদেশ করেছিলাম যে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং যদি অবিশ্বাস কর তাহলে নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্রই; এবং আল্লাহ্ মহাসম্পদশালী, প্রশংসিত– (১৩২) এবং আকাশসমূহে যা কিছু রয়েছে

www.pathagar.com

ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই; এবং আল্লাহ্‌ই কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট। (১৩৩) যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে হে লোক সকল! তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে অন্যদেরকে আনয়ন করতে পারেন এবং আল্লাহ্ এ ব্যাপারে শক্তিমান। (১৩৪) যে ইহলোকের প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা করে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্‌র নিকট ইহলোক ও পরলোকের প্রতিদান রয়েছে; এবং আল্লাহ্ শ্রবণকারী, পরিদর্শক।

রুকু-২০

(১৩৫) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দানকারী, সুবিচার প্রতিষ্ঠাতা হও এবং যদিও এটা তোমাদের নিজের অথবা মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিকূল হয়, যদি সে সম্পদশালী কিংবা দরিদ্র হয়, তাহলে আল্লাহ্‌ই তাদের জন্য যথেষ্ট; অতএব, সুবিচারে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না এবং যদি তোমরা বর্ণনায় বক্রতা অবলম্বন কর বা পশ্চাৎপদ হও তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের সমস্ত কর্মের পূর্ণ সংবাদ রাখেন। (১৩৬) হে মু'মিনগণ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং এই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যে কেউ আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকাল সম্বন্ধে অবিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই সে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে। (১৩৭) নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে অতঃপর অবিশ্বাসী হয়,

www.pathagar.com

পুনরায় বিশ্বাস স্থাপন করে অবিশ্বাস করে, অনন্তর অবিশ্বাসে পরিবর্ধিত হয়, তাহলে আল্লাহ্ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না। (১৩৮) মুনাফিক্বদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (১৩৯) যারা মু'মিনদেরকে পরিত্যাগ করে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের নিকট সম্মান অনুসন্ধান করে? কিন্তু যাবতীয় সম্মানই আল্লাহ্র- (১৪০) এবং নিশ্চয়ই তিনি গ্রন্থের মাধ্যমে তোমাদের আদেশ করছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাস করা এবং তার প্রতি উপহাস করা হচ্ছে- তখন তাদের সাথে উপবেশন করো না- যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথার আলোচনা করে, অন্যথায় তোমরাও তাদের সদৃশ হয়ে যাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সেই সমস্ত মুনাফিক্ব ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন। (১৪১) ওরা (মুনাফিক্বরা) এমন যারা তোমাদের সম্বন্ধে প্রতীক্ষা করছে; এবং যদি তোমরা আল্লাহ্র পক্ষ হতে জয়লাভ কর তাহলে তারা বলে- আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? এবং যদি ওটা অবিশ্বাসীদের ভাগ্যে ঘটে তাহলে বলে- আমরা কি তোমাদের নেতৃত্ব করিনি এবং বিশ্বাসীগণ হতে তোমাদেরকে রক্ষা করিনি? অনন্তর আল্লাহ্ উত্থান দিবসে তোমাদের মধ্যে বিচার করবেন; এবং কখনও আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতিপক্ষে কাফিরদেরকে বিজয়ী করবেন না।

www.pathagar.com

রুকু-২১

(১৪২) নিশ্চয়ই মুনাফিক্বরা আল্লাহ্‌র সাথে প্রতারণা করে এবং তিনিও তাদেরকে ঐ প্রতারণা প্রত্যর্পণ করছেন; এবং যখন তারা ছালাতের জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন লোকদেরকে দেখানোর জন্য আলস্যভরে দণ্ডায়মান হয়ে থাকে এবং আল্লাহ্‌কে খুব কমই স্মরণ করে থাকে। (১৪৩) এরা সন্দেহ দোলায় দোদুল্যমান রয়েছে– তারা এ দিকেও নয় ওদিকেও নয়; এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রান্ত করেছেন বস্তুতঃ তুমি তার জন্য কোনই পথ পাবে না। (১৪৪) হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না, তোমরা কি আল্লাহ্‌র জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও? (১৪৫) নিশ্চয়ই মুনাফিক্বরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে এবং তুমি কখনও তাদের জন্য সাহায্যকারী পাবে না। (১৪৬) কিন্তু যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সংশোধিত হয় এবং আল্লাহ্‌র পথকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে ও আল্লাহ্‌র ধর্মে বিশুদ্ধ হয়, ফলতঃ তারাই মু'মিনদের সঙ্গী এবং অচিরেই আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন। (১৪৭) যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও ও বিশ্বাস স্থাপন কর

অতিশয় গুণগ্রাহী, মহাজ্ঞানী।

www.pathagar.com

পারা-৬

(১৪৮) আল্লাহ্ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা ভালবাসেন না; তবে কেউ অত্যাচারিত হয়ে থাকলে তার কথা স্বতন্ত্র; এবং আল্লাহ্ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী। (১৪৯) যদি তোমরা সৎকাজ প্রকাশ্যে কর অথবা গোপনে কর অথবা যদি তোমরা অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তাহলে জেনো, আল্লাহ্ নিজেও ক্ষমাকারী, সর্বশক্তিমান। (১৫০) নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে ইচ্ছা করে এবং বলে যে, আমরা কতিপয়কে বিশ্বাস করি ও কতিপয়কে অবিশ্বাস করি এবং তারা এর মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে ইচ্ছা করে। (১৫১) ওরাই প্রকৃতপক্ষে অবিশ্বাসী এবং আমি অবিশ্বাসীদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি– (১৫২) এবং যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না– আল্লাহ্ শীঘ্রই তাদের প্রতিদান প্রদান করবেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

রুকু-২২

(১৫৩) আহলে কিতাব তোমার নিকট আবেদন জানায় যে, তুমি তাদের প্রতি আকাশ হতে কোন গ্রন্থ নাযিল কর– বরং তারা মূসার নিকট এটা অপেক্ষাও বৃহত্তর দাবী করেছিল। তারা বলেছিল,

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যভাবে প্রদর্শন কর; অনন্তর তাদের অবাধ্যতার জন্য বজ্রপাত তাদেরকে আক্রমণ করেছিল, অতঃপর তাদের নিকট নিদর্শনাবলী আসার পরেও তারা গো-বৎসকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ওটাও আমি ক্ষমা করেছিলাম এবং মূসাকে প্রকাশ্য প্রভাব প্রদান করেছিলাম– (১৫৪) এবং আমি তাদের প্রতিশ্রুতির জন্য তাদের উপর তূর পর্বত সমুচ্চ করেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম অবনত শীরে দ্বারে প্রবেশ কর এবং তাদেরকে আরও বলেছিলাম, শনিবারের সীমা অতিক্রম করো না। এভাবে তাদের নিকট কঠোর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম। (১৫৫) কিন্তু তারা লা'নতগ্রস্ত হয়েছিল তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি তাদের অবিশ্বাস ও অন্যায়ভাবে তাদের নবীদের হত্যা এবং "তাদের স্ব স্ব অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত" এই উক্তি করার জন্য; হ্যাঁ– তাদের অবিশ্বাস হেতু আল্লাহ্ ওদের অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন, এই কারণে তারা অল্প সংখ্যক ব্যতীত বিশ্বাস করে না– (১৫৬) এবং তাদের কুফরী ও মারইয়ামের প্রতি তাদের ভয়ানক অপবাদের জন্য– (১৫৭) এবং "আল্লাহ্‌র রাসূল ও মারইয়াম নন্দন ঈসাকে আমরা হত্যা করেছি" বলার জন্য। অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে আর না শূলে চড়িয়েছে; বরং তারা ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। তারা তদ্বিষয়ে সন্দেহাচ্ছন্ন ছিল, কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তারা তাকে হত্যা করেনি। (১৫৮) বরং

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী– (১৫৯) এবং আহ্লে কিতাবের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, তার মৃত্যুর পূর্বে ব্যতীত এটা বিশ্বাস করবে; এবং উত্থান দিবসে সে (ঈসা) তাদের উপর সাক্ষ্য দান করবে। (১৬০) আমি ইয়াহুদীদের অবাধ্যতা হেতু তাদের জন্য যে সমস্ত বস্তু বৈধ ছিল তা তাদের প্রতি অবৈধ করেছি; এবং যেহেতু তারা অনেককে আল্লাহ্র পথ হতে প্রতিরোধ করতো– (১৬১) এবং তারা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সুদ গ্রহণ করত এবং তারা অন্যায়ভাবে লোকদের ধনসম্পদ গ্রাস করত এবং আমি তাদের মধ্যস্থ অবিশ্বাসীদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (১৬২) কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে সুদৃঢ় এবং বিশ্বাসী তারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যারা ছালাত আদায়কারী ও যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী, তাদেরকেই আমি প্রচুর প্রতিদান প্রদান করব।

রুকু-২৩

১৬৩. নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি– যেরূপ আমি নূহ ও তৎপরবর্তী নবীগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তদ্বংশীয়গণের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন, সুলাইমানের প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এবং আমি দাউদকে যাবুর প্রদান করেছিলাম। (১৬৪) আর নিশ্চয়ই আমি

www.pathagar.com

তোমার পূর্বের বহু রাসূলের প্রসঙ্গ তোমাকে বর্ণনা করেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি; আল্লাহ্ মূসার সাথে প্রত্যক্ষ কথা বলেছেন। (১৬৫) আমি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শকরূপে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলগণের পরে লোকদের মধ্যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে কোন অপবাদ দেয়ার অবকাশ না থাকে এবং আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী। (১৬৬) কিন্তু আল্লাহ্ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি সজ্ঞানে অবতারণের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন; এবং সাক্ষ্য দানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (১৬৭) নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহ্র পথ হতে প্রতিরোধ করেছে, অবশ্যই তারা সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে। (১৬৮) নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাসী হয়েছে ও অত্যাচার করেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করবেন না। (১৬৯) জাহান্নামের পথ ব্যতীত, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে এবং এটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজসাধ্য। (১৭০) হে লোক সকল! নিশ্চয়ই তোমাদের রবের সন্নিধান হতে সত্যসহ রাসূল আগমন করেছেন, অতএব বিশ্বাস স্থাপন কর- তোমাদের কল্যাণ হবে, আর যদি অবিশ্বাস কর তাহলে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্র এবং আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়। (১৭১) হে আহ্লে কিতাব! তোমরা স্বীয় ধর্মে সীমা অতিক্রম করো না এবং আল্লাহ্র বিরুদ্ধে সত্য ব্যতীত বল না, নিশ্চয়ই মারইয়াম নন্দন ঈসা মাসীহ্ আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁর বাণী- যা

www.pathagar.com

তিনি মারইয়ামের প্রতি সঞ্চারিত করেছিলেন এবং তাঁর আদিষ্ট আত্মা; অতএব, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। আর "আল্লাহ্ তিনজনের একজন"– একথা বলা পরিহার কর। তোমাদের কল্যাণ হবে; নিশ্চয়ই একমাত্র আল্লাহ্ই উপাস্য; তিনি কোন সন্তান হওয়া হতে পুতঃপবিত্র ও মুক্ত। নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা আছে তা তাঁরই এবং আল্লাহ্ই কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট।

রুকু-২৪

(১৭২) আল্লাহ্র বান্দা হওয়ার ব্যাপারে মাসীহ্ এবং সান্নিধ্য প্রাপ্ত ফেরেশতাদের কোনই সংকোচ নেই; এবং যে তাঁর সেবায় সংকুচিত হয় ও অহংকার করে, তিনি তাদের সকলকে নিজের দিকে একত্রিত করবেন। (১৭৩) অনন্তর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকাজ করে থাকে তাদেরকে তিনি তাদের সম্যক প্রতিদান প্রদান করবেন এবং স্বীয় সম্পদ হতে অধিকতর দান করবেন এবং যারা সংকুচিত হয় অহংকার করে, তাদেরকে তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তারা নিজেদের জন্য কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাবে না। (১৭৪) হে লোক সকল! তোমাদের রবের সন্নিধান হতে তোমাদের নিকট প্রত্যক্ষ প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি সমুজ্জ্বল জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি। (১৭৫) অতঃপর যারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁকে সুদৃঢ়রূপে ধারণ করেছে,

www.pathagar.com

ফলতঃ তিনি তাদেরকে স্বীয় করুণা ও কল্যাণের দিকে প্রবিষ্ট করবেন এবং স্বীয় সরল পথ প্রদর্শন করবেন। (১৭৬) তারা তোমাদের নিকট ব্যবস্থা প্রার্থনা করছে, তুমি বল ঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে পিতা-পুত্রহীন সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করেছেন। যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার ভগ্নী থাকে তাহলে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে অর্ধাংশ পাবে; এবং যদি কোন নারীর সন্তান না থাকে তাহলে তার ভ্রাতাই তদীয় উত্তরাধিকারী হবে; কিন্তু যদি দুই ভগ্নী থাকে তাহলে তাদের উভয়ের জন্য পরিত্যক্ত বিষয়ের দুই তৃতীয়াংশ; এবং যদি তার ভ্রাতা ভগ্নী পুরুষ ও নারীগণ থাকে, তাহলে পুরুষ দুই নারীর তুল্য অংশ পাবে; আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বর্ণনা করছেন যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

www.pathagar.com

৫. সূরা আল মায়িদা

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১২০, রুকু-১৬

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

(১) হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের ওয়াদাগুলো পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। তবে যেগুলো হারাম হওয়া সম্পর্কে তোমাদের উপর পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো এবং ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তোমাদের শিকার করা জন্তুগুলো হালাল নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী হুকুম করে থাকেন। (২) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী, নিষিদ্ধ মাসগুলো, কুরবানীর পশুগুলোর গলায় ব্যবহৃত চিহ্নগুলো এবং যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ পাবার জন্য সম্মানিত ঘরে যাবার ইচ্ছা করে তাদের অবমাননা করা বৈধ মনে কর না। আর তোমরা যখন ইহ্রাম থেকে মুক্ত হও তখন শিকার কর। যারা তোমাদেরকে পবিত্র মসজিদে যেতে বাধা দিয়েছে সেই সম্প্রদায়ের দুশমনি যেন তোমাদেরকে সীমা ছাড়িয়ে যেতে উৎসাহিত না করে। নেক কাজ করতে ও সংযমী হতে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর। তবে পাপ ও শত্রুতার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য কর না। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কঠিন শাস্তিদাতা।

www.pathagar.com

(৩) তোমাদের জন্য মৃত জীব, রক্ত, শূকর-মাংস, আল্লাহ্ ছাড়া অপরের নামে উৎসর্গীকৃত পশু, কণ্ঠরোধে মারা পশু, আঘাত লেগে মরে যাওয়া পশু, পতনের ফলে মৃত পশু, শৃংগাঘাতে মৃত পশু এবং হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু হারাম করা হয়েছে। তবে যা তোমরা যবেহ্ দ্বারা পবিত্র করেছ তা হালাল। আর যে সমস্ত পশুকে পূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয়েছে তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করাও তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। এসব কাজ পাপ। আজ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তোমাদের দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছে। সুতরাং, তোমরা তাদেরকে ভয় কর না; শুধু আমাকেই ভয় করো। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। অতএব, কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় ভক্ষণ করতে বাধ্য হলে সেগুলো খাওয়া তার জন্য হারাম হবে না। কারণ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (৪) তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে– তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে? তুমি বল ঃ পবিত্র জিনিসগুলো তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। আল্লাহ্র নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী তোমরা যে সমস্ত পশু-পাখিকে শিকার করা শিক্ষা দিয়েছ; তারা যা শিকার করে আনে তা তোমরা খাও এবং ওগুলোকে শিকারের জন্য পাঠাবার সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ কর। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর। (৫) আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুগুলো

www.pathagar.com

হালাল করা হল। আহ্‌লে কিতাবের যবেহ্‌কৃত জীবও তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের যবেহ্‌কৃত জীবও তাদের জন্য হালাল। আর সতী-সাধ্বী মুসলিম নারীরাও এবং তোমাদের পূর্ববর্তী আহ্‌লে কিতাবের মধ্যকার সতী-সাধ্বী নারীরাও (তোমাদের জন্য হালাল), যখন তোমরা তাদেরকে তাদের বিনিময় (মহর) প্রদান কর, এইরূপে যে, তোমরা (তাদেরকে) পত্নীরূপে গ্রহণ করে নাও, না প্রকাশ্যে ব্যভিচার কর আর না গোপন প্রণয় কর; আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী মিশ্রিত করবে তার 'আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং সে আখিরাতে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

রুকু-২

(৬) হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা ছালাতের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও তখন (ছালাতের পূর্বে) তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর এবং হাতগুলোকে কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, আর মাথা মাসেহ্ কর এবং পাগুলোকে টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেল। যদি তোমরা অপবিত্র হও তাহলে গোসল করে সমস্ত শরীর পবিত্র করে নাও। কিন্তু যদি রোগগ্রস্ত হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা হতে ফিরে আস, কিংবা তোমরা স্ত্রীদেরকে স্পর্শ কর (স্ত্রী সহবাস কর), অতঃপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও, তখন তোমরা তা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ্ কর, আল্লাহ্ তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা আনয়ন করতে চান না, বরং তিনি

www.pathagar.com

তোমাদেরকে পবিত্র করতে ও তোমাদের উপর স্বীয় নি'আমত পূর্ণ করতে চান, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৭) আর তোমরা তোমাদের প্রতি বর্ষিত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে স্মরণ কর এবং তাঁর ঐ অঙ্গীকারকেও স্মরণ কর, যে অঙ্গীকার তিনি তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের কথাগুলোরও পূর্ণ খবর রাখেন। (৮) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিধানসমূহ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠাকারী ও ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হয়ে যাও, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এর প্রতি উদ্যত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার করবে না। তোমরা ন্যায় বিচার কর, এটা আল্লাহ্ ভীতির অধিকতর নিকটবর্তী। আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। (৯) যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে, তাদেরকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের জন্য ক্ষমা ও মহান পুরস্কার রয়েছে। (১০) পক্ষান্তরে যারা কুফরী করেছে এবং আমার বিধানসমূহকে মিথ্যা জেনেছে, তারাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী। (১১) হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি যে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ রয়েছে তা স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় এই চিন্তায় ছিল যে, তোমাদের দিকে তাদের হস্ত প্রসারিত করবে, কিন্তু আল্লাহ্ তাদের হাতকে তোমাদের দিক থেকে থামিয়ে দিয়েছেন, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং মু'মিনদের আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা উচিত।

www.pathagar.com

রুকু-৩

(১২) আর আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমি তাদের মধ্য হতে বারো জন দলপতি নিযুক্ত করেছিলাম; এবং আল্লাহ্ বলেছিলেন– আমি তোমাদের সাথে রয়েছি; যদি তোমরা ছালাত সুপ্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত দিতে থাক এবং আমার রাসূলদের উপর ঈমান আন ও তাদেরকে সাহায্য কর এবং আল্লাহ্কে উত্তমরূপে কর্জ দিতে থাক, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের গুনাহগুলো তোমাদের থেকে মোচন করে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করব যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, অনন্তর যে ব্যক্তি এরপরও কুফরী করবে, নিশ্চয়ই সে সোজা পথ থেকে দূরে সরে পড়লো। (১৩) বস্তুতঃ শুধু তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দরুনই আমি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ হতে দূর করে দিলাম এবং অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে (তাওরাত) ওর স্থানসমূহ হতে পরিবর্তন করে দেয় এবং তাদেরকে যা কিছু উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা তার মধ্য হতে এক বড় অংশকে বিস্মৃত হতে বসেছে, আর আগামীতেও (অবিরত) তাদের কোন না কোন খিয়ানতের সংবাদ তোমার নিকট আসতে থাকবে, তাদের অল্প কয়েকজন ব্যতীত। অতএব, তুমি তাদেরকে ক্ষমা করতে থাক এবং তাদেরকে মার্জনা করতে থাক; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সদাচারী লোকদেরকে ভালবাসেন। (১৪) আর যারা বলে– আমরা নাছারাহ, আমি তাদের

www.pathagar.com

নিকট থেকেও ওয়াদা নিয়েছিলাম, অনন্তর তাদেরকেও যা কিছু উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার মধ্য হতে তারা নিজেদের এক বড় অংশ বিস্মৃত হয়েছে। সুতরাং, আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতা সঞ্চার করে দিলাম কিয়ামত দিবস পর্যন্ত এবং অচিরেই আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সংবাদ দিবেন। (১৫) হে আহ্‌লে কিতাব! তোমাদের কাছে আমার রাসূল এসেছে, তোমরা কিতাবের যেসব বিষয় গোপন কর তন্মধ্য হতে বহু বিষয় সে তোমাদের সামনে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে, আর বহু বিষয় (প্রকাশ করা) বর্জন করে, তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এক আলোকময় বস্তু এসেছে এবং তা একটি স্পষ্ট কিতাব (কুর'আন)। (১৬) তা দ্বারা আল্লাহ্ এরূপ লোকদেরকে শান্তিরপন্থাসমূহ বলে দেন যারা তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে এবং তিনি তাদেরকে নিজ তাওফীক্বে (ও করুণায়) কুফরীর অন্ধকার থেকে বের করে (ঈমানের) আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং তাদেরকে সরল (সঠিক) পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। (১৭) অবশ্যই তারা (কাফির) যারা বলে– নিশ্চয়ই আল্লাহ্ স্বয়ং হচ্ছেন মাসীহ্ ইবনে মারইয়াম! তুমি বল ঃ যদি আল্লাহ্ মাসীহ্ ইবনু মারইয়ামকে ও তার মাকে এবং ভূ-পৃষ্ঠে যারা আছে তাদের সবাইকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন তাহলে এরূপ কে আছে যে তাদেরকে আল্লাহ্ হতে এতটুকু রক্ষা করতে পারে? আল্লাহ্‌রই কর্তৃত্ব

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট রয়েছে আকাশসমূহে ও যমীনে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত যাবতীয় কিছুর উপর; তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন, আর আল্লাহ্ সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। (১৮) ইয়াহুদী ও নাছারাহ বলে ঃ আমরা আল্লাহ্র পুত্র ও তাঁর প্রিয় পাত্র। তুমি তাদের বলে দাও, আচ্ছা তাহলে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপের দরুন কেন শাস্তি প্রদান করবেন? বরং তোমরাও অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় সাধারণ মানুষ মাত্র, তিনি যাকে ইচ্ছা মার্জনা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন, আর আল্লাহ্র কর্তৃত্ব রয়েছে আকাশসমূহে ও যমীনে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুতেও; আর সবাইকে আল্লাহ্র দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (১৯) হে আহ্লে কিতাব! তোমাদের নিকট আমার রাসূল এসে পৌঁছেছে, যে তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে (আল্লাহ্র হুকুম) বলে দিচ্ছে, যে সময় রাসূলদের আগমনের সূত্র (দীর্ঘকাল) বন্ধ ছিল, যেন তোমরা (কিয়ামত দিবসে) এরূপ বলে না বসো যে, তোমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করেনি; (এখন তো) তোমাদের নিকট সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী এসে গেছে, আর আল্লাহ্ সকল বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

রুকু-৪

(২০) আর যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললো– হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নি'আমতকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নবী সৃষ্টি করলেন, রাজ্যাধিপতি করলেন এবং

www.pathagar.com

তোমাদেরকে এমন বস্তুসমূহ দান করলেন যা বিশ্ববাসীদের মধ্যে কাউকেও দান করেননি। (২১) হে আমার সম্প্রদায়! এই পুণ্যভূমিতে প্রবেশ কর যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন, আর পেছনের দিকে ফিরে যেও না, তাহলে তোমরা সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (২২) তারা বলল ঃ হে মূসা! সেখানে তো পরাক্রমশালী লোক রয়েছে। অতএব, তারা যে পর্যন্ত সেখান হতে বের হয়ে না যায় সে পর্যন্ত আমরা সেখানে কখনও প্রবেশ করব না। হ্যাঁ, যদি তারা সেখান হতে বেরিয়ে যায় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা যেতে প্রস্তুত আছি। (২৩) সেই দুই ব্যক্তি (যারা আল্লাহ্কে ভয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছিলেন) বললো– তোমরা তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে (নগরের) দ্বারদেশ পর্যন্ত যাও, অনন্তর যখনই তোমরা দ্বারদেশে পা রাখবে তখনই জয় লাভ করবে; এবং তোমরা আল্লাহ্র উপরই নির্ভর কর, যদি তোমরা মু'মিন হও। (২৪) তারা বলল– হে মূসা! নিশ্চয়ই আমরা কখনও সেখানে পা রাখব না যে পর্যন্ত তারা সেখানে বিদ্যমান থাকে। অতএব, আপনি ও আপনার রব (আল্লাহ্) চলে যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে থাকব। (২৫) মূসা বলল– হে আমার রব! আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর অধিকার রাখি, সুতরাং আপনি আমাদের উভয়ের এবং এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিন। (২৬) তিনি (আল্লাহ্) বললেন– (তাহলে মীমাংসা এই যে,) এই দেশ চল্লিশ

www.pathagar.com

বছর পর্যন্ত এদের হস্তগত হবে না, এরূপেই তারা ভূ-পৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে, সুতরাং, তুমি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য (একটু) বিষণ্ন হয়ো না। (২৭) তুমি তাদেরকে (আহ্‌লে কিতাবদেরকে) আদমের পুত্রদ্বয়ের (হাবীল ও কাবীলের) ঘটনা সঠিকভাবে পাঠ করে শুনিয়ে দাও; যখন তারা উভয়েই এক একটি কুরবানী উপস্থিত করল এবং তন্মধ্য হতে একজনের (হাবীলের) কুরবানী কবুল হল এবং অপরজনের কবুল হল না; অপরজন বলতে লাগলো– আমি তোমাকে নিশ্চয়ই হত্যা করব; প্রথমজন বললো– আল্লাহ্ আল্লাহ্‌ভীরুদের 'আমলই কবুল করে থাকেন।

রুকু–৫

(২৮) তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য হস্ত প্রসারিত কর, তথাপি আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে কখনও আমার হাত বাড়াব না; আমি তো বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহ্‌কে ভয় করি। (২৯) আমি চাই যে, (আমার দ্বারা কোন পাপ না হোক) তুমি আমার পাপ এবং তোমার পাপ সমস্তই নিজের মাথায় উঠিয়ে নাও; অনন্তর তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, অত্যাচারীদের শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে। (৩০) অতঃপর তার প্রবৃত্তি তাকে স্বীয় ভ্রাতৃ হত্যার প্রতি প্রলুব্ধ করে তুলল। সুতরাং সে তাকে হত্যা করেই ফেলল, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। (৩১) অতঃপর আল্লাহ্ একটি কাক প্রেরণ করলেন, সে মাটি খুঁড়তে লাগলো, যেন সে তাকে (কাবিলকে)

www.pathagar.com

শিখিয়ে দেয় যে, স্বীয় ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে ঢাকবে, সে বলতে লাগলো– আমার অবস্থার প্রতি আফসোস! আমি ঐ কাকের সমতুল্য হতে পারলাম না এবং নিজ ভ্রাতার মৃতদেহ আবৃত করতে অক্ষম হয়ে গেলাম। ফলে সে অত্যন্ত লজ্জিত হল। (৩২) এই কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের প্রতি এই নির্দেশ দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত, কিংবা তার দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে কোন ফিৎনা-ফাসাদ বিস্তার ব্যতীত তাহলে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেলল; আর যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে রক্ষা করলো, তাহলে সে যেন সমস্ত মানুষকে রক্ষা করলো; আর তাদের (বনী ইসরাঈলের) কাছে আমার বহু রাসূলও স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে আগমন করেছিল, তবু এর পরেও তন্মধ্য হতে অনেকেই ভূ-পৃষ্ঠে সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে গেছে। (৩৩) যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, আর ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা এক দিকের হাত ও অপর দিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে; এটা তো দুনিয়ায় তাদের জন্য ভীষণ অপমান, আর আখিরাতেও তাদের জন্য ভীষণ শাস্তি রয়েছে। (৩৪) কিন্তু হ্যাঁ, তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করার পূর্বে যারা তাওবা করে নেয়, তাহলে জেনে রেখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

www.pathagar.com

রুকু-৬

(৩৫) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাঁর সান্নিধ্য অন্বেষণ কর ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতে থাক, আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে। (৩৬) নিশ্চয়ই যারা কাফির, যদি তাদের কাছে বিশ্বের সমস্ত সম্পদও থাকে এবং ওর সাথে তৎপরিমাণ আরও থাকে এবং এগুলোর বিনিময়ে কিয়ামতের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে চায়, তবুও এই সম্পদ তাদের থেকে কবুল করা হবে না, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৩৭) নিশ্চয়ই তারা এটা কামনা করবে যে, জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যায়, অথচ তারা তা থেকে কখনও বের হতে পারবে না, বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি। (৩৮) আর যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তোমরা তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে তাদের (ডান হাত) কেটে ফেল, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাস্তি, আর আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমতাবান, মহাপ্রজ্ঞাময়। (৩৯) অনন্তর যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করার পর (চুরি করার পর) তাওবা করে নেয় এবং 'আমলকে সংশোধন করে নেয়, তাহলে আল্লাহ্ তার প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি বর্ষণ করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (৪০) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্‌রই জন্য রয়েছে আধিপত্য আসমানসমূহে এবং যমীনে, তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন! আর আল্লাহ্ সব বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। (৪১) হে রাসূল! যারা দৌড়ে

www.pathagar.com

দৌড়ে কুফরীতে পতিত হয় তাদের এই কর্ম যেন তোমাকে চিন্তিত না করে দেয়, তারা ঐসব লোকের মধ্যে থেকেই হোক যারা নিজেদের মুখে তো (মিছামিছি) বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তাদের অন্তর বিশ্বাস করেনি অথবা তারা সেইসব ইয়াহুদী, যারা মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ত, তারা তোমার কথাগুলো অন্য সম্প্রদায়ের জন্য কান পেতে শোনে, যে সম্প্রদায়ের অবস্থা এরূপ যে, তারা তোমার নিকট আসেনি (বরং অন্যকে পাঠিয়েছে); তারা কালামকে ওর স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে থাকে। তারা বলে, যদি তোমরা (তথায় গিয়ে) এই (বিকৃত) বিধান পাও তাহলে তা কবুল করবে, আর যদি এই (বিকৃত) বিধান না পাও তাহলে বিরত থাকবে; আর যার অমঙ্গল আল্লাহ্‌রই তরফ থেকে মঞ্জুর হয়, বস্তুতঃ তার জন্য আল্লাহ্‌র সাথে তোমার কোন জোর জবরদস্তি চলতে পারে না; তারা এরূপ যে, তাদের অন্তরগুলো পবিত্র করা আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় নয়; তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে অপমান এবং আখিরাতেও তাদের জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি। (৪২) তারা মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ত, হারাম বস্তু খেতে অভ্যস্ত, অতএব তারা যদি তোমার কাছে আসে তাহলে তুমি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও, কিংবা তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাক, আর যদি তুমি তাদের থেকে নির্লিপ্তই থাক তাহলে তাদের সাধ্য নেই যে, তোমার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করে। আর যদি তুমি মীমাংসা কর, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়

www.pathagar.com

বিচারকদেরকে ভালবাসেন। (৪৩) আর তারা কিরূপে তোমাকে মীমাংসাকারী বানিয়ে নিচ্ছে? অথচ তাদের কাছে তাওরাত রয়েছে, যাতে আল্লাহ্‌র বিধান বিদ্যমান! অতঃপর তারা এরপর (তোমার মীমাংসা হতে) ফিরে যায়, আর তারা কখনও বিশ্বাসী নয়।

রুকু-৭

(৪৪) আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, যাতে হিদায়াত ছিল এবং (আনুষ্ঠানিক বিধানাবলীর) আলো ছিল, আল্লাহ্‌র অনুগত নবীরা তদনুযায়ী ইয়াহুদীদেরকে আদেশ করত আর আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ এবং আলিমগণও, কারণ এই যে, তাদেরকে এই কিতাবুল্লাহ্‌র সংরক্ষণের আদেশ দেয়া হয়েছিল, অতএব (হে ইয়াহুদী আলিমগণ!) তোমরাও মানুষকে ভয় কর না, বরং আমাকে ভয় কর; আর আমার বিধানসমূহের বিনিময়ে (পার্থিব) সামান্য বস্তু গ্রহণ কর না; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অবতারিত (বিধান) অনুযায়ী বিচার করে না, এমন লোক তো পূর্ণ কাফির। (৪৫) আর আমি তাদের প্রতি তাতে (তাওরাতে) এটা ফরয করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং (তদ্রূপ অন্যান্য) যখমেরও বিনিময় যখম রয়েছে; অনন্তর যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয়, তাহলে এটা তার জন্য (পাপের) কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অবতারিত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না তাহলে তো এমন ব্যক্তি পূর্ণ

www.pathagar.com

যালিম। (৪৬) আর আমি তাদের পর ঈসা ইবনে মারইয়ামকে এ অবস্থায় প্রেরণ করেছিলাম, সে তার পূর্ববর্তী কিতাবের অর্থাৎ তাওরাতের সত্যায়নকারী ছিল এবং আমি তাকে ইঞ্জীল প্রদান করেছি, যাতে হিদায়াত এবং আলো ছিল আর ওটা তার পূর্ববর্তী কিতাব অর্থাৎ তাওরাতের সত্যতা সমর্থন করত এবং এটা সম্পূর্ণরূপে মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও নসীহত ছিল। (৪৭) আহ্‌লে ইঞ্জীলের উচিত– আল্লাহ্ তাতে যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী হুকুম প্রদান করা আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অবতারিত (বিধান) অনুযায়ী হুকুম প্রদান করে না, তাহলে তো এমন লোকই পাপাচারী ফাসিক। (৪৮) আর আমি এই কিতাবকে (কুর'আন) তোমার প্রতি নাযিল করেছি যা নিজেও সত্যতা গুণে বিভূষিত (এবং) ওর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরও সত্যায়নকারী এবং ঐসব কিতাবের বিষয়বস্তুর সংরক্ষকও। অতএব, তুমি তাদের পারস্পরিক বিষয়ে আল্লাহ্‌র অবতারিত এই কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা কর, যা তুমি প্রাপ্ত হয়েছ, তা থেকে বিরত হয়ে তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ কর না, তোমাদের প্রত্যেকের (সম্প্রদায়) জন্য আমি নির্দিষ্ট শরীয়ত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম; আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদের সকলকে একই উম্মত করে দিতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি এই কারণে যে, যে যে ধর্ম তিনি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন তাতে তোমাদের সকলকে পরীক্ষা করবেন, সুতরাং তোমরা কল্যাণকর বিষয়সমূহের দিকে ধাবিত হও;

www.pathagar.com

তোমাদের সকলকে আল্লাহ্‌রই সমীপে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করছিলে। (৪৯) আর আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, তুমি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে এ প্রেরিত কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করবে এবং তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করবে না এবং তাদের দিক থেকে সতর্ক থাকবে যেন তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত কোন নির্দেশ হতে বিভ্রান্ত করতে না পারে; অনন্তর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে দৃঢ় বিশ্বাস রেখো, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এটাই যে, তাদেরকে কোন কোন পাপের দরুন শাস্তি প্রদান করবেন; আর বহু লোক তো নাফরমানই হয়ে থাকে। (৫০) তাহলে কি তারা অজ্ঞতা যুগের মীমাংসা কামনা করে? আর দৃঢ় বিশ্বাসীদের কাছে মীমাংসা কার্যে আল্লাহ্‌র চেয়ে কে উত্তম ফয়সালাকারী?

রুকু-৮

(৫১) হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না, তারা পরস্পর বন্ধু; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না। (৫২) এ কারণেই যাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে তাদেরকে তোমরা দেখেছ যে, তারা দৌড়ে দৌড়ে তাদের (কাফিরদের) মধ্যে প্রবেশ করছে এবং তারা বলে– আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের উপর কোন বিপদ এসে

www.pathagar.com

পড়ে না কি! অতএব আশা করা যায় যে, অচিরেই আল্লাহ্ (মুসলিমদের) পূর্ণ বিজয় দান করবেন অথবা অন্য কোন বিষয় বিশেষভাবে নিজ পক্ষ হতে (প্রকাশ করবেন), অনন্তর তারা নিজেদের অন্তরে লুকায়িত মনোভাবের কারণে লজ্জিত হবে। (৫৩) আর মুসলিমরা বলবে, আরে! এরাই নাকি তারা, যারা অতি দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র নামে শপথ করত, আমরা তোমাদের সাথেই আছি? এদের সমস্ত কর্মই ব্যর্থ হয়ে গেছে, ফলে তারা অকৃতকার্য হয়ে রইল। (৫৪) হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম হতে বিচ্যুত হবে, (এতে ইসলামের কোন ক্ষতি নেই) কেননা, আল্লাহ্ সত্বরই (তাদের স্থলে) এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসবেন এবং তারাও আল্লাহ্কে ভালবাসবে, তারা মুসলিমদের প্রতি মেহেরবান থাকবে, কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে আর তারা কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না; এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, তা তিনি যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। (৫৫) তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং মু'মিনরা– যারা ছালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত প্রদান করে এবং বিনম্র। (৫৬) আর যারা বন্ধুত্ব রাখবে আল্লাহ্র সাথে, তাঁর রাসূলের সাথে এবং মু'মিনদের সাথে, তাহলে তারা আল্লাহ্র দলভুক্ত হলো এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দলই বিজয়ী।

www.pathagar.com

রুকু-৯

(৫৭) হে মু'মিনগণ! যারা তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে, যাদের অবস্থা এই যে, তারা তোমাদের ধর্মকে হাসি ও তামাশার বস্তু মনে করে– তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। (৫৮) আর যখন তোমরা ছালাতের (আযান দ্বারা) আহ্বান কর, তখন তারা ওর সাথে উপহাস করে, এর কারণে এই যে, তারা এরূপ লোক যারা মোটেই জ্ঞান রাখে না। (৫৯) তুমি বলে দাও, হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা আমাদের মধ্যে কোন কাজটি দূষণীয় পাচ্ছ এটা ব্যতীত যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং ঐ কিতাবের প্রতিও যা আমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছে এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা অতীতে প্রেরিত হয়েছে, অথচ তোমাদের অধিকাংশ লোক (উল্লিখিত কিতাবসমূহের প্রতি) ঈমান (এর গণ্ডী) হতে বহির্ভূত। (৬০) তুমি বলে দাও ঃ আমি কি তোমাদেরকে এরূপ পন্থা হিসেবে ওটা হতেও (যাকে তোমরা মন্দ বলে জান) এরূপ সংবাদ দিব যা আল্লাহ্‌র কাছে অধিক নিকৃষ্ট? ওটা ঐসব লোকের পন্থা, যাদেরকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন এবং যাদের প্রতি গযব নাযিল করেছেন ও যাদেরকে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করেছেন এবং তারা শয়তানের পূজা করেছে; এরূপ লোক মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সরল পথ হতে বহু দূরে। (৬১) আর যখন তারা তোমাদের নিকট আসে তখন বলে,

www.pathagar.com

আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা কুফরী নিয়েই এসেছিল এবং তারা কুফরী নিয়েই চলে গেছে; এবং আল্লাহ্ তো খুব ভাল জানেন, যা তারা গোপন রাখে। (৬২) আর তুমি তাদের মধ্যে অনেককে দেখবে, দৌড়ে দৌড়ে পাপ, যুলম ও হারাম ভক্ষণে নিপতিত হচ্ছে; বাস্তবিকই তারা খুব মন্দ কাজ করছে। (৬৩) তাদেরকে আল্লাহ্ওয়ালাগণ এবং আলিমগণ পাপের বাক্য হতে এবং হারাম মাল ভক্ষণ করা হতে কেন নিষেধ করছে না? তাদের এ অভ্যাস নিন্দনীয়। (৬৪) আর ইয়াহুদীরা বলে– আল্লাহ্র হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ এবং তাদের এই উক্তির দরুন তারা অভিশপ্ত বরং তাঁর (আল্লাহ্র) তো উভয় হাত উন্মুক্ত, যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন; আর যে বিষয় তোমার নিকট তোমার রবের পক্ষ হতে প্রেরিত হয়, তা তাদের মধ্যে অনেকের নাফরমানী ও কুফর বৃদ্ধির কারণ হয় এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা নিক্ষেপ করেছি কিয়ামত পর্যন্ত; যখনই (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে চায়, আল্লাহ্ তা নির্বাপিত করে দেন; তারা ভূপৃষ্ঠে অশান্তি ছড়িয়ে বেড়ায়; আর আল্লাহ্ অশান্তি বিস্তারকারীদেরকে ভালবাসেন না। (৬৫) আর এই আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও নাছারাহ্) যদি ঈমান আনত এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করত, আমি অবশ্যই তাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে নি'আমতের উদ্যানসমূহে দাখিল করতাম। (৬৬) আর যদি তারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুর'আন) তাদের রবের

www.pathagar.com

পক্ষ হতে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, ওর থেকে যথারীতি 'আমলকারী হত, তাহলে তারা উপর (অর্থাৎ আকাশ) হতে এবং নিম্ন (অর্থাৎ যমীন) হতে প্রাচুর্যের সাথে ভক্ষণ করতো; তাদের একদল তো সরল পথের অনুগামী; আর তাদের অধিকাংশই এরূপ যে তাদের কার্যকলাপ অতি জঘন্য।

রুকু-১০

(৬৭) হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সবকিছুই পৌঁছে দাও; আর যদি এরূপ না কর, তাহলে তুমি আল্লাহ্‌র একটি পয়গামও পৌঁছালে না; আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফির) হতে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না। (৬৮) তুমি বলে দাও ঃ হে আহলে কিতাব! তোমরা কোনো পথেই প্রতিষ্ঠিত নও যে পর্যন্ত না তাওরাত, ইঞ্জীল এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুর'আন) তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে তার পূর্ণ পাবন্দী করবে; আর অবশ্যই যা তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয়, তা তাদের মধ্যে অনেকেরই নাফরমানী ও কুফর বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায়। অতএব, তুমি এই কাফিরদের জন্য মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না। (৬৯) এটা সুনিশ্চিত যে, মুসলিম, ইয়াহুদী, সাবেঈ এবং খৃষ্টানদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং সৎকাজ করে, এরূপ

www.pathagar.com

লোকদের জন্য শেষ দিবসে না কোন প্রকার ভয় থাকবে আর না তারা চিন্তান্বিত হবে। (৭০) আমি বনী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছি এবং তাদের কাছে বহু রাসূল প্রেরণ করেছি; যখনই তাদের কাছে কোন নবী আগমন করতো এমন কোনো বিধান নিয়ে যা তাদের মনঃপুত হতো না, তখনই তারা কতিপয়কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করত এবং কতিপয়কে হত্যাই করে ফেলত। (৭১) আর তারা এই ধারণাই করেছিল যে, কোন শাস্তিই হবে না, ফলে তারা আরও অন্ধ ও বধির হয়ে গেল, অতঃপর দীর্ঘকাল পর আল্লাহ্ তাদের প্রতি করুণা করলেন; তবুও তাদের অধিকাংশই অন্ধ ও বধিরই রইল; বস্তুতঃ আল্লাহ্ তাদের কার্যকলাপসমূহ প্রত্যক্ষ করেন। (৭২) নিশ্চয়ই তারা কাফির হয়েছে যারা বলে– মাসীহ্ ইবনে মারইয়ামই আল্লাহ্; অথচ মাসীহ্ নিজেই বলেছিল– হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর! যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব; নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অংশী স্থাপন করবে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম; এবং এইরূপ অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (৭৩) নিঃসন্দেহে তারাও কাফির যারা বলে– আল্লাহ্ তিনের (অর্থাৎ তিন মা'বুদের) এক, অথচ এক মা'বুদ ভিন্ন অন্য কোনই (হক্ব) মা'বুদ নেই; আর যদি তারা স্বীয় উক্তিসমূহ হতে নিবৃত্ত না হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে অটল থাকবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।

www.pathagar.com

(৭৪) তারা আল্লাহ্‌র সমীপে কেন তাওবা করে না এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে না? অথচ আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (৭৫) মাসীহ্ ইবনে মারইয়াম একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নয়; তার পূর্বে আরও বহু রাসূল গত হয়েছে, আর তার মাতা একজন পরম সত্যবাদিনী; তারা উভয়ে খাদ্য আহার করতো। লক্ষ্য কর! আমি কিরূপে তাদের নিকট প্রমাণসমূহ বর্ণনা করছি, আবার লক্ষ্য কর তারা উল্টো কোন্ দিকে যাচ্ছে? (৭৬) তুমি বলে দাও ঃ তোমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া এমন বস্তুর ইবাদত কর যা তোমাদের না কোন অপকার করার ক্ষমতা রাখে, আর না কোন উপকার করার? অথচ আল্লাহ্‌ই সব শুনেন, জানেন। (৭৭) তুমি বল ঃ হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা নিজেদের ধর্মে অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন কর না এবং ঐ সম্প্রদায়ের (ভিত্তিহীন) কল্পনার উপর চলো না যারা অতীতে নিজেরাও ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে এবং অন্যান্যদেরকে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেছে, বস্তুত ঃ তারা সরল পথ থেকে দূরে সরে পড়েছিল।

রুকু-১১

(৭৮) বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তাদের উপর অভিসম্পাত করা হয়েছিল দাউদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখে; এ লা'নত এ কারণে করা হয়েছিল যে, তারা অবাধ্য ছিল এবং সীমালঙ্ঘন করত। (৭৯) যে অন্যায় কাজ তারা করেছিল, তা হতে একে অপরকে নিষেধ করত না; বাস্তবিকই তাদের কাজ ছিল অত্যন্ত

www.pathagar.com

গর্হিত। (৮০) তুমি তাদের (ইয়াহুদীদের) অনেককে দেখবে, তারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করছে; যে কাজ তারা ভবিষ্যতের জন্য করেছে তা নিঃসন্দেহে মন্দ, আল্লাহ্ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, ফলতঃ তারা আযাবে চিরকাল থাকবে। (৮১) আর যদি তারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনতো এবং নবীর প্রতি এবং ঐ কিতাবের (তাওরাতের) প্রতি যা তাঁর নবীর নিকট প্রেরিত হয়েছিল, তাহলে তাদেরকে (মুশরিকদেরকে) কখনও বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই নাফরমান। (৮২) তুমি মানবমণ্ডলীর মধ্যে মুসলিমদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবে এ ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে আর তন্মধ্যে মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অধিকতর নিকটবর্তী ঐসব লোককে পাবে, যারা নিজেদেরকে নাছারাহ্ (খৃষ্টান) বলে; এটা এই কারণে যে, তাদের মধ্যে বহু পিপাসু আলিম এবং বহু দরবেশ রয়েছে, আর এ কারণে যে তারা অহংকারী নয়।

www.pathagar.com

পারা-৭

(৮৩) আর রাসূলের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন তারা (মু'মিনগণ) শ্রবণ করে তখন তুমি দেখতে পাও যে, তাদের অশ্রু বইছে, এই কারণে যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তারা এরূপ বলে– হে আমাদের রব! আমরা মু'মিন হয়ে গেলাম, সুতরাং আমাদেরকেও ঐসব লোকের সাথে লিপিবদ্ধ করে নিন, যারা (মুহাম্মাদ ও কুর'আনকে সত্য বলে) স্বীকার করে। (৮৪) আর আমাদের কি এমন ওযর আছে, যে জন্য আমরা ঈমান আনব না আল্লাহ্‌র প্রতি এবং সেই সত্যের প্রতি যা আমাদের কাছে পৌঁছেছে, অথচ এ আশা রাখবো যে, আমাদের রব নেককারদের সাথে আমাদেরকে শামিল করবেন? (৮৫) ফলতঃ তাদের এ উক্তির বিনিময়ে আল্লাহ্ তাদেরকে এমন উদ্যানসমূহ প্রদান করবেন, যার তলদেশে নহর বইতে থাকবে, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে। সৎকর্মশীলদের জন্য এটাই প্রতিদান! (৮৬) আর যারা কাফির হয়েছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

রুকু-১২

(৮৭) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ যেসব বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন তন্মধ্যে সুস্বাদু বস্তুগুলোকে হারাম কর না এবং সীমালঙ্ঘন কর না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

www.pathagar.com

(৮৮) আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তন্মধ্য হতে হালাল ও পবিত্র বস্তুগুলো ভক্ষণ কর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর– যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাসী। (৮৯) আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের কসমগুলোর মধ্যে অর্থহীন কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে ঐ কসমসমূহের জন্য পাকড়াও করবেন যেগুলোকে তোমরা (ভবিষ্যত বিষয়ের প্রতি) দৃঢ় কর, সুতরাং ওর কাফ্ফারা হচ্ছে দশজন অভাবগ্রস্তকে মধ্যম ধরনের খাদ্য প্রদান করা, যা তোমরা নিজ পরিবারের লোকদেরকে খাইয়ে থাক কিংবা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান করা (মধ্যম ধরনের) কিংবা একজন গোলাম কিংবা বাঁদী আজাদ করা। আর যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না সে (একাধারে) তিন দিন ছিয়াম পালন করবে। এটা তোমাদের কসমসমূহের কাফ্ফারা, যখন তোমরা কসম কর অতঃপর ভঙ্গ কর; এবং নিজেদের কসমসমূহকে রক্ষা করবে। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বীয় বিধানসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৯০) হে মু'মিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং লটারীর তীর, এসব গর্হিত বিষয়, শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়, সুতরাং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাক, যেন তোমাদের কল্যাণ হয়। (৯১) শয়তান তো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহ্র স্মরণ হতে ও ছালাত হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে। সুতরাং, এখনো কি তোমরা নিবৃত্ত হবে

www.pathagar.com

না? (৯২) আর তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে থাকো ও রাসূলের অনুগত হও এবং সতর্ক থাকো, আর যদি বিমুখ থাকো তাহলে জেনে রেখো যে, আমার রাসূলের দায়িত্ব ছিল শুধু স্পষ্টভাবে (আদেশ) পৌঁছে দেয়া। (৯৩) যারা ঈমান রাখে ও ভাল কাজ করে, এরূপ লোকদের উপর কোন গুনাহ নেই যা তারা পূর্বে ভক্ষণ করেছে যখন তারা ভবিষ্যতের জন্য পরহেয (আত্মরক্ষা) করে, ঈমান রাখে ও ভাল কাজ করে, পুনরায় সংযত থাকে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে। পুনরায় সংযত থাকে ও ভাল কাজ করতে থাকে; বস্তুত আল্লাহ্ এরূপ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।

রুকু-১৩

(৯৪) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ তোমাদেরকে কতক শিকারের দ্বারা পরীক্ষা করবেন, যে শিকার পর্যন্ত তোমাদের হাত ও তোমাদের বল্লম পৌঁছতে পারবে, এ উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ্ জেনে নিবেন কে তাঁকে না দেখে ভয় করে? সুতরাং, যে ব্যক্তি এরপরও সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (৯৫) হে মু'মিনগণ! তোমরা ইহ্‌রামের অবস্থায় নিষিদ্ধ এলাকায় বন্য শিকারকে হত্যা কর না; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক শিকার বধ করবে, তার উপর তখন বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা (মূল্যের দিক দিয়ে) সেই জানোয়ারের সমতুল্য হয়, যাকে সে হত্যা করেছে, যার (আনুমানিক মূল্যের) মীমাংসা তোমাদের মধ্য হতে দুইজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি করে,

www.pathagar.com

দিবে। (অতঃপর নিরূপিত মূল্য দ্বারা) সেই বিনিময় গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু নেয়ায্স্বরূপ কা'বা ঘর পর্যন্ত পৌছে দিবে, না হয় কাফ্ফারাস্বরূপ (নিরূপিত মূল্যের খাদ্য দ্রব্য) মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করে দিবে অথবা এর সমপরিমাণ ছিয়াম পালন করবে, যেন নিজের কৃতকর্মের পরিণামের স্বাদ গ্রহণ করে; অতীত ত্রুটি আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন; আর পুনরায় যে ব্যক্তি এরূপ কর্মই করবে; আল্লাহ্ সেই ব্যক্তি হতে (এর) প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন; আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম। (৯৬) তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার ধরা ও খাওয়া হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও মুসাফিরদের উপকারের জন্য, আর স্থলচর শিকার ধরা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ তোমরা ইহ্রাম অবস্থায় থাক; আর আল্লাহ্কে ভয় কর, যাঁর সমীপে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। (৯৭) সম্মানিত গৃহ কা'বাকে আল্লাহ্ মানুষের স্থিতিশীলতার কারণরূপে তৈরী করেছেন এবং সম্মানিত মাসসমূহকে, মসজিদুল হারামে কুরবানীর জন্তুকে এবং সেই পশুকেও যার গলায় বিশেষ ধরনের বেড়ী পড়ানো হয়েছে। এটা এজন্য যেন তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও যমীনস্থিত সব বস্তুরই খবর রাখেন আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (৯৮) তোমরা জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ কঠিন শাস্তি প্রদানকারী এবং নিশ্চয়ই অতি ক্ষমাশীল। (৯৯) রাসূলের দায়িত্ব শুধু পৌছে দেয়া মাত্র; আর তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর এবং যা কিছু

www.pathagar.com

গোপন কর তা সবকিছুই আল্লাহ্ জানেন। (১০০) তুমি বলে দাও ঃ পবিত্র ও অপবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে বিস্মিত করে। অতএব, হে জ্ঞানীগণ! আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক যেন তোমরা (পূর্ণ) সফলকাম হতে পার।

রুকু-১৪

(১০১) হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন সব বিষয় জিজ্ঞেস কর না, যদি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেয়া হয়, তাহলে তোমাদের খারাপ লাগবে, আর যদি তোমরা কুর'আন অবতীর্ণ হওয়ার সময় উক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর, তাহলে তোমাদের জন্য প্রকাশ করে দেয়া হবে, অতীতের জিজ্ঞাসাবাদ আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহাক্ষমাশীল, অতিশয় সহিষ্ণু। (১০২) এরূপ বিষয় তোমাদের পূর্বে অন্যান্য লোকেরাও জিজ্ঞেস করেছিল, অতঃপর ঐসব বিষয়ের হক্ব তারা আদায় করেনি। (১০৩) আল্লাহ্ না বাহীরাহ্র প্রচলন করেছেন, না সায়েবাহ্র, না ওয়াছীলার, আর না হামীর (প্রতীমার নামে উৎসর্গীত পশু); কিন্তু যারা কাফির তারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করে আর অধিকাংশই (ধর্ম) জ্ঞান রাখে না। (১০৪) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্র অবতারিত বিধানসমূহের দিকে এসো এবং রাসূলের দিকে, তখন তারা বলে– আমাদের ওটাই যথেষ্ট যার উপর নিজেদের পূর্ব পুরুষদেরকে পেয়েছি; যদিও তাদের পূর্ব পুরুষরা না কোন জ্ঞান রাখতো, আর না হিদায়াত

www.pathagar.com

প্রাপ্ত ছিল। তবুও কি তারা তাই করবে? (১০৫) হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের (সংশোধন করার) জন্য চিন্তা কর, যখন তোমরা দ্বীনের পথে চলছ তখন কেউ পথভ্রষ্ট হলে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই; তোমরা সবাই আল্লাহ্‌রই সমীপে প্রত্যাবর্তিত হবে, অতঃপর তোমরা যা কিছু করছিলে সে সম্পর্কে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন। (১০৬) হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু আসন্ন হয়, তখন অছীয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখা সঙ্গত। এই দু'ব্যক্তি হবে দ্বীনদার এবং তোমাদের মধ্য হতে; অথবা ভিন্ন সম্প্রদায় হতে দু'জন হবে, যদি তোমরা সফরে থাক এবং ঐ অবস্থায় মৃত্যু তোমাদের উপর উপস্থিত হয়; যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তাহলে সাক্ষীদ্বয়কে ছালাতের (জামা'আতের) পর অপেক্ষমাণ রাখ, অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে, আমরা এই শপথের বিনিময়ে কোন স্বার্থ ভোগ করব না, যদি আত্মীয়ও হয়; আর আল্লাহ্‌র বিধানকে আমরা গোপন করবো না, (যদি এরূপ করি তাহলে) এমতাবস্থায় আমরা ভীষণ পাপী হব। (১০৭) অতঃপর যদি জানা যায় যে, সাক্ষীদ্বয় কোন পাপে জড়িত হয়ে পড়েছিল তাদের মধ্য হতে (মৃতের) সর্বাপেক্ষা নিকটতম অপর দু'ব্যক্তি তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে, অতঃপর উভয়ে, (এরূপে) আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলবে– নিশ্চয়ই, আমাদের এ শপথ তাদের শপথ অপেক্ষা অধিক সত্য এবং আমরা

www.pathagar.com

বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করিনি, (যদি করি, তাহলে) এমতাবস্থায় যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব। (১০৮) এটাই এ বিষয়ে অতীব সহজ পন্থা যে, তারা ঘটনা যথাযথভাবে প্রকাশ করে দিবে অথবা এ ভয় করবে যে, তাদের শপথ গ্রহণ করার পর (পুনঃ) শপথ করানো হবে; আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং (বিধানসমূহ) শ্রবণ কর, আর আল্লাহ্ ফাসিকদেরকে পথ দেখাবেন না।

রুকু-১৫

(১০৯) যেদিন আল্লাহ্ সমস্ত রাসূলদেরকে সমবেত করবেন, অতঃপর বলবেন– তোমরা (উম্মতদের নিকট থেকে) কি উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে ঃ (তাদের অন্তরের কথা) আমাদের কিছুই জানা নেই; নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত গোপনীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। (১১০) যখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর যা তোমার উপর ও তোমার মাতার উপর (প্রদত্ত) হয়েছে। যখন আমি তোমাকে রুহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করেছি (এবং) তুমি মানুষের সাথে কথা বলেছ (মাতার) কোলে এবং প্রৌঢ় বয়সেও আর যখন আমি তোমাকে কিতাবসমূহ, প্রগাঢ় জ্ঞান এবং তাওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি আমার আদেশে মাটি দ্বারা পাখীর আকৃতি সদৃশ এক আকৃতি প্রস্তুত করেছিলে, অতঃপর তুমি ওতে ফুৎকার দিলে, যার ফলে ওটা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেত, আর তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগী নিরাময় করে দিতে; আর যখন

www.pathagar.com

তুমি আমার আদেশে মৃতদেরকে বের করে দাঁড় করাতে, আর যখন আমি বনী ইসরাঈলকে (তোমাকে হত্যা করা হতে) নিবৃত্ত রেখেছি, যখন তুমি তাদের কাছে (স্বীয় নবুওয়াতের) প্রমাণাদি নিয়ে হাজির হয়েছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফির ছিল তারা বলেছিল– এটা (মু'জিযাসমূহ) স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। (১১১) আর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে আদেশ করলাম– আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তারা বলল, আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা পূর্ণ অনুগত। (১১২) যখন হাওয়ারীরা বলল ঃ হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আপনার রব কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্য আকাশ হতে কিছু খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা প্রেরণ করেন? ঈসা বললো আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। (১১৩) তারা বললো– আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তা থেকে আহার করি এবং আমাদের অন্তর সম্পূর্ণ প্রশান্ত হয়ে যায়, আর আমাদের এই বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয় যে, আপনি আমাদের নিকট সত্য বলেছেন এবং আমরা এর প্রতি সাক্ষ্যদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই। (১১৪) ঈসা ইবনে মারইয়াম দু'আ করলেন– হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতি আকাশ হতে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা অবতীর্ণ করুন, যেন ওটা আমাদের জন্য অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যারা প্রথমে (যারা বর্তমানে আছে) এবং যারা পরে– সকলের জন্য একটি আনন্দের বিষয় হয় এবং আপনার পক্ষ হতে এক নিদর্শন হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

আর আমাদেরকে খাদ্য প্রদান করুন, বস্তুতঃ আপনি তো সর্বোত্তম জীবিকা প্রদানকারী। (১১৫) আল্লাহ্ বললেন– আমি এই খাদ্য তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করবো, অনন্তর তোমাদের মধ্য যে এরপর অকৃতজ্ঞ হবে, আমি এমন শাস্তি দিব যে, বিশ্ববাসীদের মধ্যে ঐ শাস্তি আর কাউকেও দিব না।

রুকু-১৫

(১১৬) আর যখন আল্লাহ্ বলবেন– হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে– তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকে মা'বুদ নির্ধারণ করে নাও? ঈসা নিবেদন করবে– আপনি পবিত্র; আমার পক্ষে কোনক্রমেই শোভনীয় ছিল না যে, আমি এমন কথা বলি যা বলার আমার কোন অধিকার নেই; যদি আমি বলে থাকি, তাহলে অবশ্যই আপনার জানা থাকবে; আপনি তো আমার অন্তরের কথাও জানেন, পক্ষান্তরে আপনার জ্ঞানে যা কিছু রয়েছে আমি তা জানি না; সমস্ত গায়েবের বিষয় আপনিই জ্ঞাত। (১১৭) আমি তাদেরকে কিছুই বলিনি এটা ব্যতীত, যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌রই ইবাদত কর, যিনি আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব, আমি তাদের সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলাম যতক্ষণ তাদের মধ্যে ছিলাম, অনন্তর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন, তখন আপনি তাদের সম্বন্ধে অবগত রয়েছেন; আর আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ

www.pathagar.com

খবর রাখেন। (১১৮) আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন, তাহলে ওরা তো আপনার বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তাহলে তো আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১১৯) আল্লাহ্ বলবেন– এটি সেইদিন যেদিন সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা কাজে আসবে, তারা উদ্যান প্রাপ্ত হবে, যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট; এটাই হচ্ছে মহা সফলতা। (১২০) আল্লাহ্রই জন্য রয়েছে বাদশাহী নভোমণ্ডলের ও ভূ-মণ্ডলের এবং ঐ সমস্ত কিছু যা এতদুভয়ের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে; আর তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

www.pathagar.com

৬. সূরা আল-আন'আম

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১৬৫, রুকু-২০

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্‌রই জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন আলো ও অন্ধকার; এটা সত্ত্বেও যারা কাফির হয়েছে তারা অপর জিনিসকে তাদের রবের সমকক্ষ নিরূপণ করেছে। (২) অথচ তিনি তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের জীবনের জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন, এছাড়া আরও একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ (ক্বিয়ামত) তাঁর নিকট নির্ধারিত রয়েছে, কিন্তু এর পরেও তোমরা সন্দেহ করে থাক। (৩) আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে ঐ এক আল্লাহ্‌ই রয়েছেন, তোমাদের অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য সব অবস্থাই তিনি জানেন, আর তোমরা যা কিছু কর তাও তিনি পূর্ণরূপে অবগত আছেন। (৪) আর তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাদের নিকট তাদের রবের নিদর্শনসমূহ হতে যে কোন নিদর্শনই আসুক না কেন, তা হতেই তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে থাকে। (৫) সুতরাং তাদের নিকট যখন সত্য বাণী এসেছে, ওটাও তারা মিথ্যা জেনেছে। অতএব, অতি সত্বরই তাদের নিকট সেই বিষয়ের সংবাদ এসে পৌছবে, যে ব্যাপারে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। (৬)

www.pathagar.com

তারা কি ভেবে দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে বহু দল ও সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদেরকে দুনিয়ায় এমন শক্তি সামর্থ্য ও প্রতিপত্তি দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে দিইনি, আর আমি তাদের প্রতি আকাশ হতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং তাদের নিম্নভূমি হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেছি, কিন্তু আমার নি'আমতের শোকর না করার গুনাহের কারণে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পর অন্য নতুন জাতি ও সম্প্রদায়সমূহ সৃষ্টি করেছি। (৭) যদি আমি তোমার প্রতি লিখিত কোন কিতাব অবতীর্ণ করতাম, অতঃপর তারা তা নিজেদের হাত দ্বারা স্পর্শও করতো; তবও কাফির ও অবিশ্বাসী লোকেরা বলতঃ এটা প্রকাশ্য যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। (৮) আর তারা বলে থাকে, তাদের কাছে কোন ফেরেশতা কেন পাঠানো হয় না? আমি যদি প্রকৃতই কোন ফেরেশতা অবতীর্ণ করতাম তাহলে যাবতীয় বিষয়েরই চূড়ান্ত সমাধান হয়ে যেত, অতঃপর তাদেরকে কিছু মাত্রই অবকাশ দেয়া হত না। (৯) আর যদি কোন ফেরেশতাকেও রাসূল করে পাঠাতাম তাহলে তাকে মানুষরূপেই পাঠাতাম; এতেও তারা ঐ সন্দেহই করত, যে সন্দেহ ও প্রশ্ন এখন তারা করছে।

রুকু-২

(১০) তোমার পূর্বে যেসব নবী রাসূল এসেছিল, তাদের সাথেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে ফলতঃ এসব ব্যঙ্গ বিদ্রূপের পরিণাম ফল বিদ্রূপকারীদেরকেই পরিবেষ্টন করে ফেলেছিল। (১১) তুমি বল–

www.pathagar.com

তোমরা ভূ-পৃষ্ঠ পরিভ্রমণ কর, অতঃপর সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণাম কি হয়েছে তা গভীর অভিনিবেশসহ লক্ষ্য কর। (১২) তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আকাশমণ্ডলী ও ধরাধামে অবস্থিত যা কিছু রয়েছে তার মালিক কে? তুমি বল ঃ তা সবই আল্লাহ্‌র মালিকানায়, আল্লাহ্ নিজের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের নীতি অবলম্বন করার বাধ্যবাধকতা স্বীকার করে নিয়েছেন, তিনি তোমাদের সকলকে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই সমবেত করবেন যেদিন সম্পর্কে কোনই সন্দেহই নেই, যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি ও ধ্বংসের মুখে ফেলেছে, তারাই বিশ্বাস করে না। (১৩) রাতের অন্ধকারে এবং দিনের আলোয় যা কিছু বসবাস করে ও বর্তমান রয়েছে, তা সবকিছুই আল্লাহ্‌র; তিনি সবকিছুই শুনেন ও জানেন। (১৪) তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আমি কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কাউকেও আমার পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করব, যিনি হলেন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি রিয্‌ক্ব দান করেন, কিন্তু কারও রিয্‌ক্ব গ্রহণ করেন না। তুমি বল ঃ আমাকে এ আদেশই করা হয়েছে যে, আমি সকলের আগেই ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর সামনে মাথা নত করে দিব, আর (আমাকে আরও আদেশ করা হয়েছে যে) তুমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল হয়ো না। (১৫) তুমি বল ঃ আমি আমার রব্বের অবাধ্য হলে– আমি মহাবিচারের দিনের শাস্তির ভয় করছি। (১৬) সেদিন যার উপর হতে শাস্তি প্রত্যাহার করা হবে তার প্রতি আল্লাহ্ বড়ই অনুগ্রহ করবেন, আর এটাই হচ্ছে প্রকাশ্য মহা সাফল্য। (১৭) যদি আল্লাহ্ কারও ক্ষতি

www.pathagar.com

সাধন করেন তাহলে তিনি ছাড়া সেই ক্ষতি দূর করার আর কেউ নেই, আর যদি তিনি কারও কল্যাণ করেন, (তাহলে আল্লাহ্ সেটাও করতে পারেন, কেননা) তিনি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (১৮) তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী, তিনিই মহাজ্ঞানী ও সর্ব বিষয়ে ওয়াকিফহাল। (১৯) তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বেশী গণ্য? তুমি বলে দাও– আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ই হচ্ছেন সাক্ষী, আর এ কুর'আন আমার নিকট অহীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি, বাস্তবিকই তোমরা কি এ সাক্ষ্য দিতে পার যে, আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন মা'বুদ রয়েছে? তুমি বল ঃ আমি এমন সাক্ষ্য দিতে পারি না। তুমি ঘোষণা কর, তিনি একমাত্র মা'বুদ, আর তোমরা যে শির্কে লিপ্ত রয়েছ, আমার সাথে ওর কোনই সম্পর্ক নেই। (২০) যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি, তারা রাসূলকে এমনভাবে জানে ও চিনে, যেরূপ তারা নিজেদের সন্তান সন্ততিদেরকে জানে ও চিনে, কিন্তু যারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দিয়েছে, তারা ঈমান আনবে না।

রুকু-৩

(২১) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে কিংবা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? এরূপ যালিম লোক কখনও সাফল্য লাভ করতে পারবে

www.pathagar.com

না। (২২) সেই দিনটিও স্মরণযোগ্য যেদিন আমি সকলকে একত্রিত করবো, অতঃপর যারা আমার সাথে শির্ক করেছে, তাদেরকে আমি বলবো– যাদেরকে তোমরা মা'বুদ বলে ধারণা করতে তারা এখন কোথায়? (২৩) তখন তাদের একথা বলা ব্যতীত আর কোন কথা বলার থাকবে না– তারা বলবে ঃ আল্লাহ্‌র কসম, হে আমাদের রব! আমরা মুশরিক্ ছিলাম না। (২৪) লক্ষ্য কর, তারা নিজেদের সম্পর্কে কিরূপ মিথ্যা বলছে! তখন যাদেরকে তারা মিথ্যা মা'বুদ মনোনীত করেছিল, তারা সবাই নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। (২৫) তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা মনোযোগসহকারে কান লাগিয়ে তোমার কথা শুনে থাকে, (অথচ গ্রহণ করে না) তোমার কথা যাতে তারা ভালরূপে বুঝতে না পারে, সেজন্য আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি এবং তাদের কর্ণে কঠিন ভার (বধিরতা) অর্পণ করেছি। তারা যদি সমস্ত নিদর্শনও অবলোকন করে তবুও তারা ঈমান আনবে না, এমনকি যখন তারা তোমার কাছে আসে তখন তোমার সাথে অর্থহীন বিতর্ক জুড়ে দেয় আর তাদের কাফির লোকেরা (সব কথা শোনার পর) বলে– এটা প্রাচীন কালের লোকদের কিস্‌সা কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়। (২৬) তারা নিজেরা তো তা থেকে বিরত থাকে, অধিকন্তু লোকদেরকেও তারা তা থেকে বিরত রাখতে চায়; বস্তুতঃ তারা ধ্বংস করছে শুধুমাত্র নিজেদেরকেই, অথচ তারা অনুভব করছে না। (২৭) তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে,

www.pathagar.com

যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে, তখন তারা বলবে– হায়! কতই না ভালো হত আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতাম না এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম। (২৮) যে সত্য তারা পূর্বে গোপন করেছিল, তা তখন তাদের নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে পড়বে আর একান্তই যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতে দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল, তারা তাই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (২৯) তারা বলে– এই পার্থিব জীবনই প্রকৃত জীবন, এরপর আর কোন জীবন নেই আর আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে না। (৩০) হায়! তুমি যদি সেই দৃশ্যটি দেখতে, যখন তাদেরকে তাদের রবের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন– এটা (কিয়ামত) কি সত্য নয়? তখন তারা উত্তরে বলবে– হ্যাঁ! আমরা আমাদের রবের (আল্লাহ্র) শপথ করে বলছি– এটা বাস্তব ও সত্য বিষয়। তখন আল্লাহ্ বলবেন– তাহলে তোমরা এটাকে অস্বীকার ও অমান্য করার ফলস্বরূপ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

রুকু-৪

(৩১) ঐসব লোকই ক্ষতিগ্রস্ত যারা আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ হওয়াকে মিথ্যা ভেবেছে। যখন সেই নির্দিষ্ট সময়টি হঠাৎ তাদের কাছে এসে পড়বে তখন তারা বলবে– হায়! পেছনে আমরা কতই না দোষ ত্রুটি

www.pathagar.com

করেছি। তারা নিজেরাই বোঝা পিঠে বহন করবে। শুনে রেখো, তারা যা কিছু বহন করেছে তা কতই না নিকৃষ্টতর বোঝা! (৩২) এ পার্থিব জীবন খেলা তামাশা ও আমোদ প্রমোদের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়, প্রকৃত পক্ষে পরকালের আরামই হবে তাদের জন্য মঙ্গলময়, যারা ধ্বংস হতে বেঁচে থাকতে চায়। তোমরা কি চিন্তা ভাবনা করবে না? (৩৩) তাদের কথাবার্তায় তোমার যে দুঃখ ও মনঃকষ্ট হয় তা আমি খুব ভালভাবেই জানি, তারা শুধুমাত্র তোমাকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে না, বরং এই পাপিষ্ঠ যালিমরা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকেও অস্বীকার ও অমান্য করছে। (৩৪) তোমার পূর্বে বহু নবী ও রাসূলকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে, অতঃপর তারা এ মিথ্যা প্রতিপন্নকে এবং তাদের প্রতি কৃত নির্যাতন ও উৎপীড়নকে অম্লান বদনে সহ্য করেছে, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে পৌছেছে। আল্লাহ্‌র কালামকে পরিবর্তন করার মত কেউ নেই। তোমার কাছে পূর্ববর্তী কোন কোন নবীর কিছু কিছু সংবাদ ও কাহিনী তো পৌছে গেছে। (৩৫) আর যদি তাদের অনাগ্রহ ও উপেক্ষা সহ্য করা তোমার কাছে কঠিন হয়ে পড়ে, তাহলে ক্ষমতা থাকলে মাটির কোন সুড়ঙ্গ অনুসন্ধান কর অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগিয়ে দাও, অতঃপর তাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে এসো, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে হিদায়াতের উপর সমবেত করতেন। সুতরাং তুমি অবুঝদের মত হয়ে যেও না। (৩৬) যারা শুনে, তারাই সত্যের ডাকে সাড়া দেয়। আল্লাহ্ মৃতদেরকে

www.pathagar.com

জীবিত করে উঠাবেন, অতঃপর তারা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৩৭) তারা বলে ঃ তার প্রতি কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ করা হলো না? তুমি বলে দাও– নিদর্শন অবতীর্ণ করায় আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জ্ঞাত নয়। (৩৮) ভূ-পৃষ্ঠে চলমান প্রতিটি জীবন এবং বায়ুমণ্ডলে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত প্রতিটি প্রাণীই তোমাদের ন্যায় এক একটি জাতি, আমি কিতাবে কোন বিষয়ই লিপিবদ্ধ করতে ছাড়িনি, অতঃপর তাদের সকলকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে। (৩৯) আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে, তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত মূক ও বধির, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াতের সরল সহজ পথের সন্ধান দেন। (৪০) তুমি তাদেরকে বল ঃ তোমরা যদি নিজেদের আদর্শে সত্যবাদী হও তাহলে চিন্তা করে দেখ, যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র শাস্তি এসে পড়ে অথবা তোমাদের নিকট ক্বিয়ামত দিবস এসে উপস্থিত হয়, তখনও কি তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে?

রুকু-৫

(৪১) বরং তাঁকেই তোমরা ডাকতে থাকবে। অতএব, যে বিপদের জন্য তোমরা তাঁকে ডাকছো, ইচ্ছা করলে তিনি তা তোমাদের থেকে দূর করে দিবেন আর যাদেরকে তোমরা অংশী করেছিলে তাদের কথা ভুলে যাবে। (৪২) আর আমি তোমাদের পূর্বেকার জাতিসমূহের কাছে

www.pathagar.com

বহু রাসূল পাঠিয়েছি, আমি তাদের প্রতি ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও রোগ ব্যাধি চাপিয়ে দিয়েছি, যেন তারা নম্রতা প্রকাশ করে আমার সামনে নতি স্বীকার করে। (৪৩) সুতরাং, তাদের প্রতি যখন আমার শাস্তি এসে পৌঁছলো তখন তারা কেন নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করলো না? বরং তাদের অন্তর আরও কঠিন হয়ে পড়লো, আর শয়তান তাদের কাজকে তাদের চোখের সামনে সুশোভিত করে দেখালো। (৪৪) অতঃপর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ ও নছীহত করা হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে গেল তখন আমি সুখ শান্তির জন্য প্রতিটি বস্তুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম, যখন তারা তাদেরকে দানকৃত বস্তু লাভ করে খুব আনন্দিত ও উল্লসিত হল, তখন হঠাৎ একদিন আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ হয়ে পড়লো। (৪৫) অতঃপর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মূল শিকড় কেটে ফেলা হল, আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব রব আল্লাহ্‌রই জন্য। (৪৬) তুমি জিজ্ঞেস কর, আল্লাহ্ যদি তোমাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের মনের কপাটে তালা লাগিয়ে মোহর এঁটে দেন, তাহলে এ শক্তি তোমাদেরকে আবার দান করতে পারে এমন কোন সত্তা আল্লাহ্ ব্যতীত আছে কি? লক্ষ্য কর তো, আমি আমার নিদর্শনসমূহ ও দলীল প্রমাণাদি কিভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করছি। এর পরেও তারা তা থেকে বিমুখ হচ্ছে! (৪৭) তুমি আরও জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহ্‌র শাস্তি যদি হঠাৎ করে অথবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর এসে পড়ে, তাহলে কি অত্যাচারীরা ছাড়া আর কেউ ধ্বংস হবে? (৪৮) আমি

www.pathagar.com

রাসূলদেরকে তো শুধু এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে থাকি যে, তারা (সৎ লোকদেরকে) সুসংবাদ দিবে এবং (অসৎ লোকদেরকে) ভয় দেখাবে। সুতরাং, যারা ঈমান এনেছে ও চরিত্র সংশোধন করেছে তাদের জন্য কোন ভয়ভীতি থাকবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (৪৯) আর যারা আমার আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারা তাদের নিজেদের ফাসেক্বীর কারণে শাস্তি ভোগ করবে। (৫০) তুমি বল ঃ আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ধন ভাণ্ডার রয়েছে আর আমি অদৃশ্য জগতেরও কোন জ্ঞান রাখি না এবং আমি তোমাদেরকে একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। আমার কাছে যা কিছু অহীরূপে পাঠানো হয়, আমি শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করে থাকি। তুমি (তাদেরকে) জিজ্ঞেস কর ঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? সুতরাং তোমরা কেন চিন্তা ভাবনা কর না?

রুকু-৬

(৫১) তুমি এর (কুর'আন) সাহায্যে ঐসব লোককে ভীতি প্রদর্শন কর যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের রবের কাছে এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে যেখানে তিনি ছাড়া তাদের না কোন সাহায্যকারী থাকবে, আর না থাকবে কোন সুপারিশকারী, যাতে তারা গোনাহ্ থেকে সাবধান হবে। (৫২) আর যেসব লোক সকাল সন্ধ্যায় তাদের রবের ইবাদত করে এবং এর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টিই কামনা করে,

www.pathagar.com

তাদেরকে তুমি দূরে সরিয়ে দিবে না, তাদের হিসাব-নিকাশের কোন কিছুর দায়িত্ব তোমার উপর নয় এবং তোমার হিসাব-নিকাশের কোন কিছুর দায়িত্বও তাদের উপর নয়, এরপরও যদি তুমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দাও তাহলে তুমি যালিমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। (৫৩) এমনিভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করে থাকি। তারা বলতে থাকে ঃ এরাই কি ঐসব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ ও মেহেরবানী করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে অবগত নন? (৫৪) আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীরা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাদেরকে বল– তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের রব দয়া ও অনুগ্রহ করার নীতি বাধ্যতামূলক করে নিজের উপর নিয়ে নিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অজ্ঞানতা ও মূর্খতাবশতঃ কোন খারাপ কাজ করে, অতঃপর সে যদি তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তাহলে জানবে যে, তিনি হচ্ছেন ক্ষমাপরায়ণ, করুণাময়। (৫৫) এমনিভাবে আমি আমার আয়াত ও নিদর্শনসমূহ সবিস্তার বর্ণনা করে থাকি যেন অপরাধী লোকদের পথটি সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে।

রুকু-৭

(৫৬) তুমি কাফিরদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা আল্লাহ্কে ছেড়ে যার ইবাদত কর, আমাকে তার ইবাদত করতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। তুমি আরও বল ঃ আমি তোমাদের ইচ্ছা ও মনোবৃত্তির অনুসরণ করব

www.pathagar.com

না, তাহলে আমি পথভ্রান্ত হয়ে যাব এবং আমি আর পথ প্রাপ্তদের মধ্যে থাকবো না। (৫৭) তুমি বল ঃ আমি আমার রবের প্রদত্ত একটি সুস্পষ্ট উজ্জ্বল যুক্তি প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, অথচ তোমরা সেই দলীলকে মিথ্যারোপ করছো। যে বিষয়টি তোমরা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চাও তার এখতিয়ার আমার হাতে নেই। হুকুমের মালিক আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নয়, তিনি সত্য ও বাস্তবানুগ কথা বর্ণনা করেন, তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। (৫৮) তুমি বল ঃ তোমরা যে বস্তুটি তাড়াতাড়ি পেতে চাও, তা যদি আমার এখতিয়ারভুক্ত থাকতো তাহলে তো আমার ও তোমাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা অনেক আগেই হয়ে যেতো, যালিমদেরকে আল্লাহ্ খুব ভাল করেই জানেন। (৫৯) অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেউই জ্ঞাত নয়। পৃথিবীতে ও সমুদ্রের সবকিছুই তিনি অবগত আছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়ে না এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয় না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয় না; সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (৬০) আর সেই মহান সত্তা রাত্রিকালে নিদ্রারূপে তোমাদের এক প্রকার মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন, আর দিনের বেলা তোমরা যে পরিশ্রম করে থাক তিনি সেটাও সম্যক পরিজ্ঞাত; অতঃপর তিনি নির্দিষ্ট সময়কাল পূরণের নিমিত্তে তোমাদেরকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে থাকেন, পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

www.pathagar.com

রুকু-৮

(৬১) আর আল্লাহ্ই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রতাপশালী, তিনি তোমাদের উপর রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠিয়ে থাকেন, এমনকি যখন তোমাদের কারও মৃত্যুর সময় সমুপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার প্রাণ হরণ করে নেয়, এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না। (৬২) তারপর সকলকে তাদের সত্যিকার অভিভাবক আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তিত করানো হয়, তোমরা জেনে রেখো, ঐদিন একমাত্র আল্লাহ্ই রায় প্রদানকারী হবেন, আর তিনি খুবই ত্বরিৎ হিসাব গ্রহণকারী। (৬৩) তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ স্থলভাগ ও পানিস্থিত অন্ধকার (বিপদ) থেকে তোমাদেরকে কে পরিত্রাণ দিয়ে থাকেন, যখন কাতর কণ্ঠে ও মিনতিভাবে এবং চুপে চুপে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে থাক, আর বলতে থাক– তিনি যদি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে মুক্তি দেন তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। (৬৪) তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহ্ই তোমাদেরকে ঐ বিপদ এবং অন্যান্য প্রতিটি বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন, কিন্তু এরপরও তোমরা শির্ক কর। (৬৫) তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহ্ তোমাদের ঊর্ধ্বলোক হতে এবং তোমাদের পায়ের তলদেশ হতে শাস্তি প্রেরণ করতে যথেষ্ট ক্ষমতাবান অথবা তোমাদেরকে দলে দলে বিচ্ছিন্ন করে এক দলের দ্বারা অপর দলের আক্রমণের স্বাদ গ্রহণ

www.pathagar.com

করাবেন; লক্ষ্য কর! আমি বারে বারে বিভিন্ন উপায়ে আমার নিদর্শন ও যুক্তি প্রমাণ বর্ণনা করছি– উদ্দেশ্য হল, যেন বিষয়টিকে তারা পূর্ণরূপে জ্ঞানায়ত্ব ও হৃদয়ঙ্গম করে নিতে পারে। (৬৬) তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা ওকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, অথচ ওটা প্রমাণিত সত্য। তুমি বলে দাও– আমি তোমাদের উকিল হয়ে আসিনি। (৬৭) প্রত্যেকটি সংবাদ প্রকাশের একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা তা জানতে পারবে। (৬৮) যখন তুমি দেখবে যে, লোকেরা আমার আয়াতসমূহে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করছে তখন তুমি তাদের নিকট হতে দূরে সরে যাবে, যতক্ষণ না তারা অন্য কোন প্রসঙ্গে নিমগ্ন হয়। শয়তান যদি তোমাকে এটা বিস্মৃত করে দেয় তাহলে স্মরণ হওয়ার পর আর ঐ যালিম লোকদের সাথে তুমি বসবে না। (৬৯) ওদের যখন বিচার হবে তখন পরহেযগারদের উপর এর কোন প্রভাব পড়বে না, কিন্তু তাদের উপর ওদেরকে উপদেশ প্রদানের দায়িত্ব রয়েছে, হয়তো বা উপদেশের ফলে ওরা পাপাচার হতে বেঁচে থাকতে পারবে। (৭০) যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছে তুমি তাদেরকে বর্জন করে চলবে, এ পার্থিব জগৎ তাদেরকে সম্মোহিত করে ধোঁকায় নিপতিত করেছে, কুর'আন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিতে থাক, যাতে কোন ব্যক্তি স্বীয় কর্মদোষে ধ্বংস হয়ে না যায়। আল্লাহ্ ছাড়া তার কোন বন্ধু, সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবে না, আর যেন এ অবস্থার সম্মুখীন না হয় যে,

www.pathagar.com

দুনিয়ার সমস্ত কিছুর বিনিময় দিয়েও মুক্তি পেতে চাইলে সেই বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। তারা এমনই লোক যে, নিজেদের কর্মদোষে আটকা পড়ে গেছে। তাদের কুফরী করার কারণে তাদের জন্য ফুটন্ত গরম পানীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

রুকু-৯

(৭১) তুমি বলে দাও– আমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করব, যারা আমাদের কোন উপকার করতে পারবে না এবং আমাদের কোন ক্ষতিও করতে পারবে না? অধিকন্তু আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি উল্টো পথে ফিরে যাব? আমরা কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হব যাকে শয়তান মরুভূমির মধ্যে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে এবং যে দিশেহারা-লক্ষ্যহারা হয়ে ঘুরে মরছে? তার সহচররা তাকে হিদায়াতের দিকে ডেকে বলছে– তুমি আমাদের সঙ্গে এসো। তুমি বল ঃ আল্লাহ্র হিদায়াতই হচ্ছে সত্যিকারের সঠিক হিদায়াত আর আমাকে সারা জাহানের রবের সামনে মাথা নত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (৭২) আর তুমি নিয়মিতভাবে ছালাত কায়েম কর এবং সেই রবকে ভয় করে চল যার নিকট তোমাদের সকলকে সমবেত করা হবে। (৭৩) সেই সত্তা আকাশমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। যেদিন তিনি বলবেন, হাশর হও; সেদিন হাশর হয়ে যাবে, তাঁর কথা খুবই বাস্তবানুগ। যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন একমাত্র তাঁরই হবে বাদশাহী ও রাজত্ব। গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু

www.pathagar.com

তাঁর জন্য, তিনি হচ্ছেন প্রজ্ঞাময়, সর্ববিদিত। (৭৪) স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম তার পিতা আযরকে বললো ঃ আপনি মূর্তিগুলোকে মা'বুদ মনোনীত করেছেন? নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত দেখছি। (৭৫) এমনিভাবেই আমি ইব্রাহীমকে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি অবলোকন করিয়েছি, যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। (৭৬) যখন রাত্রির অন্ধকার তাকে আবৃত করলো, তখন সে আকাশের একটি নক্ষত্র দেখতে পেল, আর বললো ঃ এটাই আমার রব! কিন্তু যখন ওটা অস্তমিত হলো তখন সে বলল ঃ আমি অস্তমিত বস্তুকে ভালবাসি না। (৭৭) আর যখন সে আকাশে চন্দ্রকে উজ্জ্বল আভায় দেখতে পেল তখন বলল ঃ এটাই আমার রব! কিন্তু ওটাও যখন অস্তমিত হলো তখন বললো ঃ আমার রব যদি আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন তাহলে আমি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। (৭৮) অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদ্ভাসিত দেখতে পেলো তখন সে বললো ঃ এটিই আমার রব! এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন ওটা ডুবে গেল, তখন বললো ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের শির্কের সাথে আমার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই, আমি মুক্ত। (৭৯) আমার মুখমণ্ডলকে আমি সেই মহান সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (৮০) আর তার জাতির লোকেরা তার সাথে ঝগড়া করতে থাকলে সে তাদেরকে বললো ঃ তোমরা কি

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছো? অথচ তিনি আমাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন! তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে যা কিছু শরীক করছো আমি ওদের ভয় করি না, তবে যদি আমার রব কিছু চান। প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে আমার রবের জ্ঞান খুবই ব্যাপক, এর পরেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (৮১) তোমাদের মনগড়া ও বানানো শরীকদেরকে আমি কিরূপে ভয় করতে পারি? অথচ তোমরা এ ভয় করছ না যে, আল্লাহ্‌র সাথে যাদেরকে তোমরা শরীক করছো তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তোমাদের কাছে কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, আমাদের দুই দলের মধ্যে কারা অধিকতর শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারী যদি তোমাদের জানা থাকে, তাহলে বলোতো? (৮২) প্রকৃতপক্ষে তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত– যারা নিজেদের ঈমানকে যুল্‌মের সাথে (শির্‌কের সাথে) সংমিশ্রণ করেনি।

রুকু-১০

(৮৩) আর এটাই ছিল আমার যুক্তি প্রমাণ, যা আমি ইব্রাহীমকে তার স্বজাতির মোকাবিলায় দান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা করি, সম্মান-মর্তবা ও মহত্ত্ব বাড়িয়ে দিয়ে থাকি, নিঃসন্দেহে তোমার রব প্রজ্ঞাময় ও বিজ্ঞ। (৮৪) আমি তাকে (ইব্রাহীমকে), ইসহাক ও ইয়াকুবকে দান করেছি এবং উভয়কেই সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি, আর তার পূর্বে নূহকেও সঠিক পথের হিদায়াত দিয়েছি; আর তার

www.pathagar.com

(ইব্রাহীমের) বংশের মধ্যে দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসূফ, মূসা ও হারূনকে এমনিভাবেই সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি; এমনিভাবেই আমি সৎ ও পুণ্যবান লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (৮৫) আর যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াস, তারা প্রত্যেকেই সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৮৬) আর ইসমাঈল, ঈসা, ইউনূস ও লূত এদের প্রত্যেককেই আমি নবুওয়াত দান করে সমগ্র বিশ্বের উপর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (৮৭) আর এদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদের মধ্যে অনেককে আমি মনোনীত করে সঠিক ও সোজা পথে পরিচালিত করেছি। (৮৮) এটাই আল্লাহ্র হিদায়াত; তিনি তাঁর বান্দার মধ্যে যাকে চান এ পথে পরিচালিত করেন, কিন্তু তারা যদি শির্ক করতো তাহলে তারা যা কিছুই করতো, সবই ব্যর্থ হয়ে যেতো। (৮৯) এরা ছিল সেই লোক, যাদেরকে আমি কিতাব, শাসনভার ও নবুওয়াত দান করেছি। সুতরাং যদি এরা তোমার নবুওয়াতকে অস্বীকার করে, তাহলে তাদের স্থলে আমি এমন এক জাতিকে নিয়োগ করবো, যারা ওটা অস্বীকার করে না। (৯০) এরা হচ্ছে ওরাই, যাদেরকে আল্লাহ্ সুপথ প্রদর্শন করেছিলেন। সুতরাং, তুমি তাদের পথ অনুসরণ করে চল। তুমি বলে দাও ঃ আমি কুর'আন ও দ্বীনের তাবলীগের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। এ কুর'আন সমগ্র জগতবাসীর জন্য উপদেশের ভাণ্ডার ছাড়া কিছুই নয়।

www.pathagar.com

রুকু-১১

(৯১) এই লোকেরা আল্লাহ্‌র যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি। কেননা, তারা বললো ঃ আল্লাহ্ কোন মানুষের উপর কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি; তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, মানুষের হিদায়াত ও আলোকবর্তিকারূপে যে কিতাব মূসা এনেছিল, তা কে অবতীর্ণ করেছেন? তোমরা সেই কিতাব খণ্ড খণ্ড করে বিভিন্ন পত্রে রেখেছ, ওর কিয়দংশ তোমরা প্রকাশ করছো এবং বহুলাংশ গোপন করছ। (ঐ কিতাব দ্বারা) তোমাদেরকে বহু বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষরা জানত না; তুমি বলে দাও ঃ তা আল্লাহ্‌ই অবতীর্ণ করেছেন, সুতরাং তুমি তাদেরকে তাদের বাতিল ধারণার উপর ছেড়ে দাও, তারা খেলা করতে থাকুক। (৯২) আর এই কিতাবও (কুর'আন) আমিই অবতীর্ণ করেছি; যা খুব বরকতময় কিতাব এবং পূর্বের সকল কিতাবকে সত্যায়িত করে থাকে, যেন তুমি কেন্দ্রীয় মক্কা নগরী এবং ওর চতুষ্পার্শ্বস্থ জনপদের লোকদেরকে ওর দ্বারা ভীতি প্রদর্শন কর। যারা পরকালে বিশ্বাস রাখে তারা এ কিতাবকেও বিশ্বাস করবে এবং ওর প্রতি ঈমান আনবে, আর তারা নিয়মিতভাবে ছালাতও আদায় করে থাকে। (৯৩) আর ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী কে হতে পারে– যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে? অথবা এরূপ বলে– আমার উপর অহী নাযিল করা হয়েছে, অথচ তার উপর প্রকৃতপক্ষে কোন অহী নাযিল করা হয়নি এবং যে ব্যক্তি এও বলে– যেরূপ কালাম আল্লাহ্ নাযিল করেছেন,

www.pathagar.com

তদ্রূপ আমিও আনয়ন করছি। আর তুমি যদি দেখতে পেতে (ঐ সময়ের অবস্থা) যে সময় যালিমরা হবে মৃত্যু সংকটে (পরিবেষ্টিত); আর ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে– নিজেদের প্রাণগুলো বের কর, আজ তোমাদেরকে সেই সব অপরাধের শাস্তি হিসেবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে যা তোমরা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা দোষারোপ করে অকারণ প্রলাপ বকেছিলে এবং তাঁর আয়াতসমূহ কবুল করা হতে অহংকার করেছিলে। (৯৪) আর তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ এসেছো, যেভাবে প্রথমবার আমি তোমাদেকে সৃষ্টি করেছিলাম, আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা তোমরা নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছো, আর আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সেই সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না যাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবী করতে যে, তারা তোমাদের কাজ কর্মে (আমার) শরীক; বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক তো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আর তোমরা যা কিছু ধারণা করতে তা সবই আজ তোমাদের নিকট থেকে উধাও হয়ে গেছে।

রুকু-১২

(৯৫) নিশ্চয়ই দানা ও বীজ দানকারী হচ্ছেন আল্লাহ্, তিনিই জীবন্তকে প্রাণহীন থেকে বের করেন এবং তিনিই প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে নির্গতকারী, তিনিই তো আল্লাহ্, তাহলে তোমরা কোথায় যাচ্ছো? (৯৬) তিনিই রাত্রির আবরণ বিদীর্ণ করে রঙিন প্রভাতের উন্মেষকারী,

www.pathagar.com

তিনিই রজনীকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য, চন্দ্রকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন; এটা হচ্ছে সেই পরম পরাক্রান্ত ও সব পরিজ্ঞাতার (আল্লাহ্‌র) নির্ধারণ। (৯৭) আর তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজিকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা ওগুলোর সাহায্যে অন্ধকারে পথের সন্ধান পেতে পার স্থলভাগে এবং সমুদ্রে; নিশ্চয়ই আমি প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি ঐ সমস্ত লোকের জন্য যারা জ্ঞান রাখে। (৯৮) তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর (প্রত্যেকের জন্য) একটি স্থল অধিক দিন থাকার জন্য এবং একটি স্থল অল্প দিন থাকার জন্য রয়েছে, এ নিদর্শনসমূহ আমি তাদের জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা করলাম যাদের বুদ্ধি বিবেচনা আছে। (৯৯) আর তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেছেন, ওর সাহায্যে সব রকমের উদ্ভিদ আমি (আল্লাহ্) উৎপন্ন করেছি; অতঃপর তা থেকে সবুজ শাখা বের করেছি, ফলতঃ তা থেকে আমি উপর্যুপরি উত্থিত বীজ উৎপন্ন করে থাকি এবং খেজুর বৃক্ষ থেকে অর্থাৎ ওর পুষ্পকণিকা থেকে ছড়া হয় যা নিম্ন দিকে ঝুঁকে পড়ে আর আঙ্গুরসমূহের উদ্যান এবং জায়তুন ও আনার যা পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত, প্রত্যেক ফলের প্রতি লক্ষ্য কর যখন ওটা ফলে এবং ওর পরিপক্ক হওয়ার প্রতি লক্ষ্য কর; এ সমুদয়ের মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে তাদেরই জন্য যারা ঈমান রাখে। (১০০) আর এই (অজ্ঞ) লোকেরা জীনদের আল্লাহ্‌র শরীক বানিয়ে,

www.pathagar.com

নিয়েছে, অথচ আল্লাহ্ই এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, আর না জেনে না বুঝে তারা তাঁর জন্য পুত্র কন্যা রচনা করে; তিনি মহিমান্বিত (পবিত্র), এদের আরোপিত বিশেষণগুলো হতে বহু উর্ধ্বে তিনি।

রুকু-১৩

(১০১) তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা; তাঁর সন্তান হবে কি করে? অথচ তাঁর জীবন সাথি কেউ নেই। তিনিই প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে তাঁর ভাল জ্ঞান রয়েছে। (১০২) তিনি আল্লাহ্, তোমাদের পরওয়ারদিগার, তিনি ছাড়া অন্য কেউই মা'বুদ নেই, প্রত্যেক বস্তুরই স্রষ্টা তিনি, অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর, তিনিই সব জিনিসের উপর দায়িত্বশীল। (১০৩) তাঁকে কোন কিছুর দৃষ্টি পরিবেষ্টন করতে পারে না আর তিনি সকল কিছুর দৃষ্টি পরিবেষ্টনকারী এবং তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী এবং সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল। (১০৪) এখন নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ হতে সত্য দর্শনের উপায়সমূহ পৌঁছেছে, এখন যে ব্যক্তি নিজের গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করবে, সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করবে, আর যে অন্ধ থাকবে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর আমি তো তোমাদের প্রহরী নই। (১০৫) এভাবেই আমি নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করে থাকি, যেন লোকেরা না বলে– তুমি কারও নিকট থেকে পাঠ করে নিয়েছ আর যেন আমি একে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য প্রকাশ

www.pathagar.com

করে দিই। (১০৬) তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে যে অহী নাযিল হয়েছে, তুমি তারই অনুসরণ করে চল, তিনি ছাড়া অন্য কেউই মা'বুদ নেই, আর অংশীবাদীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। (১০৭) আর যদি আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় হতো তাহলে এরা শির্‌ক করত না; আর আমি তোমাকে এদের পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করিনি এবং তুমি তাদের উপর ক্ষমতা প্রাপ্ত নও। (১০৮) এরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত (পূজা-অর্চনা) করে তোমরা তাদেরকে গালাগালি কর না, তাহলে তারা অজ্ঞানতাবশতঃ বৈরীভাবে আল্লাহ্‌কেই গালাগালি দিতে শুরু করবে। আমি তো এভাবেই প্রতিটি জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের 'আমলকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে তাদের রবের কাছে ফিরে যেতে হবে, তখন তারা কি কি কাজ করেছিল তা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। (১০৯) আর কঠিন অঙ্গীকারসহকারে আল্লাহ্‌র নামে কসম করে তারা বলে– কোন একটা নিদর্শন (মু'জিযা) তাদের কাছে এলে তারা ঈমান আনবে; তুমি বলে দাও– নিদর্শনগুলো সমস্তই আল্লাহ্‌র অধিকারে আর (হে মুসলিমগণ!) কি করে তোমাদেরকে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শন এলেও তারা ঈমান আনবে না! (১১০) আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দিব।

www.pathagar.com

পারা-৮

রুকু-১৪

(১১১) আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাও অবতীর্ণ করতাম আর মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথাবার্তা বলত এবং দুনিয়ার সমস্ত বস্তুও আমি তাদের চোখের সামনে সমবেত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনত না আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ। (১১২) আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্য বহু শয়তানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি, তাদের কতক মানুষ শয়তানের মধ্য হতে এবং কতক জীন শয়তানের মধ্য হতে হয়ে থাকে, এরা একে অন্যকে কতক মনোমুগ্ধকর ধোকাপূর্ণ ও প্রতারণাময় কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে। তোমার রবের ইচ্ছা হলে তারা এমন কাজ করতে পারত না, সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যা রচনাগুলোকে বর্জন করে চলবে। (১১৩) যারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না তাদের অন্তরকে ঐ দিকে অনুরক্ত হতে দাও; এবং তারা যেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে, আর তারা যেসব কাজ করে তা যেন তারা আরও করতে থাকে। (১১৪) (তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর) তাহলে কি আমি আল্লাহ্‌কে বর্জন করে অন্য কাউকে মীমাংসাকারী ও বিচারকরূপে অনুসন্ধান করবো? অথচ তিনিই তোমাদের কাছে এ কিতাবকে বিস্তারিতভাবে অবতীর্ণ করেছেন। আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি তারা জানে যে, এ কিতাব তোমার রবের পক্ষ হতেই যথার্থ ও সঠিকভাবে অবতীর্ণ করা হয়েছে, সুতরাং

www.pathagar.com

তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের মধ্যে শামিল হয়ো না। (১১৫) তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণতায় পরিণত হয়েছে, তাঁর বাণী পরিবর্তনকারী কেউই নেই, তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন। (১১৬) তুমি যদি দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হতে বিভ্রান্ত করে ফেলবে, তারা নিছক ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতেই চলে, তারা ধারণা ও অনুমান ছাড়া কিছুই করছে না। (১১৭) কোন্ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথ হতে বিভ্রান্ত হয়েছে তা তোমার রব নিশ্চিতভাবে অবগত আছেন, আর তিনি তাঁর পথের পথিকগণ সম্পর্কেও খুব ভালভাবে জ্ঞাত রয়েছেন। (১১৮) অতএব, যে জীবকে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যবেহ্ করা হয়েছে তা তোমরা ভক্ষণ কর– যদি তোমরা আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি ঈমান রাখ। (১১৯) যে জন্তুর উপর যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়েছে, তা ভক্ষণ না করার তোমাদের কাছে কি কারণ থাকতে পারে? অথচ আল্লাহ্ তোমাদের উপর যা কিছু হারাম করেছেন, তা তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, তবে নিরুপায় অবস্থায় তোমরা উক্ত হারাম বস্তুও আহার করতে পার, নিঃসন্দেহে কোন ইল্‌ম না থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ইচ্ছা, বাসনা ও ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে বহুলোক পথভ্রষ্ট হচ্ছে, নিশ্চয়ই তোমার রব সীমা লঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে ভালভাবেই ওয়াকিফহাল। (১২০) তোমরা প্রকাশ্য পাপ কাজ পরিত্যাগ কর এবং পরিত্যাগ কর গোপনীয় পাপ,

www.pathagar.com

কাজও, যারা পাপের কাজ করে, তাদেরকে অতি সত্বরই নিজেদের কৃতকার্যের প্রতিফল দেয়া হবে। (১২১) আর যে জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয় না, তা তোমরা ভক্ষণ করো না। কেননা, এটা গর্হিত বস্তু, শয়তানরা নিজেদের সঙ্গী সাথীদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্ন সৃষ্টি করে থাকে, যেন তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া ও বিতর্ক করতে পারে। যদি তোমরা তাদের 'আক্বীদাহ্‌ বিশ্বাস ও কাজকর্মে আনুগত্য কর, তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে।

রুকু-১৫

(১২২) এমন ব্যক্তি– যে ছিল প্রাণহীন, অতঃপর তাকে আমি জীবন দান করি এবং তার জন্য আমি এমন আলোকের ব্যবস্থা করে দিই, যার সাহায্যে সে জনগণের মধ্যে চলাফিরা করতে থাকে, সে কি এমন কোন লোকের মত হতে পারে যে ডুবে আছে অন্ধকারে এবং তা হতে বের হওয়ার পথ পাচ্ছে না? এরূপেই কাফিরদের জন্য তাদের কার্যকলাপ মনোহর করে বানিয়ে দেয়া হয়েছে। (১২৩) আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার নিয়োগ করেছি যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চক্রান্ত নিজেদের বিরুদ্ধেই। কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। (১২৪) তাদের সামনে যখন কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে– আল্লাহ্‌র রাসূলদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছিল, আমাদের অনুরূপ,

www.pathagar.com

জিনিস না দেয়া পর্যন্ত আমরা ঈমান আনব না, নবুওয়াতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করবেন তা আল্লাহ্ ভালভাবেই অবগত, এ অপরাধী লোকেরা অতি সত্বরই তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার জন্য আল্লাহ্র নিকট লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হবে। (১২৫) অতএব, আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্য তার অন্তঃকরণ উন্মুক্ত করেছেন আর যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তিনি তার অন্তঃকরণ সংকুচিত করে দেন– খুবই সংকুচিত করে দেন, এমনভাবে সংকুচিত করেন যেন মনে হয় সে আকাশে আরোহণ করছে। এমনিভাবেই যারা ঈমান আনে না তাদেরকে আল্লাহ্ কলুষময় করে থাকেন। (১২৬) আর এটাই হচ্ছে তোমার রবের সহজ সরল পথ, আমি উপদেশ গ্রহণকারী লোকদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। (১২৭) তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে এক শান্তির আবাস তাদের কৃতকর্মের কারণে, তিনিই হচ্ছেন তাদের অভিভাবক। (১২৮) আর যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে একত্রিত করবেন, সেদিন তিনি বলবেন– হে জীন সম্প্রদায়! তোমরা মানুষদের মধ্যে অনেককে বিভ্রান্ত করে অনুগামী করেছো, আর ওদের মধ্যে যাদের মানুষের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল তারা স্বীকারোক্তিতে বলবে– হে আমাদের রব! আমরা একে অপরের দ্বারা উপকৃত হয়েছি। হায়! আপনি আমাদের জন্য যে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন তা এসে গেছে।

www.pathagar.com

তখন (ক্বিয়ামত দিবসে) আল্লাহ্ (সমস্ত কাফির জিন ও মানুষকে) বলবেন ঃ জাহান্নামই হচ্ছে তোমাদের বাসস্থান, তাতে তোমরা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে, তবে আল্লাহ্ যাদেরকে চাইবেন (তারাই তা থেকে মুক্তি পেতে পারে), তোমাদের রব অতিশয় সম্মানিত এবং অত্যন্ত জ্ঞানবান। (১২৯) এমনিভাবেই আমি যালিমদেরকে (কাফিরদেরকে) তাদের কৃতকর্মের ফলে পরস্পরকে পরস্পরের উপর প্রভাবশালী ও কর্তৃত্বশালী বানিয়ে দিব।

রুকু-১৬

(১৩০) (ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করবেন) হে জিন ও মানব জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতেই নবী রাসূল আসেনি, যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করত এবং আজকের এ দিনের ব্যাপারে তোমাদের সাক্ষাৎ হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করেনি? তারা জবাব দিবে ঃ হ্যাঁ, আমরাই আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি (আমরা অপরাধ করেছি), পার্থিব জীবনই তাদেরকে ধোঁকায় নিপতিত করেছিল। আর তারাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, তারা কাফির ছিল। (১৩১) এ রাসূল প্রেরণ এজন্য যে, তোমার রব কোন জনপদকে তার অধিবাসীবৃন্দ সত্য সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকা অবস্থায় অন্যায়ভাবে ধ্বংস করেন না। (১৩২) আর প্রত্যেক লোকই নিজ নিজ 'আমলের কারণে মর্যাদা লাভ করবে, তারা কি 'আমল

www.pathagar.com

করতো সে বিষয়ে তোমার রব উদাসীন নন। (১৩৩) তোমার রব অমুখাপেক্ষী ও দয়াশীল, তাঁর ইচ্ছা হলে তোমাদেরকে অপসারিত করবেন এবং তোমাদের পরে তোমাদের স্থানে যাকে ইচ্ছা স্থলাভিষিক্ত করবেন, যেমন তিনি তোমাদেরকে অন্য এক জাতির বংশধর হতে সৃষ্টি করেছেন। (১৩৪) তোমাদের নিকট যে বিষয় সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী, তোমরা আল্লাহ্‌কে অক্ষম ও দুর্বল করতে পারবে না। (১৩৫) তুমি বলে দাও– হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় 'আমল করতে থাক, আমিও 'আমল করছি, অতঃপর শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে যে, কার পরিণাম কল্যাণকর। নিঃসন্দেহে অত্যাচারীরা কখনও মুক্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারবে না। (১৩৬) আর আল্লাহ্ যেসব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) ওর একটি অংশ আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত করে থাকে। অতঃপর নিজেদের ধারণা মতে তারা বলে যে, এ অংশ আল্লাহ্‌র জন্য এবং এ অংশ আমাদের শরীকদের জন্য, কিন্তু যা তাদের শরীকদের জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে, তা তো আল্লাহ্‌র দিকে পৌঁছাতে পারে না, পক্ষান্তরে যা আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছে থাকে। এ লোকদের ফয়সালা ও বন্টন নীতি কতই না খারাপ! (১৩৭) আর এমনিভাবে অনেক মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের উপাস্যরা তাদের সন্তান হত্যা করাকে শোভনীয় করে দিয়েছে। যেন তারা তাদের সর্বনাশ করতে পারে এবং তাদের কাছে তাদের

www.pathagar.com

ধর্মকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে। আল্লাহ্ চাইলে তারা এসব কাজ করতে পারতো না। সুতরাং, তুমি তাদেরকে এবং তাদের ভ্রান্ত উক্তিগুলোকে ছেড়ে দাও। (১৩৮) আর তারা বলে থাকে যে, এসব নির্দিষ্ট পশু ও ক্ষেতের ফসল সুরক্ষিত, কেউই তা ভক্ষণ করতে পারবে না, তবে যাদেরকে আমরা অনুমতি দিব (তারাই ভক্ষণ করতে পারবে)। আর (তারা বলে) এ বিশেষ পশুগুলোর উপর আরোহণ করা ও ভার বহন নিষেধ করে দেয়া হয়েছে, আর কতকগুলো বিশেষ পশু রয়েছে যেগুলোকে যবেহ্ করার সময় তারা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে না, শুধু আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ এসব মিথ্যা আরোপের প্রতিফল অতি সত্বরই দান করবেন। (১৩৯) আর তারা একথাও বলে থাকে যে, এসব বিশেষ পশুগুলোর গর্ভে যা কিছু রয়েছে তা বিশেষভাবে তাদের পুরুষদের জন্য রক্ষিত; আর তাদের নারীদের জন্য ওটা হারাম, কিন্তু গর্ভ হতে প্রসূত বাচ্চা যদি মৃত হয়, তাহলে নারী-পুরুষ সবাই তা ভক্ষণে অংশী হতে পারবে। তাদের কৃত এসব বর্ণনার প্রতিদান অতি সত্বরই আল্লাহ্ তাদেরকে দিবেন, নিঃসন্দেহে তিনি হচ্ছেন প্রজ্ঞাময়, সর্ববিদিত। (১৪০) যারা নিজেদের সন্তানদেরকে মূর্খতা ও অজ্ঞানতার কারণে হত্যা করেছে আর আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তাঁর প্রদত্ত রিযক্বকে হারাম করে নিয়েছে, তারা নিশ্চিতরূপে পথভ্রষ্ট হয়েছে; বস্তুতঃ তারা হিদায়াত গ্রহণ করার পাত্রও ছিল না।

www.pathagar.com

রুকু-১৭

(১৪১) আর সেই আল্লাহ্ই নানা প্রকার বাগান ও গুল্মলতা সৃষ্টি করেছেন যারা কতক স্বীয় কাণ্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয়, আর কতক কাণ্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয় না, আর খেজুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র যাতে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে আর তিনি যয়তুন (জলপাই) ও আনারের (ডালিমের) বৃক্ষও সৃষ্টি করেছেন যা দৃশ্যতঃ অভিন্ন হলেও স্বাদে বিভিন্ন, এসব ফল তোমরা আহার কর যখন ওতে ফল ধরে, আর তা হতে শরীয়তের নির্ধারিত যে অংশ রয়েছে তা ফসল কাটার দিন আদায় করে নাও, অপব্যয় করে সীমালঙ্ঘন করো না, নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ্) অপব্যয়কারী ও সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালবাসেন না। (১৪২) আর চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যে কতকগুলো (উঁচু আকৃতির) ভারবাহী রয়েছে; আর কতকগুলো রয়েছে ছোট আকৃতির গোশত খাওয়ার ও চামড়া দ্বারা বিছানা বানানোর যোগ্য, আল্লাহ্ যা কিছু দান করেছেন তোমরা তা ভক্ষণ কর, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১৪৩) এ পশুগুলো আট প্রকার রয়েছে, ভেড়ার এক জোড়া স্ত্রী পুরুষ এবং বকরীর এক জোড়া স্ত্রী পুরুষ, তুমি জিজ্ঞেস কর– আল্লাহ্ কি উভয় পুরুষ পশুগুলোকে হারাম করেছেন, না উভয় স্ত্রী পশুগুলোকে, না স্ত্রী দু'টির গর্ভে যা আছে তা হারাম করেছেন? তোমরা জ্ঞানের সাথে আমাকে উত্তর দাও,

www.pathagar.com

যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। (১৪৪) আর উটের স্ত্রী পুরুষ দু'টি এবং গরুর স্ত্রী পুরুষ দু'টি পশু, তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো– আল্লাহ্ কি এ দু'টি পুরুষ পশুকে বা এ দু'টি স্ত্রী পশুকে হারাম করেছেন, অথবা উভয় স্ত্রী গরু ও উটের গর্ভে যা রয়েছে তা হারাম করেছেন? আল্লাহ্ যখন এসব পশু হালাল-হারাম হওয়ার বিধান জারি করেন তখন কি তোমরা হাযির ছিলে? যে ব্যক্তি বিনা প্রমাণে না জেনে মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র নামে এরূপ মিথ্যা আরোপ করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? আল্লাহ্ যালিমদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন না।

রুকু-১৮

(১৪৫) তুমি বল– অহীর মাধ্যমে আমার কাছে যে বিধান পাঠানো হয়েছে তাতে কোন আহারকারীর জন্য কোন বস্তু হারাম করা হয়েছে– এমন কিছু আমি পাইনি, তবে মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত, শূকরের গোস্ত এবং যা আল্লাহ্র নামে যবেহ করা হয়নি, তা হারাম করা হয়েছে। কেননা, এটা নাপাক ও শরীয়ত বিগর্হিত বস্তু, কিন্তু যদি কোন লোক স্বাদ আস্বাদন ও সীমালঙ্ঘনের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে নিরুপায় হয়ে পড়ে। (তার পক্ষে এটাও খাওয়া বৈধ)। কেননা, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল। (১৪৬) ইয়াহুদীদের প্রতি আমি সর্ব প্রকার নখবিশিষ্ট জীব হারাম করেছিলাম; আর গরু ও ছাগল হতে তাদের জন্য উভয়ের

www.pathagar.com

চর্বি হারাম করেছিলাম। কিন্তু পৃষ্ঠদেশের চর্বি, নাড়ি ভূড়ির চর্বি ও হাড়ের সাথে মিশ্রিত চর্বি এ হারামের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাদের বিদ্রোহমূলক আচরণের জন্য আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম, আর আমি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী। (১৪৭) সুতরাং, এসব বিষয়ে যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে তাহলে তুমি বলে দাও ঃ তোমাদের রব সুপ্রশস্ত করুণাময়, আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে তাঁর শাস্তির বিধান কখনই প্রত্যাহার করা হবে না। (১৪৮) মুশরিকরা (তোমার কথার উত্তরে) অবশ্যই বলবে– আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে আমরা শির্ক করতাম না, আর না আমাদের বাপ-দাদারা করতো, আর কোনো জিনিসও আমরা হারাম করতাম না। বস্তুতঃ এভাবেই তাদের পূর্ব যুগের কাফিররা (রাসূলদেরকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তুমি জিজ্ঞেস কর– তোমাদের কাছে কি কোন দলীল প্রমাণ আছে? থাকলে আমার সামনে পেশ কর। তোমরা ধারণা ও অনুমান ব্যতীত আর কিছুরই অনুসরণ করো না, তোমরা সম্পূর্ণ আনুমানিক কথা ছাড়া আর কিছুই বলছো না। (১৪৯) তুমি বলে দাও ঃ সত্য ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ দলীল প্রমাণ তো একমাত্র আল্লাহ্‌রই রয়েছে, তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে হিদায়াত দান করতেন। (১৫০) তুমি আরও বল– আল্লাহ্ এসব পশু হারাম করেছেন, এর সাক্ষ্য যারা দিবে সেই সাক্ষীদেরকে তোমরা নিয়ে এসো। তারা যদি সাক্ষ্য দেয় তাহলে তুমি তাদের সাথে

www.pathagar.com

সাক্ষ্য দিবে না, তুমি এমন লোকদের বাতিল ধ্যান ধারণার অনুসরণ করো না যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, পরকালের প্রতি ঈমান আনে না এবং তারা অন্যান্যদেরকে নিজেদের রবের সমমর্যাদা দান করে।

রুকু-১৯

(১৫১) লোকদেরকে বল– তোমরা এসো! তোমাদের রব তোমাদের প্রতি কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন তা আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাই, তা এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কাউকেই শরীক করবে না, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্র্যের ভয়ে নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। কেননা, আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিই, আর অশ্লীল কাজ ও কথার নিকটেও যেও না, তা প্রকাশ্যই হোক কিংবা গোপনীয়ই হোক, আর আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন– যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা কর না। এসব বিষয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার। (১৫২) আর ইয়াতীমরা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত, তাদের বিষয় সম্পত্তির কাছেও যেও না, আর আদান প্রদান পরিমাণ ও ওজন সঠিকভাবে করবে, আমি কারও উপর তার সাধ্যাতীত ভার (দায়িত্ব কর্তব্য) অর্পণ করি না, আর তোমরা যখন কথা বলবে তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায়ানুগ কথা বলবে, আর আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করবে। আল্লাহ্

www.pathagar.com

তোমাদেরকে এসব বিষয় নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা তাঁর এ নির্দেশ ও উপদেশ গ্রহণ কর। (১৫৩) আর নিশ্চয়ই এই পথই আমার সরল পথ; এ পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে, এপথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করবে না, তাহলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিচ্ছেন, যেন তোমরা সতর্ক হও। (১৫৪) অতঃপর মূসাকে আমি এমন কিতাব প্রদান করেছিলাম, যা ছিল সৎ ও পুণ্য কর্মপরায়ণদের জন্য পূর্ণাঙ্গ কিতাব। আর তাতে ছিল প্রত্যেকটি বস্তুর বিশদ বিবরণ, পথ নির্দেশ সম্বলিত আল্লাহ্র রহমতের প্রতীকস্বরূপ, যাতে তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করতে পারে।

রুকু-২০

(১৫৫) আর আমি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা বরকতময় ও কল্যাণময়। সুতরাং, তোমরা এটা অনুসরণ করে চল এবং এর বিরোধিতা হতে বেঁচে থাক, হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে। (১৫৬) যেন তোমরা না বলতে পার–ঐ কিতাব তো আমাদের পূর্ববর্তী দুই সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমরা তাদের পঠন পাঠনে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। (১৫৭) অথবা তোমরা যেন একথাও বলতে না পার, আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হলে আমরা তাদের তুলনায় বেশী হিদায়াত লাভ করতাম। এখন

www.pathagar.com

তো তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট দলীল এবং পথ নির্দেশ ও রহমত সমাগত হয়েছে। এরপর আল্লাহ্‌র আয়াতকে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং তা থেকে এড়িয়ে চলবে তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে হতে পারে? যারা আমার আয়াতসমূহ এড়িয়ে চলবে তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে হতে পারে? যারা আমার আয়াতসমূহ এড়িয়ে চলে, অতিসত্বর তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দিব, জঘন্য শাস্তি– তাদের এড়িয়ে চলার জন্য! (১৫৮) তারা কি শুধু এ প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, তাদের কাছে মালাইকা (ফেরেশতা) আসবে? কিংবা স্বয়ং তোমার রব আসবেন? অথবা তোমার রবের কোন কোন নিদর্শন প্রকাশ হয়ে পড়বে? যেদিন তোমার রবের কতক নিদর্শন প্রকাশ হয়ে পড়বে সেই দিনের পূর্বে যারা ঈমান আনেনি অথবা যারা নিজেদের ঈমান দ্বারা কোন নেক কাজ করেনি তখন তাদের ঈমান আনয়নে কোন উপকার হবে না, তুমি এসব পাপিষ্ঠকে জানিয়ে দাও– তোমরা (এরূপ আশা নিয়ে) প্রতিক্ষা করতে থাক, আমিও প্রতীক্ষা করছি। (১৫৯) নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনের মধ্যে নানা মতবাদ সৃষ্টি করে ওকে খণ্ড বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে কোন ব্যাপারে তোমার কোন সম্পর্ক নেই, তাদের বিষয়টি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পিত, পরিশেষে তিনিই তাদেরকে কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করবেন। (১৬০) কেউ কোন ভাল কাজ করলে সে তার দশ গুন প্রতিদান পাবে,

www.pathagar.com

আর কেউ পাপ ও অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু ততটুকুই প্রতিফল দেয়া হবে যতটুকু সে করেছে, আর তারা অত্যাচারিত হবে না। (১৬১) তুমি বল– নিঃসন্দেহে আমার রব আমাকে সঠিক ও নির্ভুল পথে পরিচালিত করেছেন, ওটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন এবং ইব্রাহীমের অবলম্বিত আদর্শ যা সে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিল। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (১৬২) তুমি বলে দাও– আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছু সারা জাহানের রব আল্লাহ্‌র জন্য। (১৬৩) তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম। (১৬৪) তুমি জিজ্ঞেস কর– আমি কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য রবের সন্ধান করবো? অথচ তিনিই হচ্ছেন প্রতিটি বস্তুর রব! প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে, কেউ কারও কোন বোঝা বহন করবে না, পরিশেষে তোমাদের রবের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে, অতঃপর তিনি তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করেছিলে সে বিষয়ের মূল তত্ত্ব তোমাদেরকে অবহিত করবেন। (১৬৫) আর তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, উদ্দেশ্য হল তোমাদেরকে তিনি যা কিছু দিয়েছেন, তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা। নিঃসন্দেহে তোমার রব ত্বরিত শাস্তিদাতা, আর নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান।

www.pathagar.com

৭. সূরা আল-আ'রাফ

মক্কায় অবতীর্ণ ॥ আয়াত সংখ্যা-২০৬, রুকু-২৪

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আলিফ লাম-মিম-সাদ। (২) তোমার নিকট এজন্য কুর'আন অবতীর্ণ করা হয়েছে যাতে তুমি সতর্ক করতে পার। আর মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ। (৩) তোমার রবের পক্ষ থেকে যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তুমি তা অনুসরণ কর এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্যদের বন্ধু হিসেবে অথবা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ কর না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। (৪) কত জনপদকেই না আমি ধ্বংস করেছি! আমার শাস্তি তাদের উপর রাত্রিকালে ঘুমন্ত অবস্থায় অথবা দ্বিপ্রহরে যখন তারা বিশ্রামরত ছিল তখনই আপতিত হয়েছে। (৫) আমার শাস্তি যখন তাদের কাছে এসে পড়েছিল তখন তাদের মুখে "বাস্তবিকই আমরা অত্যাচারী ছিলাম" একথা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। (৬) অতঃপর আমি (ক্বিয়ামত দিবসে) যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে এবং রাসূলদেরকেও অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করবো। (৭) তখন আমি তাদের সমস্ত বিবরণ অকপটে প্রকাশ করে দিব, যেহেতু আমি পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি, আর আমি তো কোন কালে বে-খবর ছিলাম না। (৮) আর সেদিন (ক্বিয়ামত দিবস)

www.pathagar.com

ন্যায় ও সঠিকভাবে (প্রত্যেকের 'আমল) ওজন করা হবে, সুতরাং যাদের (পুণ্যের) পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে কৃতকার্য ও সফলকাম। (৯) আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা হবে সেই সব লোক যারা নিজেদের ধ্বংস ও ক্ষতি নিজেরাই করেছে। কেননা, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে (আয়াত) প্রত্যাখ্যান করত। (১০) আর নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠে ঠাই দিয়েছি এবং আমি তোমাদের জন্য ওতে জীবিকা নির্বাহের উপকরণসমূহ সৃষ্টি করেছি, তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।

রুকু-২

(১১) আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে রূপ দান করেছি, তারপর আমি মালাইকাদেরকে (ফেরেশতাদের) নির্দেশ দিয়েছি– তোমরা আদমকে সিজদা কর। তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করল, যারা সিজদা করল সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হল না। (১২) তিনি (আল্লাহ্) তাকে (ইবলীসকে) জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি যখন তোকে আদমের নিকট সিজদা করতে আদেশ করলাম, তখন কোন বস্তু তোকে নতশির হতে নিবৃত্ত করলো? সে উত্তরে বললো ঃ আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি দ্বারা। (১৩) আল্লাহ্ বললেন ঃ এ স্থান থেকে নেমে যা, এখানে থেকে অহংকার করা যেতে পারে না; সুতরাং বের হয়ে যা, নিশ্চয়ই তুই ইতরদের অন্তর্ভুক্ত। (১৪) সে

www.pathagar.com

বললো ঃ আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন! (১৫) আল্লাহ্ বললেন ঃ তোকে অবকাশ দেয়া হলো। (১৬) (ইবলীস) বললো ঃ আপনি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন এ কারণে আমিও শপথ করে বলছি– আমি আপনার সরল পথে অবশ্যই ওঁৎ পেতে বসে থাকব। (১৭) অতঃপর আমি তাদের (বনী আদমের) সম্মুখ দিয়ে, পিছন দিয়ে, ডান দিক দিয়ে এবং বাম দিক দিয়ে তাদের কাছে আসব, আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেন না। (১৮) তিনি (আল্লাহ্) বললেন– তুই এখান থেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় বের হয়ে যা, তাদের (বনী আদমের) মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে, নিশ্চয়ই আমি তোদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। (১৯) আর হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং এখানে তোমাদের মনে যা চায় তাই খাও, কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না, তাহলে অত্যাচারীদের মধ্যে গণ্য হবে। (২০) অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান যা পরস্পরের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল তা প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল, সে বলল– তোমাদের রব এ বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন, এর কারণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, তোমরা যেন মালাইকা (ফেরেশতা) হয়ে না যাও অথবা এখানে (এ জান্নাতে) চিরন্তন জীবন লাভ করতে না পার। (২১) সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বললো– আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের অন্যতম। (২২) অতঃপর সে (শয়তান) তাদের উভয়কে বিভ্রান্ত

www.pathagar.com

করল। যখন তারা সেই নিষিদ্ধ গাছের ফলের স্বাদ গ্রহণ করল তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা বাগানের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো। তাদের রব তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন– আমি কি এ বৃক্ষ সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (২৩) তারা বললো– হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং অনুগ্রহ না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব। (২৪) তিনি (আল্লাহ্) বললেন– তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে এখান থেকে নেমে যাও, তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান রয়েছে, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তথায় জীবন ধারণের উপযোগী সামগ্রীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। (২৫) তিনি বললেন– সেই পৃথিবীতেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু সংঘটিত হবে এবং তথা হতেই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।

রুকু-৩

(২৬) হে বনী আদম! আমি তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার ও বেশভূষার জন্য তোমাদের পোশাক পরিচ্ছদের উপকরণ অবতীর্ণ করেছি। (বেশভূষার তুলনায়) আল্লাহ্-ভীতির পরিচ্ছদই সর্বোত্তম পরিচ্ছদ। এটা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম নিদর্শন, সম্ভবতঃ মানুষ এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করবে। (২৭) হে আদম সন্তান!

www.pathagar.com

শয়তান যেন তোমাদেরকে সেরূপ ফিৎনায় জড়িয়ে ফেলতে না পারে যেরূপ তোমাদের মাতা-পিতাকে (ফিৎনায় জড়িয়ে ফেলে) জান্নাত হতে বহিষ্কৃত করেছিল এবং তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্য বিবস্ত্র করেছিল। সে (শয়তান) নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে দেখতে পায় অথচ তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। নিঃসন্দেহে শয়তানকে আমি অবিশ্বাসী লোকদের বন্ধু ও অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি। (২৮) যখন তারা কোন লজ্জাকর ও অশ্লীল আচরণ করে, তখন তারা বলে– আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এসব কাজ করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্ও আমাদেরকে এটা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তুমি বল ঃ না, আল্লাহ্ কখনো অশ্লীল ও লজ্জাজনক আচরণের নির্দেশ দেন না, তোমরা কি আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন সব কথা বলছো যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই? (২৯) তুমি ঘোষণা করে দাও– আমার রব ন্যায় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন এবং (আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে,) তোমরা ছালাতের সময় তোমাদের মুখমণ্ডলকে স্থির রাখ ও তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধ মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁকেই ডাক, তোমাদেরকে প্রথমে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা তেমনিভাবে ফিরে আসবে। (৩০) আল্লাহ্ এক দলকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন এবং অপর দলের জন্য সংগত কারণেই ভ্রান্তি নির্ধারিত হয়েছে, তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে শয়তানকে অভিভাবক ও বন্ধু বানিয়েছিল এবং নিজেদেরকে সৎপথগামী মনে করত। (৩১) হে আদম সন্তান! প্রত্যেক

www.pathagar.com

ছালাতের সময় সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ গ্রহণ কর, আর খাও এবং পান কর। তবে অপব্যয় ও অমিতাচার করবে না, কেননা, আল্লাহ্ অপব্যয়কারীদের ভালবাসেন না।

রুকু-৪

(৩২) তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব শোভনীয় বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তাকে কে নিষিদ্ধ করেছে? তুমি ঘোষণা করে দাও– এ সমস্ত পার্থিব জীবনে এবং বিশেষ করে ক্বিয়ামত দিবসে ঐসব লোকের জন্য, যারা মু'মিন হবে। এমনিভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করে থাকি। (৩৩) তুমি ঘোষণা করে দাও ঃ আমার রব প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপকাজ, অন্যায় ও অসংগত বিদ্রোহ ও বিরোধিতা এবং আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করা, যার পক্ষে আল্লাহ্ কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, আর আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা, যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই; (ইত্যাদি কাজ ও বিষয়সমূহ) নিষিদ্ধ করেছেন। (৩৪) প্রত্যেক জাতির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, সুতরাং যখন সেই নির্দিষ্ট সময় সমুপস্থিত হবে তখন তা এক মুহূর্তকালও আগে কিংবা পরে হবে না। (৩৫) হে আদম সন্তান! তোমাদের মধ্য হতে যদি এমন কোন রাসূল তোমাদের নিকট আগমন করে এবং আমার বাণী ও নিদর্শন তোমাদের কাছে বিবৃত করে; তখন যারা সতর্ক হবে এবং নিজেদেরকে সংশোধন

www.pathagar.com

করে নিবে এবং সৎকাজ করবে, তাদের কোন ভয়-ভীতি থাকবে না। (৩৬) আর যারা আমার নিদর্শন ও বিধানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অহংকার করে ওটা হতে দূরে সরে থাকে তারাই হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। (৩৭) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তাঁর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; সে অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কে হতে পারে? তাদের 'আমলনামায় লিখিত নির্ধারিত অংশ তাদের নিকট পৌছবেই, পরিশেষে যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতা তাদের প্রাণ হরণের জন্য তাদের নিকট পৌছবে তখন মালাইকারা (ফেরেশতারা) জিজ্ঞেস করবে– আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা ডাকতে তারা কোথায়? তখন তারা উত্তরে বলবে– আমাদের হতে তারা উধাও হয়ে গেছে, আর নিজেরাই স্বীকারোক্তি করবে যে, তারা কাফির বা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ছিল। (৩৮) আল্লাহ্ বলেন– তোমাদের পূর্বে মানব ও জীন হতে যেসব সম্প্রদায় গত হয়েছে, তাদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর, যখন কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে, পরিশেষে যখন তাতে সকলে জমায়েত হবে, তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে– হে আমাদের রব! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে, সুতরাং আপনি এদের দ্বিগুন শাস্তি দিন! তখন আল্লাহ্ বলবেন– প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুন রয়েছে, কিন্তু তোমরা তা জ্ঞাত নও। (৩৯) অতঃপর পূর্ববর্তী

www.pathagar.com

লোকেরা পরবর্তী লোকদেরকে বলবে– আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ শাস্তি ভোগ করতে থাক।

রুকু-৫

(৪০) নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অহংকারবশতঃ তা থেকে ফিরে থাকে, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করবে না- যতক্ষণ না সূচের ছিদ্র পথে উষ্ট্র প্রবেশ করে, এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। (৪১) তাদের জন্য হবে জাহান্নামের (আগুন) শয্যা এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও হবে (আগুনের তৈরী) চাদর, এভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। (৪২) যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে এমন কোন ব্যক্তিকে আমি তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না- তারাই হবে জান্নাতবাসী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। (৪৩) আর তাদের অন্তরে যা কিছু ঈর্ষা ও বিদ্বেষ রয়েছে তা আমি দূর করে দিবো, তাদের নিম্নদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। তখন তারা বলবে ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন, আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করলে আমরা পথ পেতাম না, আমাদের রবের প্রেরিত রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন। আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে ঃ তোমরা যে (ভাল) 'আমল করতে তারই জন্য

www.pathagar.com

তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে। (৪৪) আর তখন জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে (উপহাস) করে বলবে ঃ আমাদের রব যেসব অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন, আমরা বাস্তবে তা সত্যরূপে পেয়েছি, তোমরাও কি তোমাদের রবের ওয়াদা সত্য ও বাস্তবরূপে পেয়েছো? তখন তারা বলবে ঃ হ্যাঁ, পেয়েছি। অতঃপর জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, যালিমদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। (৪৫) যারা আল্লাহ্‌র পথে চলতে (মানুষকে) বাধা দিতো এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করতো, তারা পরকালকেও অস্বীকার করতো। (৪৬) এ উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝে পার্থক্যকারী একটি পর্দা রয়েছে এবং আ'রাফে (জান্নাত ও জাহান্নামের উর্ধ্বস্থানে) কিছু লোক থাকবে, তারা প্রত্যেককে লক্ষণ ও চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে। তারা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবে– তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক; তখনো তারা জান্নাতে প্রবেশ করেনি বটে, কিন্তু তারা প্রবেশ করার আকাঙ্ক্ষা করবে। (৪৭) পরন্তু জাহান্নামীদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন তারা (আ'রাফবাসীরা) বলবে–হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেন না।

রুকু-৬

(৪৮) আ'রাফবাসীদের কয়েকজন জাহান্নামী লোককে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনতে পেরে ডাক দিয়ে বলবে ঃ তোমাদের দলবল ও পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের গর্ব, অহংকার তোমাদের কোনই

www.pathagar.com

উপকারে আসল না। (৪৯) এ জান্নাতবাসীরা কি তারা নয় যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম করে বলতে যে, এদের প্রতি আল্লাহ্ দয়া প্রদর্শন করবেন না? তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিত ও দুঃখিত হবে না। (৫০) জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে বলবে ঃ আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও আল্লাহ্ প্রদত্ত তোমাদের জীবিকা হতে কিছু প্রদান কর। তারা বলবে ঃ আল্লাহ্ এসব জিনিস কাফিরদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন। (৫১) তারা নিজেদের দ্বীনকে ক্রীড়া- কৌতুকের বস্তুতে পরিণত করেছিল এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। সুতরাং, আজকে আমি তাদেরকে তেমনিভাবে ভুলে থাকব যেমনিভাবে তারা এ দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল এবং যেমনভাবে তারা আমার নিদর্শন ও আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। (৫২) আর আমি তাদের নিকট এমন একখানা কিতাব পৌঁছিয়েছিলাম যাকে আমি স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বিস্তারিত বর্ণনা করেছিলাম এবং যা ছিল মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশ ও রহমতের প্রতীক। (৫৩) তারা কি এ অপেক্ষায়ই আছে যে, এর বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হোক? যেদিন এর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হবে সেদিন যারা এর আগমনের কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে ঃ বাস্তবিকই আমাদের রবের রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন, এমন কোন সুপারিশকারী আছে কি যারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে? অথবা

www.pathagar.com

আমাদেরকে কি পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানো যেতে পারে যাতে আমরা পূর্বের কৃতকর্মের তুলনায় ভিন্ন কিছু করতে পারি? নিঃসন্দেহে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, আর তারা যেসব মিথ্যা (মা'বুদ ও রসম রেওয়াজ) রচনা করেছিল, তাও তাদের হতে অন্তর্হিত হয়ে যাবে।

রুকু-৭

(৫৪) নিশ্চয়ই তোমাদের রব হচ্ছেন সেই আল্লাহ্ যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি স্বীয় আরশের উপর সমাসীন হন। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন– যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে; সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। জেনে রেখো, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রব আল্লাহ্ হলেন বরকতময়। (৫৫) তোমরা বিনীতভাবে ও সংগোপনে তোমাদের রবকে ডাকবে, তিনি সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না। (৫৬) দুনিয়ায় শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের পর বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কর না, আল্লাহ্কে ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে ডাক, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র রহমত সৎকর্মশীলদের অতি সন্নিকটে। (৫৭) সেই আল্লাহ্ই স্বীয় রহমতের (বৃষ্টির) আগে আগে বাতাসকে সুসংবাদ বহনকারীরূপে প্রেরণ করেন। যখন ঐ বাতাস ভারী মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে আসে, তখন আমি এ মেঘমালাকে কোন

www.pathagar.com

নির্জীব ভূ-খণ্ডের দিকে প্রেরণ করি। অতঃপর ওটা হতে বারিধারা বর্ষণ করি, তারপর সেই পানির সাহায্যে সেখানে সর্বপ্রকার ফল ফলাদি উৎপাদন করি। এভাবেই আমি মৃতকে জীবিত করে থাকি, যাতে তোমরা এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। (৫৮) আর উৎকৃষ্ট ভূমি ওর রবের নির্দেশক্রমে খুব উৎকৃষ্ট ফসল ফলায়, আর যা নিকৃষ্ট ভূমি তাতে খুব কমই ফসল ফলে থাকে। এভাবেই আমি কৃতজ্ঞতা পরায়ণদের জন্য আমার আয়াতসমূহ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করে থাকি।

রুকূ-৮

(৫৯) আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদেরকে বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা শুধু আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন উপাস্য নেই, আমি তোমাদের প্রতি এক গুরুতর দিবসের শাস্তির আশংকা করছি। (৬০) তার সম্প্রদায়ের প্রধান ও নেতারা বলল ঃ আমরা তোমাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে দেখছি। (৬১) সে বললো ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি কোন ভুল ভ্রান্তি ও গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত নই, বরং আমি সারা জাহানের রবের (প্রেরিত) একজন রাসূল। (৬২) আমি আমার রবের পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি, আর আমি তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিচ্ছি। তোমরা যা জান না আমি তা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে জেনে থাকি। (৬৩) তোমাদের মধ্য থেকে একজন লোকের মাধ্যমে তোমাদের রবের পক্ষ হতে উপদেশ বাণী আসায় কি তোমরা

www.pathagar.com

বিস্মিত হয়েছ ঃ যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক ও হুঁশিয়ার করতে পারে যেন তোমরা সাবধান হও এবং যেন আল্লাহ্ ভীতি অবলম্বন করতে পার, হয়ত তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে। (৬৪) কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, ফলে তাকে এবং তার সাথে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে (আযাব হতে) রক্ষা করলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অমান্য করেছিল, তাদেরকে ডুবিয়ে মারলাম, বস্তুতঃ নিঃসন্দেহে তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।

রুকু-৯

(৬৫) আ'দ জাতির নিকট তাদের ভাই হুদকে (নবীরূপে) পাঠিয়েছিলাম। সে বললো ঃ হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বুদ নেই, তোমরা কি সাবধান হবে না? (৬৬) তার জাতির নেতারা বলল– আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখছি এবং আমরা তো তোমাকে নিশ্চিতরূপে মিথ্যাবাদী ধারণা করি। (৬৭) সে বলল– হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই, বরং আমি হলাম সারা জাহানের রবের মনোনীত রাসূল। (৬৮) আমি আমার রবের পয়গাম তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি, আর আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী। (৬৯) তোমরা কি এতে বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদের জাতিরই একটি লোকের মাধ্যমে তোমাদের রবের পক্ষ হতে তাঁর বিধান ও উপদেশসহ তোমাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছে এসেছে? তোমরা সেই অবস্থার

www.pathagar.com

কথা স্মরণ কর যখন নূহের সম্প্রদায়ের পর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের অবয়ব অন্যদের অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছেন। তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে। (৭০) তারা বললো– তুমি কি আমাদের নিকট শুধু এ উদ্দেশ্যে এসেছো যে, আমরা যেন একমাত্র আল্লাহ্রই ইবাদত করি এবং আমাদের পূর্ব পুরুষরা যাদের পূজা করতো তাদেরকে বর্জন করি? তুমি তোমার কথা ও দাবীতে সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর। (৭১) সে বলল– তোমাদের রবের শাস্তি ও ক্রোধ তোমাদের উপর নির্ধারিত হয়ে আছে। তোমরা কি আমার সাথে এমন কতক নাম সম্বন্ধে বিতর্ক করছ যার নামকরণ করেছ তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা, আর যে বিষয়ে আল্লাহ্ কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি? সুতরাং তোমরা (শাস্তির জন্য) অপেক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। (৭২) অতঃপর আমি তাকে (হুদকে) এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম আর যারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং যারা ঈমানদার ছিল না তাদের মূলোৎপাটন করে ছাড়লাম।

রুকু-১০

(৭৩) আর আমি ছামূদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা ছালেহকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল– হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র

www.pathagar.com

ইবাদত কর, আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বুদ নেই, তোমাদের রবের পক্ষ হতে এক স্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের নিকট এসেছে, এটি আল্লাহ্র উষ্ট্রী– তোমাদের জন্য একটি নিদর্শনস্বরূপ। তোমরা একে ছেড়ে দাও– আল্লাহ্র যমীনে চরে খাবে, ওকে খারাপ উদ্দেশ্যে স্পর্শ কর না, (কেউ কোন কষ্ট দিলে) এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। (৭৪) তোমরা স্মরণ কর সেই বিষয়টি যখন তিনি আ'দ জাতির পর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, আর তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কেটে আবাস গৃহ নির্মাণ করেছ। সুতরাং, তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে দিও না। (৭৫) তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানরা তাদের মধ্যকার দুর্বল ও উৎপীড়িত মু'মিনদেরকে বললো– তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, ছালেহ্ তার রব কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে? তারা উত্তরে বললো ঃ নিশ্চয়ই যে পয়গামসহ সে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তা বিশ্বাস করি। (৭৬) দাম্ভিকরা বললো– তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা বিশ্বাস করি না। (৭৭) অতঃপর তারা সেই উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেললো এবং গর্ব ও দাম্ভিকতার সাথে তাদের রবের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করলো এবং বললো– হে ছালেহ্! তুমি সত্য রাসূল হয়ে থাকলে আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর। (৭৮) সুতরাং ভূমিকম্প তাদেরকে গ্রাস করে নিলো,

www.pathagar.com

ফলে তারা নিজেদের গৃহের মধ্যেই নতজানু হয়ে পড়ে রইল। (৭৯) ছালেহ্ একথা বলে তাদের জনপদ হতে বের হয়ে গেল– হে আমার সম্প্রদায়! আমি আমার রবের পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি, আর আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা তো হিতৈষী বন্ধুদেরকে পছন্দ কর না। (৮০) আর আমি লূতকে পাঠিয়েছিলাম। সে তার ক্বওমকে বলেছিল– তোমরা এমন অশ্লীল ও কু-কর্ম করছো যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে আর কেউই করেনি। (৮১) তোমরা স্ত্রীলোকদের বাদ দিয়ে পুরুষদের দ্বারা নিজেদের যৌন ইচ্ছা নিবারণ করে নিচ্ছো। প্রকৃতপক্ষে, তোমরা হচ্ছো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। (৮২) তার জাতির লোকদের এটা ছাড়া আর কোন জবাবই ছিল না যে, এদের তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, এরা নিজেদেরকে বড় পবিত্র রাখতে চায়। (৮৩) পরিশেষে, আমি তাকে এবং তার পরিবারের লোকদেরকে, তার স্ত্রী ছাড়া, শাস্তি হতে রক্ষা করেছিলাম, তার স্ত্রী তাদের সাথে পিছনেই রয়ে গিয়েছিল। (৮৪) অতঃপর আমি তাদের উপর মুষলধারে বারিপাত ঘটালাম, অতঃপর লক্ষ্য কর, অপরাধী লোকদের পরিণাম কি হয়েছিল।

রুকু-১১

(৮৫) আর আমি মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদেরই ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলল– হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বুদ নেই।

www.pathagar.com

তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল এসে গেছে। সুতরাং তোমরা ওজন ও পরিমাণ পূর্ণ মাত্রায় দিবে, মানুষকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। আর দুনিয়ায় শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের পর ঝগড়া ফাসাদ ও বিপর্যয় ঘটাবে না, তোমরা বাস্তবিক পক্ষে ঈমানদার হলে এ পথই হল তোমাদের জন্য কল্যাণকর। (৮৬) আর (জীবনের) প্রতিটি পথে এমনিভাবে দস্যি হয়ে যেয়ো না যে, ঈমানদার লোকদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহ্‌র পথ হতে বিরত রাখতে থাকবে এবং সহজ সরল পথকে বক্র করায় ব্যস্ত থাকবে। ঐ অবস্থানটির কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় স্বল্প ছিলে, অতঃপর তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের সংখ্যা বেশী করে দিলেন, আর এ জগতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কি হয়েছে, তা জ্ঞানচক্ষু খুলে লক্ষ্য কর। (৮৭) আমার নিকট যা (আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে) প্রেরিত হয়েছে তা যদি তোমাদের কোন দল বিশ্বাস করে এবং কোন দল অবিশ্বাস করে তাহলে ধৈর্য ধারণ কর যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেন। তিনিই হলেন উত্তম ফয়সালাকারী।

www.pathagar.com

পারা-৯

(৮৮) আর তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক ও অহংকারী প্রধানরা বলেছিল ঃ হে শু'আইব! আমরা অবশ্যই তোমাকে ও তোমার সঙ্গী সাথী মু'মিনদেরকে আমাদের জনপদ হতে বহিষ্কার করবো অথবা তোমরা আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসবে। সে বলল ঃ আমরা যদি তাতে রাযী না হই? (৮৯) তোমাদের ধর্মাদর্শ হতে আল্লাহ্ আমাদেরকে মুক্তি দেয়ার পর আমরা যদি তাতে আবার ফিরে যাই তাহলে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হবো। আমাদের রব আল্লাহ্ না চাইলে ওতে আবার ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। প্রতিটি বস্তুই আমাদের রবের জ্ঞানায়ত্ত, আমরা আল্লাহ্রই উপরই নির্ভর করছি। হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দিন, আপনিই তো সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। (৯০) আর তাদের সম্প্রদায়ের কাফির সর্দাররা বললো ঃ তোমরা যদি শু'আইবকে অনুসরণ করো তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৯১) অতঃপর ভূ-কম্পন তাদেরকে গ্রাস করলো, ফলে তারা নিজেদের গৃহেই উপুড় হয়ে পড়ে রইলো। (৯২) অবস্থা দেখে মনে হলো– যারা শু'আইবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, তারা যেন কখনো সেখানে বসবাস করেনি, শু'আইবকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী লোকেরাই শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। (৯৩) সে তাদের নিকট হতে একথা বলে বেরিয়ে আসল ঃ হে আমার

www.pathagar.com

জাতি! আমি আমার রবের পয়গাম তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি এবং সৎ উপদেশ প্রদান করেছি। সুতরাং আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য কি করে আক্ষেপ করতে পারি?

রুকু-১২

(৯৪) আমি কোন জনপদে নবী রাসূল পাঠালে, ওর অধিবাসীদেরকে দুঃখ- দারিদ্র্য ও রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত করে থাকি, উদ্দেশ্য হল– তারা যেন নম্র ও বিনয়ী হয়। (৯৫) অতঃপর আমি তাদের দূরবস্থাকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছি। অবশেষে তারা খুব প্রাচুর্যের অধিকারী হয়, আর তারা (অকৃতজ্ঞ স্বরে) বলে ঃ আমাদের পূর্ব পুরুষরাও এভাবে দুঃখ ভোগ করেছে। অতঃপর অকস্মাৎ আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, কিন্তু তারা কিছুই বুঝতে পারল না। (৯৬) জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং আল্লাহ্‌ভীতি অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দ্বারসমূহ খুলে দিতাম, কিন্তু তারা নবী রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। (৯৭) রাত্রিকালে যখন তারা ঘুমন্ত থাকে তখন আমার শাস্তি এসে তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে, এটা হতে কি জনপদের অধিবাসীরা নির্ভয় হয়ে পড়েছে? (৯৮) অথবা জনপদের লোকেরা কি এ ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাদের উপর তখন আপতিত হবে যখন তারা পূর্বাহ্নে আমোদ প্রমোদে রত থাকবে?

www.pathagar.com

(৯৯) তারা কি আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে? সর্বনাশগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে কেউই নিঃশঙ্ক হতে পারে না।

রুকু-১৩

(১০০) কোন এলাকার অধিবাসী ধ্বংস হওয়ার পর সেই এলাকার যারা উত্তরাধিকারী হয়, তাদের কাছে কি এটা প্রতীয়মান হয়নি যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি আর তাদের অন্তঃকরণের উপর মোহর এঁটে দিতে পারি যাতে তারা কিছুই শুনতে না পারে। (১০১) ঐ জনপদগুলোর কিছু ঘটনা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি, তাদের কাছে রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ এসেছিল, কিন্তু পূর্বে তারা যা প্রত্যাখ্যান করেছিল তার প্রতি তারা ঈমান আনার ছিল না, এভাবেই আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের অন্তঃকরণের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন। (১০২) আমি তাদের অধিকাংশকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারীরূপে পাইনি, তবে তাদের অধিকাংশকে পাপাচারীরূপে পেয়েছি। (১০৩) অতঃপর আমি মূসাকে আমার আয়াত ও নিদর্শনসহ ফিরাউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট পাঠালাম, কিন্তু তারা যুল্‌ম করল। সুতরাং, এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা তুমি লক্ষ্য কর। (১০৪) মূসা বলল ঃ হে ফিরাউন! আমি বিশ্ব রবের একজন রাসূল। (১০৫) আমি আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া আর কিছু বলবো না, আমি তোমাদের রবের

www.pathagar.com

পক্ষ হতে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি। সুতরাং, বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে যেতে দাও। (১০৬) ফিরাউন বললো ঃ তুমি যদি বাস্তবিকই স্পষ্ট দলীল ও কোন নিদর্শন এনে থাক তাহলে উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (১০৭) তখন মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলো এবং সহসাই ওটা এক জীবিত অজগরে পরিণত হলো। (১০৮) আর সে তার হাত বের করলো, তৎক্ষণাৎই ওটা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র ও উজ্জ্বল আলোকময় প্রতিভাত হলো।

রুকু-১৪

(১০৯) ফিরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বললো ঃ নিঃসন্দেহে এ ব্যক্তি বড় সুদক্ষ যাদুকর। (১১০) সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায়, এখন তোমাদের পরামর্শ কি? (১১১) তারা বললো ঃ তাকে এবং তার ভাইকে (হারুন) কিছু দিনের জন্য অবকাশ দাও, আর শহরে শহরে সংগ্রাহক পাঠিয়ে দাও– (১১২) যেন তারা তোমার (ফিরাউন) নিকট প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে উপস্থিত করে। (১১৩) যাদুকররা ফিরাউনের কাছে এসে বলল ঃ আমরা যদি বিজয় লাভ করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো? (১১৪) সে বললো ঃ হ্যাঁ, তোমরাই হবে আমার দরবারের নিকটতম ব্যক্তি। (১১৫) অতঃপর যাদুকররা বললো ঃ হে মূসা! তুমি কি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করবে, না আমরাই (প্রথমে) নিক্ষেপ করব? (১১৬) (মূসা) বললো ঃ তোমরাই নিক্ষেপ কর। সুতরাং, যখন তারা নিক্ষেপ করলো

www.pathagar.com

তখন লোকের চক্ষে ধাঁধার সৃষ্টি করলো এবং তাদেরকে ভীত ও আতংকিত করল, তারা এক বড় রকমের যাদু দেখালো। (১১৭) আমি মূসার নিকট এ প্রত্যাদেশ পাঠালাম– তুমি তোমার লাঠিখানা নিক্ষেপ কর। মূসা তা নিক্ষেপ করলে ওটা (এক বিরাট অজগর হয়ে) সহসা ওদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগলো। (১১৮) পরিশেষে যা হক্ব ছিল তা সত্য প্রমাণিত হল, আর তারা যা কিছু করেছিল তা বাতিল প্রতিপন্ন হলো। (১১৯) আর ফিরাউন ও তার দলবলের লোকেরা মোকাবিলার ময়দানে পরাজিত হল এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে গেল। (১২০) যাদুকররা তখন সিজদাবনত হল। (১২১) তারা বলল ঃ আমরা বিশ্ব রবের প্রতি ঈমান আনলাম। (১২২) মূসা ও হারূনের রবের প্রতি। (১২৩) ফিরাউন বলল ঃ আমি অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার উপর ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই তোমরা এক চক্রান্ত পাকিয়েছ শহরবাসীদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু সত্বরই তোমরা এর পরিণাম জ্ঞাত হবে। (১২৪) অবশ্যই আমি তোমাদের বিপরীত হস্ত-পদ কর্তন করবো, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শূলে চড়াবো। (১২৫) তারা (যাদুকররা) বললো ঃ নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের নিকট ফিরে যাবো। (১২৬) তুমি আমাদের মধ্যে এছাড়া কোনই দোষ পাচ্ছ না যে, আমাদের কাছে যখন আমাদের রবের নিদর্শনাবলী এসে গেল তখন আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিমরূপে আমাদের মৃত্যু দান করুন!

www.pathagar.com

রুকু-১৫

(১২৭) ফিরাউন সম্প্রদায়ের সর্দাররা তাকে বলল ঃ তুমি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য মুক্ত ছেড়ে দিবে এবং তোমাকে ও তোমার দেবতাদেরকে বর্জন করে চলার সুযোগ দিবে? সে বলল ঃ আমি তাদের সন্তানদের হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব, তাদের উপর আমাদের শক্তি ও ক্ষমতা প্রবল ও সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। (১২৮) মূসা তার সম্প্রদায়কে বললো ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর। এ পৃথিবীর সার্বভৌম মালিক আল্লাহ্ তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করে থাকেন, শুভ পরিণাম ও শেষ সাফল্য লাভ হয় আল্লাহ্ ভীরু বান্দাদের জন্য। (১২৯) তারা বললো ঃ আপনি আমাদের নিকট (নবীরূপে) আগমনের পূর্বে-ও আমরা (ফিরাউন কর্তৃক) নির্যাতিত হয়েছি এবং আপনার আগমনের পরও নির্যাতিত হচ্ছি। সে (মূসা) বললোঃ শীঘ্রই তোমাদের রব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে তাদের রাজ্যে স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তোমরা কিরূপ কাজ কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন।

রুকু-১৬

১৩০. আমি ফিরাউনের অনুসারীদেরকে বছরের পর বছর দুর্ভিক্ষ, অজন্মা ও ফসল হানির মধ্যে বিপন্ন রেখেছিলাম, যাতে তারা ঈমান

www.pathagar.com

আনে। (১৩১) যখন তাদের সুখ শান্তি ও কল্যাণ হতো তখন তারা বলতো ঃ এটা আমাদের প্রাপ্য, আর যদি তাদের দুঃখ দৈন্য ও বিপদ আপদ হত তখন তারা ওটাকে মূসা ও তার সঙ্গী সাথীদের মন্দ ভাগ্যের কারণরূপে নিরূপণ করতো। তোমরা জেনে রেখো, তাদের অকল্যাণ আল্লাহ্‌রই নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু তাদের অধিকাংশ সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না। (১৩২) তারা বলল ঃ আমাদেরকে যাদু করার জন্য যে কোন নিদর্শনই পেশ কর না কেন আমরা তাতে ঈমান আনব না। (১৩৩) অতঃপর আমি তাদের উপর প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত ধারার শাস্তি পাঠিয়ে ক্লিষ্ট করি, এগুলো ছিল আমার সুস্পষ্ট নিদর্শন, কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত দাম্ভিকতা ও অহংকারেই মেতে রইল, তারা ছিল একটি অপরাধী জাতি। (১৩৪) তাদের উপর কোন বালা মুছীবত ও বিপদ-আপদ আপতিত হলে তারা বলতো ঃ হে মূসা! আমাদের পক্ষ থেকে তোমার রবের নিকট দু'আ কর। তার সাথে তোমার যে অঙ্গীকার রয়েছে তদনুযায়ী যদি আমাদের উপর থেকে প্লেগ দূর করে দিতে পার তাহলে আমরা তোমার নিকট ঈমান আনবো এবং তোমার সাথে বনী ইসরাঈলদেরকে পাঠিয়ে দিব। (১৩৫) কিন্তু যখনই আমি তাদের উপর হতে প্লেগের শাস্তির সেই সময়টি অপসারিত করতাম যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তখনই আবার তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত। (১৩৬) সুতরাং আমি তাদের হতে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদেরকে অতল সমুদ্রে ডুবিয়ে মারলাম, কেননা তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আর এ

www.pathagar.com

ব্যাপারে তারা ছিল সম্পূর্ণ গাফিল বা উদাসীন। (১৩৭) যে জাতিকে দুর্বল ও দীনহীন ভাবা হত আমি তাদেরকে আমার কল্যাণ প্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানাই আর বনী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে তোমার রবের শুভ ও কল্যাণময় বাণী (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ হল যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কীর্তিকলাপ ও উচ্চ প্রাসাদসমূহকে আমি ধ্বংস-স্তূপে পরিণত করেছি। (১৩৮) আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম, অতঃপর তারা মূর্তি পূজা রত এক জাতির সংস্পর্শে এল। তারা বললো ঃ হে মূসা! তাদের যেরূপ মা'বুদ রয়েছে আমাদের জন্যও ঐরূপ মা'বুদ বানিয়ে দাও। সে বললো ঃ তোমরা একটি মূর্খ সম্প্রদায়। (১৩৯) এই সব লোক যে কাজে লিপ্ত রয়েছে, তাতো ধ্বংস করা হবে আর তারা যা করছে তা অমূলক ও বাতিল বিষয়। (১৪০) সে বলল ঃ আমি কি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমাদের জন্য মা'বুদের সন্ধান করবো? অথচ তিনিই হলেন একমাত্র আল্লাহ্ যিনি তোমাদেরকে বিশ্ব জগতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন! (১৪১) স্মরণ কর সেই সময়টির কথা, যখন আমি তোমাদেরকে ফিরাউনের অনুসারীদের দাসত্ব হতে মুক্তি দিয়েছি, যারা তোমাদেরকে অতিশয় মর্মান্তিক কষ্টদায়ক ও ন্যাক্কারজনক শাস্তি দিতো, তোমাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। এটা ছিল তোমাদের জন্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক বিরাট পরীক্ষা।

www.pathagar.com

রুকু-১৭

(১৪২) আমি মূসাকে ওয়াদা দিয়েছিলাম ত্রিশ রাত্রের জন্য এবং আরো দশ দ্বারা ওটা পূর্ণ করেছিলাম। এভাবে তার রবের নির্ধারিত সময়টি চল্লিশ রাত্রি দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে। মূসা তার ভাই হারূনকে বলেছিলঃ আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে এবং তাদেরকে সংশোধন করার কাজ করতে থাকবে এবং বিপর্যয় ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবে না। (১৪৩) মূসা যখন নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হলো, তখন তার রব তার সাথে কথা বললেন, সে তখন নিবেদন করলো- হে আমার রব! আপনি আমাকে দর্শন দান করুন। আল্লাহ্ বললেন ঃ তুমি আমাকে আদৌ দেখতে পারবে না তবে তুমি ঐ পাহাড়ের দিকে তাকাও, যদি ঐ পাহাড় স্বস্থানে স্থির থাকে তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পারবে। অতঃপর তার রব যখন পাহাড়ে জ্যোতিষ্মান হলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো, আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল। যখন তার চেতনা ফিরে আসলো, তখন সে বললো ঃ আপনি মহিমাময়, আপনার পবিত্র সত্তার কাছে আমি তওবা ঃ করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম ঈমান আনলাম। (১৪৪) আল্লাহ্ বলেন ঃ হে মূসা! আমি তোমাকেই আমার রিসালাত ও আমার সাথে বাক্যালাপের জন্য লোকদের মধ্য হতে মনোনীত করেছি। অতএব, আমি তোমাকে যা কিছু দিই তা তুমি গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত

www.pathagar.com

হও। (১৪৫) অতঃপর আমি মূসাকে ফলকের উপর সর্ববিষয়ের উপদেশ এবং সর্ব বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি, (অতঃপর তাকে বললাম) এ হিদায়াতকে দৃঢ় হস্তে শক্তভাবে গ্রহণ কর এবং তোমার সম্প্রদায়কে এর সুন্দর বিধানগুলো মেনে চলতে আদেশ কর। আমি ফাসেক বা সত্যত্যাগীদের আবাসস্থান শীঘ্রই তোমাদেরকে প্রদর্শন করাব। (১৪৬) পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ হতে ফিরিয়ে রাখব, প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখার পরেও তারা তাতে ঈমান আনবে না। তারা যদি সৎপথ দেখতে পায় তবুও তা সৎপথ বলে গ্রহণ করবে না। কিন্তু তারা ভ্রান্ত ও গুমরাহীর পথ দেখলে তাকেই তারা গ্রহণ করবে এর কারণ হলো– তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তারা তা থেকে সম্পূর্ণরূপে অমনোযোগী ছিল। (১৪৭) যারা আমার নিদর্শনসমূহ ও আখিরাতের সাক্ষাৎ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের সমুদয় 'আমল বিনষ্ট হয়ে যায়, তারা যা করে থাকে তদনুযায়ী তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে।

রুকু-১৮

(১৪৮) আর মূসার চলে যাওয়ার পর অলংকার দ্বারা একটি বাছুরের (মত) পুতুল তৈরী করল, ওটা হতে গরুর মত শব্দ বের হত, তারা কি দেখেনি যে, ওটা তাদের সাথে কথা বলে না এবং তাদেরকে কোন পথও দেখিয়ে দেয় না? তবুও তারা ওটাকে মা'বুদরূপে গ্রহণ করলো,

www.pathagar.com

বস্তুতঃ তারা ছিল বড় অত্যাচারী। (১৪৯) আর যখন তারা লজ্জিত হলো এবং দেখল যে, (প্রকৃত পক্ষে) তারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তখন তারা বলল ঃ আমাদের প্রভু যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তাহলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। (১৫০) মূসা রাগান্বিত বিক্ষুব্ধ অবস্থায় নিজ জাতির নিকট ফিরে এসে বলল ঃ আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ, তোমরা প্রভুর নির্দেশের পূর্বেই কেন তাড়াহুড়া করতে গেলে? অতঃপর সে ফলকগুলো ফেলে দিল এবং স্বীয় ভ্রাতার মস্তক (চুল) ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলো। সে (হারূন) বলল ঃ হে আমার মাতার পুত্র! এ লোকগুলো আমাকে পরাভূত করে ফেলেছিল এবং আমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। অতএব তুমি আমাকে শত্রু সমক্ষে হাস্যস্পদ কর না আর এ যালিম লোকদের মধ্যে আমাকে গণ্য কর না। (১৫১) তখন মূসা বললো ঃ হে আমার রব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করুন! আর আমাদেরকে আপনার রহমতের মধ্যে দাখিল করুন! আপনি সবচেয়ে দয়াবান।

রুকু-১৯

(১৫২) যারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে, অবশ্যই তারা এ পার্থিব জীবনে তাদের রবের গযব ও লাঞ্ছনায় নিপতিত হবে, মিথ্যা রচনাকারীদেরকে আমি এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি। (১৫৩) যারা খারাপ কাজ করে, এরপর তাওবা করে ও ঈমান আনে, তোমার

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (১৫৪) মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হল তখন সে প্রস্তর ফলকগুলো তুলে নিল, তাতে লেখা ছিল ঃ যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। (১৫৫) মূসা তার সম্প্রদায় হতে সত্তর জন নেতৃস্থানীয় লোক আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য নির্বাচন করে নিল, যখন ঐ লোকগুলো একটি কঠিন ভূ-কম্পনে আক্রান্ত হল তখন মূসা বললো ঃ হে আমার রব! আপনি ইচ্ছা করলে এর পূর্বে-ও ওদেরকে এবং আমাকে ধ্বংস করতে পারতেন, আমাদের মধ্যকার কতক নির্বোধ লোকের অন্যায়ের কারণে কি আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন? এটাতো আপনার পরীক্ষা, আপনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন, আপনিই তো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, ক্ষমাশীলদের মধ্যে আপনিই তো উত্তম ক্ষমাশীল। (১৫৬) অতএব আমাদের জন্য এ দুনিয়ায় ও পরকালে কল্যাণ নির্ধারিত করে দিন, আমরা আপনার নিকটই প্রত্যাবর্তন করেছি। তিনি (আল্লাহ্) বললেন ঃ যাকে ইচ্ছা আমি আমার শাস্তি দিয়ে থাকি আর আমার করুণা ও দয়া প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে, সুতরাং কল্যাণ আমি তাদের জন্যই অবধারিত করবো যারা পাপাচার হতে বিরত থাকে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করে। (১৫৭) যারা সেই নিরক্ষর

www.pathagar.com

রাসূল নবীর অনুসরণ করে চলে, যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পায়, যে মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে, আর সে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করে দেয় এবং অপবিত্র ও খারাপ বস্তুকে তাদের প্রতি অবৈধ করে, আর তাদের উপর চাপানো বোঝা ও বন্ধন হতে তাদেরকে মুক্ত করে। সুতরাং তার প্রতি যারা ঈমান রাখে, তাকে সম্মান করে এবং সাহায্য করে ও সহানুভূতি প্রকাশ করে, আর সেই আলোকের অনুসরণ করে চলে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারাই (ইহকাল) ও পরকালে) সাফল্য লাভ করবে।

রুকু-২০

(১৫৮) বল ঃ হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহ্‌র রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভূ-মণ্ডলের সার্বভৌম একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর সেই বার্তাবাহক নিরক্ষর নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন কর। যে আল্লাহ্ ও তাঁর কালামে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে, তোমরা তারই অনুসরণ কর। আশা করা যায় তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে। (১৫৯) মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছে যারা সঠিক ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে এবং ন্যায় বিচার করে। (১৬০) আমি বনী ইসরাঈলকে বারটি গোত্রে বিভক্ত করেছি। মূসার

www.pathagar.com

সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন তার কাছে পানির দাবী জানাল, তখন আমি মূসার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালাম– তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর, ফলে ওটা হতে দ্বাদশ প্রস্রবণ উৎসারিত হলো, প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান জেনে নিল। আর আমি তাদের উপর মেঘ দ্বারা ছায়া বিস্তার করলাম এবং তাদের জন্য আকাশ হতে 'মান্না' ও 'সালওয়া' খাদ্যরূপী নি'আমত অবতীর্ণ করলাম। সুতরাং (আমি বললাম) তোমাদেরকে যা কিছু পবিত্র জীবিকা দান করা হয়েছে তা আহার কর। (কিন্তু ওরা আমার শর্ত উপেক্ষা করে যুল্ম করলো তারা আমার উপর কোন্ যুল্ম করেনি, বরং তারা নিজেদের উপরই যুল্ম করেছে। (১৬১) যখন আমি তাদেরকে বলেছিলাম– এ জনপদে (বায়তুল মুকাদ্দাস ও তৎসংশ্লিষ্ট) বসবাস কর এবং যথা ইচ্ছা আহার কর, আর তোমরা বল ঃ (হে রব!) ক্ষমা চাই, আর দ্বারদেশ দিয়ে নত শিরে প্রবেশ কর; আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবো এবং সৎকর্মশীল লোকদের জন্য আমার দান বৃদ্ধি করবো। (১৬২) কিন্তু তাদের মধ্যে যারা যালিম ও সীমালঙ্ঘনকারী ছিল, তারা সে কথা পরিবর্তন করে ফেললো যা তাদেরকে বলতে বলা হয়েছিল, সুতরাং তাদের সীমা লঙ্ঘনের কারণে আমি আসমান হতে তাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করলাম।

রুকু-২১

(১৬৩) আর তাদেরকে সেই জনপদের অবস্থাও জিজ্ঞেস কর যা সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ছিল। যখন তারা শনিবারের আদেশ লঙ্ঘন

www.pathagar.com

করেছিল, শনিবার উদযাপনের দিন মাছ পানিতে ভেসে তাদের নিকট আসত, কিন্তু যেদিন তারা শনিবার উদযাপন করত না, সেদিন এগুলো তাদের কাছে আসত না, এভাবে আমি তাদের নাফরমানির কারণে তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম। (১৬৪) যখন তাদের একদল লোক অপর দলের নিকট বলেছিল– ঐ জাতিকে তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছ যাদেরকে আল্লাহ্ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন শাস্তি দিবেন? তারা উত্তরে বলল– তোমাদের রবের নিকট দোষ-মুক্তির জন্য এবং এ আশা করছি যে, হয়তো তারা তাঁকে ভয় করবে। (১৬৫) তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয় তা যখন তারা বিস্মৃত হয় তখন যারা অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতো তাদেরকে আমি উদ্ধার করি, আর যালিমদেরকে তাদের অসৎ কর্মের কারণে কঠোর শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম। (১৬৬) অতঃপর যখন তারা বেপরোয়াভাবে নিষিদ্ধ কাজগুলো করতে থাকলো, তখন আমি বললাম ঃ তোমরা ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। (১৬৭) তোমার রব ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাদের (ইয়াহুদীদের) উপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত এমন সব লোককে শক্তিশালী করে প্রেরণ করতে থাকবেন, যারা তাদের কঠিনতর শাস্তি দিতে থাকবে। নিঃসন্দেহে তোমার রব শাস্তি দানে ক্ষিপ্র হস্ত, আর নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল। (১৬৮) আমি তাদেরকে বিভিন্ন দলে দুনিয়ায় বিস্তৃত করেছি, তাদের কতক লোক সদাচারী, আর কিছু লোক ভিন্নতর, আর আমি ভাল ও মন্দের মধ্যে নিপতিত করে তাদেরকে

www.pathagar.com

পরীক্ষা করে থাকি যাতে তারা আমার পথে ফিরে আসে। (১৬৯) অতঃপর তাদের অযোগ্য উত্তরসূরীরা একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং তারা কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হয়ে এ নিকৃষ্ট দুনিয়ার স্বার্থাবলী করায়ত্ব করে আর বলে– আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে। বস্তুতঃ ওর অনুরূপ সামগ্রী আবার তাদের নিকট এলে ওটাও তারা গ্রহণ করে। তাদের নিকট হতে কি কিতাবের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়নি যে, আল্লাহ্‌র নামে সত্য ছাড়া কিছুই বলবে না, আর কিতাবে যা রয়েছে তা তো তারা অধ্যয়নও করে, মুত্তাক্বী ও আল্লাহ্ ভীরু লোকদের জন্য পরকালের সামগ্রী, তোমরা কি এতটুকু কথাও অনুধাবন করতে পার না? (১৭০) যারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং ছালাত কায়েম করে; আমি তো সৎকর্মশীলদের কর্মফল নষ্ট করি না। (১৭১) যখন আমি বনী ইসরাঈলের উপর পাহাড়কে স্থাপন করি, ওটা ছিল কোন একটি ছায়ার ন্যায়, তারা তখন মনে করেছিল যে, ওটা তাদের উপর পড়ে যাবে, তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে শক্ত হাতে ধারণ কর এবং ওতে যা রয়েছে তা স্মরণ রেখ, আশা করা যায় যে, তোমরা তাক্বওয়ার অধিকারী হবে।

রুকু-২২

(১৭২) যখন তোমার রব বনী আদমের পৃষ্ঠ দেশ হতে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন-আমি কি তোমাদের রব (প্রভু) নই? তারা

www.pathagar.com

সমস্বরে উত্তর করলো– "হ্যা! আমরা সাক্ষী থাকলাম; (এটা এজন্য যে) যাতে তোমরা ক্বিয়ামত দিবসে বলতে না পার– "আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম।" (১৭৩) অথবা তোমরা যেন ক্বিয়ামত দিবসে একথা বলতে না পার-আমাদের পূর্ব পুরুষরাই তো আমাদের পূর্বে শির্ক করেছিল, আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর, সুতরাং আপনি কি আমাদের সেই ভ্রান্ত ও বাতিলদের কৃতকর্মের দরুন ধ্বংস করবেন। (১৭৪) এভাবেই আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করে থাকি, যাতে তারা ফিরে আসে। (১৭৫) তুমি এদেরকে সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত শুনিয়ে দাও, যাকে আমি নিদর্শন দান করেছিলাম, কিন্তু সে তা বর্জন করে। ফলে শয়তান তার পেছনে লেগে যায়, আর সে পথভ্রষ্টদের মধ্যে শামিল হয়ে যায়। (১৭৬) আর আমি ইচ্ছা করলে তাকে এ আয়াতসমূহের সাহায্যে উন্নত করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে এবং স্বীয় কামনা বাসনার অনুসরণ করতে থাকে। তার উদাহরণ একটি কুকুরের ন্যায়, ওকে যদি তুমি কষ্ট দাও তাহলে জিহবা বের করে হাঁপায় আবার কষ্ট না দিলেও জিহবা বের করে হাঁপাতে থাকে। এ উদাহরণ হল সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তুমি কাহিনী বর্ণনা করে শোনাতে থাক, হয়তো তারা এটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে। (১৭৭) কতই না মন্দ উদাহরণ সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করতে থাকে। (১৭৮) আল্লাহ্

www.pathagar.com

যাকে পথ দেখান সেই পথ পায়, আর যাকে তিনি পথ প্রদর্শন হতে বঞ্চিত করেন সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (১৭৯) আমি বহু জীন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় রয়েছে কিন্তু তারা তা দ্বারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু রয়েছে, কিন্তু তারা তা দ্বারা দেখে না। তাদের কর্ণ রয়েছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা শোনে না। তারাই হল পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। তারাই হল গাফিল বা অমনোযোগী। (১৮০) আর আল্লাহ্‌র জন্য সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে, আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে, সত্বরই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে। (১৮১) আর আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে যারা সত্য পথের দাওয়াত দেয় এবং অনুরূপ ন্যায় বিচার করে।

রুকু-২৩

(১৮২) যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আমি তাদের অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবো। (১৮৩) আমি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আমার কৌশল অতি শক্ত। (১৮৪) তারা কি এটা চিন্তা করে না যে, তাদের সঙ্গী পাগল নয়? সে নিছক একজন সুস্পষ্ট ভীতি প্রদর্শনকারী! (১৮৫) তারা কি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন গভীর চিন্তা করে না? এবং তাদের জীবনের নির্দিষ্ট মেয়াদটি পূর্ণ হওয়ার সময়টি

www.pathagar.com

হয়তো বা নিকটে এসে পড়েছে, তারা কি এটাও চিন্তা করে না? এরপর তারা আর কোন কথায় ঈমান আনবে? (১৮৬) যাদেরকে আল্লাহ্ বিপথগামী করেন, তাদের কোন পথ প্রদর্শক নেই, আর আল্লাহ্ তাদেরকে তাদেরই বিভ্রান্তির মধ্যে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেন। (১৮৭) তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে ক্বিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? তুমি বলে দাও ঃ এ বিষয়ে আমার রবই একমাত্র জ্ঞানের অধিকারী, শুধু তিনিই ওটা ওর নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করবেন, তা হবে আকাশরাজ্য ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা। তোমাদের উপর ওটা আকস্মিকভাবেই আসবে। তুমি যেন এ বিষয় সবিশেষ অবগত, এটা ভেবে তারা তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বলে দাও- এ সম্পর্কে জ্ঞান একমাত্র আমার রবেরই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ কথা বুঝে না। (১৮৮) তুমি বলো ঃ আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দ বিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্য তত্ত্ব ও খবর জানতাম তাহলে আমি রবের কল্যাণ লাভ করতে পারতাম, আর কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না, আমি তো শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য একজন ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতা।

রুকু-২৪

(১৮৯) তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই ব্যক্তি হতেই তাঁর সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যেন সে

www.pathagar.com

তার নিকট থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। অতঃপর যখন সে তার সাথে মিলনে প্রবৃত্ত হয় তখন সেই মহিলাটি এক গোপন ও লঘু গর্ভধারণ করে, আর ওটা নিয়ে চলাফেরা করতে থাকে। যখন তার গর্ভ গুরুভার হয় তখন তারা উভয়েই তাদের রবের কাছে প্রার্থনা করে– যদি আপনি আমাদেরকে সৎ সন্তান দান করেন তাহলে আমরা আপনার কৃতজ্ঞ বান্দা হব। (১৯০) অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে সৎ ও সুস্থ সন্তান দান করেন তখন তারা আল্লাহ্‌র দেয়া এই দানে অংশী স্থাপন করে, কিন্তু তারা যাকে অংশী করে আল্লাহ্ তার অনেক উর্ধ্বে। (১৯১) তারা কি এমন বস্তুকে (আল্লাহ্‌র সাথে) অংশী করে থাকে যারা কোন বস্তুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই (আল্লাহ্‌র দ্বারা) সৃষ্ট? (১৯২) তারা যেমন তাদের কোন সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না, তেমনি নিজেরাও কোন সাহায্য করতে পারে না। (১৯৩) তোমরা যদি ওদেরকে সৎপথে ডাকো তাহলে তারা তোমাদের অনুসরণ করবে না, তাদেরকে ডাকা অথবা চুপ করে থাকা উভয়ই তোমাদের পক্ষে সমান। (১৯৪) আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা যাদেরকেই ডাক, তারা তো তোমাদেরই ন্যায় বান্দা, সুতরাং যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তাদেরকে উপাস্য হিসেবে ডাকতে থাক, দেখ তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় কি না। (১৯৫) তাদের কি পা আছে যা দ্বারা চলছে? তাদের কি হাত আছে যা দ্বারা কোন কিছু ধরে থাকে অথবা চক্ষু আছে যা দ্বারা দেখতে পায়? তাদের কি কর্ণ আছে যা দ্বারা শুনে থাকে? তুমি বল ঃ

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র সাথে তোমরা যাদেরকে অংশী করছ, তাদেরকে ডাক, তারপর (সকলে একত্রিত হয়ে) আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাক, আমাকে আদৌ কোন অবকাশ দিও না। (১৯৬) আমার অভিভাবক হলেন সেই আল্লাহ্ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, আর তিনিই সৎকর্মশীলদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন। (১৯৭) আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তোমাদের সাহায্য করার কোন ক্ষমতা রাখে না এবং নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না। (১৯৮) যদি তুমি তাদেরকে (মূর্তি) হিদায়াতের পথে ডাক তাহলে সে ডাক তারা শুনবে না। আর তুমি দেখবে যে, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, আসলে তারা কিছুই দেখছে না। (১৯৯) তুমি বিনয় ও ক্ষমাপরায়ণতার নীতি গ্রহণ কর এবং লোকদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। (২০০) শয়তানের কু-মন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (২০১) যারা আল্লাহ্ ভীরু, শয়তান যখন তাদেরকে কু-মন্ত্রণা দেয়, সাথে সাথে তারা আত্মসচেতন হয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং তাদের জ্ঞান চক্ষু ফিরে পায়। (২০২) শয়তান যাদের অনুগত সাথী, তারা আরও বিভ্রান্তি ও গুমরাহীর মধ্যে প্রবেশ করে, এ ব্যাপারে তারা আদৌ কোন ত্রুটি করে না। (২০৩) তুমি যখন কোন নিদর্শন ও মু'জিযা তাদের কাছে পেশ কর না, তখন তারা বলে– আপনি এসব মু'জিযা কেন পেশ করেন না?

www.pathagar.com

তুমি বল ঃ আমার রবের নিকট থেকে আমার কাছে যা কিছু প্রত্যাদেশ পাঠানো হয়, আমি শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করি। এ কুর'আন তোমার রবের নিকট থেকে বিশেষ নিদর্শন, আর এটা ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও অনুগ্রহ বিশেষ। (২০৪) যখন কুর'আন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নীরব নিশ্চুপ হয়ে থাকবে, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে। (২০৫) তোমার রবকে মনে মনে সবিনয় ও সশংক চিত্তে অনুচ্চ স্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে, আর (হে নবী!) তুমি এ ব্যাপারে গাফিল ও উদাসীন হয়ো না। (২০৬) যারা তোমাদের রবের সান্নিধ্যে থাকে (ফেরেশতা) তারা তাঁরই গুণগান ও মহিমা প্রকাশ করে এবং তাঁরই সম্মুখে সিজদাহ্‌বনত হয়।

www.pathagar.com

৮. সূরা আল-আনফাল

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৭৫, রুকু-১০

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) হে নবী! লোকেরা তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল ঃ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জন্য। অতএব, তোমরা এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর ও তোমাদের নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিকরূপে গড়ে নাও, আর যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। (২) নিশ্চয়ই মু'মিনরা এরূপ হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আর তারা নিজেদের রবের উপর নির্ভর করে। (৩) যারা ছালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে। (৪) এরাই সত্যিকারের ঈমানদার, এদের জন্য রয়েছে তাদের রবের সন্নিধানে উচ্চ পদসমূহ, আরও রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। (৫) যেরূপ, তোমার রব তোমাকে তোমার গৃহ হতে (বদরের দিকে) বের করলেন, আর মুসলিমদের একটি দল তা পছন্দ করেনি– (৬) সেই যথার্থ বিষয়,

www.pathagar.com

প্রকাশ হওয়ার পরও ওতে তারা তোমার সাথে এরূপ বিবাদ করছিল যেন কেউ তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর তারা তা প্রত্যক্ষ করছে। (৭) স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে দু'টি দলের মধ্যে হতে একটি সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ওটা তোমাদের করতলগত হবে। তোমরা এ আশা করেছিলে যেন নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তে এসে পড়ে, আর আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল, তিনি স্বীয় নির্দেশাবলী দ্বারা সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করে দেন এবং কাফিরদের মূলকে কর্তন করে দেন– (৮) যেন সত্যকে সত্যরূপে এবং অসত্যকে অসত্যরূপে প্রমাণিত করে দেন, যদিও এটা অপরাধীরা অপ্রীতিকরই মনে করে। (৯) স্মরণ কর সেই সংকট মুহূর্তের কথা, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করেছিলে, আর তিনি সেই প্রার্থনা কবুল করে বলেছিলেন ঃ আমি তোমাদেরকে এক সহস্র ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবো, যারা একের পর এক আসবে। (১০) আল্লাহ্ এটা করেছিলেন শুভ সংবাদ হিসেবে এবং যাতে তোমাদের চিত্ত আশ্বস্ত হয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন সাহায্যকারী নেই। আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

রুকু-২

(১১) যখন তিনি (আল্লাহ্) তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন, আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, (উদ্দেশ্য ছিল) তোমাদেরকে এর দ্বারা পবিত্র করবেন এবং তোমাদের

www.pathagar.com

হতে শয়তানের কু-মন্ত্রণা দূরীভূত করবেন আর তোমাদের হৃদয়কে সুদৃঢ় করবেন এবং তোমাদের পা স্থির ও প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। (১২) স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতার নিকট প্রত্যাদেশ করলেন– আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং তোমরা ঈমানদারদের সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচল রাখ। আর যারা কাফির, আমি তাদের হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি করে দিব। অতএব, তোমরা তাদের স্কন্ধে আঘাত হান আর আঘাত হান তাদের অঙ্গুলিসমূহের প্রতিটি জোড়ায়। (১৩) এটা এ কারণে যে তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানে খুবই কঠিন। (১৪) সুতরাং তোমরা এর স্বাদ গ্রহণ কর, সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের লেলিহান অগ্নির শাস্তি। (১৫) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হবে তখন তাদের মোকাবিলা করা হতে কখনোই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। (১৬) আর সেদিন যুদ্ধ কৌশল বা স্বীয় বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে স্থান নেয়া ব্যতীত কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে অর্থাৎ পালিয়ে গেলে সে আল্লাহ্র গযবে পরিবেষ্টিত হবে, তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম, আর জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট স্থান। (১৭) তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহ্ই তাদেরকে হত্যা করেছেন, আর (হে নবী!) যখন তুমি (ধূলাবালি) নিক্ষেপ করেছিলে তখন তা মূলতঃ তুমি নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহ্ই তা নিক্ষেপ করেছিলেন। এটা করা হয়েছিল

www.pathagar.com

মু'মিনদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করার জন্য, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সব কিছু শুনেন ও জানেন। (১৮) আর এমনিভাবেই আল্লাহ্ কাফিরদের চক্রান্ত দুর্বল ও নস্যাৎ করে থাকেন। (১৯) (হে কাফিররা!) তোমরা তো সত্যের বিজয় চাচ্ছ, বিজয় তো তোমাদের সামনেই এসেছে। তোমরা যদি এখনো (মুসলিমদের অনিষ্ট করা হতে) বিরত থাকো, তাহলে তা তোমাদের পক্ষেই কল্যাণকর, আর যদি পুনরায় তোমরা এহেন কাজ কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে পুনরায় শাস্তি দিব, আর তোমাদের বিরাট বাহিনী তোমাদের কোনই উপকারে আসবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মু'মিনদের সাথে রয়েছেন।

রুকু-৩

(২০) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তোমরা যখন তাঁর কথা শুনছ তখন তোমরা তাঁর আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না। (২১) তোমরা ঐসব লোকের মত হয়ো না, যারা বলে– আমরা আপনাদের কথা শুনলাম, কার্যতঃ তারা কিছুই শুনে না। (২২) আল্লাহ্র কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে ঐসব মূক ও বধির লোক, যারা কিছুই বুঝে না (অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না)। (২৩) আল্লাহ্ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন, তিনি যদি তাদেরকে শুনাতেন তাহলেও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চলে যেত। (২৪) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও

www.pathagar.com

তাঁর রাসূলের হুকুম পালন কর যখন রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের জীবন সঞ্চারক বস্তুর দিকে আহ্বান করে। আর জেনে রেখো, আল্লাহ্ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তরালে থাকেন, পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। (২৫) তোমরা সেই ফিৎনাকে ভয় কর যা তোমাদের মধ্যকার যালিম ও পাপিষ্ঠদেরকেই বিশেষভাবে ক্লিষ্ট করবে না। তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ্ শাস্তি দানে খুবই কঠোর। (২৬) তোমরা স্মরণ কর, যখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে খুব দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে, আর তোমরা এ শঙ্কায় নিপতিত থাকতে যে, লোকেরা অকস্মাৎ তোমাদেরকে ধরে নিয়ে যাবে। (এ অবস্থায়) আল্লাহ্ই তোমাদেরকে (মদীনায়) আশ্রয় দেন এবং স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন, আর পবিত্র বস্তু দ্বারা তোমাদের জীবিকা দান করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (২৭) হে মু'মিনগণ! তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা কর না। (২৮) আর তোমরা জেনে রেখো যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র, আর আল্লাহ্র নিকট মহা পুরস্কার রয়েছে।

রুকু-৪

(২৯) হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার একটি মান নির্ণায়ক শক্তি দান করবেন, আর তোমাদের দোষত্রুটি তোমাদের হতে দূর করবেন

www.pathagar.com

এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আল্লাহ্ বড়ই অনুগ্রহশীল ও মঙ্গলময়। (৩০) আর স্মরণ কর, যখন কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে কিংবা নির্বাসিত করবে। তারাও ষড়যন্ত্র করতে থাকুক এবং আল্লাহও (স্বীয় নবীকে বাঁচানোর) কৌশল করতে থাকেন, আল্লাহ্ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ কৌশলী। (৩১) তাদেরকে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হয়, তখন তারা বলে– আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও এর অনুরূপ বলতে পারি, নিঃসন্দেহে এটা পুরাকালের উপাখ্যান ছাড়া কিছু নয়। (৩২) আর স্মরণ কর ঃ যখন তারা বলেছিল– হে আল্লাহ্! এটা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয়, তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (৩৩) (হে নবী!) তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া আল্লাহ্র অভিপ্রায় নয়, আর আল্লাহ এটাও চান না যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। (৩৪) কিন্তু তাদের কি বলার আছে যে জন্য আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দিবেন না, যখন তারা মস্‌জিদুল হারামের পথ রোধ করছে, অথচ তারা মস্‌জিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক নয়। আল্লাহ্ভীরু লোকেরাই তার তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক এটা অবগত নয়। (৩৫) কা'বা ঘরের কাছে তাদের ছালাত হলো শিস ও করতালি প্রদান ছাড়া অন্য কিছুই নয়, সুতরাং তোমরা

www.pathagar.com

কুফরী করার কারণে এখন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। (৩৬) নিশ্চয়ই কাফিররা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, অতঃপর ওটাই শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে এবং তারা পরাভূতও হবে। আর যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। (৩৭) এটা এ কারণে যে, আল্লাহ্ ভাল হতে মন্দকে পৃথক করবেন। আর কু-জনদের একজনকে অপর জনের উপর রাখবেন, অতঃপর সকলকে একত্রিত করে স্তূপীকৃত করবেন এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এসব লোকই চরম ক্ষতিগ্রস্ত লোক।

রুকু-৫

(৩৮) তুমি কাফিরদেরকে বল– তারা যদি অনাচার থেকে বিরত থাকে তাহলে তাদের পূর্বের অপরাধ যা হয়েছে তা আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন। কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত তো রয়েছেই। (৩৯) তোমরা সদা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিৎনার অবসান হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে যায়। আর তারা যদি ফিৎনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হতে বিরত থাকে তাহলে তারা কি করেছে তা আল্লাহ্‌ই দেখবেন। (৪০) আর যদি তোমাকে নাই মানে ও দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রেখো, আল্লাহ্‌ই তোমাদের (মুসলিমদের) অভিভাবক। তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক ও সাহায্যকারী!

www.pathagar.com

পারা-১০

(৪১) আর তোমরা জেনে রেখো যে, যুদ্ধে তোমরা যা কিছু গণীমাতের মাল লাভ করেছ ওর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্, তাঁর রাসূল, নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরের জন্য, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যা আমি অবতীর্ণ করেছি আমার বান্দার উপর সেই চূড়ান্ত ফয়সালার দিন, যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৪২) আর স্মরণ কর, যখন তোমরা প্রান্তরের এদিকে ছিলে আর তারা প্রান্তরের অপরদিকে শিবির রচনা করেছিল, আর উষ্ট্রারোহী কাফেলা তোমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে ছিল, যদি পূর্ব হতেই তোমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাইতে তাহলে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হতো, কিন্তু যা ঘটাবার ছিল তা আল্লাহ্ সম্পন্ন করার জন্য উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করলেন, তাতে যে ধ্বংস হবে সে যেন সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পর ধ্বংস হয় আর যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পর জীবিত থাকে। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী। (৪৩) আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তোমাকে স্বপ্নযোগে ওদের সংখ্যা অল্প দেখিয়েছিলেন, যদি তোমাকে তাদের সংখ্যা অধিক দেখাতেন তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধ সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হতো, কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত।

www.pathagar.com

(৪৪) আরও স্মরণ কর, যা ঘটানোর ছিল চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করার জন্য যখন দু'দল মুখোমুখী দণ্ডায়মান হয়েছিল, তখন তোমাদের দৃষ্টিতে ওদের সংখ্যা খুব অল্প দেখাচ্ছিল আর ওদের চোখেও তোমাদেরকে খুব স্বল্প সংখ্যক পরিদৃষ্ট হচ্ছিল, সমস্ত বিষয় ও সমস্যাই আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

রুকু-৬

(৪৫) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ কর এবং অবিচল থাক, যখন কোন দলের সম্মুখীন হও, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে। (৪৬) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হও। তোমরা সাহস ও ক্ষমতাহারা হয়ে যাবে যদি নিজেদের মধ্যে বিবাদ কর। তোমরা ধৈর্য ধারণ করো। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (৪৭) তোমরা তাদের মতো আচরণ করো না যারা নিজেদের গৃহ হতে সদর্পে এবং লোকদেরকে (নিজেদের শক্তি) প্রদর্শন করতঃ বের হয় ও মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ হতে নিবৃত্ত রাখে, তারা যা করে আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। (৪৮) স্মরণ কর, যখন শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে খুব চাকচিক্যময় ও শোভনীয় করে দেখাচ্ছিল, সে গর্বভরে বলেছিল– কোন মানুষই আজ তোমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারবে না, আমি সাহায্যার্থে তোমাদের নিকটই থাকব। কিন্তু উভয় বাহিনীর মধ্যে যখন প্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরু হলো তখন সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সরে পড়ল এবং বলল– আমি তোমাদের বিষয়ে দায়িত্ব মুক্ত, আমি যা দেখেছি তোমরা তা দেখ না, আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি আর আল্লাহ্ শাস্তি দানে খুবই কঠোর।

www.pathagar.com

রুকু-৭

(৪৯) যারা মুনফীক্ব, অন্তরে যাদের ব্যাধি রয়েছে তারা বলে, তাদের ধর্ম তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। যারা আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (৫০) তুমি যদি ঐ অবস্থা দেখতে যখন ফেরেশতারা কাফিরদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হেনে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে, (আর বলছে) তোমরা জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। (৫১) এ শাস্তি হলো তোমাদের সেই কাজেরই পরিণাম ফল, যা তোমাদের দু'হাত পূর্বাহ্নেই আয়োজন করেছিল, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর কখনো অত্যাচারী নন। (৫২) এটা ফিরাউনের বংশ ও তাদের পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থার ন্যায়, তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে, আল্লাহ্ তাদের পাপের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহাশক্তিমান ও কঠিন শাস্তিদাতা। (৫৩) এ শাস্তির কারণ এই যে, আল্লাহ্ যদি কোন জাতির উপর নিয়ামত দান করেন সেই নিয়ামত তখন পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাতি নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহাশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী। (৫৪) ফিরাউনের বংশধর ও তার পূর্বের জাতিসমূহের ন্যায় তারা তাদের রবের নিদর্শনসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ফলে আমি তাদের পাপের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং ফিরাউনের বংশধরকে (সমুদ্রে) নিমজ্জিত করেছি, তারা প্রত্যেকেই ছিল সীমালঙ্ঘনকারী।

www.pathagar.com

৫৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা কুফরী করে, সুতরাং তারা ঈমান আনে না। (৫৬) ওদের মধ্যে যাদের সাথে তুমি চুক্তিবদ্ধ হয়েছ তারাও নিকৃষ্ট, তারা প্রতিবারেই কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছে (চুক্তি ভঙ্গের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে কিছুমাত্র) তারা ভয় করে না। (৫৭) অতএব, তোমরা যদি তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে আয়ত্তে আনতে পার তাহলে তাদেরকে তাদের পেছনে যারা রয়েছে তাদের হতে বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে শায়েস্তা কর যাতে তারা শিক্ষা পায়। (৫৮) (হে নবী!) তুমি যদি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা কর, তাহলে তোমার চুক্তিকেও প্রকাশ্যভাবে তাদের সামনে নিক্ষেপ করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

রুকু-৮

(৫৯) যারা কাফির তারা (বদর প্রান্তরে প্রাণ বাঁচাতে পেরে) যেন মনে না করে যে, তারা পরিত্রাণ পেয়েছে, তারা মু'মিনগণকে হতবল করতে পারবে না। (৬০) তোমরা কাফিরদের মোকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদাসজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে যা দ্বারা আল্লাহ্‌র শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে, এছাড়া অন্যান্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, কিন্তু আল্লাহ্ জানেন। আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যা কিছু ব্যয় কর, তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রদান করা হবে, তোমাদের প্রতি (কম দিয়ে) অত্যাচার করা হবে না। (৬১) যদি তারা (কাফিররা) সন্ধির দিকে

www.pathagar.com

ঝুঁকে পড়ে তাহলে তুমিও সন্ধি করতে আগ্রহী হও আর আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করো, নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত। (৬২) আর তারা যদি তোমাকে প্রতারিত করার ইচ্ছা করে তাহলে তোমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, তিনি এমন (মহা শক্তিশালী) যে, (গায়েবী) সাহায্য (ফেরেশতা) দ্বারা এবং মু'মিনগণ দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন ও করবেন। (৬৩) আর তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রীতি ও ঐক্য স্থাপন করেছেন, তুমি যদি পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও ব্যয় করতে তবুও তাদের অন্তরে প্রীতি, সদ্ভাব ও ঐক্য স্থাপন করতে পারতে না, কিন্তু আল্লাহ্‌ই ওদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপন করে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তিনি মহা শক্তিমান ও মহা কৌশলী। (৬৪) হে নবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী মু'মিনদের জন্য (সর্বক্ষেত্রে) আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

রুকু-৯

(৬৫) হে নবী! মু'মিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ কর, তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন ধৈর্যশীল মুজাহিদ থাকে তাহলে তারা দু'শ জন কাফিরের উপর জয়যুক্ত হবে, আর তোমাদের মধ্যে এক'শ জন থাকলে তারা এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে, কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই, কিছুই বোঝে না। (৬৬) আল্লাহ্ এক্ষণে তোমাদের গুরু দায়িত্ব লাঘব করে দিলেন, তোমাদের মধ্যে যে দৈহিক দুর্বলতা রয়েছে সে সম্পর্কে তিনি অবগত

www.pathagar.com

আছেন, তদসত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে এক'শ জন ধৈর্যশীল লোক থাকলে তারা দু'শ জন কাফিরের উপর জয়যুক্ত হবে, আর এক হাজার জন থাকলে তারা আল্লাহ্‌র হুকুমে দু'হাজার কাফিরের উপর বিজয় লাভ করবে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (৬৭) কোন নবীর পক্ষে তখন পর্যন্ত বন্দী লোক রাখা শোভা পায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠ (দেশ) হতে শত্রু বাহিনী নির্মূল না হয়, তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদ কামনা করছ, আর আল্লাহ্ চান তোমাদের পরকালের কল্যাণ, আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৬৮) আল্লাহ্‌র লিপি পূর্বেই লিখিত না হলে তোমরা যা কিছু গ্রহণ করেছ সেজন্য তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি আপতিত হত। (৬৯) সুতরাং যুদ্ধে তোমরা যা কিছু গণীমাতরূপে লাভ করেছ, তা হালাল ও পবিত্ররূপে ভোগ কর, আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

রুকু-১০

(৭০) হে নবী! তোমাদের হাতে যারা বন্দী হয়েছে তাদেরকে বল, আল্লাহ্ যদি তোমাদের অন্তরে কল্যাণকর কিছু রয়েছে বলে অবগত হন তাহলে তোমাদের হতে (মুক্তিপণরূপে) যা কিছু নেয়া হয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম কিছু দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (৭১) আর তারা যদি তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছা রাখে তাহলে এর পূর্বে আল্লাহর সাথেও তারা বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিল। সুতরাং, তিনি তাদের উপর

www.pathagar.com

তোমাকে শক্তিশালী করেছেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। (৭২) যারা ঈমান এনেছে, দ্বীনের জন্য হিজরত করেছে, নিজেদের জান মাল দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দান ও সাহায্য করেছে, তারা পরস্পরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, তারা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের কোন দায়িত্ব তোমাদের নেই, কিন্তু তারা যদি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থী হয় তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, তবে তোমাদের ও যে জাতির মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়, তোমরা যা করছ আল্লাহ্ তা খুব ভালরূপেই লক্ষ্য করেন। (৭৩) যারা কুফরী করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তোমরা যদি (উপরোক্ত) বিধান কার্যকর না কর তাহলে ভূপৃষ্ঠে ফিৎনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে। (৭৪) যারা ঈমান এনেছে, (দ্বীনের জন্য) হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা (মু'মিনদেরকে) আশ্রয় দিয়েছে এবং যাবতীয় সাহায্য সহানুভূতি করেছে, তারাই হলো প্রকৃত মু'মিন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। (৭৫) আর যারা এর পরে ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে একত্রে জিহাদ করেছে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ্‌র বিধানে আত্মীয়গণ একে অন্যের অপেক্ষা বেশি হক্বদার, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে ভালরূপে অবহিত।

www.pathagar.com

৯. সূরা তাওবা*

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১২৯, রুকু-১৬

(১) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে অব্যাহতি (ঘোষণা করা) হচ্ছে ঐ মুশরিকদের প্রতি যাদের সাথে তোমরা সন্ধি করেছিলে। (২) সুতরাং (হে মুশরিকরা!) তোমরা এ ভূ-মণ্ডলে চার মাস বিচরণ করে নাও এবং জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহ্‌কে অক্ষম করতে পারবে না, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফিরদেরকে অপদস্থ করবেন। (৩) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে বড় হজ্জের তারিখসমূহে জনগণের সামনে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল উভয়ই এ মুশরিকদের (নিরাপত্তা প্রদান করা) হতে নিঃসম্পর্ক হচ্ছেন; তবে যদি তোমরা তাওবা করে নাও তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম, আর যদি তোমরা

---

* সাধারণ নিয়ম অনুসারে অন্য সূরা হতে পৃথক করার জন্য 'বিস্‌মিল্লাহ্' সূরার প্রথমে লিপিবদ্ধ হতো। কিন্তু এ সূরায় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা লিখেননি এবং এ সূরা কোন্ সূরার অংশ তাও বলেননি। সুতরাং মাস্‌হাফ-ই 'উছমানীতেও (তৃতীয় খলিফা 'উসমান (রাঃ) কর্তৃক প্রকাশিত কুর'আন) এর প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহ্' লিখা হয়নি। সূরা আনফাল এর পূর্বে অবতীর্ণ হওয়ায় তা এর পূর্বে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সূরাটি আনফালের সংগে পঠিত হলে এর পূর্বে 'বিস্‌মিল্লাহ্' পাঠ করতে হয় না, অন্যথায় পাঠ করতে হয়। সূরাটির আর একটি নাম বারাআত। সূত্র ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন-বাংলাদেশ প্রকাশিত তরজমা কুরআনুল কারীম দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে অক্ষম করতে পারবে না, আর (হে নবী!) এ কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। (৪) কিন্তু হ্যাঁ! ঐসব মুশরিক হচ্ছে স্বতন্ত্র, যাদের নিকট থেকে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছ অতঃপর তারা তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করেনি। সুতরাং তাদের সন্ধি চুক্তিতে তাদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পূর্ণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের পছন্দ করেন। (৫) অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতীত হয়ে যায় তখন ঐ মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবা করে ছালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাপরায়ণ, পরম করুণাময়। (৬) যদি মুশরিকদের মধ্য হতে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে তুমি তাকে আশ্রয় দান কর, যাতে সে আল্লাহ্‌র কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও, এ আদেশ এজন্য যে, এরা এমন লোক, যারা জ্ঞান রাখে না।

রুকু-২

(৭) এ (কুরাইশ) মুশরিকদের অঙ্গীকার আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকট কিরূপে (বলবৎ) থাকবে যদি না তাদের সাথে তোমরা

www.pathagar.com

মসজিদুল হারামের সন্নিকটে অঙ্গীকার নিয়ে থাক? অতএব, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে সরলভাবে থাকে, তোমরাও তাদের সাথে সরলভাবে থাকবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সংযমশীলদের পছন্দ করেন। (৮) কি করে চুক্তি রক্ষা হবে, যদি অবস্থা এমন হয় যে, তারা যদি তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে, তাহলে তোমাদের আত্মীয়তার মর্যাদাও রক্ষা করবে না এবং অঙ্গীকারেরও না? তারা তোমাদেরকে নিজেদের মুখের কথায় সন্তুষ্ট রাখে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ লোকই ফাসিক। (৯) তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে নগণ্য মূল্যে বিক্রি করেছে এবং তারা আল্লাহ্র পথ থেকে (মু'মিনদেরকে) সরিয়ে রেখেছে। নিশ্চয়ই তাদের কাজ অতি মন্দ। (১০) তারা কোন মু'মিনের ব্যাপারে আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা করে না এবং অঙ্গীকারেরও না; আর তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। (১১) অতঃপর যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং ছালাত আদায় করে ও যাকাত দিতে থাকে, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনের ভাই হয়ে যাবে; আর আমি জ্ঞানী লোকদের জন্য বিধানাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি। (১২) আর যদি তারা অঙ্গীকার করার পর নিজেদের শপথগুলোকে ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে তাহলে তোমরা কুফরের অগ্রনায়কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, (এই অবস্থায়) তাদের শপথ রইল না, হয়তো তারা বিরত থাকবে। (১৩) তোমরা এমন লোকদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ করবে না

www.pathagar.com

যারা নিজেদের শপথগুলোকে ভঙ্গ করেছে, আর রাসূলকে দেশান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে নিজেরাই প্রথমে আক্রমণ করেছে? তোমরা কি তাদেরকে ভয় করছ? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌কেই তোমাদের ভয় করা উচিত, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। (১৪) তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করবেন এবং মু'মিনের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত ও ঠাণ্ডা করবেন। (১৫) আর তাদের অন্তরসমূহের ক্ষোভ দূর করে দিবেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা, আল্লাহ্ করুণা প্রদর্শন করবেন, আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (১৬) তোমরা কি ধারণা করেছো যে, তোমাদেরকে এভাবেই ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ্ তো এখনও তোমাদেরকে পরীক্ষা করেননি যে, কারা তোমাদের মধ্য হতে জিহাদ করেছে এবং আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ ছাড়া অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি? আর আল্লাহ্ তোমাদের সমস্ত কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন।

রুকু-৩

(১৭) মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহ্‌র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমন তো হতে পারে না। তারা এমন যাদের সমস্ত কর্ম ব্যর্থ এবং তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। (১৮) হ্যাঁ, আল্লাহর মসজিদগুলো আবাদ

www.pathagar.com

করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং ছালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকেও ভয় করে না। বস্তুতঃ এ সকল লোক সম্বন্ধে আশা করা যায় যে, তারা নিজেদের লক্ষ্য স্থলে পৌঁছে যাবে। (১৯) তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানোকে এবং মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তাদের সমান সাব্যস্ত করে রেখেছ যারা আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনে ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে? তারা আল্লাহ্‌র সমীপে সমান নয়; যারা সীমালঙ্ঘনকারী তাদেরকে আল্লাহ্ সুপথ প্রদর্শন করেন না। (২০) যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে, আর নিজেদের ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, তারা মর্যাদায় আল্লাহ্‌র সমীপে অতি বড়, আর তারাই হচ্ছে পূর্ণ সফলকাম। (২১) তাদের রব তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে সুসংবাদ দিচ্ছেন রহমতের ও অতি সন্তুষ্টির, আর এমন জান্নাতের, যার মধ্যে তাদের জন্য চিরস্থায়ী নি'আমত থাকবে। (২২) ওর মধ্যে তারা অনন্তকাল থাকবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। (২৩) হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের পিতৃদেরকে ও ভ্রাতাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমানের মোকাবিলায় কুফরকে প্রিয় মনে করে; আর তোমাদের মধ্য হতে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে, বস্তুতঃ ঐসব লোকই হচ্ছে বড় অত্যাচারী। (২৪) (হে নবী!) তুমি তাদেরকে বলে দাও– যদি তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের পুত্রগণ,

www.pathagar.com

তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্র, আর ঐসব ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছো, আর ঐ ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশংকা করছ অথবা ঐ গৃহসমূহ যেখানে অতি আনন্দে বসবাস করছ, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের চেয়ে এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে (যদি এসব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় তাহলে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক যে পর্যন্ত আল্লাহ্ নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন। আর আল্লাহ্ আদেশ অমান্যকারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।

রুকু-৪

(২৫) অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদেরকে (যুদ্ধে) বহু ক্ষেত্রে বিজয়ী করেছেন এবং হুনায়েনের দিনেও। যখন তোমাদেরকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য গর্বে উন্মত্ত করেছিল, অতঃপর সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনই কাজে আসেনি আর ভূ-পৃষ্ঠ প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও তা তোমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে গেল, অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করলে। (২৬) অতঃপর আল্লাহ্ নিজ রাসূলের প্রতি এবং অন্যান্য মু'মিনদের প্রতি তাঁর সাকিনা (প্রশান্তি) নাযিল করলেন এবং এমন সৈন্যদল (অর্থাৎ ফেরেশতা) নাযিল করলেন যাদেরকে তোমরা দেখনি, আর কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করলেন; আর এটা হচ্ছে কাফিরদের কর্মফল। (২৭) অনন্তর আল্লাহ্ (ঐ কাফিরদের মধ্য হতে) যাকে ইচ্ছা দয়া প্রদর্শন করেন, আর আল্লাহ্ হচ্ছেন অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (২৮) হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা হচ্ছে একেবারেই

www.pathagar.com

অপবিত্র, অতএব তারা যেন এ বছরের পর মসজিদুল হারামের নিকটেও আসতে না পারে, আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের ভয় কর তাহলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন, যদি তিনি চান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতিশয় জ্ঞানী, বড়ই হিকমতওয়ালা। (২৯) যেসব আহলে কিতাব আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখে না এবং ক্বিয়ামত দিবসের প্রতিও না, আর ঐ বস্তুগুলোকে হারাম মনে করে না যেগুলোকে আল্লাহ্ ও তার রাসূল হারাম বলেছেন, আর সত্য ধর্ম (অর্থাৎ ইসলাম) গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিযিয়া দিতে স্বীকার করে।

রুকু-৫

(৩০) ইয়াহুদীরা বলে– উযায়ের আল্লাহ্র পুত্র এবং নাছারারা বলে– মাসীহ্ আল্লাহ্র পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা মাত্র (বাস্তবে তা কিছুই নয়), তারা তো তাদের মতই কথা বলছে যারা তাদের পূর্বে কাফির হয়েছে। আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন! তারা উল্টো কোন দিকে যাচ্ছে! (৩১) তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে নিজেদের পণ্ডিত ও ধর্ম যাজকদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়ামের পুত্র মাসীহ্কেও। অথচ তাদের প্রতি শুধু এই আদেশ করা হয়েছে যে, তারা শুধুমাত্র এক মা'বুদের ইবাদত করবে যিনি ব্যতীত মা'বুদ হওয়ার যোগ্য কেউ নয়। তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র। (৩২) তারা এরূপ চাচ্ছে যে, আল্লাহ্র নূরকে নিজেদের মুখের ফুৎকার দ্বারা নির্বাপিত করে

www.pathagar.com

দেয়, অথচ আল্লাহ্ স্বীয় নূরকে (দ্বীন-ইসলাম) পূর্ণত্বে পৌছানো ব্যতীত নিরস্ত হবেন না, যদিও কাফিররা অপ্রীতিকরই মনে করে। (৩৩) সেই আল্লাহ্ এমন যে, তিনি নিজ রাসূলকে হিদায়াত (কুর'আন) এবং সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন, যেন ওকে সকল ধর্মের উপর প্রবল করে দেন, যদিও মুশরিকরা অপ্রীতিকরই মনে করে। (৩৪) হে মু'মিনগণ! অধিকাংশ আহবার এবং রুহবান (ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের আলেম ও ধর্ম যাজক) মানুষের ধন-সম্পদ শরীয়ত বিরুদ্ধ উপায়ে ভক্ষণ করে এবং আল্লাহ্র পথ হতে বিরত রাখে, আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। (৩৫) সেদিন জাহান্নামের আগুনে ঐগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর ঐগুলো দ্বারা তাদের ললাটসমূহে, পার্শ্বদেশসমূহে এবং পৃষ্ঠদেশসমূহে দাগ দেয়া হবে, আর বলা হবে– এটা হচ্ছে ওটাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে, সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ কর। (৩৬) নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহ্র নিকট মাস গণনায় বারটি, এর মধ্যে বিশেষরূপে চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত। এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। অতএব, তোমরা এ মাসগুলোতে (ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে) নিজেদের ক্ষতি সাধন কর না, আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ করে। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদের সাথে রয়েছেন।

www.pathagar.com

রুকু-৬

(৩৭) নিশ্চয়ই এই (মাসগুলোর) স্থানান্তর কুফরের মধ্যে আরও কুফরি বৃদ্ধি করা, যা দ্বারা কাফিরদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয় (এরূপে) যে, তারা সেই হারাম মাসকে কোন বছর হালাল করে নেয় এবং কোন বছর হারাম মনে করে, আল্লাহ্ যে মাসগুলোকে হারাম করেছেন, যেন তারা ওগুলোর সংখ্যা পূর্ণ করে নিতে পারে, অতঃপর তারা আল্লাহ্র নিষিদ্ধ মাসগুলোকে হালাল করে নেয়, তাদের দুষ্কর্মগুলো তাদের কাছে শোভনীয় মনে হয়, আর আল্লাহ্ এরূপ কাফিরদেরকে হিদায়াত (এর তাওফীক্ব দান) করেন না। (৩৮) হে মু'মিনগণ! তোমাদের কি হল যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয়– বের হও আল্লাহর পথে, তখন তোমরা মাটিতে লেগে থাক (অলসভাবে বসে থাক); তাহলে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনের উপর পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাস তো আখিরাতের তুলনায় কিছুই নয়, অতি সামান্য। (৩৯) যদি তোমরা বের না হও, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন, আর তোমরা আল্লাহ্র (দ্বীনের) কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। (৪০) যদি তোমরা তাকে (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) সাহায্য না কর তাহলে আল্লাহ্ই তাকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে যখন কাফিররা তাকে দেশান্তর করেছিল, যখন দু'জনের মধ্যে একজন

www.pathagar.com

ছিল সে, যে সময় উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, যখন সে স্বীয় সঙ্গীকে (আবু বকরকে (রাঃ)' বলেছিল– তুমি বিষণ্ন হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর প্রতি স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে শক্তিশালী করলেন এমন সেনাদল দ্বারা যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং আল্লাহ্ কাফিরদের বাক্য নীচু করে দিলেন, আর আল্লাহ্র বাণী সুমচ্চ রইল, আর আল্লাহ্ হচ্ছেন প্রবল প্রজ্ঞাময়। (৪১) বের হও স্বল্প সরঞ্জামের সাথেই হোক অথবা প্রচুর সরঞ্জামের সাথেই হোক এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা যুদ্ধ কর, এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে। (৪২) যদি কিছু আশু লভ্য হত এবং সফরও সহজ হত, তাহলে তারা অবশ্যই তোমার সহগামী হত, কিন্তু তাদের তো পথের দূরত্বই দীর্ঘতর বোধ হতে লাগল; আর তারা অচিরেই আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে– যদি আমাদের সাধ্য থাকত, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে বের হতাম– তারা (মিথ্যা বলে) নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করছে, আর আল্লাহ্ জানেন যে, তারা মিথ্যাবাদী।

রুকু-৭

(৪৩) আল্লাহ্ তোমাকে মার্জনা করেছেন (কিন্তু) তুমি তাদেরকে কেন অনুমতি দিলে যে পর্যন্ত না সত্যবাদী লোকেরা তোমার কাছে প্রকাশ হয়ে যেত এবং তুমি মিথ্যাবাদীদেরকে জেনে নিতে? (৪৪) যারা

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করার ব্যাপারে তোমার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করবে না আর আল্লাহ্ এমন পরহেযগার লোকদের সম্বন্ধে খুবই অবগত আছেন। (৪৫) অবশ্যই ঐসব লোক তোমার কাছে অব্যাহতি চেয়ে থাকে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে না, আর তাদের অন্তরসমূহ সন্দেহে নিপতিত রয়েছে। অতএব, তারা নিজেদের সন্দেহে হতবুদ্ধি হয়ে রয়েছে। (৪৬) আর যদি তারা (যুদ্ধে) যাত্রা করার ইচ্ছা করতো, তাহলে সেজন্য কিছু সরঞ্জাম তো প্রস্তুত করতো, কিন্তু আল্লাহ্ তাদের যাত্রাকে অপছন্দ করেছেন, এজন্য তাদেরকে তাওফীক্ব দেননি এবং বলে দেয়া হল– তোমরাও এখানেই অক্ষম লোকদের সাথে বসে থাকো। (৪৭) যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো, তাহলে দ্বিগুন বিভ্রাট সৃষ্টি করা ব্যতীত আর কি হত? তারা তোমাদের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে দৌড়াদৌড়ি করে ফিরতো, আর তোমাদের মধ্যের কতিপয় তা শ্রবণ করতো; আল্লাহ্ এ যালিমদের সম্বন্ধে খুব অবগত রয়েছেন। (৪৮) পূর্বেও তারা ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল এবং তোমার কার্যক্রম ব্যর্থ করার চেষ্টায় রত ছিল। শেষ পর্যন্ত হক্ব ও আল্লাহ্‌র নির্দেশ প্রকাশমান হল যদিও তাদের মনঃপুত ছিল না। (৪৯) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে যে বলে– আমাকে (যুদ্ধে গমন না করার) অনুমতি দিন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেন না। ভালরূপে

www.pathagar.com

বুঝে নাও যে, তারা তো বিপদে পড়েই আছে। আর নিশ্চয়ই জাহান্নাম এই কাফিরদের বেষ্টন করবেই। (৫০) যদি তোমার প্রতি কোন মঙ্গল উপস্থিত হয় তাহলে তাদের জন্য তা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, আর যদি তোমার উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তখন তারা বলে– আমরা তো প্রথম থেকেই নিজেদের জন্য সাবধানতার পথ অবলম্বন করেছিলাম এবং তারা খুশি হয়ে চলে যায়। (৫১) বল ঃ আল্লাহ্ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাছাড়া অন্য কোন বিপদ আমাদের উপর আপতিত হবে না, তিনিই আমাদের কর্ম বিধায়ক, আর সকল মু'মিনের কর্তব্য হলো, তারা যেন নিজেদের যাবতীয় কাজে আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করে। (৫২) বল ঃ তোমরা তো আমাদের জন্য দুটি মঙ্গলের মধ্যে একটি মঙ্গলের প্রতীক্ষায় রয়েছ; আর আমরা তোমাদের জন্য এ প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ্ তোমাদের উপর কোন্ শাস্তি সংঘটন করবেন– নিজের পক্ষ হতে অথবা আমাদের দ্বারা, অতএব তোমরা অপেক্ষা করতে থাক, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ রইলাম। (৫৩) তুমি বল– তোমরা সন্তুষ্টির সাথে ব্যয় কর কিংবা অসন্তুষ্টির সাথে, তোমাদের পক্ষ থেকে তা কখনোও গৃহীত হবে না; নিঃসন্দেহে তোমরা হচ্ছ আদেশ লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। (৫৪) আর তাদের দান খয়রাত গ্রহণ না হওয়ার কারণ এই যে, তারা আল্লাহ্র সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে, আর তারা ছালাত শৈথিল্যের সাথে ছাড়া আদায় করে না, আর তারা দান করে

www.pathagar.com

না, কিন্তু অনিচ্ছার সাথে। (৫৫) অতএব, তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে; আল্লাহ্‌র ইচ্ছা শুধু এটাই যে, এসব বস্তুর কারণে তাদেরকে পার্থিব জীবনে আযাবে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণ কুফরী অবস্থায় বের হয়। (৫৬) আর তারা আল্লাহ্‌র কসম করে বলে যে, তারা (মুনাফিক্বরা) তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত; অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তারা হচ্ছে কাপুরুষের দল। (৫৭) যদি তারা কোন আশ্রয়স্থল পেতো, অথবা গুহা কিংবা লুকিয়ে থাকার একটু স্থান পেত, তাহলে তারা অবশ্যই ক্ষিপ্র গতিতে সেদিকে ধাবিত হত। (৫৮) আর তাদের মধ্যে এমন কতক লোক রয়েছে যারা ছাদাক্বার (বণ্টন) ব্যাপারে তোমার প্রতি দোষারোপ করে, অতঃপর যদি তারা ঐ সমস্ত ছাদাক্বাহ হতে (অংশ) প্রাপ্ত হয় তাহলে তারা সন্তুষ্ট হয়, আর যদি তারা তা থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। (৫৯) তাদের জন্য উত্তম হতো যদি তারা ওর প্রতি সন্তুষ্ট থাকতো যা কিছু তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল দান করেছিলেন, আর বল তো– আমাদের পক্ষে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, ভবিষ্যতে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে আরও দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও, আমরা আল্লাহ্‌রই প্রতি আগ্রহান্বিত রইলাম।

রুকু-৮

(৬০) ছাদাক্বাহ তো হচ্ছে শুধুমাত্র গরীবদের এবং অভাবগ্রস্তদের আর এই ছাদাক্বাহ (আদায়ের) জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং যাদের মন

www.pathagar.com

রক্ষা করতে (অভিপ্রায়) হয় (তাদের), আর গোলামদের আযাদ করার কাজে এবং কর্জদারদের কর্জে (কর্জ পরিশোধ), আর জিহাদে (অর্থাৎ যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য), আর মুসাফিরদের সাহায্যার্থে। এ হুকুম আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নির্ধারিত, আর আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়। (৬১) আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নবীকে যাতনা দেয় এবং বলে, তিনি প্রত্যেক কথায় কর্ণপাত করে থাকেন। বলে দাও– নবী তো কর্ণপাত করে থাকে সেই কথাতেই যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর– সে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়ন করে, আর মু'মিনদের বিশ্বাস করে, আর সে ঐসব লোকের প্রতি অনুগ্রহ করে যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান আনয়ন করে। আর যারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে যাতনা দেয় তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (৬২) তারা তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র শপথ করে থাকে যেন তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করা তাদের জন্য বেশী জরুরী। যদি তারা সত্যিকারের মু'মিন হয়ে থাকে। (৬৩) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যারা বিরুদ্ধাচরণ করে, এমন লোকের ভাগ্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন? তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে, এটা হচ্ছে চরম লাঞ্ছনা। (৬৪) মুনাফিক্বরা আশংকা করে যে, তাদের (মুসলিমদের) প্রতি না জানি এমন কোন সূরা নাযিল হয়ে পড়ে যা তাদের (মুনাফিক্বদের) অন্তরের কথা অবহিত করে দেয়। তুমি বলে দাও– হ্যাঁ, তোমরা

www.pathagar.com

বিদ্রূপ করতে থাক, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সেই বিষয়কে প্রকাশ করেই দিবেন যে সম্বন্ধে তোমরা আশংকা করছিলে। (৬৫) আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর তাহলে তারা বলে দিবে– আমরা তো শুধু আলাপ আলোচনা ও হাসি তামাশা করছিলাম; তুমি বল ঃ তাহলে কি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি হাসি তামাশা করছিলে? (৬৬) তোমরা এখন অজুহাত দেখিয়ো না, তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ, যদিও আমি তোমাদের মধ্য হতে কতককে ক্ষমা করে দিই, তবুও কতককে শাস্তি দিবই। কারণ, তারা অপরাধী ছিল।

রুকু-৯

(৬৭) মুনাফিক্ব পুরুষ এবং মুনাফিক্ব নারীরা সবাই এক রকম, অসৎ কর্মের শিক্ষা দেয় এবং সৎ কর্ম হতে বিরত রাখে, আর নিজেদের হাতসমূহকে (আল্লাহর পথে ব্যয় করা হতে) বন্ধ করে রাখে, তারা আল্লাহ্কে ভুলে গেছে। সুতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন, নিঃসন্দেহে মুনাফিক্বরা হচ্ছে অতি অবাধ্য। (৬৮) আল্লাহ্ মুনাফিক্ব পুরুষ ও নারীদের এবং কাফিরদের সাথে জাহান্নামের আগুনের অঙ্গীকার করেছেন, তাতে তারা চিরকাল থাকবে, ওটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ তাদেরকে লানত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি। (৬৯) তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, যারা

www.pathagar.com

ছিল তোমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী এবং ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির প্রাচুর্যও ছিল তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী; তারা তাদের পার্থিব (অংশ) দ্বারা উপকার লাভ করেছ। অতঃপর তোমরাও তোমাদের (পার্থিব) অংশ দ্বারা খুব উপকার লাভ করলে। যেমন, তোমাদের পূর্ববর্তীরা নিজেদের অংশ দ্বারা ফল ভোগ করেছিল, আর তোমরাও ব্যাঙ্গাত্মক হাসি তামাশায় এরূপভাবে নিমগ্ন রয়েছ যেমন তারা নিমগ্ন হয়েছিল। তাদের কার্যসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে দুনিয়ায় ও আখিরাতে, আর তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৭০) তাদের কাছে কি ঐসব লোকের সংবাদ পৌঁছেনি যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে, নূহ সম্প্রদায় এবং আদ ও ছামূদ সম্প্রদায় আর ইব্রাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদইয়ানের অধিবাসীরা এবং বিধ্বস্ত জনপদগুলোর? তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিল। বস্তুত ঃ আল্লাহ্ তো তাদের প্রতি অত্যাচার করেননি বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছিল। (৭১) আর মু'মিন পুরুষরা ও মু'মিন নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু তারা সৎ বিষয়ের শিক্ষা দেয় এবং অসৎ বিষয় হতে নিষেধ করে, আর ছালাতের পাবন্দী করে ও যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ্ ও তার রাসূলের আদেশ মেনে চলে, এসব লোকের প্রতি আল্লাহ্ অবশ্যই করুণা বর্ষণ করবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমতাবান, হিকমতওয়ালা। (৭২) আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীদেরকে আল্লাহ্ এমন উদ্যানসমূহের ওয়াদা দিয়ে

www.pathagar.com

রেখেছেন যেগুলোর নিম্নদেশে বইতে থাকবে নহরসমূহ, যেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে, আরও (ওয়াদা দিয়েছেন) উত্তম বাসস্থানসমূহের, ঐ স্থায়ী জান্নাতে। আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নি'আমত, এটা হচ্ছে অতি বড় সফলতা।

রুকু-১০

(৭৩) হে নবী! কাফির ও মুনাফিক্বদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন কর। তাদের বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নাম; ওটা নিকৃষ্ট স্থান। (৭৪) তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছে যে, তারা কিছুই বলেনি, অথচ নিশ্চয়ই তারা কুফরী কথা বলেছিল এবং ইসলাম গ্রহণের পর কাফির হয়ে গেল, আর তারা এমন বিষয়ের সংকল্প করেছিল যা তারা কার্যকর করতে পারেনি; আর এটা ছিল শুধুমাত্র তাদের পক্ষ থেকে এ বিষয়েরই প্রতিদান যে, তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নিজ অনুগ্রহে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন। অনন্তর যদি তারা তাওবাঃ করে তাহলে তা তাদের জন্য উত্তম হবে; আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ্ তাদের ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রদান করবেন, আর ভূ-পৃষ্ঠে তাদের না কোন অলী (অভিভাবক) থাকবে, আর না কোন সাহায্যকারী। (৭৫) আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার করে- আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে (প্রচুর সম্পদ) দান করেন, তাহলে আমরা অনেক দান খয়রাত করব এবং খুব ভাল

www.pathagar.com

কাজ করব। (৭৬) কার্যতঃ যখন আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ প্রদান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করতে লাগল এবং (আনুগত্য করা হতে) মুখ ফিরিয়ে নিল, আর তারা তো মুখ ফিরিয়ে রাখতেই অভ্যস্ত। (৭৭) অনন্তর আল্লাহ্ তাদের শাস্তিস্বরূপ তাদের অন্তরসমূহে নিফাক্ব (উৎপন্ন) করে দিলেন, যা আল্লাহ্র সামনে হাযির হওয়ার দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে, এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্র সাথে নিজেদের ওয়াদার খেলাফ করেছে ; আর এ কারণে যে, তারা মিথ্যা বলেছিল। (৭৮) তাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহ্ তাদের মনের গুপ্ত কথা এবং গোপন পরামর্শ সবই অবগত আছেন? আর তাদের কি এ খবর জানা নেই যে, আল্লাহ্ সমস্ত গায়েবের কথা খুবই জ্ঞাত আছেন? (৭৯) যারা নফল ছাদাক্বাহ প্রদানকারী মুসলিমদের প্রতি ছাদাক্বাহ সম্বন্ধে দোষারোপ করে এবং (বিশেষ করে) সেই লোকদের প্রতি যাদের পরিশ্রম ও মজদুরী করা ছাড়া আর কোনই সম্বল নেই তাদেরকে উপহাস করে, আল্লাহ্ তাদেরকে এ উপহাসের প্রতিফল দিবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৮০) (হে মুহাম্মাদ!) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর (উভয়ই সমান); যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। কারণ, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর আল্লাহ্ এরূপ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

www.pathagar.com

রুকু-১১

(৮১) রাসূলুল্লাহকে (যুদ্ধ গমনের পর) পেছনে পড়ে থাকা লোকেরা নিজেদের গৃহে বসে থেকে উল্লাস প্রকাশ করছিল এবং তারা আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করাকে অপছন্দ করল। অধিকন্তু বলতে লাগল– তোমরা এই গরমের মধ্যে বের হয়ো না ; তুমি বলে দাও–জাহান্নামের আগুন অধিকতর গরম, কত ভাল হত যদি তারা বুঝতে পারত। (৮২) অতএব, তারা অল্প কয়েকদিন হেসে (খেলে) কাটিয়ে দিক, আর তারা প্রচুর কাঁদবে, ঐসব কাজের বিনিময়ে যা তারা অর্জন করেছিল। (৮৩) আল্লাহ্ যদি তোমাকে (মদীনায়) তাদের কোন সম্প্রদায়ের কাছে ফিরিয়ে আনেন, অতঃপর তারা যেন কোন জিহাদে বের হতে অনুমতি চায়, তাহলে তুমি বলে দাও– তোমরা কখনো আমার সাথী হয়ে বের হবে না এবং আমার সাথী হয়ে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করবে না; তোমরা পূর্বেও বসে থাকাকে পছন্দ করেছিলে। অতএব, এখনও তোমরা ঐসব লোকের সাথে বসে থাক যারা পশ্চাদবর্তী থাকার যোগ্য। (৮৪) আর তাদের মধ্য হতে কেউ মরে গেলে তার উপর কখনও (জানাযার) ছালাত আদায় করবে না এবং তার কবরের কাছেও দাঁড়াবে না। তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা কুফরীর অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করেছে। (৮৫) আর তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তোমাকে যেন বিস্মিত না করে; আল্লাহ্ শুধু এটাই

www.pathagar.com

চাচ্ছেন যে, এ সমস্ত বস্তুর কারণে দুনিয়ায় তাদেরকে শাস্তিতে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণ বায়ু কুফরী অবস্থাতেই বের হয়ে যায়। (৮৬) আর যখনই কুর'আনের কোন অংশ এ বিষয়ে অবতীর্ণ করা হয় যে, তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর, তখন তাদের মধ্যকার সম্পদশালী ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা তোমার কাছে অব্যাহতি চায় ও বলে ঃ আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমরাও এখানে অবস্থানকারীদের সাথে থেকে যাই। (৮৭) তারা অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের সাথে থাকতে পছন্দ করল, তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হলো, কাজেই তারা বুঝতে পারে না। (৮৮) কিন্তু রাসূল ও তার সঙ্গীদের মধ্যে যারা মুসলিম ছিল তারা নিজেদের ধন সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করলো; তাদেরই জন্য রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই হচ্ছে সফলকাম। (৮৯) আল্লাহ্ তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যেগুলোর নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বয়ে চলবে আর তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল অবস্থান করবে; এটাই হচ্ছে (তাদের) বিরাট সফলতা।

রুকু-১২

(৯০) আর গ্রামবাসীদের মধ্য হতে কতিপয় বাহানাকারী লোক আসলো যেন তারা অনুমতি পায়। আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে সম্পূর্ণরূপেই মিথ্যা বলেছিল তারা একেবারেই বসে রইল; তাদের মধ্যে যেসব লোক কুফরী করেছে, তাদের জন্য রয়েছে

www.pathagar.com

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৯১) দুর্বল লোকদের উপর কোন গুনাহ নেই, আর না রুগ্নদের উপর আর না ঐ সব লোকের উপর যাদের খরচ করার করার সামর্থ্য নেই। যদি এসব লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি নিষ্ঠা রাখে (এবং আন্তরিকতার সাথে আনুগত্য স্বীকার করে) তাহলে এ সব সৎলোকের প্রতি কোন প্রকার অভিযোগ নেই। আর আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (৯২) আর ঐ লোকদের উপরও নয়, যখন তারা তোমার নিকট এই উদ্দেশ্যে আসে যে, তুমি তাদেরকে বাহন দান করবে, আর তুমি বলে দিয়েছ– আমার নিকট তো কোন বাহন নেই যার উপর আমি তোমাদেরকে উপবিষ্ট করাই, তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে, তাদের চক্ষুসমূহ হতে অশ্রু বইতে থাকে এই অনুতাপে যে, তাদের ব্যয় করার মত কোন সম্বল নেই। (৯৩) অভিযোগ তো শুধুমাত্র ঐ লোকদেরই উপর যারা সামর্থ্যশালী হওয়া সত্ত্বেও (যুদ্ধে গমন না করার) অনুমতি প্রার্থনা করছে। তারা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের সাথে থাকাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। আল্লাহ্ তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর মেরে দিলেন, কাজেই তারা (পাপ-পুণ্যকে) বুঝতে পারে না।

www.pathagar.com

পারা-১১

(৯৪) তারা তোমাদের কাছে ওযর পেশ করবে যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে; (হে নবী) তুমি বলে দাও- তোমরা ওযর পেশ কর না, আমরা কখনো তোমাদেরকে সত্যবাদী বলে মনে করব না, আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের (জিহাদে না যাওয়ার) বৃত্তান্ত জানিয়ে দিয়েছেন আর ভবিষ্যতেও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে এমন সত্তার কাছে যিনি অদৃশ্য এবং প্রকাশ্য সকল বিষয়ই অবগত আছেন, অনন্তর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা কিছু তোমরা করেছিলে। (৯৫) হ্যাঁ, তারা তখন তোমাদের সামনে শপথ করে বলবে, যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও; অতএব তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও; তারা হচ্ছে অতিশয় অপবিত্র আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, ঐসব কর্মের বিনিময়ে যা তারা করত। (৯৬) তারা এজন্য শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি খুশী হয়ে যাও, অনন্তর যদি তোমরা তাদের প্রতি খুশী হও তাহলে আল্লাহ্ তো এমন দুষ্কর্মকারী লোকদের প্রতি খুশী হবেন না। (৯৭) পল্লীবাসী লোকেরা কুফরী ও কপটতায় অতি কঠোর আর তাদের এরূপ হওয়াই উচিত যে, যাতে তাদের ঐসব আহকামের জ্ঞান না হয় যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন; আর আল্লাহ্

www.pathagar.com

হচ্ছেন মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়। (৯৮) আর এই গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে, তারা যা কিছু ব্যয় করে তা জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের জন্য দুর্দিনের প্রতীক্ষায় থাকে; (বস্তুতঃ) অশুভ আবর্তন তাদের উপরই পতিত প্রায় আর আল্লাহ্ খুব শোনেন, খুব জানেন। (৯৯) আর গ্রামবাসীদের মধ্যে কতিপয় লোক এমনও আছে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখে, আর যা কিছু ব্যয় করে ওকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের উপকরণ ও রাসূলের দু'আ লাভের উপকরণরূপে গ্রহণ করে। স্মরণ রেখো, তাদের এই ব্যয় কার্য নিঃসন্দেহে তাদের জন্য (আল্লাহ্‌র) নৈকট্য লাভের কারণ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদেরকে নিজের রহ্‌মতে দাখিল করে নিবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হচ্ছেন অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

রুকু-১৩

(১০০) আর যেসব মুহাজির ও আনছার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যেসব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ্ তাদের প্রতি রাযী হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি রাযী হয়েছে, আর আল্লাহ্ তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, তা হচ্ছে বিরাট কৃতকার্যতা। (১০১) আর তোমাদের চতুর্দিকস্থ লোকদের মধ্য হতে কতিপয় লোক এবং মদীনাবাসীদের মধ্য হতেও কতিপয় লোক এমন মুনাফিক্ব রয়েছে যারা নিফাকের

www.pathagar.com

চরমে পৌঁছে গেছে। তুমি তাদেরকে জান না, আমিই তাদেরকে জানি, আমি তাদেরকে দ্বিগুন শাস্তি প্রদান করব, অতঃপর (পরকালেও) তারা মহা শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে– (১০২) এবং আরও কতক লোক আছে যারা নিজেদের অপরাধসমূহ স্বীকার করেছে, যারা মিশ্রিত 'আমল করেছিল, কিছু ভালো, আর কিছু মন্দ, আশা রয়েছে যে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি করুণা দৃষ্টি করবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (১০৩) (হে নবী!) তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে ছাদাক্বাহ গ্রহণ কর, যা দ্বারা তুমি তাদেরকে পাক-পবিত্র করে দিবে আর তাদের জন্য দু'আ কর। নিঃসন্দেহে তোমার দু'আ হচ্ছে তাদের জন্য শান্তির কারণ, আর আল্লাহ্ খুব শোনেন, খুব জানেন। (১০৪) তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহ্ই নিজ বান্দাদের তাওবাঃ কবুল করেন, আর তিনিই দান খয়রাত কবুল করে থাকেন, আর এটাও যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন তাওবা কবুল করতে এবং অনুগ্রহ করতে পূর্ণ সামর্থ্যবান। (১০৫) হে নবী! তুমি বলে দাও– তোমরা কাজ করতে থাক, অনন্তর তোমাদের কার্যকে অচিরেই দেখে নিবেন আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ; আর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে এমন এক সত্তার নিকট যিনি হচ্ছেন সকল অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কৃতকর্ম জানিয়ে দিবেন– (১০৬) এবং আরও কতক লোক আছে যাদের ব্যাপার মুলতবী রয়েছে আল্লাহ্র

www.pathagar.com

আদেশ আসা পর্যন্ত, হয় তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন অথবা তাদের তাওবাঃ কবুল করবেন, আর আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (১০৭) আর কেউ কেউ এমন আছে যারা এ উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করেছে যেন তারা (ইসলামের) ক্ষতি সাধন করে এবং কুফরী কথাবার্তা বলে, আর মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, আর ঐ ব্যক্তির অবস্থানের ব্যবস্থা করে যে এর পূর্ব হতেই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী, আর তারা শপথ করে বলবে, মঙ্গল ভিন্ন আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই; আর আল্লাহ্ সাক্ষী আছেন যে, তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। (১০৮) (হে মুহাম্মাদ!) তুমি কখনো ওতে (ছালাতের জন্য) দাঁড়াবে না; অবশ্য যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাক্ওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে তা এর উপযোগী যে, তুমি তাতে (ছালাতের জন্য) দাঁড়াবে; ওতে এমন সব লোক রয়েছে যারা উত্তমরূপে পাক হওয়াকে পছন্দ করে, আর আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা সম্পাদনকারীদেরকে পছন্দ করেন। (১০৯) তাহলে কোন্ ব্যক্তি উত্তম, যে ব্যক্তি স্বীয় ইমারতের ভিত্তি আল্লাহ্ভীতির উপর এবং তাঁর সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করেছে অথবা সেই ব্যক্তি, যে স্বীয় ইমারতের ভিত্তি স্থাপন করেছে কোন গহ্বরের কিনারায়, যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম, অতঃপর তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? আর আল্লাহ্ এমন যালিমদেরকে (ধর্মের) জ্ঞান দান করেন না। (১১০) তাদের এই

www.pathagar.com

ইমারত যা তারা নির্মাণ করেছে, তা সদা তাদের মনে খট্‌কা সৃষ্টি করতে থাকবে, যে পর্যন্ত তাদের অন্তরই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মহাজ্ঞানী।

রুকু-১৪

(১১১) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন সম্পদসমূহকে এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে, তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, যাতে তারা (কখনও) হত্যা করে এবং (কখনও) নিহত হয়ে যায়, এর কারণে (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে, ইঞ্জীলে এবং কুর'আনে। নিজের অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক আর কে আছে? অতএব, তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এই ক্রয় বিক্রয়ের উপর, যা তোমরা সম্পাদন করেছ, আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা। (১১২) তারা হচ্ছে তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহ্‌র প্রশংসাকারী, ছিয়াম পালনকারী, রুকূ ও সিজদাকারী, সৎ বিষয় শিক্ষা প্রদানকারী এবং মন্দ বিষয়ে বাধা প্রদানকারী, আল্লাহ্‌র সীমাসমূহের (অর্থাৎ আহকামের) সংরক্ষণকারী; আর তুমি এমন মু'মিনদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। (১১৩) নবী ও অন্যান্য মু'মিনদের জন্য জায়েয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, একথা প্রকাশ হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। (১১৪) আর

www.pathagar.com

ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তো শুধু সেই ওয়াদার কারণে ছিল, যে ওয়াদা সে তার সাথে করেছিল। অতঃপর যখন তার নিকট এ বিষয় প্রকাশ পেল যে, সে (পিতা) আল্লাহ্‌র দুশমন, তখন সে তার হতে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত হয়ে গেল, বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়ের অধিকারী, সহনশীল। (১১৫) আর আল্লাহ্ এরূপ নন যে, কোন জাতিকে হিদায়াত করার পর পথভ্রষ্ট করেন, যে পর্যন্ত না তাদেরকে সেই সব বিষয় পরিষ্কারভাবে বলে দেন, যে বিষয়ে তারা তাক্বওয়া অবলম্বন করবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হচ্ছেন সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (১১৬) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌রই রাজত্ব রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন; আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের না কোন বন্ধু আছে, আর না কোন সাহায্যকারী। (১১৭) আল্লাহ্ অনুগ্রহ-দৃষ্টি করলেন নবীর অবস্থার প্রতি এবং মুহাজির ও আনছারদের অবস্থার প্রতিও, যারা নবীর অনুগামী হয়েছিল এমন সংকট মুহূর্তে যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি করলেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাদের সকলের উপর স্নেহশীল, করুণাময়। (১১৮) আর ঐ তিন ব্যক্তির অবস্থার প্রতিও (অনুগ্রহ করলেন) যাদের ব্যাপার মূলতবী রাখা হয়েছিল এই পর্যন্ত যে, তখন ভূ-পৃষ্ঠ নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হতে লাগল এবং তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল, আর তারা বুঝতে পারল

www.pathagar.com

যে, আল্লাহ্‌র পাকড়াও হতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে না, তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত; অতঃপর তাদের অবস্থার প্রতিও অনুগ্রহ-দৃষ্টি করলেন, যাতে তারা তাওবাঃ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হচ্ছেন অতিশয় অনুগ্রহকারী, করুণাময়।

রুকু-১৫

(১১৯) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক। (১২০) মদীনার অধিবাসী এবং তাদের আশেপাশে যেসব পল্লী রয়েছে, তাদের পক্ষে এটা উচিত ছিল না যে, তারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সঙ্গী না হয়; আর এটাও (উচিত ছিল) না যে, নিজেদের প্রাণ তার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় মনে করে; এর কারণ এই যে, আল্লাহ্‌র পথে তাদের যে পিপাসা, ক্লান্তি আর ক্ষুধা পায় এবং তাদের এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করায় কাফিরদের যে ক্রোধের কারণ হয়ে থাকে আর দুশমনদের হতে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়– এর প্রত্যেকটি সৎকর্ম বলে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎকর্মশীল লোকদের পুণ্যফল (ছওয়াব) বিনষ্ট করেন না। (১২১) আর ছোট বড় যা কিছু তারা ব্যয় করেছে, আর যত প্রান্তর তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে, তৎসমুদয়ও তাদের নামে লিখিত হয়েছে, যেন আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মসমূহের অতি উত্তম বিনিময় প্রদান করেন। (১২২) আর মু'মিনদের এটাও সমীচীন নয় যে, (জিহাদের জন্য) সবাই একত্রে বের হয়ে পড়ে; সুতরাং, এমন কেন করা হয় না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি

www.pathagar.com

ছোট দল (জিহাদে) বহির্গত হয়, যাতে অবশিষ্ট লোক ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে থাকে, আর যাতে তারা নিজ ক্বওমকে (নাফরমানী হতে) ভয় প্রদর্শন করে যখন তারা ওদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা পরহেয করে চলতে পারে।

রুকু-১৬

(১২৩) হে মু'মিনগণ! ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের আশেপাশে অবস্থান করে, যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা খুঁজে পায়; আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ পরহেযগারদের সাথে রয়েছেন। (১২৪) আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় তখন কোন কোন মুনাফিক্ব বলে, তোমাদের মধ্যে এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করল? অনন্তর যেসব লোক ঈমান এনেছে, এ সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারাই আনন্দ লাভ করছে। (১২৫) আর যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, এই সূরা তাদের মধ্যে তাদের কলুষতার সাথে আরও কলুষতা বর্ধিত করেছে, আর তাদের কুফরী অবস্থাতেই মৃত্যু হয়েছে। (১২৬) আর তারা কি দেখে না যে, তারা প্রতি বছর একবার অথবা দু'বার কোন না কোন বিপদে পতিত হয়ে থাকে? তবুও তারা তাওবা করে না আর না তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (১২৭) আর যখন কোন সূরা নাযিল করা হয় তখন তারা একে অপরের দিকে তাকাতে থাকে (এবং ইঙ্গিতে বলে)ঃ তোমাদেরকে কেউ দেখছে না তো? অতঃপর

www.pathagar.com

তারা চলে যায়; আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে (আলো থেকে) ফিরিয়ে দিয়েছেন, কারণ তারা হচ্ছে নির্বোধ সমাজ! (১২৮) তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে হচ্ছে তোমাদের খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণাপরায়ণ। (১২৯) অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তুমি বলে দাও ঃ আমার জন্য তো আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া অন্য কেউ মা'বুদ নেই, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করছি, আর তিনি হচ্ছেন অতি বড় আরশের মালিক।

www.pathagar.com

১০. সূরা য়ূনুস

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১০৯, রুকু-১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)

(১) আলিফ লা-ম রা-, এটা হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বপূর্ণ কিতাবের আয়াত। (২) লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হচ্ছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় প্রদর্শন কর এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে, তারা তাদের রবের নিকট পূর্ণ মর্যাদা লাভ করবে? কাফিররা বলতে লাগল যে, এ ব্যক্তি তো নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য যাদুকর। (৩) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন তোমাদের রব, যিনি আসমানসমূহকে এবং যমীনকে সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন, তিনি প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করে থাকেন। কোন সুপারিশকারী নেই, কিন্তু তাঁর অনুমতির পর; এমন আল্লাহ্ হচ্ছেন তোমাদের রব। অতএব, তোমরা তাঁর ইবাদত কর; তবুও কি তোমরা বুঝছ না? (৪) তোমাদের সকলকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য; নিশ্চয়ই তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনিই পুনর্বারও সৃষ্টি করবেন, যাতে এরূপ লোকদের, যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদেরকে ইনসাফ মত প্রতিফল প্রদান করেন; আর যারা কুফরী করেছে তারা পান করার

www.pathagar.com

জন্য পাবে উত্তপ্ত পানি এবং তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে তাদের কুফরীর কারণে। (৫) আল্লাহ্ এমন, যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান এবং চন্দ্রকে আলোকময় বানিয়েছেন; এবং ওর (গতির) জন্য মঞ্জিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আল্লাহ্ এসব বস্তু অযথা সৃষ্টি করেননি, তিনি এই প্রমাণাদি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন ঐসব লোকের জন্য যারা জ্ঞানবান। (৬) নিঃসন্দেহে রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে এবং আল্লাহ্ যা কিছু আসমানসমূহে ও যমীনে সৃষ্টি করেছেন তৎসমুদয়ের মধ্যে প্রমাণসমূহ রয়েছে ঐ লোকদের জন্য যারা আল্লাহ্র ভয় পোষণ করে। (৭) যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবনেই পরিতৃপ্ত এবং এতেই নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে গাফিল– (৮) এইরূপ লোকদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, তাদের কার্যকলাপের কারণে। (৯) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে, তাদের রব তাদের লক্ষ্য স্থলে (জান্নাতে) পৌঁছে দিবেন, তাদের ঈমানের কারণে, শান্তির উদ্যানসমূহে, তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে। (১০) তথায় তাদের বাক্য হবে ঃ হে আল্লাহ্! তুমি মহান, পবিত্র! এবং পরস্পরের সালাম হবে– আসসালামু 'আলাইকুম, আর তাদের দু'আর শেষ বাক্য হবে– আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের রব মহান আল্লাহ্র জন্য)।

www.pathagar.com

রুকু-২

(১১) আর যদি আল্লাহ্ মানুষের উপর ত্বরিত ক্ষতি সাধন করতেন, যেমন তারা ত্বরিত উপকার লাভ করতে আগ্রহ রাখে, তাহলে তাদের অঙ্গীকার করেই পূর্ণ হয়ে যেতো! অনন্তর আমি সেই লোকদেরকে, যারা আমার নিকট উপস্থিত হবার চিন্তা করে না, ছেড়ে দিই তাদের অবস্থার উপর, যেন তারা তাদের অবাধ্যতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। (১২) আর যখন মানুষকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকতে থাকে শুয়ে, বসে এবং দাঁড়িয়েও, অতঃপর যখন আমি তার সেই কষ্ট দূর করে দিই তখন সে নিজের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে-যে কষ্ট তাকে স্পর্শ করেছিল তা মোচন করার জন্য আমাকে কখনো ডেকেছিলই না; এই সীমা লঙ্ঘনকারীদের কার্যকলাপ তাদের কাছে এরূপই পছন্দনীয় মনে হয়। (১৩) আমি তোমাদের পূর্বে বহু সমপ্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যখন তারা যুল্ম করেছিল, অথচ তাদের নিকট তাদের রাসূলগণও প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, কিন্তু কিছুতেই তারা ঈমান আনল না। আর আমি অপরাধীদেরকে এরূপেই শাস্তি দিয়ে থাকি। (১৪) অতঃপর আমি তাদের স্থলে তোমাদেরকে তাদের পর ভূ-মণ্ডলে আবাদ করলাম, যেন আমি প্রত্যক্ষ করি যে, তোমরা কিরূপ কাজ কর। (১৫) আর যখন তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়– যা অতি স্পষ্ট, তখন ঐ সব লোক, যাদের আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার চিন্তা নেই– এইরূপ বলেঃ এটা ছাড়া অন্য কোন কুর'আন আনয়ন করুন অথবা এতে কিছু পরিবর্তন করে

www.pathagar.com

দিন। তুমি বলে দাও– আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয় যে, আমি নিজের পক্ষ হতে এতে পরিবর্তন করে দিই, আমি তো শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করব যা অহীযোগে আমার কাছে পৌঁছেছে। যদি আমি আমার রবের নাফরমানী করি তাহলে আমি এক অতি ভীষণ দিনের শাস্তির আশংকা রাখি। (১৬) তুমি বলে দাও–যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হত তাহলে, না আমি তোমাদেরকে এটা পাঠ করে শুনাতাম, আর না আল্লাহ্ তোমাদেরকে ওটা জানাতেন। কেননা, আমি এর পূর্বেও তো জীবনের এক দীর্ঘ সময় তোমাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছি; তাহলে কি তোমরা এতটুকু জ্ঞান রাখ না? (১৭) অতএব, সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক অত্যাচারী কে হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? নিঃসন্দেহে এমন পাপাচারীদের কিছুতেই মঙ্গল হবে না। (১৮) আর তারা আল্লাহ্ ছাড়া এমন বস্তুসমূহের ইবাদত করে যারা তাদের কোন অপকার করতে পারে না এবং তাদের কোন উপকারও করতে পারে না আর তারা বলে এরা হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বলে দাও তোমরা কি আল্লাহ্‌কে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা যিনি অবগত নন, না আসমানে, আর না যমীনে? তিনি পবিত্র এবং তাদের মুশরিকী কার্যকলাপ হতে তিনি অনেক উর্ধ্বে। (১৯) আর সমস্ত মানুষ (প্রথম) এক উম্মতই ছিল, অতঃপর তারা মতভেদ সৃষ্টি করল; আর যদি তোমার রবের পক্ষ হতে এক নির্দেশ বাণী প্রথমে সাব্যস্ত হয়ে না

www.pathagar.com

থাকত তাহলে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে তার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যেত। (২০) আর তারা বলে ঃ তার প্রতি তার রবের পক্ষ হতে কোন মু'জিযা কেন নাযিল হল না? তুমি বলে দাও– গায়েবের খবর শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন। অতএব, তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাকলাম।

রুকু-৩

(২১) আর যখন আমি কোন মানুষকে কোন নি'আমতের স্বাদ উপভোগ করাই তাদের উপর কোন বিপদ পতিত হওয়ার পর, তখনই তারা আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে দুরভিসন্ধি করতে থাকে। তুমি বলে দাও – আল্লাহ্ অতি দ্রুত কলাকৌশল তৈরী করতে পারেন। নিশ্চয়ই আমার ফেরেশতাগণ তোমাদের সকল দুরভিসন্ধি লিপিবদ্ধ করছে। (২২) তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে ও পানি পথে পরিভ্রমণ করান; যখন তোমরা নৌকায় অবস্থান কর; আর সেই নৌকাগুলো লোকদেরকে নিয়ে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে চলতে থাকে আর তারা তাতে আনন্দিত হয়, (হঠাৎ) তাদের উপর এক প্রচণ্ড (প্রতিকূল) বায়ু এসে পড়ে এবং প্রত্যেক দিক হতে তাদের উপর তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা মনে করে, তারা (বিপদে) বেষ্টিত হয়ে পড়েছে, (তখন) সকলে খাঁটি বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ্‌কেই ডাকতে থাকে, (হে আল্লাহ্!) যদি আপনি আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হয়ে যাব। (২৩) অনন্তর,

www.pathagar.com

যখনই মা'বুদ তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা ভূ-পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করতে থাকে। হে লোক সকল! (শুনে রেখো), তোমাদের বিদ্রোহাচরণ তোমাদেরই (প্রাণের) জন্য বিপদ হবে, পার্থিব জীবনে (এটা দ্বারা কিছু) ফল ভোগ করছ, অতঃপর আমারই কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে, অতঃপর আমি তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম তোমাদেরকে জানিয়ে দিব। (২৪) বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের অবস্থা তো এইরূপ, যেমন আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করলাম, অতঃপর তা দ্বারা উৎপন্ন হয় যমীনের উদ্ভিদগুলো অতিশয় ঘন হয়ে, যা মানুষ ও পশুরা ভক্ষণ করে; এমন কি, যখন সেই যমীন নিজের সুদৃশ্যতার পূর্ণরূপ ধারণ করল এবং তা শোভনীয় হয়ে উঠল, আর ওর মালিকরা মনে করল যে, তারা এখন ওর পূর্ণ অধিকারী হয়েছে, তখন দিবাকালে অথবা রাত্রিকালে ওর উপর আমার পক্ষ হতে কোন আপদ এসে পড়ল। সুতরাং আমি ওকে এমন নিশ্চিহ্ন করে দিলাম, যেন গতকাল ওর অস্তিত্বই ছিল না। এইরূপেই আয়াতগুলোকে আমি বিশদরূপে বর্ণনা করি এমন লোকদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা করে। (২৫) আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে শান্তির নিবাসের দিকে আহবান করেন: এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে চলার ক্ষমতা দান করেন। (২৬) যারা নেক কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম বস্তু (জান্নাত) রয়েছে; আর তদুপরি (আল্লাহ্‌র) দীদারও; আর না তাদের মুখমণ্ডলকে মলিনতা আচ্ছন্ন করবে, আর না অপমান; তারাই হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল থাকবে।

www.pathagar.com

(২৭) পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ করেছে, তারা তাদের মন্দ কাজের শাস্তি পাবে ওর অনুরূপ এবং অপমান তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নিবে; তাদেরকে আল্লাহ্ (এর শাস্তি) হতে কেউই রক্ষা করতে পারবে না, যেন তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে দেয়া হয়েছে রাত্রির অন্ধকার স্তরসমূহ দ্বারা; এরা হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল থাকবে। (২৮) আর সেই দিনটিও উল্লেখযোগ্য -যেদিন আমি মুশরিকদেরকে একত্রিত করব, অতঃপর বলব ঃ তোমরা ও তোমাদের নিরূপিত শরীকরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর, অনন্তর আমি তাদের মধ্যে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে দিব এবং তাদের সেই শরীকরা বলবে-তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না। (২৯) বস্তুতঃ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ই হচ্ছেন যথোপযুক্ত সাক্ষী যে, আমরা তোমাদের ইবাদত সম্বন্ধে অবগত ছিলাম না। (৩০) তথায় প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় পূর্ব কৃতকর্মগুলো পরীক্ষা করে নিবে এবং তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে, যিনি তাদের প্রকৃত মালিক, আর যে সব মিথ্যা মা'বুদ তারা বানিয়ে নিয়েছিল তারা সবাই তাদের থেকে দূরে সরে যাবে।

রুকু-৪

(৩১) তুমি বল ঃ তিনি কে, যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে রিয্ক্ব পৌঁছিয়ে থাকেন? অথবা কে তিনি, যিনি কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? আর তিনি কে, যিনি জীবন্তকে প্রাণহীন,

www.pathagar.com

হতে বের করেন, আর প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে বের করেন? আর তিনি কে যিনি সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন? তখন অবশ্যই তারা বলবে ঃ আল্লাহ্। অতএব, তুমি বল ঃ তাহলে কেন তোমরা (শির্ক হতে) নিবৃত্ত থাকছো না? (৩২) সুতরাং তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ্, যিনি তোমাদের প্রকৃত রব, অতএব সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি রইল? তাহলে তোমরা (সত্যকে ছেড়ে) কোথায় ফিরে যাচ্ছ? (৩৩) এভাবে সমস্ত অবাধ্য লোকদের সম্পর্কে তোমার রবের এই কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, তারা ঈমান আনবে না। (৩৪) (হে নবী) তুমি বল ঃ তোমাদের (নিরূপিত) শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে প্রথম বার সৃষ্টি করে এবং পুনরাবর্তন করতে পারে? তুমি বলে দাও– আল্লাহ্ই প্রথম বারও সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই পুনর্বারও সৃষ্টি করবেন, অতএব, তোমরা (সত্য হতে) কোথায় ফিরে যাচ্ছ? (৩৫) তুমি বল ঃ তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে সত্য বিষয়ের সন্ধান দেয়? তুমি বলে দাও, আল্লাহ্ই সত্য বিষয়ের পথ প্রদর্শন করেন; তাহলে কি যিনি সত্য বিষয়ের পথ প্রদর্শন করেন তিনি অনুসরণ করার সর্বাধিক যোগ্য, না ঐ ব্যক্তি যে অন্যের পথ প্রদর্শন করা ছাড়া নিজেই পথ প্রাপ্ত হয় না? তাহলে তোমাদের কি হল ঃ তোমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছ? (৩৬) আর তাদের অধিকাংশ লোক শুধু অলীক কল্পনার পিছনে চলছে; নিশ্চয়ই অলীক কল্পনা বাস্তব ব্যাপারে মোটেই ফলপ্রসূ নয়; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবই জানেন, যা কিছু

www.pathagar.com

তারা করছে। (৩৭) আর এই কুর'আন কল্পনা প্রসূত নয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, এটা তো সেই কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী যা এর পূর্বে (নাযিল) হয়েছে এবং আবশ্যকীয় বিধানসমূহের বিশদ বর্ণনাকারী (এবং) এতে কোন সন্দেহ নেই, (এটা) বিশ্বের রবের পক্ষ হতে (নাযিল) হয়েছে। (৩৮) তারা কি এরূপ বলে যে, এটা তার (নবীর) স্বরচিত? তুমি বলে দাও ঃ তাহলে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর এবং গাইরুল্লাহ হতে যাকে ইচ্ছা ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৩৯) বরং তারা এমন বিষয়কে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে, যাকে নিজ জ্ঞানের পরিধিতে আনয়ন করেনি, আর এখনো তাদের প্রতি ওর পরিণাম (আযাব) পৌঁছেনি; এরূপভাবে তারাও মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে। অতএব, দেখ সেই অত্যাচারীদের পরিণাম কি হল? (৪০) আর তাদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে, যারা এর প্রতি ঈমান আনবে এবং এমন কতক লোকও আছে যে, তারা এর প্রতি ঈমান আনবে না, আর তোমার রব অত্যাচারীদেরকে ভালরূপে জানেন।

রুকু-৫

(৪১) আর (এতদসত্ত্বেও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে, তাহলে তুমি বলে দাও-আমার কর্মফল আমি পাব, আর তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে। তোমরা তো আমার কৃতকর্মের

www.pathagar.com

জন্য দায়ী নও, আর আমিও তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী নই। (৪২) আর তাদের কতক এমন আছে, যারা তোমার (কথার) প্রতি কান পেতে রাখে। কিন্তু তুমি কি বধিরদেরকে শোনাবে, যদি তাদের বোধশক্তি না থাকে? (৪৩) আর তাদের কতক এমনও আছে যারা তোমাকে দেখছে। তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারবে, তাদের যদি অন্তর্দৃষ্টি না থাকে? (৪৪) এটা স্থির নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন যুল্ম করেন না, বরং মানুষ নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করছে। (৪৫) আর (ঐ দিনটি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও) যে দিন তিনি (আল্লাহ্) তাদেরকে এরূপ অবস্থায় একত্রিত করবেন, যেন তারা পূর্ণ দিবসের মুহূর্ত কাল মাত্র অবস্থান করেছিল এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে চিনবে; বাস্তবিকই ক্ষতিগ্রস্ত হলো ঐ সব লোক যারা আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হওয়াকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তারা হিদায়াত প্রাপ্ত ছিল না। (৪৬) আর আমি তাদের সাথে যে শাস্তির অঙ্গীকার করছি, যদি ওর সামান্য অংশও তোমাকে দেখিয়ে দিই অথবা তোমাকে মৃত্যু দান করি, সর্বাবস্থায় তাদেরকে আমারই পানে আসতে হবে, আর আল্লাহ্ তাদের সকল কৃতকর্মেরই খবর রাখেন। (৪৭) প্রত্যেক উম্মাতের জন্য এক একজন রাসূল রয়েছে, তাদের সেই রাসূল যখন এসে পড়ে, (তখন) তাদের মীমাংসা করা হয় ন্যায়ভাবে আর তাদের পতি কোন অবিচার করা হয় না। (৪৮) আর তারা বলেঃ (আমাদের) এই অঙ্গীকার কখন (সংঘটিত) হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৪৯) তুমি বলে দাও-আমি তো আমার নিজের জন্যও

www.pathagar.com

কোন উপকার বা ক্ষতির অধিকারী নই, কিন্তু যতটুকু আল্লাহ্ চান প্রত্যেক উম্মাতের (আযাবের) জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় আছে; যখন তাদের সেই নির্দিষ্ট সময় এসে পৌঁছে, তখন তারা মুহূর্তকাল না পশ্চাদপদ হতে পারবে আর না অগ্রসর হতে পারবে। (৫০) তুমি বলে দাও-বলতো, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্র আযাব রাত্রিকালে অথবা দিবাভাগে এসে পড়ে, তাহলে আযাবের মধ্যে এমন কোন্ জিনিস রয়েছে যা অপরাধীরা তাড়াতাড়ি চাচ্ছে? (৫১) তাহলে কি ওটা যখন এসেই পড়বে, তখন ওটা বিশ্বাস করবে? (বলা হবে) হ্যাঁ, এখন মানলে। অথচ তোমরা ওর জন্য তাড়াহুড়া করছিলে। (৫২) অতঃপর যালিমদেরকে বলা হবে– চিরস্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে থাক, তোমরা তো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল পাচ্ছ। (৫৩) তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে– ওটা (শাস্তি) কি যথার্থ বিষয়? তুমি বলে দাও-হ্যাঁ, আমার রবের কসম! ওটা নিশ্চিত সত্য; আর তোমরা কিছুতেই আল্লাহ্কে অপারগ করতে পারবে না।

রুকু-৬

(৫৪) আর যদি প্রত্যেক মুশরিকের কাছে এই পরিমাণ (মাল) থাকে যে, তা সমগ্র পৃথিবীর সমপরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে সে তা দান করেও নিজের প্রাণ রক্ষা করতে উদ্যত হবে; এবং যখন তারা আযাব দেখতে পাবে, তখন (নিজেদের) মনস্তাপকে গোপন রাখবে আর তাদের ফয়সালা করা হবে ন্যায়ভাবে এবং তাদের প্রতি অবিচার করা

www.pathagar.com

হবে না। (৫৫) স্মরণ রেখো, সবই আল্লাহ্‌র স্বত্ব যা কিছু আসমানসমূহে এবং যমীনে রয়েছে; স্মরণ রেখো, আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করে না। (৫৬) তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান, আর তোমরা সবাই তাঁরই পানে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৫৭) (হে মানব জাতি!) তোমাদের কাছে তোমাদের রবের তরফ হতে এমন বস্তু সমাগত হয়েছে যা হচ্ছে নছীহত এবং অন্তরসমূহের সকল রোগের আরোগ্যকারী, আর মু'মিনদের জন্য ওটা পথ প্রদর্শন ও রহমত। (৫৮) তুমি বলে দাও– আল্লাহ্‌র এই দান ও রহ্‌মতের প্রতি সকলেরই আনন্দিত হওয়া উচিত; তা ওটা (পার্থিব সম্পদ) হতে বহু গুনে উত্তম যা তারা সঞ্চয় করছে। (৫৯) তুমি বল ঃ আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা কিছু রিয্‌ক্ব পাঠিয়েছিলেন, অতঃপর তোমরা ওর কতক অংশ হারাম এবং কতক অংশ হালাল সাব্যস্ত করে নিলে; তুমি জিজ্ঞেস কর– আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, না কি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করছ? (৬০) আর যারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে, তাদের ক্বিয়ামত দিবস সম্বন্ধে কি ধারণা? বাস্তবিক, মানুষের উপর আল্লাহ্‌র খুবই অনুগ্রহ রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ।

রুকু-৭

(৬১) আর তুমি যে অবস্থাতেই থাক না কেন আর যে কোন অংশ হতে কুর'আন পাঠ কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর,

www.pathagar.com

আমার কাছে সব কিছুরই খবর থাকে, যখন তোমরা সেই কাজ করতে শুরু কর; কণা পরিমাণও কোন বস্তু তোমার রবের (জ্ঞানের) অগোচর নয়–না যমীনে, না আসমানে, আর তা হতে ক্ষুদ্রতর, কিংবা বৃহত্তর, সমস্তই কিতাবে মুবীনে (কুর'আনে) লিপিবদ্ধ রয়েছে। (৬২) মনে রেখো, আল্লাহ্‌র বন্ধুদের না কোন আশংকা আছে আর না তারা বিষণ্ন হবে। (৬৩) তারা হচ্ছে সেই লোক যারা ঈমান এনেছে এবং (গুনাহ হতে) পরহেয করে থাকে। (৬৪) তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও। আল্লাহ্‌র বাক্যসমূহে কোন পরিবর্তন হয় না; এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা। (৬৫) আর তোমাকে যেন তাদের উক্তিগুলো বিষণ্ন না করে, সকল ক্ষমতা এবং ইযযত আল্লাহ্‌রই জন্য; তিনি শোনেন, জানেন। (৬৬) মনে রেখো, যত কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যত কিছু যমীনে আছে, এই সমস্তই আল্লাহ্‌র; আর যারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্য শরীকদের ইবাদত করে, তারা কোন্ বস্তুর অনুসরণ করেছে? তারা শুধু অবাস্তব খেয়ালের তাবেদারী করে চলছে এবং শুধু অনুমান প্রসূত কথা বলছে। (৬৭) তিনি এমন, যিনি তোমাদের জন্য রাত্রি বানিয়েছেন, যেন তোমরা তাতে স্বস্তি লাভ কর আর দিবসকেও এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তা হচ্ছে দেখাশুনার উপকরণ; ওতে (তাওহীদের) প্রমাণসমূহ রয়েছে তাদের জন্য যারা শোনে। (৬৮) তারা বলে-আল্লাহ্‌র সন্তান আছে, সুবহানাল্লাহ! তিনি তো কারো মুখাপেক্ষী নন; তাঁরই অধীনস্তে রয়েছে যা কিছু

www.pathagar.com

আসমানসমূহে আছে এবং যা কিছু যমীনে আছে; তোমাদের কাছে এর (উক্তি দাবীর) কোন প্রমাণও নেই; আল্লাহ্ সম্বন্ধে কি তোমরা এমন কথা আরোপ করছো যা তোমাদের জানা নেই? (৬৯) তুমি বলে দাও-যারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রচনা করে তারা সফলকাম হবে না। (৭০) এটা দুনিয়ার সামান্য আয়েশ আরাম মাত্র, অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।

রুকু-৮

(৭১) আর তুমি তাদেরকে নূহের ইতিবৃত্ত পড়ে শোনাও, যখন সে নিজের ক্বওমকে বললো-হে আমার ক্বওম! যদি তোমাদের কাছে দুর্বহ মনে হয় আমার অবস্থান এবং আল্লাহ্‌র আদেশাবলী নছীহত করা, তাহলে আমার তো আল্লাহ্‌রই উপর ভরসা, সুতরাং, তোমরা তোমাদের (কল্পিত) শরীকদেরকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের তদবীর মযবুত করে নাও, অতঃপর তোমাদের সেই তদবীর (গোপন ষড়যন্ত্র) যেন তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ না হয়, তারপর আমার সাথে (যা করতে চাও) করে ফেল আর আমাকে মোটেই অবকাশ দিও না। (৭২) অতঃপর যদি তোমরা পরন্মুখই থাকো, তাহলে আমি তো তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না, আমার পারিশ্রমিক তো শুধু আল্লাহ্‌রই যিম্মায় রয়েছে আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে, আমি যেন অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত থাকি। (৭৩) অনন্তর তারা তাকে মিথ্যা

www.pathagar.com

প্রতিপন্ন করতে থাকে, অতএব আমি তাকে এবং যারা তার সাথে নৌকায় ছিল তাদেরকে নাজাত দিলাম ও তাদেরকে আবাদ করলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিলাম। সুতরাং, দেখ কি পরিণাম হয়েছিল তাদের যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। (৭৪) আবার আমি তার পরে অপর নবীদেরকে তাদের ক্বওমের নিকট প্রেরণ করলাম। সুতরাং তারা তাদের নিকট মু'জিযাসমূহ নিয়ে আসল। এতদসত্ত্বেও এটা হল না যে, তারা যে বস্তুকে পূর্বে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, পরে তা মেনে নেয়; এভাবেই আল্লাহ্ কাফিরদের অন্তরসমূহে মোহর লাগিয়ে দেন। (৭৫) অতঃপর আমি তাদের পর মূসা ও হারূনকে আমার মু'জিয়াসহকারে ফিরআউন ও তার প্রধানদের নিকট পাঠালাম, অনন্তর তারা অহংকার করল, আর সেই লোকগুলো ছিল পাপাচারপরায়ণ। (৭৬) অতঃপর যখন তাদের প্রতি আমার সন্নিধান হতে প্রমাণ পৌছল, তখন তারা বলতে লাগল, নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট যাদু। (৭৭.) মূসা বললো ঃ তোমরা কি এই যথার্থ প্রমাণ সম্পর্কে এমন কথা বলছ, যখন ওটা তোমাদের নিকট পৌছলো? এটা কি যাদু? অথচ যাদুকররা তো সফলকাম হয় না! (৭৮) তারা বলতে লাগলো ঃ তুমি কি আমাদের নিকট এজন্য এসেছ যে, আমাদেরকে সরিয়ে দাও সেই তরীক্বা হতে, যাতে আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পেয়েছি আর পৃথিবীতে তোমাদের দু'জনের আধিপত্য স্থাপিত হয়ে যায়? আমরা তোমাদের দু'জনকে কখনো মানব না– (৭৯) এবং ফিরাউন বললো ঃ আমার

www.pathagar.com

কাছে সমস্ত সুদক্ষ যাদুকরদের উপস্থিত কর। (৮০) অতঃপর যখন যাদুকররা আসল, তখন মূসা তাদেরকে বলল ঃ নিক্ষেপ কর যা কিছু তোমরা নিক্ষেপ করতে চাও। (৮১) অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করলো, তখন মূসা বলল ঃ যাদু এটাই; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এখনই এটাকে বানচাল করে দিবেন; (কেননা) আল্লাহ্ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না। (৮২) আর আল্লাহ্ সঠিক প্রমাণকে স্বীয় অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত করে দেন, যদিও পাপাচারীরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।

রুকু-৯

(৮৩) বস্তুতঃ মূসার প্রতি তার স্বগোত্রীয় লোকদের মধ্যে (প্রথমে) শুধু অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান আনল, তাও ফিরাউন ও তার প্রধানবর্গের এই ভয়ে যে, তারা তাদেরকে নির্যাতন করে; আর বাস্তবিক পক্ষে ফিরাউন সেই দেশে (রাজ্য) ক্ষমতা রাখত, আর এটাও ছিল যে, সে (ন্যায়ের) সীমাতিক্রম করে ফেলত। (৮৪) আর মূসা বললো ঃ হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখ, তাহলে তাঁরই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলিম হও। (৮৫) তারা বলল ঃ আমরা আল্লাহ্‌রই উপর ভরসা করলাম, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই যালিমদের লক্ষ্যস্থল বানাবেন না- (৮৬) আর আমাদেরকে নিজ অনুগহে এই কাফিরদের (কবল) হতে মুক্তি দিন। (৮৭) আর আমি মূসা ও তার ভ্রাতার প্রতি অহী পাঠালাম-তোমরা

www.pathagar.com

উভয়ে তোমাদের এই লোকদের জন্য মিসরে বাসস্থান বহাল রাখ আর (ছালাতের সময়) তোমরা সবাই নিজেদের সেই গৃহগুলোকে ছালাত আদায় করার স্থানরূপে গণ্য কর এবং ছালাত কায়েম কর, আর মু'মিনদেরকে শুভ সংবাদ জানিয়ে দাও। (৮৮) আর মূসা বলল ঃ হে আমাদের রব! আপনি ফিরাউন ও তার প্রধানবর্গকে দান করেছেন জাঁকজমকের সামগ্রী এবং বিভিন্ন রকমের জীবনোপকরণের সম্পদ, হে আমাদের রব! যার কারণে তারা আপনার পথ হতে (মানব মণ্ডলীকে) বিভ্রান্ত করছে, হে আমাদের রব! তাদের সম্পদগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তরসমূহকে কঠিন করুন, যাতে তারা ঈমান না আনতে পারে ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ তারা যন্ত্রণাময় আযাবকে দেখে নেয়। (৮৯) তিনি (আল্লাহ্) বললেন ঃ তোমাদের উভয়ের দু'আ কবুল করা হল। অতএব, তোমরা দৃঢ় থাক, আর তাদের পথ অনুসরণ কর না যাদের জ্ঞান নেই। (৯০) আর আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে দিলাম, অতঃপর ফিরাউন তার সৈন্যদলসহ তাদের পশ্চাদানুসরণ করলো যুল্ম ও নির্যাতনের উদ্দেশ্যে; এমনকি– যখন সে নিমজ্জিত হতে লাগল, তখন বলতে লাগলো ঃ আমি ঈমান এনেছি বনী ইসরাইল যাঁর উপর ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া অন্য মা'বুদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। (৯১) এখন ঈমান আনছ? অথচ পূর্ব (মুহূর্ত) পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করছিলে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছিলে। (৯২) অতএব, আমি আজ তোমার

www.pathagar.com

লাশকে উদ্ধার করব, যেন তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাক; আর প্রকৃত পক্ষে অনেক লোক আমার উপদেশাবলী হতে উদাসীন রয়েছে।

রুকু-১০

(৯৩) আর আমি বনী ইসরাঈলকে থাকার জন্য অতি উত্তম বাসস্থান প্রদান করলাম, আর আমি তাদেরকে আহার করার জন্য উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ দান করলাম, তারা মতভেদ করেনি ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ তাদের নিকট (আহ্কামের) জ্ঞান পৌছল। নিঃসন্দেহে তোমার রব ক্বিয়ামত দিবসে তাদের মধ্যে সেই সব বিষয়ের মীমাংসা করবেন, যাতে তারা মতভেদ করছিল। (৯৪) অতঃপর (হে নবী!) যদি তুমি এই (কিতাব) সম্পর্কে সন্দিহান হও, যা আমি তোমার নিকট পাঠিয়েছি তাহলে তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ, যারা তোমার পূর্বেকার কিতাবসমূহ পাঠ করে। নিঃসন্দেহে তোমার নিকট এসেছে তোমার রবের পক্ষ হতে সত্য কিতাব, সুতরাং তুমি কখনই সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (৯৫) আর ঐ সব লোকেরও অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা আল্লাহ্র আয়াতগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, যেন তুমি ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত না হও। (৯৬) নিঃসন্দেহে, যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনো ঈমান আনবে না- (৯৭) যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (৯৮) সুতরাং, এমন কোন জনপদই ঈমান

www.pathagar.com

আনেনি যে, তাদের ঈমান আনয়ন উপকারী হয়েছে, ইউনূসের ক্বওম ছাড়া। যখন তারা ঈমান আনলো, তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবনের অপমানজনক শাস্তি বিদূরিত করে দিলাম এবং তাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকতে দিলাম এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত। (৯৯) আর যদি তোমার রব ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনতো; তাহলে তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তি করতে পার, যাতে তারা ঈমান আনয়নই করে? (১০০) অথচ আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া কারও ঈমান আনা সম্ভব নয়; আর আল্লাহ্ নির্বোধ লোকদের উপর (কুফরীর) অপবিত্রতা স্থাপন করে দেন। (১০১) বলে দাও-তোমরা লক্ষ্য কর, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে; আর যারা ঈমান আনে না, প্রমাণাদি ও ভয় প্রদর্শন তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারে না। (১০২) অতএব, তারা শুধু ঐ লোকদের অনুরূপ ঘটনাবলীর প্রতীক্ষা করছে, যারা তাদের পূর্বে গত হয়ে গেছে; তুমি বলে দাও- আচ্ছা তাহলে তোমরা (ওর) প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারতদের মধ্যে রইলাম। (১০৩) শেষ পর্যন্ত আমি স্বীয় রাসূলদেরকে এবং মু'মিনদেরকে নাজাত দিলাম, এই রূপেই আমি মু'মিনদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি।

রুকু-১১

(১০৪) বলে দাও ঃ হে লোক সকল! যদি তোমরা আমার দ্বীন সম্বন্ধে সন্দিহান হও তাহলে আমি সেই মা'বুদদের ইবাদত করি না, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর, কিন্তু আমি সেই

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র ইবাদত করি, যিনি তোমাদের জান কবজ করেন আর আমাকে এই আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন ঈমান আনয়নকারীদের দলভুক্ত থাকি। (১০৫) আর এটাও যে, নিজকে নিজে এই ধর্মের প্রতি এভাবে নিবিষ্ট করে রাখবে যে, অন্যান্য সকল তরীক্বা হতে পৃথক হয়ে যাও, আর কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (১০৬) আর আল্লাহ্‌কে ছেড়ে এমন বস্তুর ইবাদত কর না, যা না তোমার কোন উপকার করতে পারে, আর না কোন ক্ষতি করতে পারে। বস্তুত ঃ যদি এরূপ কর, তাহলে তুমি এমতাবস্থায় যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (১০৭) যদি আল্লাহ্ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তাহলে তিনি ছাড়া কেউ তা মোচনকারী নেই, আর যদি তিনি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ ও শান্তি পৌছাতে চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহের কোন অপসারণকারী নেই; তিনি স্বীয় অনুগ্রহ নিজের বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান দান করেন; এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু। (১০৮) বল ঃ হে লোক সকল! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ হতে সত্য (ধর্ম) এসেছে, অতএব, যে ব্যক্তি সঠিক পথে আসবে, বস্তুত সে নিজের জন্যই পথে আসবে, আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট থাকবে, তার পথভ্রষ্টতা তারই উপরে বর্তাবে, আর আমাকে (রাসূলকে) তোমাদের উপর দায়িত্বশীল করা হয়নি। (১০৯) আর তুমি তোমার প্রতি প্রেরিত অহীর অনুসরণ কর, আর ধৈর্য ধারণ কর এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ্ মীমাংসা করে দেন এবং তিনিই উত্তম মীমাংসাকারী।

www.pathagar.com

১১. সূরা হূদ

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১২৩, রুকু-১০

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আলিফ লা-ম-রা-। এটা (কুর'আন) এমন কিতাব যার আয়াতগুলো (প্রমাণাদি দ্বারা) মযবুত করা হয়েছে, অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, প্রজ্ঞাময়ের (আল্লাহ্‌র) পক্ষ হতে। (২) এই (উদ্দেশ্যে) যে, আল্লাহ্ ছাড়া কারও ইবাদত কর না; আমি (নবী) তাঁর (আল্লাহ্‌র) পক্ষ হতে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দাতা। (৩) আর এই (উদ্দেশ্যে) যে, তোমরা নিজেদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর প্রতি নিবিষ্ট থাকো, তিনি তোমাদেরকে সুখ-সম্ভোগ দান করবেন নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত এবং প্রত্যেক অধিক 'আমলকারীকে অধিক সওয়াব দিবেন আর যদি তোমরা মুখ ফিরাতেই থাক, তাহলে ভীষণ দিনের শাস্তির আশংকা করি। (৪) আল্লাহ্‌রই নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। (৫) জেনে রেখো, তারা কুঞ্চিত করে নিজেদের বক্ষকে, যেন নিজেদের কথাগুলো আল্লাহ্ হতে লুকাতে পারে; জেনে রেখো, তারা যখন নিজেদের কাপড় (নিজেদের দেহে) জড়ায়, তিনি তখনও সব জানেন যা কিছু তারা চুপে চুপে করে অথবা প্রকাশ্যে করে। নিশ্চয়ই তিনি তো মনের কথাগুলোও জানেন।

www.pathagar.com

পারা-১২

(৬) আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্‌ক্ব আল্লাহ্‌র যিম্মায় না রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন; সবই কিতাবে মুবীনে (লাওহে মাহফুযে) রয়েছে। (৭) আর তিনি এমন, যিনি সমস্ত আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে এবং সেই সময় তাঁর আরশ্ পানির উপর ছিল, যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেন যে, তোমাদের মধ্যে উত্তম 'আমলকারী কে? আর যদি তুমি বল– নিশ্চয়ই তোমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করা হবে, তখন যে সব লোক কাফির তারা বলে ঃ এটা তো নিছক স্পষ্ট যাদু। (৮) আর যদি আমি কিছু দিনের জন্য তাদের থেকে শাস্তিকে মুলতবী করে রাখি, তাহলে তারা বলতে থাকে– সেই শাস্তিকে কিসে আটকে রেখেছে? স্মরণ রেখো, যেদিন ওটা তাদের উপর এসে পড়বে, তখন তা কারও নিবারণে কিছুতেই নিবারিত হবে না, আর যা নিয়ে তারা উপহাস করছিল তা এসে তাদেরকে ঘিরে নিবে।

রুকু-২

(৯) আর যদি আমি মানুষকে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করিয়ে তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিই, তাহলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। (১০) আর যদি তাকে কোন নি'আমত আস্বাদন করাই কোন কষ্টের পর যা তার উপর আপতিত হয়, তখন বলতে শুরু করে- আমার সব

www.pathagar.com

দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে গেল; (আর) সে গর্ব করতে থাকে, আত্মপ্রশংসা করতে থাকে। (১১) কিন্তু যারা ধৈর্য ধরে ও ভাল কাজ করে, তারা এরূপ হয় না; এমন লোকদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট কর্মফল। (১২) ফলে– হয়তো তুমি অংশ বিশেষ বর্জন করতে চাও ঐ নির্দেশাবলী হতে যা তোমার প্রতি অহী যোগে প্রেরিত হয় আর তোমার মন সংকুচিত হয় এই কথায় যে, তারা বলে– তার প্রতি কোন ধন-ভাণ্ডার কেন নাযিল হল না অথবা কেন তার সাথে একজন (ফেরেশতা) আসে না? (১৩) তাহলে কি তারা বলে যে, ওটা সে নিজেই রচনা করেছে? তুমি বলে দাও ঃ তাহলে তোমরাও ওর অনুরূপ রচিত দশটি সূরা আনয়ন কর এবং (নিজ সাহায্যার্থে) যে সমস্ত গাইরুল্লাহ্‌কে ডাকতে পার ডেকে আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১৪) অতঃপর যদি তারা তোমাদের ফরমায়েশ পূর্ণ করতে না পারে, তাহলে তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস রেখো যে, এই কুর'আন অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্‌রই জ্ঞান (ও ক্ষমতা) দ্বারা, আর এটাও যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, তাহলে এখন তোমরা মুসলিম হবে কি? (১৫) যারা শুধু পার্থিব জীবন এবং ওর জাঁকজমকতা কামনা করে, আমি তাঁদের কৃত কর্মগুলোর ফল দুনিয়াতেই দিয়ে দেই, তাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না। (১৬) এরা এমন লোক যে, তাদের জন্য আখিরাতে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই, আর তারা যা কিছু করছে তাও বিফল হবে। (১৭) তারা কি এমন ব্যক্তিদের সমান হতে পারে, যারা কায়েম আছে তাদের রবের পক্ষ হতে প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর

www.pathagar.com

এবং ওর সঙ্গে এক সাক্ষী তো ওতেই বিদ্যমান এবং ওর পূর্বে মূসার কিতাব রয়েছে, যা অগ্রণী ও রহমতস্বরূপ? এমন লোকেরাই এর প্রতি ঈমান রাখে। আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তি এই কুর'আন অমান্য করবে, তাহলে জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। অতএব, তুমি কুর'আন সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়ো না, নিঃসন্দেহে এটা সত্য কিতাব তোমার রবের সন্নিধান হতে। কিন্তু, অধিকাংশ লোক ঈমান আনয়ন করে না। (১৮) আর ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অত্যাচারী কে হবে যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে? এরূপ লোকদেরকে তাদের রবের সামনে পেশ করা হবে এবং সাক্ষী (ফেরেশতাগণ) বলবে– এরা ঐ লোক যারা নিজেদের রবের সম্বন্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল। জেনে রেখো, এমন অত্যাচারীদের জন্য আল্লাহ্‌র লা'নত– (১৯) যারা অপরকে আল্লাহ্‌র পথ হতে নিবৃত্ত রাখত এবং ওতে বক্রতা বের করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকত; আর তারা পরকালেরও অমান্যকারী ছিল– (২০) তারা (সমগ্র) ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহ্‌কে অক্ষম করতে পারেনি আর না তাদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া কেউ সহায়কও হল, এরূপ লোকদের জন্য দ্বিগুন শাস্তি হবে; এরা (অবজ্ঞার কারণে আহকামসমূহ) না শুনতে সক্ষম হচ্ছিল, আর না তারা (সত্য-পথ) দেখছিল। (২১) এরা সেই লোক যারা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করে ফেলেছে আর যে সব উপাস্য (দেবতা) তারা গড়ে রেখেছিল, তাদের দিক থেকে ওরা সবাই উধাও হয়ে গেছে। (২২) এটা সুনিশ্চিত যে, আখিরাতে এরাই হবে

www.pathagar.com

সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (২৩) নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কার্যাবলী সম্পন্ন করেছে আর নিজেদের রবের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে, এরূপ লোকেরাই হচ্ছে জান্নাতবাসী, তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে। (২৪) উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন এক ব্যক্তি, যে অন্ধ ও বধির এবং আর এক ব্যক্তি যে দেখতেও পায় এবং শুনতেও পায়, এই দু'ব্যক্তি কি তুলনায় সমান হবে? তবুও কি তোমরা বুঝ না?

রুকু-৩

(২৫) আর আমি নূহকে তার ক্বওমের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি, (নূহ বলল) আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী– (২৬) তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও ইবাদত কর না; আমি তোমাদের উপর এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক দিনের শাস্তির আশংকা করছি। (২৭) অনন্তর তার সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব নেতৃস্থানীয় লোক কাফির ছিল তারা বলতে লাগলো– আমরা তো তোমাকে আমাদেরই মত মানুষ দেখতে পাচ্ছি, আর আমরা দেখছি যে, শুধু ঐ লোকেরাই তোমার অনুসরণ করছে যারা আমাদের মধ্যে নিতান্তই হীন ও ইতর, তাও আবার শুধু স্থূল বুদ্ধি অনুসারে; আর আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্বও আমরা দেখছি না, বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করছি। (২৮) সে বললো ঃ হে আমার ক্বওম! আচ্ছা বলতো– আমি যদি স্বীয় রবের পক্ষ হতে প্রমাণের উপর (প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

হয়ে) থাকি এবং তিনি আমাকে নিজ সন্নিধান হতে রহমত (নবুওয়াত) দান করে থাকেন, অতঃপর ওটা তোমাদের বোধগম্য না হয়; তাহলে কি ঐ বিষয়ে তোমাদের বাধ্য করতে পারি যখন তোমরা ওটা অবজ্ঞা করতে থাক? (২৯) আর হে আমার ক্বওম! আমি এতে তোমাদের কাছে কোন ধন সম্পদ চাচ্ছি না; আমার বিনিময় তো শুধু আল্লাহ্‌র যিম্মায় রয়েছে, আর আমি তো এই মু'মিনদেরকে বের করে দিতে পারি না; নিশ্চয়ই তারা নিজেদের রবের সমীপে গমনকারী, বরং আমি তোমাদেরকে নির্বোধ ক্বওমরূপে দেখছি। (৩০) হে আমার ক্বওম! আমি যদি তাদেরকে বের করেই দিই তাহলে আল্লাহ্‌র পাকড়াও হতে কে আমাকে রক্ষা করবে? তোমরা কি এতটুকু বুঝ না? (৩১) আর আমি তোমাদেরকে এই কথা বলছি না যে, আমার নিকট আল্লাহ্‌র সকল ভাণ্ডার রয়েছে এবং আমি অদৃশ্যের কথা জানি না আর আমি এটাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আর যারা তোমাদের চোখে হীন, আমি তাদের সম্বন্ধে এটা বলতে পারি না যে, আল্লাহ্ কখনো তাদেরকে কোন নি'আমত দান করবেন না; তাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্ উত্তমরূপে জানেন, আমি তো এরূপ বললে অন্যায়ই করে ফেলবো। (৩২) তারা বললো ঃ হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে বিতর্ক করেছ, অনন্তর সেই বিতর্ক অনেক বেশী করেছ। সুতরাং যে সম্বন্ধে তুমি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ তা আমাদের সামনে আনয়ন কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (৩৩) সে বললো ঃ ওটা তো আল্লাহ্

www.pathagar.com

তোমাদের সামনে আনয়ন করবেন যদি তিনি ইচ্ছা করেন এবং তোমরা তাঁকে অক্ষম করতে পারবে না। (৩৪) আর আমার মঙ্গল কামনা (নছীহত) করা তোমাদের কাজে (উপকারে) আসতে পারে না, তা আমি তোমাদের যতই মঙ্গল কামনা করতে চাই না কেন, যদি আল্লাহ্‌রই তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা হয়। তিনিই তোমাদের রব, আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। (৩৫) তাহলে কি তারা (মক্কার কাফিররা) বলে, সে (মুহাম্মাদ) এটা (কুর'আন) নিজেই রচনা করেছে? তুমি বলে দাও ঃ যদি আমি তা নিজে রচনা করে থাকি তাহলে আমার এই অপরাধ আমার উপর বর্তাবে, আর তোমরা যে অপরাধ করছ তা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।

রুকু-৪

(৩৬) আর নূহের প্রতি অহী প্রেরিত হল– যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার ক্বওম হতে আর কেউই ঈমান আনবে না, কাজেই যা তারা করছে তাতে তুমি মোটেই দুঃখ কর না। (৩৭) আর তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার নির্দেশক্রমে নৌকা নির্মাণ কর, আর আমার কাছে যালিমদের (কাফিরদের) সম্পর্কে কোন কথা বল না, তাদের সকলকে নিমজ্জিত করা হবে। (৩৮) সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগল, আর যখনই তার ক্বওমের প্রধানদের কোন দল ওটার নিকট দিয়ে গমন করত, তখনই তার সাথে উপহাস করত; সে বলত– যদি তোমরা আমাদেরকে উপহাস কর তাহলে আমরাও (একদিন)

www.pathagar.com

তোমাদেরকে উপহাস করব, যেমন তোমরা আমাদেরকে উপহাস করছ। (৩৯) সুতরাং সত্বরই তোমরা জানতে পারবে যে, কোন্ ব্যক্তির উপর এমন আযাব আসার উপক্রম হয়েছে যা তাকে লাঞ্ছিত করে দিবে এবং তার উপর চিরস্থায়ী আযাব নাযিল হবে। (৪০) অবশেষে যখন আমার ফরমান এসে পৌছল এবং যমীন হতে পানি উথলে উঠতে লাগল, আমি বললাম– প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাণী হতে এক একটি নর এবং এক একটি মাদী অর্থাৎ দু'দুটি করে তাতে (নৌকায়) উঠিয়ে নাও এবং নিজ পরিবারবর্গকেও, তাদের ছাড়া যাদের সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ হয়ে গেছে এবং অন্যান্য মু'মিনদেরকেও; আর অল্প কয়েকজন ছাড়া কেউই তাঁর সাথে ঈমান আনেনি। (৪১) আর সে বললো ঃ তোমরা এতে আরোহণ কর, এর গতি ও এর স্থিতি আল্লাহ্‌রই নামে; নিশ্চয়ই আমার রব ক্ষমাশীল, দয়াবান। (৪২) আর সেই নৌকাটি তাদেরকে নিয়ে পর্বততুল্য তরঙ্গের মধ্যে চলতে লাগলো আর নূহ স্বীয় পুত্রকে ডাকতে লাগল এবং সে ছিল ভিন্ন স্থানে, হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে সওয়ার হয়ে যাও এবং কাফিরদের সাথে থেক না। (৪৩) সে বলল ঃ আমি এখনই কোন পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করব যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে; সে (নূহ) বলল– আজ আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে কেউই রক্ষাকারী নেই, কিন্তু যার উপর তিনি দয়া করেন, ইতোমধ্যে তাদের উভয়ের মাঝে একটি তরঙ্গ অন্তরাল হয়ে পড়ল, অতঃপর সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হল।

www.pathagar.com

(৪৪) আর আদেশ হল– হে যমীন! স্বীয় পানি চুষে নাও এবং হে আসমান! থেমে যাও, তখন পানি কমে গেল ও ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটল, আর নৌকা জূদী (পাহাড়) এর উপর এসে থাকলো। আর বলা হল, অন্যায়কারীরা আল্লাহ্‌র রহমত হতে দূরে। (৪৫) আর নূহ্ নিজ রবকে ডাকল এবং বললো– হে আমার রব! আমার এই পুত্রটি আমার পরিবার বর্গেরই অন্তর্ভুক্ত, আর আপনার ওয়াদাও সম্পূর্ণ সত্য এবং আপনি সমস্ত বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক। (৪৬) তিনি (আল্লাহ্) বললেন– হে নূহ! এই ব্যক্তি তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে অসৎ কর্মপরায়ণ। অতএব, তুমি আমার কাছে এমন বিষয়ের আবেদন কর না, যে সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই; আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (৪৭) সে বললো ঃ হে আমার রব! আমি আপনার নিকট এমন বিষয়ের আবেদন করা হতে আশ্রয় চাচ্ছি, যে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নেই; আর যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন, তাহলে আমি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যাবো। (৪৮) বলা হল ঃ হে নূহ! অবতরণ কর, আমার পক্ষ হতে সালাম ও বরকতসমূহ নিয়ে যা তোমার উপর নাযিল হবে এবং সেই দলসমূহের উপর যারা তোমার সাথে রয়েছে; আর অনেক দল এরূপও হবে যাদেরকে আমি কিছু কাল (দুনিয়ার) সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করব অতঃপর তাদের উপর পতিত হবে আমার পক্ষ হতে কঠিন শাস্তি। (৪৯) এটা হচ্ছে গায়েবী সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি তোমার কাছে অহী

www.pathagar.com

মারফত পৌঁছে দিচ্ছি, ইতোপূর্বে এটা না তুমি জানতে আর না তোমার ক্বওম। অতএব, তুমি ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয়ই শুভ পরিণাম মুত্তাক্বীদের জন্যই।

রুকু-৫

(৫০) আর আ'দ (সম্প্রদায়) এর প্রতি তাদের ভাই হূদকে (রাসূলরূপে) প্রেরণ করলাম; সে বলল ঃ হে আমার ক্বওম! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া কেউ তোমাদের মা'বুদ নেই; তোমরা শুধু মিথ্যা উদ্ভাবনকারী। (৫১) হে আমার ক্বওম! আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না; আমার বিনিময় শুধু তাঁরই যিম্মায় রয়েছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন; তবুও কি তোমরা বুঝ না? (৫২) আর হে আমার ক্বওম! তোমরা (তোমাদের পাপের জন্য) তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই প্রতি নিবিষ্ট হও, তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন; এবং তোমাদেরকে আরও শক্তি প্রদান করে তোমাদের শক্তিকে বর্ধিত করে দিবেন, আর তোমরা পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য মুখ ঘুরিয়ে নিও না। (৫৩) তারা বলল ঃ হে হূদ! তুমি তো আমাদের সামনে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করনি এবং আমরা তোমার কথায় তো আমাদের উপাস্য দেবতাদেরকে বর্জন করতে পারি না আর আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী নই। (৫৪) আমাদের কথা তো এই যে, আমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্য হতে কেউ তোমাকে দুর্দশায় ফেলে

www.pathagar.com

দিয়েছে; সে বললঃ আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরা শরীক সাব্যস্ত করছ। (৫৫) তাঁকে ছেড়ে অনন্তর তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাও অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিও না। (৫৬) আমি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব ঃ ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রয়েছে সবাই তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ; নিশ্চয়ই আমার রব সরল পথে অবস্থিত। (৫৭) অতঃপর যদি তোমরা ফিরে যাও, তাহলে আমাকে যে পয়গাম দিয়ে তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে, আমি তো ওটা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি; আর আমার রব ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদের স্থলে অন্য লোকদেরকে আবাদ করে দিবেন এবং তোমরা তাঁর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না; নিশ্চয়ই আমার রব প্রত্যেক বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। (৫৮) আর যখন আমার (শাস্তির) হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমি হূদকে এবং যারা তার সাথে ঈমানদার ছিল তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম আর তাদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম অতি কঠিন শাস্তি হতে। (৫৯) আর এটা ছিল আ'দ সম্প্রদায়, যারা নিজের রবের নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করল এবং রাসূলদেরকে অমান্য করল, পক্ষান্তরে প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করত। (৬০) আর এই দুনিয়াতেও অভিসম্পাত তাদের সঙ্গে সঙ্গে রইল এবং ক্বিয়ামত দিবসেও; ভালরূপে জেনে রাখ! আ'দ নিজ রবের সাথে কুফরী করল, আরও জেনে রেখো, দূরে পড়ে রইল আ'দ রহ্‌মত হতে, যারা হূদের ক্বওম ছিল।

www.pathagar.com

রুকু-৬

(৬১) আর আমি ছামূদ (সম্প্রদায়) এর নিকট তাদের ভাই ছালেহকে নবীরূপে প্রেরণ করলাম। সে বলল ঃ হে আমার ক্বওম! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া কেউ তোমাদের মা'বুদ নেই, তিনি তোমাদেরকে যমীন হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে তাতে আবাদ করেছেন। অতএব, তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর মনোনিবেশ কর তাঁরই দিকে; নিশ্চয়ই আমার রব নিকটে রয়েছেন এবং তিনি আবেদন গ্রহণকারী। (৬২) তারা বলল ঃ হে ছালেহ্! তুমি তো ইতোপূর্বে আমাদের মধ্যে আশা ভরসাস্থল ছিলে, তুমি কি আমাদেরকে ঐ বস্তুত ইবাদত করতে নিষেধ করছ যাদের ইবাদত আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা করে এসেছে? আর যে ধর্মের দিকে তুমি আমাদের ডাকছ, বস্তুত আমরা তো সে সম্বন্ধে গভীর সন্দেহের মধ্যে রয়েছি, যা আমাদেরকে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ফেলে রেখেছে। (৬৩) সে বলল ঃ হে আমার ক্বওম! আচ্ছা বলতো, যদি আমি নিজ রবের পক্ষ হতে প্রমাণের উপর থাকি (এবং) তিনি আমার প্রতি নিজের রহমত (নবুওয়াত) দান করে থাকেন, আমি যদি আল্লাহ্‌র কথা না মানি, তাহলে আমাকে আল্লাহ্‌র (শাস্তি) হতে কে রক্ষা করবে? তাহলে তো তোমরা শুধু আমার ক্ষতিই করছ। (৬৪) আর হে আমার ক্বওম! এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী যা তোমাদের জন্য নিদর্শন। অতএব, ওকে ছেড়ে

www.pathagar.com

দাও যেন আল্লাহ্‌র যমীনে চরে খায় আর ওকে খারাপ উদ্দেশ্যে স্পর্শ কর না, অন্যথায় তোমাদেরকে আকস্মিক শাস্তি এসে পাকড়াও করতে পারে। (৬৫) অনন্তর তারা ওকে মেরে ফেলল। তখন সে বলল ঃ তোমরা নিজেদের ঘরে আরও তিনটি দিন বাস করে নাও; এটা ওয়াদা, যাতে বিন্দু মাত্র মিথ্যা নেই। (৬৬) অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে পৌছলো, আমি ছালেহ্‌কে এবং যারা তার সাথে ঈমানদার ছিল তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করলাম আর বাঁচালাম সেই দিনের বড় লাঞ্ছনা হতে; নিশ্চয়ই তোমার রব শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (৬৭) আর সেই যালিমদেরকে এক প্রচণ্ড আওয়াজ এসে আক্রমণ করল, যাতে তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে রইলো। (৬৮) যেন তারা সেই গৃহগুলোতে কখনো বসবাস করেনি; ভালরূপে জেনে রেখো! ছামূদ সম্প্রদায় নিজ রবের সাথে কুফরী করল; জেনে রেখো, ছামূদ সম্প্রদায় রহ্‌মত হতে দূর হয়ে পড়ল।

রুকু-৭

(৬৯) আর আমার প্রেরিত ফেরেশতা ইব্রাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে আগমন করলো (এবং) তারা সালাম করলো; ইব্রাহীমও সালাম করল, অতঃপর অনতিবিলম্বে একটা ভাজা গো-বৎস আনয়ন করল। (৭০) কিন্তু যখন সে দেখল যে, তাদের হাত সেই খাদ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে না, তখন তাদেরকে অদ্ভুত ভাবতে লাগল এবং মনে মনে তাদের

www.pathagar.com

থেকে শংকিত হল; (এ দেখে) তারা বললো ঃ ভয় করবেন না আমরা লূত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (৭১) আর তার স্ত্রী দণ্ডায়মান ছিল, সে হেসে উঠলো। তখন আমি তাকে (ইব্রাহীমের স্ত্রীকে) সুসংবাদ দিলাম ইসহাক্বের এবং ইসহাক্বের পর ইয়াকুবের। (৭২) সে বললো ঃ হায় কপাল! এখন আমি সন্তান প্রসব করবো বৃদ্ধা হয়ে! আর আমার এই স্বামী অতি বৃদ্ধ। বাস্তবিক এটা তো একটা বিস্ময়কর ব্যাপার! (৭৩) তারা (ফেরেশতা) বললো ঃ আপনি কি আল্লাহ্‌র কাজে বিস্ময় বোধ করছেন? (হে) এই পরিবারের লোকেরা! আপনাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ্‌র রহ্‌মত ও বরকত; নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত প্রশংসার যোগ্য, মহিমান্বিত। (৭৪) অতঃপর যখন ইব্রাহীমের সেই ভয় দূর হয়ে গেল এবং সে সুসংবাদ প্রাপ্ত হল, তখন আমার (প্রেরিত ফেরেশতার) সাথে লূতের ক্বওম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক (জোর সুপারিশ) করতে শুরু করে দিল। (৭৫) বাস্তবিক ইব্রাহীম ছিল বড় সহিষ্ণু প্রকৃতির, দয়ালু স্বভাব, কোমল হৃদয়। (৭৬) হে ইব্রাহীম! একথা ছেড়ে দাও, তোমার রবের ফরমান এসে গেছে এবং তাদের উপর এমন এক শাস্তি আসছে যা কিছুতেই প্রতিহত করার নয়। (৭৭) আর যখন আমার ঐ মালাইকা (ফেরেশতা) লূতের নিকট উপস্থিত হল তখন সে তাদের কারণে চিন্তান্বিত হয়ে পড়লো এবং সেই কারণে তাঁর অন্তর সংকুচিত হল, আর বললো ঃ আজকের দিনটি অতি কঠিন।

www.pathagar.com

(৭৮) আর তার ক্বওম তার কাছে ছুটে আসল এবং তারা পূর্ব হতে কু-কার্যসমূহ করেই আসছিল; লূত বললো ঃ "হে আমার ক্বওম! (তোমাদের ঘরে আমার এই কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অতি উত্তম, অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমাকে আমার মেহমানদের সামনে অপমানিত কর না; তোমাদের মধ্যে কি সুবোধ লোক কেউই নেই? (৭৯) তারা বললো ঃ তুমি তো অবগত আছ যে, তোমার এই কন্যাগুলোর আমাদের কোন আবশ্যক নেই আর আমাদের অভিপ্রায় কি তা-ও তোমার জানা আছে। (৮০) সে বললোঃ কি উত্তম হত যদি তোমাদের উপর আমার কিছু ক্ষমতা চলতো অথবা আমি কোন দৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় নিতাম! (৮১) তারা (ফেরেশতা) বললোঃ হে লূত! আমরা তো আপনার রবের প্রেরিত, তারা কখনো আপনার নিকট পৌছতে পারবে না, অতএব আপনি রাত্রির কোন এক ভাগে নিজের পরিবারবর্গকে নিয়ে চলে যান, আপনাদের কেউ যেন পেছনের দিকে ফিরেও না দেখে, কিন্তু হ্যাঁ আপনার স্ত্রী যাবে না, তার উপরও ঐ আপদ আসবে যা অন্যান্যদের প্রতি আসবে, তাদের (শাস্তির) অঙ্গীকার কৃত সময় হচ্ছে প্রাতঃকাল, প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়? (৮২) অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে পৌছলো, আমি ঐ ভূ-খণ্ডের উপরিভাগকে নীচে করে দিলাম এবং ওর উপর ঝামা পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম, যা একাধারে ছিল– (৮৩) যা বিশেষ চিহ্নিত

www.pathagar.com

করা ছিল তোমার রবের নিকট; আর ঐ জনপদগুলো এই যালিমদের হতে বেশী দূরে নয়।

রুকু-৮

(৮৪) আর আমি মাদইয়ানের (অধিবাসীদের) প্রতি তাদের ভ্রাতা শু'আইবকে প্রেরণ করলাম; সে বললো ঃ হে আমার ক্বওম! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া আর কেউ তোমাদের মা'বুদ নেই; আর তোমরা পরিমাপে ও ওজনে কম কর না, আমি তোমাদের সচ্ছল দেখতে পাচ্ছি, আর আমি তোমাদের প্রতি এমন এক দিবসের শাস্তির ভয় করছি যা নানাবিধ বিপদের সমষ্টি হবে। (৮৫) আর হে আমার ক্বওম! তোমরা পরিমাণ ও ওজনকে পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন কর এবং লোকদেরকে তাদের দ্রব্যাদিতে কমতি কর না, আর ভূ-পৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টি করে সীমা অতিক্রম কর না। (৮৬) আল্লাহ্ প্রদত্ত যা অবশিষ্ট থাকে, তাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম যদি তোমাদের বিশ্বাস হয়, আর আমি তোমাদের পাহারাদার নই। (৮৭) তারা বললো ঃ হে শু'আইব! তোমার ধর্মনিষ্ঠা কি তোমাকে এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, আমরা ঐ সব উপাস্য বর্জন করি যাদের উপাসনা আমাদের পিতৃ-পুরুষরা করে আসছে? অথবা এটা বর্জন করতে বল যে, আমরা নিজেদের মালে নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করি? বাস্তবিকই তুমি হচ্ছ বড় সহিষ্ণু, সদাচারী। (৮৮) সে বললো ঃ হে আমার ক্বওম! আচ্ছা বলতো, যদি আমি আমার রবের পক্ষ হতে প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত,

www.pathagar.com

থাকি এবং তিনি আমাকে নিজ সন্নিধান হতে একটি উত্তম সম্পদ (নবুওয়াত) দান করে থাকেন, তাহলে আমি কিরূপে প্রচার না করে পারি? আর আমি এটা চাই না যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেই সব কাজ করি যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি; আমি তো সংশোধন করে দিতে চাচ্ছি, যে পর্যন্ত আমার সাধ্যে হয়, আর আমার যা কিছু তাওফীক্ব হয় তা শুধু আল্লাহ্‌রই সাহায্যে হয়ে থাকে; আমি তাঁরই উপর ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। (৮৯) আর হে আমার ক্বওম! আমার প্রতি তোমাদের হঠকারিতার জন্য যেন এই অবস্থা না হয়ে পড়ে যে, তোমাদের উপর সেইরূপ বিপদসমূহ এসে পড়ে, যেমন নূহের ক্বওম অথবা হূদের ক্বওম অথবা ছালেহ্‌র ক্বওমের উপর পতিত হয়েছিল; আর লূতের ক্বওম তো তোমাদের হতে দূর (যুগে) নয়। (৯০) আর তোমরা তোমাদের (পাপের জন্য) রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর দিকে মনোনিবেশ কর; নিশ্চয়ই আমার রব পরম দয়ালু, অতি প্রেমময়। (৯১) তারা বললো ঃ হে শু'আইব! তোমার বর্ণিত অনেক কথা আমাদের বুঝে আসে না এবং আমরা নিজেদের মধ্যে তোমাকে দুর্বল দেখছি, আর যদি তোমার প্রতি তোমার স্বজনদের লক্ষ্য না থাকতো, তাহলে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করে ফেলতাম, আর আমাদের নিকট তোমার কোনই মর্যাদা নেই। (৯২) সে বললো ঃ হে আমার ক্বওম! আমার পরিজনবর্গ কি তোমাদের কাছে আল্লাহ্ অপেক্ষাও অধিক মর্যাদাবান? আর

www.pathagar.com

তোমরা তাঁকে পশ্চাতে ফেলে রেখেছো; নিশ্চয়ই আমার রব তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপকে বেষ্টন করে আছেন। (৯৩) আর হে আমার ক্বওম! তোমরা নিজেদের অবস্থায় করতে থাক, আমিও (আমার) কাজ করছি; এখন সত্বরই তোমরা জানতে পারবে যে, কে সেই ব্যক্তি, যার উপর এমন শাস্তি আসন্ন যা তাকে অপমানিত করবে এবং কে সেই ব্যক্তি যে মিথ্যাবাদী ছিল; আর তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম। (৯৪) (আল্লাহ্ বললেনঃ) আর যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছলো, তখন আমি মুক্তি দিলাম শু'আইবকে আর যারা তার সাথে ঈমানদার ছিল তাদেরকে নিজ রহ্মতে এবং ঐ যালিমদেরকে আক্রমণ করলো এক বিকট গর্জন অতঃপর তারা নিজ গৃহের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো। (৯৫) যেন তারা এই গৃহগুলোতে বাস করেনি; ভালরূপে জেনে নাও, রহমত হতে দূরে সরে পড়ল মাদইয়ান, যেমন দূর হয়েছিল ছামূদ (সম্প্রদায়) রহ্মত হতে–

রুকু-৯

(৯৬) এবং আমি মূসাকে প্রেরণ করলাম আমার মু'জিযাসমূহ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে– (৯৭) ফিরআউন ও তার প্রধানবর্গের নিকট, অনন্তর তারাও ফিরআউনের মতানুসারে চলতে রইল এবং ফিরআউনের কোন কথা মোটেই ঠিক ছিল না। (৯৮) ক্বিয়ামত দিবসে সে নিজ সম্প্রদায়ের আগে আগে থাকবে, অতঃপর তাদেরকে উপনীত করে

www.pathagar.com

দিবে জাহান্নামে, আর তা অতি নিকৃষ্ট স্থান, যাতে তারা উপনীত হবে। (৯৯) আর আল্লাহ্‌র লা'নত তাদের সাথে সাথে রইল এই দুনিয়াতেও এবং ক্বিয়ামত দিবসেও। তাহলে নিকৃষ্ট পুরস্কার (যা তাদেরকে দেয়া) হয়েছে। (১০০) এটা ছিল এই যে, জনপদসমূহের কতিপয় অবস্থা যা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি, এগুলোর মধ্যে কোন কোনটির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে। (১০১) আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে, বস্তুতঃ তাদের কোনই উপকার করেনি তাদের সেই উপাস্যগুলো যাদের তারা ইবাদত করত আল্লাহ্‌কে ছেড়ে, যখন এসে পৌঁছলো তোমার রবের হুকুম; বরং উল্টা তাদের ক্ষতি সাধন করলো। (১০২) এরূপই তিনি কোন জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন যখন তারা অত্যাচার করে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যাতনাদায়ক, কঠিন। (১০৩) এসব ঘটনায় সেই ব্যক্তিদের জন্য বড় উপদেশ রয়েছে যারা পরকালের শাস্তিকে ভয় করে; ওটা এমন একটি দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং ওটা হল সকলের উপস্থিতির দিন। (১০৪) আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি। (১০৫) যখন সেই দিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবে না, অনন্তর তাদের মধ্যে কতক তো দুর্ভাগা হবে এবং কতক হবে ভাগ্যবান। (১০৬) অতএব, যারা দুর্ভাগা হবে তারা তো জাহান্নামে এরূপ অবস্থায় থাকবে যে,

www.pathagar.com

তাতে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ হতে থাকবে। (১০৭) তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে, যে পর্যন্ত আসমান ও যমীন স্থায়ী থাকে, তবে যদি আল্লাহ্‌রই ইচ্ছা হয়, তাহলে ভিন্ন কথা; নিশ্চয়ই তোমার রব যা কিছু চান, তা তিনি পূর্ণরূপে সমাধা করতে পারেন। (১০৮) পক্ষান্তরে যারা হয়েছে ভাগ্যবান, বস্তুতঃ তারা থাকবে জান্নাতে (এবং) তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে, যে পর্যন্ত আসমান ও যমীন স্থায়ী থাকে, কিন্তু যদি আল্লাহ্‌রই ইচ্ছা হয়, তাহলে ভিন্ন কথা; ওটা অফুরন্ত দান হবে। (১০৯) সুতরাং, এরা যারা উপাসনা করে ওর সম্বন্ধে তুমি এতটুকুও সংশয় বোধ করো না; তারাও ঠিক সেইরূপেই ইবাদত করছে যেরূপে যাদের পূর্ব পুরুষরা করতো; এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে তাদের (শাস্তির) অংশ পূর্ণভাবে দিয়ে দিব, একটুও কম না করে।

রুকূ-১০

(১১০) আর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অনন্তর ওতে মতভেদ করা হল; আর যদি একটি উক্তি তোমার রবের পক্ষ হতে পূর্বেই স্থিরীকৃত হয়ে না থাকত তাহলে ওদের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যেতো; এবং এই লোকেরা এর সম্বন্ধে এমন সন্দেহে (পতিত) আছে যা তাদেরকে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ফেলে রেখেছে। (১১১) আর নিশ্চিত এই যে, তোমার রব তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ অংশ প্রদান করবেন; নিশ্চয়ই তিনি তাদের কার্যকলাপের পূর্ণ খবর রাখেন। (১১২)

www.pathagar.com

অতএব, তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ, দৃঢ় থাক এবং সেই লোকেরাও যারা কুফরী হতে তাওবা করে তোমার সাথে রয়েছে, আর (ধর্মের) গণ্ডী হতে একটুও বের হয়ো না; নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করেন। (১১৩) আর যালিমদের প্রতি ঝুকে পড় না, অন্যথায় তোমাদের জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে, আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কেউ সহায় হবে না, অতঃপর তোমাদেরকে কোন সাহায্যও করা হবে না– (১১৪) এবং ছালাতের পাবন্দী কর দিবসের দু'প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে সৎ কার্যসমূহ অসৎ কার্যসমূহকে মিটিয়ে দেয়; এটা হচ্ছে একটি (ব্যাপক) নছীহত মান্যকারীদের জন্য। (১১৫) আর ধৈর্যধারণ কর। কেননা, আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের পুণ্যফলকে পণ্ড করেন না। (১১৬) বস্তুতঃ যেসব সম্প্রদায় তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে, তাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান লোক হয়নি, যারা দেশে ফাসাদ বিস্তার করতে বাধা প্রদান করতো সামান্য কয়েকজন ছাড়া, যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছিলাম; আর যারা অবাধ্য ছিল, তারা যে আরাম আয়েশে ছিল, ওর পেছনেই পড়ে রইল এবং অপরাধ প্রবণ হয়ে পড়ল। (১১৭) আর তোমার রব এমন নন যে, জনপদসমূহকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করেছেন, অথচ ওর অধিবাসী সৎকাজে লিপ্ত রয়েছে– (১১৮) এবং যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত, তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে।

www.pathagar.com

(১১৯) কিন্তু যার প্রতি তোমার রবের অনুগ্রহ হয়; আর এজন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; এবং তোমার রবের এই বাণীও পূর্ণ হবে-আমি জাহান্নামকে পূর্ণ করব জীন ও মানবদের সকলের দ্বারা। (১২০) রাসূলদের ঐ সব বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি, যা দ্বারা আমি তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি এর মাধ্যমে তোমার কাছে এসেছে সত্য এবং মু'মিনদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সাবধানবাণী। (১২১) যারা বিশ্বাস করে না তাদেরকে বল ঃ তোমরা যেমন করছ, করতে থাক এবং আমরাও আমাদের কাজ করছি– (১২২) এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষা করছি। (১২৩) আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্‌রই এবং তাঁরই কাছে সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হবে, সুতরাং তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার রব অনবহিত নন।

www.pathagar.com

১২. সূরা য়ূসুফ

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১১১, রুকু-১২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আলিফ লাম-রা-। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (২) এটা আমি অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুর'আন যাতে তোমরা বুঝতে পার। (৩) আমি তোমার কাছে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, অহীর মাধ্যমে তোমার কাছে এই কুর'আন প্রেরণ করে, যদিও এর পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত। (৪) যখন য়ূসুফ তার পিতাকে বলল ঃ হে পিতা! আমি এগারোটি নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্রকে দেখেছি– দেখেছি ওদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়। (৫) সে বললো ঃ হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্নের বৃত্তান্ত তোমার ভ্রাতাদের নিকট বর্ণনা কর না; করলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে; শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৬) এভাবে তোমার রব তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন আর তোমার প্রতি ও ইয়াকুবের পরিবার পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন যেভাবে তিনি এটা পূর্বে পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাক্বের প্রতি, তোমার রব সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

www.pathagar.com

রুকু-২

(৭) য়ূসুফ ও তার ভ্রাতাদের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৮) যখন তারা (ভ্রাতারা) বলেছিল– আমাদের পিতার নিকট য়ূসুফ এবং তার ভাই (বিন ইয়ামীন)-ই অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একটি সংহত দল, আমাদের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন– (৯) য়ূসুফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোন স্থানে ফেলে এস। ফলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতি নিবিষ্ট হবে এবং তারপর তোমরা ভাল লোক হয়ে যাবে। (১০) তাদের মধ্যে একজন বললো ঃ য়ূসুফকে হত্যা কর না, বরং যদি তোমরা কিছু করতেই চাও তাহলে তাকে কোন গভীর কূপে নিক্ষেপ করো, যাত্রী দলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে। (১১) তারা বললো ঃ হে আমাদের পিতা! য়ূসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে অবিশ্বাস করছেন কেন, যদিও আমরা তার হিতাকাঙ্ক্ষী? (১২) আপনি আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, সে ফলমূল খাবে ও খেলাধূলা করবে, আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করবো। (১৩) সে বললো ঃ এটা আমাকে কষ্ট দিবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি ভয় করি, তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী হলে তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে। (১৪) তারা বললো ঃ আমরা একটি সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে, তাহলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হব। (১৫) অতঃপর যখন তারা তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করতে একমত হল, এমতাবস্থায় আমি তাকে জানিয়ে

www.pathagar.com

দিলাম ঃ তুমি তাদেরকে তাদের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলে দিবে যখন তারা তোমাকে চিনবে না। (১৬) তারা রাত্রিতে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার নিকট আসলো। (১৭) তারা বললো ঃ হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করেছিলাম এবং য়ূসুফকে আমাদের মালপত্রের নিকট রেখে গিয়েছিলাম, অতঃপর তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু আপনি তো আমাদের বিশ্বাস করবেন না যদিও আমরা সত্যবাদী। (১৮) আর তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিল। সে বললো ঃ না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং, পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্যস্থল। (১৯) এক যাত্রী দল আসল, তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করলো; সে তার পানির বালতি নামিয়ে দিল, সে বলে উঠলো ঃ কি সুখবর! এ যে এক কিশোর! অতঃপর তারা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল, তারা যা করছিল সেই বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত ছিলেন। (২০) আর তারা তাকে বিক্রি করলো স্বল্প মূল্যে, মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে, তারা এতে ছিল নির্লোভ।

রুকু-৩

(২১) মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বললো ঃ সম্মানজনকভাবে এর থাকার ব্যবস্থা কর, সম্ভবত ঃ সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা একে পুত্ররূপেও গ্রহণ করতে পারি,

www.pathagar.com

এবং এভাবে আমি যূসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্য। আল্লাহ্ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়। (২২) সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল, তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম এবং এভাবেই আমি সৎকর্ম পরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (২৩) সে যে স্ত্রী লোকের গৃহে ছিল সে তার কাছ থেকে অসৎকর্ম কামনা করল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল ও বললো ঃ চলে এসো (আমরা কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করি), সে বললো ঃ আমি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তিনি (আযীয) আমার প্রভু! তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকতে দিয়েছেন, সীমা লঙ্ঘনকারীরা সফলকাম হয় না। (২৪) সেই রমণী তো তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তো, যদি না সে তার রবের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতো, তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। (২৫) তারা উভয়ে দৌড়ে দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রী লোকটি পিছন হতে তার জামা ছিড়ে ফেললো, তারা স্ত্রী লোকটির স্বামীকে দরজার কাছে দেখতে পেলো, স্ত্রীলোকটি বললো ঃ যে তোমার পরিবারের সাথে কু-কর্ম কামনা করে তার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন বেদনাদায়ক শাস্তি ব্যতীত আর কি দণ্ড হতে পারে? (২৬) সে (যূসুফ) বললো ঃ সেই আমার হতে

www.pathagar.com

অসৎকর্ম কামনা করেছিল। স্ত্রী লোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল– যদি তার জামার সম্মুখ দিকে ছিন্ন করা হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রী লোকটি সত্য কথা বলেছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী– (২৭) আর যদি তার জামা পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রী লোকটি মিথ্যা কথা বলেছে এবং পুরুষটি সত্যবাদী। (২৮) সুতরাং, গৃহস্বামী যখন দেখলো যে, তার জামা পেছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়েছে, তখন সে বললো ঃ ভীষণ তোমাদের ছলনা। (২৯) হে যূসুফ! তুমি এটা উপেক্ষা কর এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তুমিই অপরাধী।

রুকু-৪

(৩০) নগরে কতিপয় নারী বললো ঃ আযীযের স্ত্রী তার যুবক দাস হতে অসৎ কর্ম কামনা করেছে; প্রেম তাকে উন্মত্ত করেছে, আমরা তো তাকে দেখছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে। (৩১) স্ত্রী লোকটি যখন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল, তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠাল, তাদের প্রত্যেককে একটি করে চাকু দিল এবং যুবককে বললো ঃ তাদের সামনে বের হও। অতঃপর তারা যখন তাকে দেখলো তখন তারা তার সৌন্দর্যে অভিভূত হল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেললো। তারা বললো ঃ অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য! এতো মানুষ নয়, এতো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা! (৩২) সে বললো ঃ এই সে যার সম্বন্ধে তোমরা

www.pathagar.com

আমার নিন্দা করেছো, আমি তো তার হতে অসৎকর্ম কামনা করেছি; কিন্তু সে নিজকে পবিত্র রেখেছে; আমি তাকে যা আদেশ করেছি সে যদি তা না করে তাহলে সে কারারুদ্ধ হবেই এবং হীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৩৩) য়ূসুফ বললো ঃ হে আমার রব! এই নারীরা আমাকে যার প্রতি আহবান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়! আপনি যদি আমাকে ওদের ছলনা হতে রক্ষা না করেন তাহলে ওদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো। (৩৪) অতঃপর তার রব তার আহবানে সাড়া দিলেন এবং তাদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৩৫) নিদর্শনাবলী দেখার পর তাদের মনে হল যে, তাকে কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ করতেই হবে।

রুকু-৫

(৩৬) তার সাথে দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল, তাদের একজন বললো ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি আংগুর নিংড়িয়ে রস বের করছি এবং অপরজন বললো ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি আমার মাথায় রুটি বহন করেছি এবং পাখী তা হতে খাচ্ছে, আমাদেরকে আপনি এর তাৎপর্য জানিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সৎকর্ম পরায়ণ দেখছি। (৩৭) য়ূসুফ বললো ঃ তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয় তা আসার পূর্বে আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দিব, আমি যা তোমাদেরকে বলবো তা আমার রব আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা

www.pathagar.com

হতে বলব, যে সম্প্রদায় আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে না ও পরলোকে অবিশ্বাসী হয়, আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি। (৩৮) আমি আমার পিতৃ পুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক্ব এবং ইয়াকুবের মতবাদ অনুসরণ করি, আল্লাহ্‌র সাথে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়, এটা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (৩৯) হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু রব শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্? (৪০) তাঁকে ছেড়ে তোমরা শুধু কতকগুলো নামের ইবাদত করছ, যে নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ, এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠাননি, বিধান দেয়ার অধিকার শুধু আল্লাহ্‌রই, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে, আর কারও ইবাদত করবে না, এটাই সরল সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়। (৪১) হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজনের ব্যাপার এই যে, সে তার প্রভুকে মদ্য পান করাবে এবং অপর সম্বন্ধে কথা এই যে, সে শূলবিদ্ধ হবে; অতঃপর তার মস্তক হতে পাখী আহার করবে, যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছো তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। (৪২) য়ূসুফ তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করল, তাকে বললো ঃ তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বল; কিন্তু শয়তান তাকে তার প্রভুর কাছে তার বিষয়ে বলার কথা ভুলিয়ে দিল; সুতরাং য়ূসুফ কয়েক বছর কারাগারে রইল।

www.pathagar.com

রুকু-৬

(৪৩) রাজা বললো ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি স্থূলকায় গাভী, এগুলোকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক, হে প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার তাহলে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও। (৪৪) তারা বললো ঃ এটা অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা এরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই। (৪৫) দু'জন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যার স্মরণ হল সে বললো ঃ আমি এর তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দিব, সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠিয়ে দাও। (৪৬) সে বলল ঃ হে য়ূসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভী, এগুলোকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিন, যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি এবং যাতে তারা অবগত হতে পারে। (৪৭) য়ূসুফ বলল ঃ তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা শস্য সংগ্রহ করবে, তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে, তা ব্যতীত সমস্ত শীষ সমেত রেখে দিবে। (৪৮) এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর, যা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে তা এই সাত বছর লোকে খাবে, শুধু সামান্য কিছু যা তোমরা সংরক্ষণ করবে তা ব্যতীত– (৪৯) এবং এরপর আসবে এক বছর, সেই বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সেই বছর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।

www.pathagar.com

রুকু-৭

(৫০) রাজা বললো ঃ তোমরা য়ূসুফকে আমার কাছে নিয়ে এস; যখন দূত তার কাছে উপস্থিত হল তখন সে বললো ঃ তুমি তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর– যে নারীরা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কি? আমার রব তাদের ছলনা সম্যক অবগত। (৫১) রাজা নারীদেরকে বললো ঃ যখন তোমরা য়ূসুফ হতে অসৎকর্ম কামনা করেছিলে, তখন তোমাদের কি হয়েছিল? তারা বললো ঃ অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য! আমরা তার মধ্যে কোন দোষ দেখিনি; আযীযের স্ত্রী বললো ঃ এক্ষণে সত্য প্রকাশ হয়ে গেল, আমিই তার হতে অসৎকর্ম কামনা করেছিলাম, সে তো সত্যবাদী। (৫২) সে বললো ঃ আমি এটা বলেছিলাম, যাতে সে জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ্ বিশ্বাস ঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।

www.pathagar.com

পারা-১৩

(৫৩) আমি নিজকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্ম-প্রবণ, কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার রব অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয়ই আমার রব অতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (৫৪) রাজা বলল ঃ য়ূসুফকে আমার কাছে নিয়ে এস, আমি তাকে একান্ত সহচর নিযুক্ত করবো অতঃপর রাজা যখন তার সাথে কথা বলল, তখন রাজা বলল ঃ আজ তুমি আমাদের কাছে মর্যাদাবান ও বিশ্বাস ভাজন হলে। (৫৫) সে বলল ঃ আমাকে কোষাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত করুন। নিশ্চয়ই আমি উত্তম সংরক্ষণকারী, অতিশয় জ্ঞানবান। (৫৬) এভাবে আমি য়ূসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; সে সেই দেশে যথা ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত, আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি; আর আমি সৎ কর্মপরায়ণদের শ্রমফল বিনষ্ট করি না। (৫৭) যারা মু'মিন ও মুত্তাক্বী তাদের পরকালের পুরস্কারই উত্তম।

রুকূ-৮

(৫৮) য়ূসুফের ভ্রাতাগণ আসলো এবং তার নিকট উপস্থিত হল, সে তাদেরকে চিনলো, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারলো না। (৫৯) আর সে যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল তখন সে বলল ঃ তোমরা আমার নিকট তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে এস, তোমরা কি দেখছ না যে, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিই? এবং আমি উত্তম মেযবান;

www.pathagar.com

(৬০) কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার নিকট নিয়ে না আস, তাহলে আমার নিকট তোমাদের জন্য কোন বরাদ্দ থাকবে না এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হবে না। (৬১) তারা বলল ঃ ওর বিষয়ে আমরা ওর পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব এবং আমরা নিশ্চয়ই এটা করব। (৬২) য়ূসুফ তার ভৃত্যদেরকে বলল ঃ তারা যে পণ্য মূল্য দিয়েছে তা তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও, যাতে স্বজনদের কাছে প্রত্যাবর্তনের পর তারা বুঝতে পারে যে, ওটা প্রত্যর্পণ করা হয়েছে, তাহলে তারা পুনরায় আসতে পারে। (৬৩) অতঃপর যখন তারা তাদের পিতার নিকট ফিরে আসলো তখন তারা বললো ঃ হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সুতরাং আমাদের ভ্রাতাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা রসদ পেতে পারি, আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। (৬৪) সে বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে ওর সম্বন্ধে সেইরূপ বিশ্বাস করব, যেরূপ বিশ্বাস পূর্বে তোমাদেরকে করেছিলাম ওর ভ্রাতার ব্যাপারে? আল্লাহ্ই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি শ্রেষ্ঠতম দয়ালু। (৬৫) যখন তারা তাদের মাল পত্র খুললো তখন তারা দেখতে পেল, তাদের পণ্য– মূল্য তাদেরকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে। তারা বলল ঃ হে আমাদের পিতা! আমরা আর কি প্রত্যাশা করতে পারি? এটা আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য, আমাদের প্রত্যর্পণ করা হয়েছে; পুনরায় আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে খাদ্য সামগ্রী এনে দিবো এবং আমরা আমাদের ভ্রাতার

www.pathagar.com

রক্ষণাবেক্ষণ করবো এবং আমরা অতিরিক্ত আর এক উষ্ট্র বোঝাই পণ্য আনবো, যা এনেছি তা পরিমাণে অল্প। (৬৬) পিতা বলল ঃ আমি ওকে কখনো তোমাদের সাথে পাঠাব না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্‌র নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা তাকে আমার নিকট নিয়ে আসবেই, অবশ্য যদি তোমরা একান্ত অসহায় হয়ে না পড়, অতঃপর যখন তারা তার নিকট প্রতিজ্ঞা করল, তখন সে বলল ঃ আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি, আল্লাহ্ তার বিধায়ক। (৬৭) সে বলল ঃ হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ কর না, ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না, বিধান আল্লাহ্‌রই, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং যারা নির্ভর করতে চায় তারা তাঁরই (আল্লাহ্‌রই) উপর নির্ভর করুক। (৬৮) যখন তারা, তাদের পিতা তাদেরকে যেভাবে আদেশ করেছিল সেভাবেই প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধে ওটা তাদের কোন কাজে আসল না; ইয়াকুব শুধু তার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করেছিল এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল, কারণ আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।

রুকু-৯

(৬৯) তারা যখন য়ূসুফের সামনে হাযির হল, তখন য়ূসুফ তার (সহোদর) ভ্রাতাকে নিজের কাছে রাখল এবং বলল ঃ আমিই তোমার (সহোদর) ভাই। সুতরাং, তারা যা করত সেজন্য দুঃখ করো না।

www.pathagar.com

(৭০) অতঃপর সে যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল, তখন সে তার (সহোদর) ভাই এর মালপত্রের মধ্যে পানপাত্র রেখে দিল, অতঃপর এক ঘোষক উচ্চৈঃস্বরে বলল ঃ হে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর। (৭১) তারা তাদের দিকে চেয়ে বলল ঃ তোমরা কি হারিয়েছ? (৭২) তারা বলল ঃ আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি; যে ওটা এনে দিবে সে এক উষ্ট্র বোঝাই মাল পাবে এবং আমি ওর যামিন। (৭৩) তারা বলল ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা তো জান যে, আমরা এই দেশে দুষ্কৃতি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই। (৭৪) তারা বলল ঃ যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তাহলে তার শাস্তি কি? (৭৫) তারা বলল ঃ এর শাস্তি এই যে, যার মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে, সেই তার বিনিময়, এভাবে আমরা সীমা লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি। (৭৬) অতঃপর সে তার (সহোদর) ভাই এর মালপত্র তল্লাশির পূর্বে তাদের মাল-পত্র তল্লাশি করতে লাগল, পরে তার সহোদরের মাল-পত্রের মধ্য হতে পাত্রটি বের করল, এভাবে আমি য়ূসুফের জন্য কৌশল করেছিলাম, রাজার আইনে তার সহোদরকে সে আটক করতে পারতো না, আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি, প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছেন সর্বজ্ঞানী। (৭৭) তারা বলল ঃ সে যদি চুরি করে থাকে তাহলে তার (সহোদর) ভাইও তো ইতোপূর্বে চুরি করেছিল, এতে য়ূসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখল এবং তাদের কাছে

www.pathagar.com

প্রকাশ করল না। সে মনে মনে বলল ঃ তোমাদের অবস্থা তো হীনতর এবং তোমরা যা বলছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবগত। (৭৮) তারা বলল ঃ হে আযীয! এর পিতা হচ্ছেন অতিশয় বৃদ্ধ, সুতরাং এর স্থলে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন! আমরা তো আপনাকে দেখছি মহানুভব ব্যক্তিদের একজন। (৭৯) সে বলল ঃ যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হতে আমরা আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরূপ করলে আমরা অবশ্যই সীমা লঙ্ঘনকারী হব।

রুকূ-১০

(৮০) যখন তারা তার নিকট হতে সম্পূর্ণ নিরাশ হল, তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল, ওদের মধ্যে যে ছিল বয়োজ্যেষ্ঠ, সে বলল ঃ তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হতে আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বেও তোমরা য়ূসুফের ব্যাপারে ত্রুটি করেছিলে; সুতরাং আমি কিছুতেই এই দেশ ত্যাগ করবো না যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ্ আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন এবং তিনিই বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (৮১) তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরে যাও এবং বল ঃ হে আমাদের পিতা! আপনার পুত্র চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম, অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা অবহিত ছিলাম না। (৮২) যে জনপদে আমরা ছিলাম ওর অধিবাসীদেরকে

www.pathagar.com

জিজ্ঞেস করুন এবং যে যাত্রীদলের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকেও, আমরা অবশ্যই সত্যবাদী। (৮৩) ইয়াকুব বললো ঃ না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে; সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়; হয়তো আল্লাহ্ ওদেরকে এক সাথে আমার কাছে এনে দিবেন তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৮৪) সে ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল ঃ আফসোস য়ূসুফের জন্য। শোকে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট। (৮৫) তারা বলল ঃ আল্লাহ্র শপথ! আপনিতো য়ূসুফের কথা ভুলবেন না যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষু হবেন, অথবা মৃত্যু বরণ করবেন। (৮৬) সে বলল ঃ আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ আল্লাহ্র নিকট নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহ্র নিকট হতে যা জানি, তোমরা তা জান না। (৮৭) হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, য়ূসুফ ও তার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহ্র করুণা হতে নিরাশ হয়ো না, কারণ কাফিররা ব্যতীত কেউই আল্লাহ্র করুণা হতে নিরাশ হয় না। (৮৮) যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল তখন বলল ঃ হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার পরিজন বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং আমরা তুচ্ছ পণ্য নিয়ে এসেছি; আপনি আমাদের রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন এবং আমাদেরকে দান করুন; আল্লাহ্ দাতাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকেন। (৮৯) সে বললো ঃ তোমরা কি জান, তোমরা য়ূসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে, যখন

www.pathagar.com

তোমরা ছিলে অজ্ঞ? (৯০) তারা বললো ঃ তাহলে কি তুমিই য়ূসুফ? সে বলল ঃ আমিই য়ূসুফ এবং এই আমার সহোদর; আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যে ব্যক্তি মুত্তাকী ও ধৈর্যশীল, আল্লাহ্ সেইরূপ সৎকর্ম পরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। (৯১) তারা বলল ঃ আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন ও আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলাম। (৯২) সে বলল ঃ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (৯৩) তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখো, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন আর তোমরা তোমাদের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট নিয়ে এস।

রুকু-১১

(৯৪) অতঃপর যাত্রীদল যখন বের হয়ে পড়ল তখন তাদের পিতা বলল ঃ তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর তাহলে বলি ঃ আমি য়ূসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি। (৯৫) তারা বললো ঃ আল্লাহ্র শপথ! আপনি তো আপনার পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন। (৯৬) অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক উপস্থিত হলো এবং তার মুখমণ্ডলের উপর জামাটি রাখলো তখন সে দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেল, সে বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহ্র নিকট হতে যা জানি, তোমরা তা জান না। (৯৭) তারা বলল ঃ হে আমাদের পিতা! আমাদের

www.pathagar.com

পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন; আমরা তো অপরাধী। (৯৮) সে বললো ঃ আমি আমার রবের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো, তিনি তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৯৯) অতঃপর তারা যখন য়ূসুফের নিকট উপস্থিত হল, তখন সে তার মাতা-পিতাকে আলিঙ্গন করল এবং বলল ঃ আপনারা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন! (১০০) আর য়ূসুফ তার মাতা-পিতাকে উচ্চাসনে বসাল এবং তারা সবাই তার সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল, সে বলল ঃ হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার রব ওটা সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার হতে মুক্ত করেছেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভ্রাতাদের সম্পর্ক নষ্ট করার পর ও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমার রব যা ইচ্ছা তা নিপুণতার সাথে করে থাকেন, তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১০১) হে আমার রব! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন; হে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! আপনিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক, আপনি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন! (১০২) এটা অদৃশ্যলোকের সংবাদ যা তোমাকে আমি অহী দ্বারা অবহিত করছি, ষড়যন্ত্রকালে যখন তারা মতৈক্যে পৌঁছে ছিল তখন তুমি তাদের সাথে ছিলে না। (১০৩) তুমি যতই চাও না কেন,

www.pathagar.com

অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করার নয়। (১০৪) আর তুমি তো তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক দাবী করছো না, এটা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া কিছু নয়।

রুকু-১২

(১০৫) আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, তারা এ সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা এ সকলের প্রতি উদাসীন। (১০৬) তাদের অধিকাংশ আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে। (১০৭) তাহলে কি তারা আল্লাহ্‌র সর্বগ্রাসী শাস্তি হতে অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে ক্বিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি হতে নিরাপদ? (১০৮) তুমি বল ঃ এটাই আমার পথ, (আল্লাহ্‌র) প্রতি মানুষকে আমি আহবান করি সজ্ঞানে, আমি এবং আমার অনুসারীগণও, আল্লাহ্ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থাপন করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। (১০৯) তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, যাদের নিকট অহী পাঠাতাম; তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল তা কি দেখেনি? যারা মুত্তাকী তাদের জন্য পরকালই শ্রেয়; তোমরা কি বুঝ না? (১১০) অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হল এবং লোকে ভাবল যে, রাসূলদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য এলো,

www.pathagar.com

এভাবে আমি যাকে ইচ্ছা করি সে উদ্ধার পায় আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমার শাস্তি রদ করা হয় না। (১১১) তাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা, এটা এমন বাণী যা মিথ্যা প্রবন্ধ নয়, কিন্তু মু'মিনদের জন্য এটা পূর্ব গ্রন্থে যা আছে তার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত ও রহ্‌মত।

www.pathagar.com

১৩. সূরা রা'দ

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৪৩, রুকু-৬

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আলিফ লা-ম মী-ম রা-; এগুলো কুর'আনের আয়াত; যা তোমার রব হতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা'ই সত্য; কিন্তু অধিকাংশ এতে বিশ্বাস করে না। (২) আল্লাহ্‌ই ঊর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডল স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা এটা দেখছো। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করলেন; প্রত্যেক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে, তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার। (৩) তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করেছেন এবং ওতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়; তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন; এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। (৪) পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড; ওতে আছে আঙ্গুর-কানন, শস্যক্ষেত্র, একাধিক শির বিশিষ্ট অথবা এক শির বিশিষ্ট খর্জুর-বৃক্ষ, সিঞ্চিত একই পানিতে; এবং ফল হিসেবে এগুলোর কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি, অবশ্যই বোধশক্তি

www.pathagar.com

সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন। (৫) যদি তুমি বিস্মিত হও তাহলে বিস্ময়ের বিষয় তাদের বক্তব্য ঃ মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করবো? ওরাই ওদের রবকে অস্বীকার করে এবং ওদেরই গলদেশে থাকবে লৌহ শৃংখল, ওরাই জাহান্নামী এবং সেখানে ওরা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী। (৬) মঙ্গলের পূর্বে তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, যদিও তাদের পূর্বে এর বহু দৃষ্টান্ত গত হয়েছে। বস্তুত ঃ মানুষের সীমা লঙ্ঘন সত্ত্বেও তোমার রব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার রব তো শাস্তি দানেও কঠোর। (৭) যারা কুফরী করেছে তারা বলে ঃ তার রবের নিকট হতে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? হে নবী! কথা এই যে, তুমি তো শুধুমাত্র ভয় প্রদর্শনকারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে পথ প্রদর্শক।

রুকু-২

(৮) প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ্ তা জানেন এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। (৯) যা অদৃশ্য ও দৃশ্যমান তিনি তা অবগত; তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (১০) তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাত্রে যে আত্মগোপন করে এবং দিবসে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহ্র) জ্ঞানগোচর। (১১) মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে একের পর

www.pathagar.com

এক প্রহরী থাকে; ওরা আল্লাহ্‌র আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে, কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তাহলে তা রদ করার কেউ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই। (১২) তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিজলি, যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ। (১৩) বজ্র নির্ঘোষ ও ফেরেশতা সভয়ে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি বজ্রপাত ঘটান এবং যাকে ইচ্ছা ওটা দ্বারা আঘাত করেন; তথাপি ওরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে; যদিও তিনি মহা শক্তিশালী।। (১৪) সত্যের আহবান তাঁরই; যারা তাঁকে ছাড়া আহবান করে অপরকে, তারা (অপরের) তাদেরকে কোনই সাড়া দেয় না; তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে তার মুখে পানি পৌছাবে এই আশায় তার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে এমন পানির দিকে যা তার মুখে পৌছার নয়, কাফিরদের আহবান নিষ্ফল। (১৫) আল্লাহ্‌র প্রতি সিজদাবনত হয় আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলোও সকাল সন্ধ্যায়। (১৬) বল ঃ কে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রব? বল ঃ তিনি আল্লাহ্; বল ঃ তাহলে কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছ আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে, যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়? বল ঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান

www.pathagar.com

কি সমান, অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক? তাহলে কি তারা আল্লাহ্‌র এমন শরীক স্থাপন করছে যারা (আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মত) সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের মধ্যে বিভ্রান্ত ঘটিয়েছে? বল ঃ আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি এক, পরাক্রমশালী। (১৭) তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ফলে নদীসমূহ ওদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে, এভাবে আবর্জনা উপরিভাগে আসে যখন অলংকার অথবা তৈজসপত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে কিছু অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয় তার; এভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন; যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা যমীনে থেকে যায়, এভাবে আল্লাহ্ উপমা দিয়ে থাকেন। (১৮) মঙ্গল তাদের, যারা তাদের রবের আহবানে সাড়া দেয় এবং যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয় না তাদের যদি পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সমস্তই থাকত এবং তার সাথে সম পরিমাণ আরও থাকত, তাহলে অবশ্যই তারা মুক্তিপণস্বরূপ তা প্রদান করত; তাদের হিসাব হবে কঠোর এবং জাহান্নাম হবে তাদের আবাস; ওটা কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল।

রুকু-৩

(১৯) তোমার রব হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে, আর অন্ধ কি সমান? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই। (২০) যারা আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অঙ্গীকার

www.pathagar.com

রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না– (২১) আর আল্লাহ্ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাদের রবকে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে– (২২) আর যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, ছালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে, তাদের জন্য শুভ পরিণাম– (২৩) স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের মাতা-পিতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও এবং ফেরেশতা তাদের কাছে হাযির হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (২৪) (হাযির হয়ে তারা) বলবে ঃ তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি; কতই না ভাল এই পরিণাম! (২৫) যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে অভিসম্পাত এবং আছে মন্দ আবাস। (২৬) আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা করেন তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন কিংবা সংকুচিত করেন; কিন্তু তারা পার্থিব জীবন নিয়েই উল্লসিত, অথচ ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগ মাত্র।

রুকু-৪

(২৭) যারা কুফরী করেছে তারা বলে ঃ তার রবের নিকট হতে তার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? তুমি বল ঃ আল্লাহ্ যাকে

www.pathagar.com

ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি তাদেরকে তাঁর পথ দেখান যারা তাঁর অভিমুখী। (২৮) যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়; জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়। (২৯) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, কল্যাণ ও শুভ পরিণাম তাদেরই। (৩০) এভাবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি এক জাতির প্রতি, যার পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে, তাদের নিকট আবৃত্তি করার জন্য, যা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি; তথাপি তারা দয়াময়কে অস্বীকার করে; তুমি বল ঃ তিনিই আমার রব; তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই, তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে। (৩১) যদি কোন কুর'আন এমন হত যা দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যেতো অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেতো অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেতো, তবুও তারা তাতে বিশ্বাস করত না; কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্‌র এখতিয়ার ভুক্ত; তাহলে কি যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রত্যয় হয়নি যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই সকলকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতেন? যারা কুফরী করেছে তাদের কর্মফলের জন্য তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে অথবা বিপর্যয় তাদের আশে-পাশে আপতিত হতেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ঘটবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

রুকু-৫

(৩২) তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে এবং যারা কুফরী করেছে তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম অতঃপর

www.pathagar.com

তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম; কেমন ছিল আমার পাকড়াও। (৩৩) তাহলে কি প্রত্যেক মানুষ যা করে, তার যিনি পর্যবেক্ষক, তিনি অক্ষম এদের উপাস্যগুলোর মত? অথচ তারা আল্লাহ্‌র বহু শরীক করেছে। তুমি বল ঃ তোমরা তাদের পরিচয় দাও; তোমরা কি পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ তাঁকে দিতে চাও যা তিনি জানেন না? না, বরং ওদের ছলনা তাদের নিকট শোভন প্রতীয়মান হয় এবং তারা সৎপথ হতে নিবৃত্ত হয়; আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই। (৩৪) তাদের জন্য পার্থিব জীবনে আছে শাস্তি এবং পরকালের শাস্তি তো আরও কঠোর! এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে রক্ষা করার তাদের কেউ নেই। (৩৫) মুত্তাক্বীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার উপমা এইরূপ ঃ ওর পাদদেশে নদী প্রবাহিত, ওর ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী; যারা মুত্তাক্বী এটা তাদের কর্মফল এবং কাফিরদের কর্মফল অগ্নি। (৩৬) আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আনন্দ পায়, কিন্তু কোন কোন দল ওর কতক অংশ অস্বীকার করে; তুমি বল ঃ আমি তো আল্লাহ্‌রই ইবাদত করতে ও তাঁর কোন শরীক না করতে আদিষ্ট হয়েছি; আমি তাঁরই প্রতি আহবান করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন। (৩৭) আর এভাবে আমি ওটা (কুর'আন) অবতীর্ণ করেছি এক নির্দেশ, আরবী ভাষায়; জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকবে না।

www.pathagar.com

রুকু-৬

(৩৮) তোমার পূর্বেও আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি দিয়েছিলাম; আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়; প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ। (৩৯) আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছা তা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যা ইচ্ছা তা প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তাঁরই নিকট আছে কিতাবের মূল। (৪০) আমি তাদেরকে যে শাস্তির কথা বলি, তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়েই দিই অথবা যদি এর পূর্বে তোমার মৃত্যু ঘটিয়েই দিই– তোমার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ। (৪১) তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চারদিক হতে সংকুচিত করে আনছি? আল্লাহ্ আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর। (৪২) তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে; প্রত্যেক ব্যক্তি যা করে তা তিনি জানেন এবং কাফিররা শীঘ্রই জানবে শুভ পরিণাম কাদের জন্য। (৪৩) যারা কুফরী করেছে তারা বলে ঃ তুমি (আল্লাহ্‌র) প্রেরিত নও; তুমি বল ঃ আল্লাহ্ এবং যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে, তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।

www.pathagar.com

১৪. সূরা ইব্‌রাহীম

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৫২, রুকু-৭

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আলিফ লাম-রা–, এই কিতাব, এটা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে তাদের রবের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোকের দিকে; তাঁর পথে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ। (২) আল্লাহ্‌, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই; কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ কাফিরদের জন্য। (৩.) যারা ইহজীবনকে পরকালিন জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহ্‌র পথ হতে এবং তা (আল্লাহ্‌র পথ) বক্র করতে চায়; তারাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (৪) আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য, আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৫) মূসাকে আমি আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার হতে আলোতে আনয়ন কর এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিবসগুলো দ্বারা উপদেশ দাও, এতে তো নিদর্শন রয়েছে পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

www.pathagar.com

(৬) যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন ফিরআউন সম্প্রদায়ের কবল হতে যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদেরকে যবেহ্ করত ও তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত; এবং এতে ছিল তোমাদের রবের পক্ষ হতে এক মহা পরীক্ষা।

রুকু-২

(৭) যখন তোমাদের রব ঘোষণা করেন ঃ তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিব আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর। (৮) মূসা বলেছিল ঃ তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেও যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ। (৯) তোমাদের কাছে কি সংবাদ আসেনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের নূহের সম্প্রদায়ের, আ'দ ও ছামূদের এবং তাদের পূর্ববর্তীদের? তাদের বিষয় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জানে না; তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রাসূল এসেছিল; তারা তাদের হাত তাদের মুখে স্থাপন করত এবং বলত ঃ যা নিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছ তা আমরা প্রত্যাখ্যান করি এবং আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সে বিষয়ে, যার প্রতি তোমরা আমাদেরকে আহবান করছ। (১০) তাদের রাসূলগণ বলেছিল ঃ আল্লাহ্ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন তোমাদের পাপ মার্জনা করার জন্য এবং নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত

www.pathagar.com

তোমাদেরকে অবকাশ দেয়ার জন্য; তারা বলত ঃ তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ; আমাদের পিতৃ পুরুষগণ যাদের ইবাদত করত তোমরা তাদের ইবাদত হতে আমাদের বিরত রাখতে চাও; অতএব তোমরা আমাদের কাছে কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত কর। (১১) তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বলত ঃ সত্য বটে আমরা তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করে থাকেন; আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া তোমাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয়; মু'মিনদের আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করা উচিত। (১২) আমরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করব না কেন? তিনিই তো আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন; তোমরা আমাদেরকে যে ক্লেশ দিচ্ছ, আমরা অবশ্যই তা ধৈর্যের সাথে সহ্য করব এবং নির্ভরকারীদের আল্লাহ্‌রই উপর নির্ভর করা উচিত।

রুকু-৩

(১৩) কাফিররা তাদের রাসূলদেরকে বলেছিল ঃ আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই আমাদের দেশ হতে বহিষ্কৃত করব অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতেই হবে, অতঃপর রাসূলদেরকে তাদের রব অহী প্রেরণ করলেন; যালিমদেরকে আমি অবশ্যই বিনাশ করব। (১৪) তাদের পরে আমি তোমাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করবই; এটা তাদের জন্য, যারা ভয় রাখে আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার এবং ভয় রাখে আমার শাস্তির। (১৫) তারা বিজয় কামনা করল এবং

www.pathagar.com

প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হল। (১৬) তাদের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রয়েছে এবং প্রত্যেককে পান করানো হবে গলিত পুঁজ– (১৭) যা সে অতি কষ্টে গলধঃকরণ করবে এবং তা গলধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। সর্ব দিক হতে তার নিকট আসবে মৃত্যু যন্ত্রণা, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে। (১৮) যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে তাদের উপমা– তাদের কর্মসমূহ ভস্ম সদৃশ যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়; যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারে না; এটা তো ঘোর বিভ্রান্তি। (১৯) তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন। (২০) আর এটা আল্লাহ্‌র জন্য আদৌ কঠিন নয়। (২১) সবাই আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হবেই; যারা অহংকার করত, দুর্বলেরা তাদেরকে বলবে ঃ আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম; এখন তোমরা আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে আমাদেরকে কিছু মাত্র রক্ষা করতে পারবে? তারা বলবে ঃ আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতাম; এখন আমাদের ধৈর্যচ্যুত হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা; আমাদের কোন নিষ্কৃতি নেই।

www.pathagar.com

রুকু-৪

(২২) যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে ঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি; আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি শুধু তোমাদেরকে আহবান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছিলে; সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ কর না, তোমরা তোমাদের প্রতিই দোষারোপ কর; আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই; তোমরা যে পূর্বে আমাকে (আল্লাহ্‌র) শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই; যালিমদের জন্য তো বেদনায়ক শাস্তি আছেই। (২৩) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে দাখিল করা হবে জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেথায় তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী হবে তাদের রবের অনুমতিক্রমে; সেথায় তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'। (২৪) তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎ বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যার মূল সুদৃঢ় এবং যার প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত- (২৫) যা প্রত্যেক মওসুমে ফল দান করে তার রবের অনুমতিক্রমে এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। (২৬) কু-বাক্যের তুলনা এক মন্দ বৃক্ষ যার মূল ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই। (২৭) যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী

www.pathagar.com

তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা যালিম, আল্লাহ্ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন; আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা করেন।

রুকু-৫

(২৮) তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য কর না যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে আনে ধ্বংসের আলয়ে– (২৯) জাহান্নাম, যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট ঐ আবাসস্থল। (৩০) আর তারা আল্লাহ্‌র সমকক্ষ উদ্ভাবন করে তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য; তুমি বল ঃ ভোগ করে নাও, পরিণামে অগ্নিই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল। (৩১) আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মু'মিন তাদেরকে বল ছালাত কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে– সে দিন আসার পূর্বে যেদিন ক্রয় -বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না। (৩২) তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর বিধানে ওটা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে। (৩৩) তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন

www.pathagar.com

রাত্রি ও দিবসকে। (৩৪) আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর নিকট যা কিছু চেয়েছ তা হতে; তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না; মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ।

রুকু-৬

(৩৫) স্মরণ কর, ইব্‌রাহীম বলেছিল ঃ হে আমার রব! এই শহরকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন। (৩৬) হে আমার রব। এসব মূর্তি বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে'ই আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে আপনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৭) হে আমাদের রব! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র গৃহের নিকট। হে আমাদের রব! এজন্য যে, তারা যেন ছালাত কায়েম করে; সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফলফলাদি দ্বারা তাদের রিয্‌ক্বের ব্যবস্থা করুন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (৩৮) হে আমাদের রব! আপনি তো জানেন যা আমরা গোপন করি এবং যা আমরা প্রকাশ করি, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকে না। (৩৯) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন; আমার রব অবশ্যই প্রার্থনা শুনে থাকেন।

www.pathagar.com

(৪০) হে আমার রব! আমাকে ছালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্যে হতেও; হে আমাদের রব! আমার প্রার্থনা কবুল করুন। (৪১) হে আমার রব! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং মু'মিনদেরকে ক্ষমা করুন।

রুকু-৭

(৪২) তুমি কখনো মনে কর না যে, যালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ গাফিল, তবে তিনি সেদিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু- (৪৩) ভীতি বিহবল চিত্তে আকাশের দিকে চেয়ে ছুটাছুটি করবে, নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য। (৪৪) যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর, তখন যালিমরা বলবে ঃ হে আমাদের রব! আমাদের কিছুকালের জন্য অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহবানে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করবোই। তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই? (৪৫) অথচ তোমরা বাস করতে তাদের বাসভূমিতে যারা নিজেদের প্রতি যুল্‌ম করেছিল এবং তাদের প্রতি আমি কি করেছিলাম তাও তোমাদের নিকট সুবিদিত ছিল এবং তোমাদের নিকট আমি তাদের দৃষ্টান্তও উপস্থিত করেছিলাম। (৪৬) তারা ভীষণ চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট তাদের চক্রান্ত রক্ষিত রয়েছে। তাদের চক্রান্ত এমন ছিল না যাতে পর্বত টলে যেতো। (৪৭) তুমি কখনো মনে কর না যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূলদের

www.pathagar.com

প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী দণ্ড বিধায়ক। (৪৮) যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমণ্ডলও এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহ্‌র সামনে যিনি এক, পরাক্রমশালী (৪৯) সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে শৃংখলিত অবস্থায়। (৫০) তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল। (৫১) এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন, আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর। (৫২) এটা মানুষের জন্য এক বার্তা যাতে এর দ্বারা তারা সতর্ক হয় এবং জানতে পারে যে, তিনি একমাত্র উপাস্য এবং যাতে বোধশক্তি সম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে।

১৫. সূরা হিজ্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা ৯৯, রুকু-৬

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আলিফ লা-ম-রা– এগুলো আয়াত মহাগ্রন্থের, সুস্পষ্ট কুর'আনের।

www.pathagar.com

পারা-১৪

(২) কোন এক সময় কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত! (৩) তাদের ছেড়ে দাও, তারা খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা ওদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখুক, পরিণামে তারা বুঝবে। (৪) আমি কোন জনপদকে তার নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ধ্বংস করিনি। (৫) কোন জাতি তার নির্দিষ্ট কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না এবং বিলম্বিতও করতে পারে না। (৬) তারা বলে ঃ ওহে, যার প্রতি কুর'আন অবতীর্ণ হয়েছে! তুমি তো নিশ্চয়ই উন্মাদ। (৭) তুমি সত্যবাদী হলে আমাদের নিকট ফেরেশতাদেরকে হাযির করছ না কেন? (৮) আমি ফেরেশতাদেরকে যথার্থ কারণ ছাড়া প্রেরণ করি না; ফেরেশতারা হাযির হলে তারা অবকাশ পাবে না। (৯) আমিই কুর'আন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর সংরক্ষক। (১০) তোমার পূর্বে আমি পূর্বের অনেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল পাঠিয়েছিলাম। (১১) তাদের নিকট এমন কোন রাসূল আসেনি যাকে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত না। (১২) এভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে তা সঞ্চার করি। (১৩) তারা কুর'আনে বিশ্বাস করবে না এবং অতীতে পূর্ববর্তীদেরও এই আচরণ ছিল। (১৪) যদি তাদের জন্য আমি আকাশের দরজা খুলে দিই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহণ করতে থাকে– (১৫) তবুও তারা বলবে ঃ আমাদের দৃষ্টি সম্মোহত করা হয়েছে; না, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।

www.pathagar.com

রুকু-২

(১৬) আকাশে আমি গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং ওকে করেছি সুশোভিত দর্শকদের জন্য। (১৭) প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হতে আমি ওকে রক্ষা করে থাকি। (১৮) আর কেউ চুরি করে সংবাদ শুনতে চাইলে ওর পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা। (১৯) পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং ওতে পর্বত মালা স্থাপন করেছি; আমি ওতে প্রত্যেক বস্তু উৎপন্ন করেছি সুপরিমিতভাবে। (২০) আর আমি ওতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য আর তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নও তাদের জন্যও। (২১) আমারই কাছে আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমি তা সুষম পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি। (২২) আমি বৃষ্টি গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদেরকে পান করতে দিই; ওর ভাণ্ডার তোমাদের কাছে নেই। (২৩) আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (২৪) তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে আমি তাদেরকে জানি এবং পরে যারা আসবে তাদেরকেও জানি। (২৫) তোমার রবই তাদেরকে সমবেত করবেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

রুকু-৩

(২৬) আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হতে। (২৭) এর পূর্বে সৃষ্টি করেছি জিনকে, প্রখর শিখাযুক্ত অগ্নি

www.pathagar.com

হতে। (২৮) স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন ঃ আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হতে মানুষ সৃষ্টি করব। (২৯) যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হও। (৩০) ফেরেশতাগণ সবাই একত্রে সিজ্‌দা করল। (৩১) কিন্তু ইবলীস করল না, সে সিজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল। (৩২) (আল্লাহ্) বললেন ঃ হে ইবলীস! তোর কি হল, তুই সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলি না? (৩৩) সে উত্তরে বললো ঃ ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হতে যে মানুষ আপনি সৃষ্টি করেছেন, আমি তাকে সিজ্‌দাহ করার নই। (৩৪) (আল্লাহ্) বললেন ঃ তাহলে তুই এখান হতে বের হয়ে যা, কারণ তুই অভিশপ্ত। (৩৫) কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোর প্রতি রইলো লা'নত (অভিশাপ)। (৩৬) ইবলিস বললো ঃ হে আমার রব! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। (৩৭) আল্লাহ বললেন ঃ তোকে অবকাশ দেয়া হলো– (৩৮) অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। (৩৯) সে বললো ঃ হে আমার রব! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপ কাজ শোভনীয় করে তুলব এবং আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করব। (৪০) তবে তাদের মধ্যে আপনার নির্বাচিত বান্দাগণ ব্যতীত। (৪১) তিনি বললেন ঃ এটাই আমার নিকট পৌঁছার সরল পথ। (৪২) বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার বান্দাদের উপর তোর ক্ষমতা থাকবে না।

www.pathagar.com

(৪৩) অবশ্যই তোর অনুসারীদের সবারই নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম। (৪৪) ওর সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল আছে।

রুকু-৪

(৪৫) নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা (আল্লাহ্ ভীরু) থাকবে প্রস্রবণ বহুল জান্নাতে। (৪৬) তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে এখানে প্রবেশ কর। (৪৭) আমি তাদের অন্তর হতে ঈর্ষা দূর করব; তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে। (৪৮) সেথায় তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেথা হতে বহিষ্কৃতও হবে না। (৪৯) আমার বান্দাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৫০) আর আমার শাস্তি; তা অতি মর্মন্তুদ শাস্তি। (৫১) আর তাদেরকে বল ঃ ইব্রাহীমের অতিথিদের কথা। (৫২) যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললোঃ 'সালাম', তখন সে বলেছিল আমরা তোমাদের আগমনে আতংকিত। (৫৩) তারা বললো ঃ ভয় কর না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি। (৫৪) সে বলল ঃ তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও? তোমরা কি বিষয়ে সুসংবাদ দিচ্ছ? (৫৫) তারা বললো ঃ আমরা সত্য সংবাদ দিচ্ছি; সুতরাং তুমি নিরাশ হয়ো না। (৫৬) সে বলল ঃ যারা পথভ্রষ্ট তারা ব্যতীত আর কে তার রবের অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়? (৫৭) সে বলল ঃ হে প্রেরিতগণ!

www.pathagar.com

অতঃপর তোমরা কি বিশেষ কাজ নিয়ে এসেছ? (৫৮) তারা বললো ঃ আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছে। (৫৯) তবে লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, আমরা অবশ্যই তাদের সকলকে রক্ষা করব। (৬০) কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়; আমরা জেনেছি, যারা ধ্বংস হবে সে অবশ্যই তাদের অন্তর্ভুক্ত।

রুকু-৫

(৬১) ফেরেশতাগণ যখন লূত পরিবারের নিকট আসল- (৬২) তখন লূত বলল ঃ তোমরা তো অপরিচিত লোক। (৬৩) তারা বলল ঃ না, তারা যে বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিল, আমরা তোমার নিকট তাই নিয়ে এসেছি। (৬৪) আমরা তোমার নিকট সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী। (৬৫) সুতরাং তুমি রাত্রির শেষ প্রহরে তোমার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড় এবং তুমি তাদের পশ্চাদনুসরণ কর এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পেছন ফিরে না তাকায়; তোমাদেরকে যেখানে যেতে বলা হয়েছে সেখানে চলে যাও। (৬৬) আমি তাকে এই বিষয়ে প্রত্যাদেশ দিলাম যে, প্রত্যুষে তাদেরকে সমূলে বিনাশ করা হবে। (৬৭) নগরবাসীরা আনন্দোন্মাদ হয়ে উপস্থিত হল। (৬৮) সে বলল ঃ নিশ্চয়ই এরা আমার অতিথি; সুতরাং তোমরা আমাকে বেইজ্জত করো না। (৬৯) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমাকে লজ্জিত কর না। (৭০) তারা বললো ঃ আমরা কি দুনিয়াবাসী লোককে আশ্রয় দিতে আপনাকে নিষেধ করিনি?

www.pathagar.com

(৭১) লূত বলল ঃ একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও তাহলে আমার এই কন্যাগণ রয়েছে। (৭২) তোমার জীবনের শপথ! ওরা তো আপন নেশায় মত্ত ছিল। (৭৩) অতঃপর সূর্যোদয়ের সময়ে মহানাদ (প্রচণ্ড একটি শব্দ) তাদেরকে আঘাত করল। (৭৪) সুতরাং আমি জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর প্রস্তর কংকর নিক্ষেপ করলাম। (৭৫) অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। (৭৬) লোক চলাচলের যে পথ, তার পার্শ্বে তাদের ধ্বংসস্তূপ এখনও বিদ্যমান। (৭৭) অবশ্যই এতে মু'মিনদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। (৭৮) আর 'আয়কা' বাসীরাও (শু'য়াইব (আঃ) এর সম্প্রদায়) তো ছিল সীমা লঙ্ঘনকারী। (৭৯) সুতরাং আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি, ওদের উভয়ের ধ্বংসস্তূপ তো প্রকাশ্য পথের পার্শ্বে অবস্থিত।

রুকু-৬

(৮০) হিজ্‌রবাসীরাও রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। (৮১) আমি তাদেরকে আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করেছিল। (৮২) তারা পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করত নিরাপদ বাসের জন্য। (৮৩) অতঃপর প্রভাতকালে মহানাদ (প্রচণ্ড একটি শব্দ) তাদেরকে আঘাত করল। (৮৪) সুতরাং তারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের কোন কাজে আসেনি। (৮৫) আকাশসমূহ ও পৃথিবী এই দু'য়ের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করিনি;

www.pathagar.com

এবং ক্বিয়ামত অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং তুমি পরম সৌজন্যের সাথে (তাদেরকে) ক্ষমা কর। (৮৬) নিশ্চয়ই তোমার রবই মহান স্রষ্টা, মহাজ্ঞানী। (৮৭) আমি তো তোমাকে দিয়েছি (সূরা ফাতিহার) সাত আয়াত যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয় এবং দিয়েছি মহা কুর'আন। (৮৮) আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনো লক্ষ্য করো না; (তারা ঈমান না আনায়) তাদের জন্য তুমি ক্ষোভ করো না; তুমি মু'মিনের জন্য তোমার বাহু অবনমিত কর। (৮৯) আর বল ঃ আমি প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক। (৯০) যেভাবে আমি অবতীর্ণ করেছিলাম বিভক্তকারীদের উপর। (৯১) যারা কুর'আনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জন করে। (৯২) সুতরাং তোমার রবের শপথ! আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই- (৯৩) সেই বিষয়ে যা তারা করে। (৯৪) অতএব, তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদের উপেক্ষা কর। (৯৫) আমিই যথেষ্ট তোমার জন্য, বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে– (৯৬) যারা আল্লাহ্‌র সাথে অপর মা'বুদ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (৯৭) আমি তো জানি যে, তারা যা তাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়। (৯৮) সুতরাং তুমি তোমার রবের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সিজ্‌দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। (৯৯) আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের (প্রতিপালকের) ইবাদত কর।

www.pathagar.com

১৬. সূরা নাহ্‌ল

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১২৮, রুকু-১৬

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আল্লাহ্‌র আদেশ আসবেই; সুতরাং ওটা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না; তিনি মহিমান্বিত এবং তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে। (২) তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা নির্দেশ সম্বলিত অহীসহ ফেরেশতা প্রেরণ করেন, এই মর্মে সতর্ক করার জন্য, আমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই; সুতরাং আমাকে ভয় কর। (৩) তিনি যথাযথভাবে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে। (৪) তিনি শুক্র হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন; অথচ দেখ, সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। (৫) তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য ওতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে; এবং ওটা হতে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক। (৬) আর যখন তোমরা গোধূলিলগ্নে ওদেরকে চারণভূমি হতে গৃহে নিয়ে আসো এবং প্রভাতে যখন ওদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও, তখন তোমরা ওর সৌন্দর্য উপভোগ কর এবং গৌরব অনুভব কর। (৭) আর ওরা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূরদেশে, যেখানে প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত

www.pathagar.com

তোমরা পৌঁছতে পারতে না; তোমাদের রব অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। (৮) তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, খচ্চর, গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা অবগত নও। (৯) সরল পথ আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায়, কিন্তু পথগুলোর মধ্যে বক্র পথও রয়েছে; তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করতেন।

রুকু-২

(১০.) তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, ওতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা হতে জন্মায় উদ্ভিদ, যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক। (১১) তিনি তোমাদের জন্য ওর দ্বারা উৎপন্ন করেন শস্য, যয়তুন, খর্জুর বৃক্ষ, আঙ্গুর এবং সর্বপ্রকার ফল; অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। (১২) তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই বিধানে; অবশ্যই এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। (১৩) আর বিবিধ প্রকার বস্তুও, যা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন; এতে রয়েছে নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করে। (১৪) তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন, যাতে তোমরা তা হতে তাজা গোশ্‌ত আহার করতে পার এবং যাতে তা হতে আহরণ করতে পার রত্নাবলী যা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান কর; এবং তোমরা দেখতে পাও, ওর বুক

www.pathagar.com

চিরে নৌযান চলাচল করে এবং তা এজন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১৫) আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌছতে পার। (১৬) আর পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহও; এবং নক্ষত্রের সাহায্যেও মানুষ পথের নির্দেশ পায়। (১৭) সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তারই মত যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? (১৮) তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না; আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু। (১৯) তোমরা যা গোপন রাখ এবং যা প্রকাশ কর, তিনি তা অবগত। (২০) আল্লাহ্ ছাড়া অপর যাদেরকে আহবান কর তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, তাদেরকেই বরং সৃষ্টি করা হয়েছে। (২১) তারা নিষ্প্রাণ নির্জীব এবং পুনরুত্থান কবে হবে, সে বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই।

রুকু-৩

(২২) তোমাদের মা'বুদ একই মা'বুদ; সুতরাং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকারী। (২৩) এটা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ্ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে; তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (২৪) যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমাদের রব কি অবতীর্ণ করেছেন? উত্তরে

www.pathagar.com

তারা বলে ঃ পূর্ববর্তীদের কিস্‌সা-কাহিনী। (২৫) ফলে ক্বিয়ামত দিবসে তারা বহন করবে তাদের পাপভার, পূর্ণ মাত্রায় এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অজ্ঞতাবশতঃ বিভ্রান্ত করেছে; হায়, তারা যা বহন করবে তা কতই না নিকৃষ্ট!

রুকু-৪

(২৬) তাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল; আল্লাহ্ তাদের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন; ফলে, ইমারতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়ল এবং তাদের প্রতি শাস্তি নেমে এলো এমন দিক হতে যা ছিল তাদের ধারণার বাহির। (২৭) পরে, ক্বিয়ামত দিবসে তিনি তাদের লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেন ঃ কোথায় আমার সেই সব শরীক যাদের সম্বন্ধে তোমরা বিতণ্ডা করতে? যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বলবে ঃ নিশ্চয়ই আজ লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল কাফিরদের জন্য। (২৮) ফেরেস্তাগণ তাদের মৃত্যু ঘটায় তাদের নিজেদের প্রতি যুল্‌ম করতে থাকা অবস্থায়; অতঃপর তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে ঃ আমরা কোন মন্দ কর্ম করতাম না; হ্যাঁ, তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। (২৯) সুতরাং তোমরা দ্বারগুলো দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ কর, সেথায় স্থায়ী হওয়ার জন্য; দেখ, অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট! (৩০) আর যারা মুত্তাক্বী তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমাদের রব কি অবতীর্ণ করেছিলেন? তারা বলবে ঃ মহা কল্যাণ। যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে এই দুনিয়ার মঙ্গল এবং

www.pathagar.com

আখিরাতের আবাস আরও উৎকৃষ্ট; আর মুত্তাক্বীদের আবাসস্থল কত উত্তম! (৩১) ওটা স্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে; ওর পাদদেশে স্রোতস্বিনী (নদী) প্রবাহিত; তারা যা কিছু কামনা করবে তাতে তাদের জন্য তাই থাকবে; এভাবেই আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেন মুত্তাক্বীদেরকে। (৩২) ফেরেশতাগণ যাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র থাকা অবস্থায়; (তাদেরকে) বলবে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যা করতে তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ কর। (৩৩) তারা শুধু প্রতীক্ষা করে তাদের কাছে ফেরেশতা আগমনের অথবা রবের শাস্তি আগমনের; আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন যুল্‌ম করেননি, কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি যুল্‌ম করত। (৩৪) সুতরাং তাদের প্রতি আপতিত হয়েছিল তাদেরই মন্দ কর্মের শাস্তি এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল ওটাই, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত।

রুকু-৫

(৩৫) মুশরিকরা বলে ঃ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃ-পুরুষরা ও আমরা তিনি ব্যতীত অপর কোন কিছুর ইবাদত করতাম না এবং তাঁর অনুমতি ব্যতীত আমরা কোন কিছু নিষিদ্ধ করতাম না; তাদের পূর্ববর্তীরাও এমনই করত; রাসূলদের কর্তব্য তো শুধু সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা। (৩৬) আল্লাহ্‌র ইবাদত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি; অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ্ সৎ পথে পরিচালিত

www.pathagar.com

করেন এবং তাদের কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল; সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে। (৩৭) তুমি তাদের পথ প্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন; তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করবেন না এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। (৩৮) তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলে? যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না; কেন নয়? তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়। (৩৯) তিনি পুনরুত্থিত করবেন; যে বিষয়ে তাদের মতানৈক্য ছিল তা তাদেরকে স্পষ্টভাবে দেখানোর জন্য এবং যাতে কাফিররা জানতে পারে যে, তারাই ছিল মিথ্যাবাদী। (৪০) আমি কোন কিছু ইচ্ছা করলে সে বিষয়ে আমার কথা শুধু এই যে, আমি বলি ঃ 'হও', আর তা হয়ে যায়।

রুকু-৬

(৪১) যারা অত্যাচারিত হবার পর আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করেছে আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস প্রদান করব এবং আখিরাতের পুরস্কারই তো শ্রেষ্ঠ; হায়! তারা যদি ওটা জানত। (৪২) তারা ধৈর্যধারণ করে এবং তাদের রবের উপর নির্ভর করে। (৪৩) তোমার পূর্বে আমি অহীসহ মানুষই প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা যদি না জান তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর। (৪৪) প্রেরণ

www.pathagar.com

করেছিলাম স্পষ্ট নিদর্শন ও গ্রন্থসহ এবং তোমার প্রতি কুর'আন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে। (৪৫) যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করবেন না অথবা এমন দিক হতে শাস্তি আসবে না, যা তাদের ধারণাতীত? (৪৬) অথবা চলাফিরা করতে থাকাকালে তিনি তাদেরকে ধৃত করবেন না? তারা তো এটা ব্যর্থ করতে পারবে না। (৪৭) অথবা তাদেরকে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ধৃত করবেন না? তোমাদের রব তো অবশ্যই ক্ষমাকারী পরম দয়ালু। (৪৮) তারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহ্‌র প্রতি সিজ্‌দায় নত হয়? (৪৯) আল্লাহ্‌কেই সিজদা করে যা কিছু সৃষ্টি রয়েছে আকাশমণ্ডলে এবং পৃথিবীতে এবং ফেরেশতাগণও; তারা অহংকার করে না। (৫০) তারা ভয় করে, তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের রবকে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা পালন করে।

রুকু-৭

(৫১) আল্লাহ্ বলেন ঃ তোমরা দুই ইলাহ্ গ্রহণ কর না; তিনিই তো একমাত্র ইলাহ্, সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর। (৫২) আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই এবং নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য; তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে

www.pathagar.com

ভয় করবে? (৫৩) তোমরা যে সব অনুগ্রহ ভোগ কর তা তো আল্লাহ্‌রই নিকট হতে; অধিকন্তু যখন দুঃখ দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে আহ্‌বান কর। (৫৪) আবার যখন (আল্লাহ্‌) তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করেন তখন তোমাদের এক দল তাঁদের রবের সাথে শরীক করে- (৫৫) আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা অস্বীকার করার জন্য, সুতরাং তোমরা ভোগ করে নাও, অচিরেই জানতে পারবে। (৫৬) আমি তাদেরকে যে রিয্‌ক্ব দান করি, তারা তার এক অংশ নির্ধারিত করে তাদের জন্য যাদের সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না; শপথ আল্লাহ্‌র! তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর সেই সম্বন্ধে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবেই। (৫৭) তারা নির্ধারণ করে আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান। তিনি পবিত্র মহিমান্বিত এবং তাদের জন্য ওটাই যা তারা কামনা করে। (৫৮) তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। (৫৯) তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে; সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, না মাটিতে পুঁতে দিবে! সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না নিকৃষ্ট! (৬০) যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা নিকৃষ্ট প্রকৃতির অধিকারী। আর আল্লাহ্‌ তো মহত্তম প্রকৃতির অধিকারী; এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

www.pathagar.com

রুকু-৮

(৬১) আল্লাহ্ যদি মানুষকে তাদের সীমা লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তাহলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীবজন্তুকেই রেহাই দিতেন না; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন; অতঃপর যখন তাদের সময় আসে, তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরা করতে পারবে না। (৬২) যা তারা অপছন্দ করে তাই তারা আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে; তাদের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে যে, মঙ্গল তাদেরই জন্য; নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং তাদেরকেই সর্বাগ্রে তাতে নিক্ষেপ করা হবে। (৬৩) শপথ আল্লাহ্‌র! আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি; কিন্তু শয়তান ঐ সব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল; সুতরাং সে'ই আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদেরই জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬৪) আমি তো তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এবং মু'মিনদের জন্য পথ-নির্দেশ ও দয়াস্বরূপ। (৬৫) আল্লাহ্ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা তিনি ভূমিকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন; এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যে সম্প্রদায় কথা শোনে।

রুকু-৯

(৬৬) অবশ্যই (গৃহপালিত) চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে; ওগুলোর উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে

www.pathagar.com

তোমাদেরকে আমি পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। (৬৭) আর খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক, এতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। (৬৮) তোমার রব মৌমাছির অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন ঃ তুমি গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়, বৃক্ষ এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। (৬৯) এরপর প্রত্যেক ফল হতে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার রবের সহজ পথ অনুসরণ কর; ওর উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়; যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিষেধক। অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। (৭০) আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে উপনীত করা হয় জরাজীর্ণ বয়সে; ফলে তারা যা কিছু জানত সে সম্বন্ধে তারা আর সজ্ঞান থাকে না; আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

রুকু-১০

(৭১) আল্লাহ্‌ জীবনোপকরণে তোমাদের একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন; যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্থ দাস দাসীদেরকে নিজেদের জীবনোপকরণ হতে এমন কিছু দেয় না যাতে তারা এ বিষয়ে সমান হয়ে যায়; তাহলে কি তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করে? (৭২) আর আল্লাহ্‌ তোমাদের হতেই

www.pathagar.com

তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন; তবু কি তারা মিথ্যা বিষয়ে বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৭৩) এবং তারা কি ইবাদত করবে আল্লাহ্‌ ছাড়া অপরের, যাদের আকাশমণ্ডল অথবা পৃথিবী হতে কোন জীবনোপকরণ সরবরাহ করার শক্তি নেই এবং তারা কিছুই করতে সক্ষম নয়– (৭৪) সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র কোন সদৃশ স্থির কর না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ জানেন এবং তোমরা জান না। (৭৫) আল্লাহ্‌ উপমা দিচ্ছেন ঃ অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং অপর এক ব্যক্তি যাকে তিনি নিজ হতে উত্তম রিয্‌ক্ব দান করেছেন এবং সে তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; তারা কি উভয়ে একে অপরের সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য; অথচ তাদের অধিকাংশ এটা জানে না। (৭৬) আল্লাহ্‌ আরও উপমা দিচ্ছেন দু'ব্যক্তির ঃ ওদের একজন মূক, কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তার মালিকের জন্য বোঝাস্বরূপ; তাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন সে ভাল কিছুই করে আসতে পারে না; সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির মত যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে?

রুকু-১১

(৭৭) আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্‌রই এবং কিয়ামতের ব্যাপার তো চক্ষুর পলকের ন্যায় বরং ওর চেয়েও সত্বর;

www.pathagar.com

আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৭৮) আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৭৯) তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের শূন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন বিহংগের প্রতি? আল্লাহ্ই ওদেরকে স্থির রাখেন; অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য। (৮০) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরসমূহকে স্থিতি লাভের স্থান করেছেন এবং তোমাদের জন্য পশুচর্মের দ্বারা তাবুর ব্যবস্থা করেন; তোমরা ভ্রমণকালে এবং অবস্থানকালে তা সহজে বহন করতে পার। তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন ওদের পশম, লোম ও কেশ হতে কিছু কালের জন্য গৃহ সামগ্রী ও ব্যবহার উপকরণ। (৮১) আর আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তিনি তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের; ওটা তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের, ওটা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে; এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর। (৮২) অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার কর্তব্য তো শুধু স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছে দেয়া। (৮৩) তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ জ্ঞাত আছে; কিন্তু সেগুলো তারা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই কাফির।

www.pathagar.com

রুকু-১২

(৮৪) যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে এক একজন সাক্ষী উত্থিত করব সেদিন কাফিরদেরকে অনুমতি দেয়া হবে না এবং তাদেরকে (আল্লাহ্‌র) সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেয়া হবে না। (৮৫) যখন যালিমরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে কোন বিরাম দেয়া হবে না। (৮৬) মুশরিকরা যাদেরকে (আল্লাহ্‌র) শরীক করেছিল, তাদেরকে দেখে বলবে ঃ হে আমাদের রব! এরাই তারা, যাদেরকে আমরা আপনার শরীক করেছিলাম, যাদেরকে আমরা আহবান করতাম আপনার পরিবর্তে; অতঃপর তদুত্তরে তারা বলবে ঃ তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (৮৭) সেদিন তারা আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করত তা তাদের জন্য নিষ্ফল হবে। (৮৮) আমি শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব কাফিরদের ও আল্লাহ্‌র পথে বাধা দানকারীদের; কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত। (৮৯) সেদিন আমি উত্থিত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে তাদের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী এবং তোমাকে আমি আনব সাক্ষীরূপে এদের বিষয়ে; আমি আত্মসমর্পণকারীদের (মুসলিমদের) জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথ নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি।

www.pathagar.com

রুকু-১৩

(৯০) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায় পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয় স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন করতে, তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (৯১) তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ কর যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে তোমাদের যামিন করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ কর না; তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জানেন। (৯২) সেই নারীর মত হয়ো না, যে তার সূতা মযবুত করে পাকানোর পর ওর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়; তোমাদের শপথ তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য ব্যবহার করে থাকো, যাতে একদল অন্যদল অপেক্ষা অধিক লাভবান হও; আল্লাহ্ তো এটা দ্বারা শুধু তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন; তোমাদের যে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে (ক্বিয়ামত দিবসে তা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিবেন। (৯৩) যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন; তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। (৯৪) পরস্পর প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার কর না; তাহলে পা স্থির হওয়ার পর পিছলে যাবে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করবে; তোমাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

www.pathagar.com

(৯৫) তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অংগীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রী কর না; আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে শুধু তাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। (৯৬) তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা স্থায়ী; যারা ধৈর্য ধারণ করে আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে তারা যে উত্তম কাজ করে তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব। (৯৭) মু'মিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব। (৯৮) যখন তুমি কুর'আন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ কর। (৯৯) তার কোন আধিপত্য নেই তাদের উপর যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের উপরই নির্ভর করে। (১০০) তার আধিপত্য শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা (আল্লাহ্‌র) সাথে শরীক করে।

রুকু-১৪

(১০১) আমি যখন এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি আর আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেন তা তিনিই ভাল জানেন, তখন তারা বলে ঃ তুমি তো শুধু মিথ্যা উদ্ভাবনকারী, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (১০২) তুমি বল ঃ তোমার রবের নিকট হতে রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) সত্যসহ কুর'আন অবতীর্ণ করেছেন যারা

www.pathagar.com

মু'মিন তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং হিদায়াত ও সুসংবাদস্বরূপ আত্মসমর্পণকারীদের জন্য। (১০৩) আমি তো জানিই তারা বলে ঃ তাকে শিক্ষা দেয় জনৈক ব্যক্তি; তারা যার প্রতি এটা আরোপ করে তার ভাষা তো আরবী নয়; কিন্তু কুর'আনের ভাষা স্পষ্ট আরবী ভাষা। (১০৪) যারা আল্লাহ্‌র আয়াতে বিশ্বাস করে না, তাদেরকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (১০৫) যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তারা তো শুধু মিথ্যা উদ্ভাবক এবং তারাই মিথ্যাবাদী। (১০৬) কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র গযব এবং তার জন্য রয়েছে মহা শাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচল। (১০৭) এটা এজন্য যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং এজন্য যে, আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। (১০৮) ওরাই তারা, আল্লাহ্ যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই কাণ্ডজ্ঞানহীন। (১০৯) নিশ্চয়ই তারা আখিরাতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (১১০) (তোমার রবের পথে থেকে) যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে এবং পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে; তোমার রব এসব কিছুর পর, তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

www.pathagar.com

রুকু-১৫

(১১১) স্মরণ করো সেই দিনকে যেদিন আত্মসমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করতে আসবে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ ফল দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি যুল্‌ম করা হবে না। (১১২) আল্লাহ্‌ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে সর্বদিক হতে প্রচুর জীবনোপকরণ আসত; অতঃপর ওরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করল; ফলে তাদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ্‌ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির। (১১৩) তাদের নিকট তো এসেছিল এক রাসূল তাদেরই মধ্য হতে, কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করেছিল; ফলে সীমালঙ্ঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল। (১১৪) আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তন্মধ্যে যা বৈধ ও পবিত্র তা তোমরা আহার কর এবং তোমরা যদি শুধু আল্লাহ্‌রই ইবাদত কর তাহলে তাঁর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১১৫) তিনি (আল্লাহ্‌) তো শুধুমাত্র রক্ত, শূকর মাংস এবং যা যবেহকালে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যের নাম নেয়া হয়েছে, তা'ই তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন, কিন্তু কেউ অন্যায়কারী কিংবা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে আল্লাহ্‌ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১১৬) তোমাদের জিহবা থেকে সাধারণত ঃ যে সব মিথ্যা কথা বের হয়ে আসে সেরূপ তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বল না– এটা হালাল এবং ওটা হারাম। যারা আল্লাহ্‌

www.pathagar.com

সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না। (১১৭) তাদের সুখ সম্ভোগ সামান্য এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (১১৮) ইয়াহুদীদের জন্য আমি তো শুধু তা'ই নিষিদ্ধ করেছিলাম যা তোমার নিকট আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি এবং আমি তাদের উপর কোন যুল্‌ম করিনি, কিন্তু তারাই যুল্‌ম করত তাদের নিজেদের প্রতি। (১১৯) যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে তারা পরে তাওবা করলে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করলে তাদের জন্য তোমার রব অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

রুকু-১৬

(১২০) নিশ্চয়ই ইব্রাহীম ছিল এক উম্মাত এর প্রতীক, আল্লাহ্ অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (১২১) সে ছিল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ্ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে। (১২২) আমি তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গল এবং আখিরাতেও নিশ্চয়ই সে সৎকর্ম পরায়ণদের অন্যতম। (১২৩) এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (১২৪) শনিবার পালন তো শুধু তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল যারা এ সম্বন্ধে মতভেদ করতো; যে বিষয়ে তারা মতভেদ করতো তোমার রব তো অবশ্যই ক্বিয়ামত দিবসে সেই বিষয়ে তাদের মীমাংসা করে দিবেন। (১২৫) তুমি

www.pathagar.com

মানুষকে তোমার রবের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সুন্দরভাবে; তোমার রব ভাল করেই জানেন, কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী এবং কে সৎপথে আছে। (১২৬) যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে; তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য ওটাই তো উত্তম। (১২৭) তুমি ধৈর্য ধারণ কর; তোমার ধৈর্য তো হবে আল্লাহ্‌রই সাহায্যে; তাদের জন্য দুঃখ কর না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হবে না। (১২৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদেরই সঙ্গে আছেন যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎ কর্মপরায়ণ।

www.pathagar.com

পারা-১৫

১৭. সূরা বানী ইস্‌রাঈল

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১১১, রুকু-১২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম হতে মসজিদুল আকসায়, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (২) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাকে করেছিলাম বানী ইস্‌রাঈলের জন্য পথ নির্দেশক; আমি আদেশ করেছিলাম তোমরা আমাকে ব্যতীত অপর কাউকেও কর্ম বিধায়করূপে গ্রহণ কর না। (৩) তোমরাই তো তাদের বংশধর যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ দাস- (৪) এবং আমি কিতাবে (তাওরাতে) প্রত্যাদেশ দ্বারা বানী ইসরাঈলকে জানিয়েছিলাম, নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দু'বার বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমরা অতিশয় উদ্ধত হবে। (৫) অতঃপর এই দু'এর প্রথমটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম আমার দাসদেরকে, যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী; তারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে,

www.pathagar.com

সমস্ত কিছু ধ্বংস করেছিল; শাস্তির প্রতিজ্ঞা কার্যকরী হয়েই থাকে। (৬) অতঃপর আমি তোমাদের পুনরায় তাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলাম, তোমাদেরকে ধন ও সন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম ও সংখ্যায় গরিষ্ঠ করলাম। (৭) তোমরা সৎকর্ম করলে তা নিজেদেরই জন্য করবে এবং মন্দ কর্ম করলে তাও করবে নিজেদের জন্য; অতঃপর পরবর্তী নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে আমি আমার দাসদেরকে প্রেরণ করলাম তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করার জন্য, প্রথমবার তারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করেছিল পুনরায় সেভাবেই তাতে প্রবেশ করার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য। (৮) সম্ভবতঃ তোমাদের রব তোমাদের প্রতি দয়া করবেন; কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তাহলে তিনিও তাঁর আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেন; জাহান্নামকে আমি করেছি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য কারাগার। (৯) এই কুর'আন সর্বশ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশ করে এবং সৎ কর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। (১০) আর যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি মর্মন্তুদ শাস্তি।

রুকু-২

(১১) মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে সেভাবেই অকল্যাণ কামনা করে; মানুষ তো তার মনে যা আসে, চিন্তা না করে তার আশু রূপায়ণ কামনা করে। (১২) আমি রাত্রি ও দিবসকে করেছি দু'টি নিদর্শন;

www.pathagar.com

রাত্রিকে করেছি আলোকহীন এবং দিবসকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ সংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পার; এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। (১৩) প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি এবং ক্বিয়ামত দিবসে আমি তার জন্য বের করবো এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত অবস্থায়। (১৪) (আমি বলব) তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট। (১৫) যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য তা অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং কেউ অন্য কারও ভার বহন করবে না; আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকেও শাস্তি দিই না। (১৬) যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন ওর সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদেরকে সৎকর্ম করতে আদেশ করি, কিন্তু তারা সেথায় অসৎ কর্ম করে; অতঃপর ওর প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায় সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি ওটাকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি। (১৭) নূহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধবংস করেছি। তোমার রবই তাঁর দাসদের পাপাচরণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট। (১৮) কেউ পার্থিব সুখ সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি, যেথায় সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত অবস্থায়। (১৯) যারা বিশ্বাসী

www.pathagar.com

হয়ে পরকাল কামনা করে এবং ওর জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, তাদেরই চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে। (২০) তোমার রব তাঁর দান দ্বারা এদেরকে এবং ওদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার রবের দান অবারিত। (২১) লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর। (২২) আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোন মা'বুদ স্থির কর না; তাহলে নিন্দিত ও নিঃসহায় হয়ে পড়বে।

রুকু-৩

(২৩) তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবে না এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় থাকাকালে বার্ধক্যে উপনীত হলেও তাদেরকে বিরক্তি সূচক কিছু বল না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনাও কর না; তাদের সাথে কথা বল সম্মানের সাথে, নম্রভাবে। (২৪) অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থাক এবং বল ঃ হে আমার রব! তাঁদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালন পালন করেছিলেন। (২৫) তোমাদের রব তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভাল জানেন; তোমরা যদি সৎ কর্মপরায়ণ হও তাহলে তিনি তাদের (আল্লাহ্‌ অভিমুখীদের) প্রতি ক্ষমাশীল। (২৬) আত্মীয় স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও এবং কিছুতেই অপব্যয় কর না। (২৭) নিশ্চয়ই যারা অপব্যয় করে তারা

www.pathagar.com

শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার রবের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (২৮) আর তুমি নিজেই যখন তোমার রবের নিকট হতে সম্পদ লাভের প্রত্যাশায় ও সন্ধানে থাক তখন তাদেরকে যদি বিমুখই কর, তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল। (২৯) তুমি বদ্ধমুষ্টি হয়ো না এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়ো না; তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে। (৩০) তোমার রব যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন; তিনি তাঁর দাসদেরকে ভালভাবে জানেন ও দেখেন।

রুকু-৪

(৩১) তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা কর না, তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি; তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। (৩২) তোমরা অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হয়ো না, ওটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। (৩৩) আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা কর না; কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছেই। (৩৪) পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং প্রতিশ্রুতি পালন কর; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। (৩৫) মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং ওযন করবে,

www.pathagar.com

সঠিক দাঁড়ি পাল্লায়, এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট। (৩৬) যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়– ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। (৩৭) ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ কর না, তুমি কখনোই পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না। (৩৮) এ সবের মধ্যে যেগুলো মন্দ সেগুলো তোমার রবের নিকট ঘৃণ্য। (৩৯) তোমার রব অহীর দ্বারা তোমাকে যে হিক্‌মত (প্রজ্ঞা) দান করেছেন এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত; তুমি আল্লাহ্‌র সাথে কোন মা'বুদ স্থির কর না, করলে তুমি নিন্দিত ও (আল্লাহ্‌র) অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (৪০) তোমাদের রব কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন এবং তিনি নিজে (ফেরেশতাদের) কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন তোমরা তো নিশ্চয়ই ভয়ানক কথা বলে থাক।

রুকু-৫

(৪১) এ কুর'আনে বহু নীতিবাক্য আমি বারবার বিবৃত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে; কিন্তু তাতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। (৪২) বল ঃ তাদের কথা মত যদি তাঁর সাথে আরও মা'বুদ থাকত তাহলে তারা আরশ্‌ অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপায় অন্বেষণ করত। (৪৩) তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং তারা যা বলে তা হতে তিনি বহু উর্ধ্বে। (৪৪) সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সব

www.pathagar.com

কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না; তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। (৪৫) তুমি যখন কুর'আন পাঠ কর তখন তোমার ও যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা টেনে দিই। (৪৬) আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করেছি; তোমার রব এক, এটা যখন তুমি কুর'আন হতে আবৃত্তি কর তখন তারা সরে পড়ে। (৪৭) যখন তারা কান পেতে তোমার কথা শুনে তখন তারা কেন তা শুনে আমি তা ভাল জানি এবং এটাও জানি যে, গোপনে আলোচনা কালে সীমালঙ্ঘনকারীরা বলে ঃ তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ। (৪৮) দেখ, তারা তোমার কি উপমা দেয়! তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পথ খুঁজে পাবে না। (৪৯) তারা বলে ঃ আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণবিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হব? (৫০) বল ঃ তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লৌহ– (৫১) অথবা এমন কিছু যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন; তারা বলবে ঃ কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে? বল ঃ তিনিই, যিনি তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তারা তোমার সামনে মাথা নাড়াবে এবং বলবে ঃ ওটা কবে? বল ঃ হবে সম্ভবতঃ শীঘ্রই, (৫২) যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহবান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর আহবানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে ঃ তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে।

www.pathagar.com

রুকু-৬

(৫৩) আমার দাসদেরকে যা উত্তম তা বলতে বল; শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৫৪) তোমাদের রব তোমাদের ভালভাবে জানেন; ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করেন এবং ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে শাস্তি দেন; আমি তোমাকে তাদের অভিভাবক করে পাঠাইনি। (৫৫) যারা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে আছে তাদেরকে তোমার রব ভালভাবে জানেন; আমি তো নবীদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি; দাঊদকে আমি যবুর দিয়েছি। (৫৬) বল ঃ তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে মা'বুদ মনে কর তাদেরকে আহবান কর; তাহলে দেখবে তোমাদের দুঃখ দৈন্য দূর করার অথবা পরিবর্তন করার শক্তি তাদের নেই। (৫৭) তারা যাদেরকে আহবান করে তাদের মধ্যে যারা নিকটতর তারাই তো তাদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে, তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে; তোমার রবের শাস্তি ভয়াবহ। (৫৮) এমন কোন জনপদ নেই যা আমি ক্বিয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করব না, অথবা কঠোর শাস্তি দিব না; এটা তো কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। (৫৯) পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে; আমি স্পষ্ট নিদর্শন ছামূদের নিকট উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর প্রতি যুল্‌ম করেছিল; আমি ভয় প্রদর্শন করার জন্যই নিদর্শন প্রেরণ

www.pathagar.com

করি। (৬০) স্মরণ কর, আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার রব মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন; আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি কিংবা কুর'আনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ শুধু মানুষের পরীক্ষার জন্য; আমি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি। কিন্তু এটা তাদের তীব্র অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।

রুকু-৭

(৬১) স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম ঃ আদমের প্রতি নত হও; তখন ইবলীস ছাড়া সবাই নত হল; সে বলল ঃ আমি কি তাকে সিজদা করব যাকে আপনি মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন? (৬২) সে আরও বলল ঃ লক্ষ্য করুন, তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে নষ্ট করে ফেলব। (৬৩) (আল্লাহ্) বললেন ঃ যা জাহান্নামই তোর সম্যক শাস্তি এবং তাদের, যারা তোর অনুসরণ করবে– (৬৪) তোর আহবানে তাদের মধ্যে যাকে পারিস সত্যচ্যুত কর, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে, শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ছলনা মাত্র।

৬৫. আমার দাসদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই; কর্ম বিধায়ক হিসেবে তোমার রবই যথেষ্ট। (৬৬) তোমাদের রব তিনিই যিনি

www.pathagar.com

তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার; তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (৬৭) সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহবান করে থাক তারা তোমাদের মন হতে সরে যায়; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদের উদ্ধার করেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও; মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (৬৮) তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলে কোথাও ভূ-গর্ভস্থ করবেন না অথবা তোমাদের উপর কংকর বর্ষণ করবেন না? তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্ম বিধায়ক পাবে না। (৬৯) অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, তোমাদেরকে আর একবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা পাঠাবেন না এবং তোমাদের সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন না? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাবে না। (৭০) আমি তো অবশ্যই আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; আর তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

রুকু-৮

(৭১) স্মরণ কর সেই দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের নেতাসহ আহবান করব; যাদেরকে দক্ষিণ হাতে 'আমলনামা দেয়া

www.pathagar.com

হবে তারা তাদের 'আমলনামা পাঠ করবে (আনন্দের সাথে) এবং তাদের উপর সামান্য পরিমাণও যুল্‌ম করা হবে না। (৭২) যে ইহলোকে অন্ধ পরলোকেও সে অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট। (৭৩) আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি তা হতে তোমার পদস্খলন ঘটানোর জন্য তারা চূড়ান্ত চেষ্টা করেছে যাতে তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন কর; সফলকাম হলে তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত। (৭৪) আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখলে তুমি তাদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকেই পড়তে। (৭৫) তুমি ঝুঁকে পড়লে অবশ্যই তোমাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুন শাস্তি আস্বাদন করাতাম; তখন আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী পেতে না। (৭৬) তারা তোমাকে দেশ থেকে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল তোমাকে সেথা হতে বহিষ্কার করার জন্য; তাহলে তোমার পর তারাও সেথায় অল্পকালই টিকে থাকত। (৭৭) আমার রাসূলদের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে আমি পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না।

রুকু-৯

(৭৮) সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত ছালাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফজরের কুর'আন পাঠও। কারণ ভোরের কুর'আন পাঠ সাক্ষীস্বরূপ। (৭৯) আর রাত্রির কিছু অংশে

www.pathagar.com

তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (৮০) বল ঃ হে আমার রব! যেথায় গমন শুভ ও সন্তোষজনক আপনি আমাকে সেথায় নিয়ে যান এবং যেথা হতে নির্গমন শুভ ও সন্তোষজনক সেথা হতে আমাকে বের করে নিন এবং আপনার নিকট হতে আমাকে দান করুন সাহায্যকারী শক্তি। (৮১) আর বল ঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হয়ে থাকে। (৮২) আমি অবতীর্ণ করি কুর'আন, যা বিশ্বাসীদের জন্য উপশমকারী ও দয়া, কিন্তু তা সীমালঙ্ঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (৮৩) যখন আমি মানুষের উপর অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহংকারে দূরে সরে যায় এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। (৮৪) বল ঃ প্রত্যেক তার নিজ নিজ রীতি অনুসারে কাজ করে। কিন্তু তোমার রব ভাল করে জানেন, কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পথে আছে।

রুকু-১০

(৮৫) তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তুমি বল ঃ রূহ আমার রবের আদেশ ঘটিত; এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে। (৮৬) ইচ্ছা করলে আমি তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম; তাহলে তুমি এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন কর্মবিধায়ক পেতে না। (৮৭) এটা প্রত্যাহার না করা

www.pathagar.com

তোমার রবের দয়া; তোমার প্রতি আছে তাঁর মহা অনুগ্রহ। (৮৮) বলঃ যদি এই কুর'আনের অনুরূপ কুর'আন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ কুর'আন আনয়ন করতে পারবে না। (৮৯) আমি মানুষের জন্য এই কুর'আনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তাকে) অমান্য না করে ক্ষান্ত হলো না। (৯০) আর তারা বলে ঃ কখনই আমরা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করবে– (৯১) অথবা তোমার খর্জুরের অথবা আঙ্গুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করে দিবে নদীনালা– (৯২) অথবা তুমি যেমন বলে থাক, তদনুযায়ী আকাশকে খণ্ড বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলবে অথবা আল্লাহ্ ও ফেরেশতাকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে– (৯৩) অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশে আরোহণ আমরা কখনও বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ করবে যা আমরা পাঠ করব; বল ঃ পবিত্র আমার মহান রব! আমি তো শুধু একজন মানুষ, একজন রাসূল।

রুকু-১১

(৯৪) 'আল্লাহ্ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?' তাদের এই উক্তিই বিশ্বাস স্থাপন হতে লোকদেরকে বিরত রাখে, যখন তাদের

www.pathagar.com

নিকট আসে পথ নির্দেশ। (৯৫) বল ঃ ফেরেশতারা যদি নিশ্চিত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত, তাহলে আমি আকাশ হতে ফেরেশতাকেই তাদের নিকট রাসূল করে পাঠাতাম। (৯৬) বল ঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট; তিনি তাঁর দাসদেরকে সবিশেষ জানেন ও দেখেন। (৯৭) আল্লাহ্ যাদের পথ প্রদর্শন করেন তারাই তো সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং যাদেরকে পদভ্রষ্ট করেন, তাদের জন্য তুমি আল্লাহ্ ছাড়া কোন সাহায্যকারী পাবে না। ক্বিয়ামত দিবসে আমি তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, বোবা অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম! যখনই তা স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্য অগ্নি বৃদ্ধি করে দিব। (৯৮) এটাই তাদের প্রতিফল কারণ তারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছিল ও বলেছিল ঃ আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হব? (৯৯) তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি এগুলোর অনুরূপ সৃষ্টি করতে ক্ষমতাবান? তিনি তাদের জন্য স্থির করেছেন এক নির্দিষ্ট কাল, যাতে কোন সন্দেহ নেই; তথাপি সীমালঙ্ঘনকারীরা সত্য প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত সবই অস্বীকার করে। (১০০) বল ঃ যদি তোমরা আমার রবের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী হতে তবুও "ব্যয় হয়ে যাবে" এই আশংকায় তোমরা ওটা ধরে রাখতে, মানুষ তো অতিশয় কৃপণ।

www.pathagar.com

রুকু-১২

(১০১) তুমি বানী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করে দেখ, আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম; যখন সে তাদের নিকট এসেছিল তখন ফিরাউন তাকে বলেছিল ঃ হে মূসা! আমি তো মনে করি তুমি যাদুগ্রস্ত। (১০২) মূসা বলেছিল ঃ তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রবই অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ; হে ফিরাউন! আমি তো দেখছি, তুমি ধ্বংস হয়ে গেছ। (১০৩) অতঃপর ফিরাউন তাদেরকে দেশ হতে উচ্ছেদ করার সংকল্প করল; তখন আমি ফিরাউন ও তার সঙ্গীদের সকলকে নিমজ্জিত করলাম। (১০৪) এরপর আমি বানী ইসরাঈলকে বললাম ঃ তোমরা এই দেশে বসবাস কর এবং যখন ক্বিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে, তখন তোমাদের সকলকে আমি একত্রিত করে উপস্থিত করব। (১০৫) আমি সত্য সত্যই কুর'আন অবতীর্ণ করেছি এবং তা সত্যসহই অবতীর্ণ করেছি; আমি তো তোমাকে শুধু সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। (১০৬) আমি কুর'আন অবতীর্ণ করেছি খণ্ড খণ্ড ভাবে যাতে তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে; এবং আমি তা যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। (১০৭) বলো, তোমরা কুর'আনকে বিশ্বাস কর অথবা বিশ্বাস না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এটা পাঠ করা হয় তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে– (১০৮) এবং বলে ঃ

www.pathagar.com

আমাদের রব পবিত্র মহান! আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়েই থাকে– (১০৯) আর তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে। (সিজদাহ) (১১০) বল ঃ তোমরা 'আল্লাহ্' নামে আহবান কর অথবা 'রাহমান" নামে আহবান কর, তোমরা যে নামেই আহবান কর তাঁর সব নামই তো সুন্দর! তোমরা ছালাতে তোমাদের স্বর উচ্চ কর না এবং অতিশয় ক্ষীণও কর না; এই দুই এর মধ্য পন্থা অবলম্বন কর। (১১১) বল ঃ প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশী নেই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না যে কারণে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে; সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।

www.pathagar.com

১৮. সূরা কাহাফ

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১১০, রুকু-১২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি তাঁর দাসের প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে তিনি কোন অসঙ্গতি রাখেননি। (২) একে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য এবং বিশ্বাসীগণ, যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে এই সুসংবাদ দেয়ার জন্য যে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার– (৩) যেখানে তারা থাকবে চিরকাল– (৪) এবং সতর্ক করার জন্য তাদেরকে যারা বলে যে, আল্লাহ্‌ সন্তান গ্রহণ করেছেন। (৫) এই বিষয়ে তাদের কোনই জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না; তাদের মুখ-নিঃসৃত বাক্য কি উদ্ভট! তারা তো শুধু মিথ্যাই বলে। (৬) তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভবত ঃ তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। (৭) পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে ওর শোভা করেছি, মানুষকে এই পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ? (৮) ওর উপর যা কিছু আছে তা অবশ্যই আমি উদ্ভিদ শূন্য মৃত্তিকায় পরিণত করব। (৯) তুমি কি মনে কর যে, গুহা ও রক্বীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে

www.pathagar.com

বিস্ময়কর? (১০) যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিল তখন তারা বলেছিল ঃ হে আমাদের রব! আপনি নিজ হতে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজে কর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন। (১১) অতঃপর আমি তাদেরকে গুহায় কয়েক বছর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখলাম। (১২) পরে আমি তাদেরকে জাগরিত করলাম এটা জানার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থিতি কাল সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে।

রুকু-২

(১৩) আমি তোমার কাছে তাদের সঠিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করছি ঃ তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেছিলাম। (১৪) আর আমি তাদের চিত্ত দৃঢ় করেছিলাম; তারা যখন উঠে দাঁড়াল, তখন বলল ঃ আমাদের রব আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রব; আমরা কখনই তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন মা'বুদকে আহবান করব না; যদি করে বসি তা অতিশয় গর্হিত হবে। (১৫) আমাদেরই এই স্বজাতিরা তাঁর পরিবর্তে অনেক মা'বুদ গ্রহণ করেছে, তারা এই সব মা'বুদ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তার চেয়ে অধিক সীমালঙ্ঘনকারী আর কে? (১৬) তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হলে তাদের হতে এবং তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করে তাদের হতে, তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর; তোমাদের

www.pathagar.com

রব তোমাদের জন্য দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের কর্মসমূহকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন। (১৭) তুমি সূর্যকে দেখবে যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বাম দিকে চলে যায়, অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে শায়িত। এসবই আল্লাহ্‌র নিদর্শন। আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন সে সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না।

রুকু-৩

(১৮) তুমি মনে করতে তারা জাগ্রত, কিন্তু তারা ছিল নিদ্রিত; আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম ডানে ও বামে এবং তাদের কুকুর ছিল সম্মুখের পা দু'টি গুহাদ্বারে প্রসারিত করে; তাকিয়ে তাদেরকে দেখলে তুমি পিছন ফিরে পালিয়ে যেতে এবং তাদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে– (১৯) এবং এভাবেই আমি তাদের জাগ্রত করলাম যাতে তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে; তাদের একজন বলল ঃ তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? কেউ কেউ বলল ঃ এক দিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ; কেউ কেউ বলল ঃ তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ তা তোমাদের রবই ভাল জানেন; এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর; সে যেন দেখে কোন খাদ্য উত্তম ও তা হতে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য; সে যেন বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে এবং কিছুতেই যেন তোমাদের

www.pathagar.com

সম্বন্ধে কাউকেও কিছু জানতে না দেয়। (২০) তারা যদি তোমাদের বিষয় জানতে পারে তাহলে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না– (২১) এবং এভাবে আমি মানুষকে তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং ক্বিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই; যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল তখন অনেকে বলল ঃ তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর; তাদের রব তাদের বিষয় ভাল জানেন; তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল তারা বলল ঃ আমরা তো নিশ্চয়ই তাদের উপর মসজিদ নির্মাণ করব। (২২) অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করে কেউ কেউ বলে ঃ তারা ছিল তিন জন, তাদের চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর; এবং কেউ কেউ বলে ঃ তারা ছিল পাঁচ জন, তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর; আবার কেউ কেউ বলে ঃ তারা ছিল সাত জন, তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর; বল ঃ আমার রবই তাদের সংখ্যা ভাল জানেন; তাদের সংখ্যা অল্প কয়েকজনই জানে; সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি তাদের বিষয়ে বিতর্ক কর না এবং তাদের কাউকেও তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ কর না।

রুকু-৪

(২৩) কখনই তুমি কোন বিষয়ে বল না– আমি ওটা আগামীকাল করব– (২৪) 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে' এই কথা না বলে; যদি ভুলে যাও

www.pathagar.com

তাহলে তোমার রবকে স্মরণ কর ও বল ঃ সম্ভবত ঃ আমার রব আমাকে গুহাবাসীর বিবরণ অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করবেন। (২৫) তারা তাদের গুহায় ছিল তিন শ' বছর, আরো নয় বছর। (২৬) তুমি বল ঃ তারা কত কাল ছিল তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর অজ্ঞতা বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই; যিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা! তিনি ছাড়া তাদের অন্য কোন অভিভাবক নেই; তিনি কাউকেও নিজ কর্তৃত্বের শরীক করেন না। (২৭) তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার রবের কিতাব আবৃত্তি কর; তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই; তুমি কখনই তাঁকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় পাবে না। (২৮) নিজকে তুমি রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহবান করে তাদের রবকে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না; যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, সে তার খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে, তুমি তার আনুগত্য করো না। (২৯) বল ঃ সত্য তোমাদের রবের নিকট হতে প্রেরিত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক; আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে; তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল বিদগ্ধ করবে, এটা

www.pathagar.com

নিকৃষ্ট পানীয় এবং অগ্নি কত নিকৃষ্ট আশ্রয়। (৩০) যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করি, যে সৎকর্ম করে আমি তার কর্মফল নষ্ট করি না। (৩১) তাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাদেরকে স্বর্ণ-কংকণে অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও স্থূল রেশমের সবুজ বস্ত্র ও সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল।

রুকু-৫

(৩২) তুমি তাদের কাছে পেশ কর দুই ব্যক্তির একটি উপমা ঃ তাদের একজনকে আমি দিয়েছিলাম দু'টি আঙ্গুর উদ্যান এবং এ দুটিকে আমি খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করেছিলাম শস্য ক্ষেত্র। (৩৩) উভয় উদ্যানই ফল দান করত এবং এতে কোন ত্রুটি করত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করেছিলাম নহর– (৩৪) এবং তার প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল; অতঃপর কথা প্রসংগে সে তার বন্ধুকে বলল ঃ ধন-সম্পদে আমি তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমার অপেক্ষা শক্তিশালী। (৩৫) এভাবে নিজের প্রতি যুল্ম করে সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল। সে বলল ঃ আমি মনে করি না যে, এটা কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। (৩৬) আমি মনে করি না যে, ক্বিয়ামত হবে আর আমি যদি আমার রবের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই, তাহলে আমি তো নিশ্চয়ই এটা

www.pathagar.com

অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব। (৩৭) তদুত্তরে তাকে তার বন্ধু বলল ঃ তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র হতে এবং তারপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন মনুষ্য আকৃতিতে? (৩৮) কিন্তু আমি বলি ঃ আল্লাহ্ই আমার রব এবং আমি কাউকেও আমার রবের সাথে শরীক করি না। (৩৯) তুমি যখন ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমার অপেক্ষা কম দেখলে তখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করে তুমি কেন বললে না ঃ আল্লাহ্ যা চেয়েছেন তা-ই হয়েছে; আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই। (৪০) সম্ভবতঃ আমার রব আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন এবং তোমার উদ্যানে আকাশ হতে অগ্নি বর্ষণ করবেন যার ফলে তা উদ্ভিদ শূন্য মৃত্তিকায় পরিণত হবে। (৪১) অথবা ওর পানি ভূ-গর্ভে অন্তর্হিত হবে এবং তুমি কখনও ওকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। (৪২) তার ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য হাতে হাত রেখে আক্ষেপ করতে লাগল যখন তা ধ্বংস হয়ে গেল; সে বলতে লাগল ঃ হায়! আমি যদি কাউকেও আমার রবের সাথে শরীক না করতাম! (৪৩) এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হল না। (৪৪) এক্ষেত্রে সাহায্য করার অধিকার আল্লাহ্রই যিনি সত্য; পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

www.pathagar.com

রুকু-৬

(৪৫) তাদের কাছে পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের– এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যা দ্বারা ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গাত হয় অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায় আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। (৪৬) ধনৈশ্বর্য ও সন্তান- সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং সৎকাজ– যার ফল স্থায়ী, ওটা তোমার রবের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছা লাভের ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট। (৪৭) স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন আমি পর্বতকে করব অস্থিতিশীল এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি শূন্য প্রান্তর; সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কাউকেও অব্যাহতি দিব না। (৪৮) আর তাদেরকে তোমার রবের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে ঃ তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলেন সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ; অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমি উপস্থিত করব না? (৪৯) এবং সেদিন উপস্থিত করা হবে 'আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! ওটা তো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয়নি, বরং ওটা সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার রব কারও প্রতি যুল্ম করেন না।

www.pathagar.com

রুকু-৭

(৫০) আর স্মরণ কর, আমি যখন ফেরেস্তাদেরকে বলেছিলাম ঃ তোমরা আদমের প্রতি নত হও; তখন সবাই নত হল ইবলীস ছাড়া; সে জিনদের একজন, সে তার রবের আদেশ অমান্য করল; তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ? তারা তো তোমাদের শত্রু; সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট বদলা। (৫১) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে ডাকিনি এবং তাদের সৃজনকালেও নয় এবং আমি বিভ্রান্তকারীদের সাহায্য গ্রহণ করার নই। (৫২) এবং সেদিনের কথা স্মরণ কর যেদিন তিনি বলবেন ঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে আহবান কর। তারা তখন তাদেরকে আহবান করবে, কিন্তু তারা তাদের আহবানে সাড়া দিবে না এবং আমি তাদের উভয়ের মধ্য স্থলে রেখে দিব এক ধ্বংস গহবর। (৫৩) অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝবে যে তারা সেখানে পতিত হচ্ছে এবং তারা তা থেকে পরিত্রাণ পাবে না।

রুকু-৮

(৫৪) আমি মানুষের জন্য এ কুর'আনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি; মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়। (৫৫) হিদায়াত আসার পর এ প্রতীক্ষাই শুধু মানুষকে বিশ্বাস

www.pathagar.com

স্থাপন এবং তাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বিরত রাখে যে, কখন আসবে তাদের পূর্ব পুরুষদের অনুরূপ আযাব অথবা কখনই বা তারা তা প্রত্যক্ষ করবে। (৫৬) আমি শুধু সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপেই রাসূলদেরকে পাঠিয়ে থাকি, কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা মিথ্যা অবলম্বনে বিতণ্ডা করে সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য এবং আমার নিদর্শনাবলী ও যা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে সেইসবকে তারা বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করে থাকে। (৫৭) কোন ব্যক্তিকে তার রবের নিদর্শনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর সে যদি তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায় তাহলে তার অপেক্ষা অধিক সীমালঙ্ঘনকারী আর কে? আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি; যেন তারা কুর'আন বুঝতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করেছি; তুমি তাদেরকে সৎকাজে আহবান করলেও তারা কখনও সৎপথে আসবে না– (৫৮) এবং তোমার রব ক্ষমাশীল, দয়াবান তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিতে চাইলে তিনি তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন; কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত যা হতে তাদের পরিত্রাণ নেই। (৫৯) ঐ সব জনপদ যাদের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করেছিলাম যখন তারা সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ।

www.pathagar.com

রুকু-৯

(৬০) স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন মূসা তার সঙ্গীকে বলেছিলঃ দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে না পৌছে আমি থামব না, আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। (৬১) তারা যখন উভয়ের সংগমস্থলে পৌছল, তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেল; ওটা সুড়ঙ্গের মত পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। (৬২) যখন তারা আরও অগ্রসর হল, মূসা তার সংগীকে বলল ঃ আমাদের প্রাতঃরাশ নিয়ে এসো, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। (৬৩) সে বলল ঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলা খণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই এ কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল; মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে নেমে গেল সমুদ্রে। (৬৪) মূসা বলল ঃ আমরা তো ঐ স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম; অতঃপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল। (৬৫) অতঃপর তারা সাক্ষাৎ পেল আমার দাসদের মধ্যে একজনের, যাকে আমি আমার নিকট হতে অনুগ্রহ দান করেছিলাম আর আমার নিকট হতে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। (৬৬) মূসা তাকে বলল ঃ সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দিবেন- এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি? (৬৭) সে বলল ঃ তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবে না। (৬৮) যে বিষয় তোমার জ্ঞানায়ত্ত নয়, সে বিষয়ে

www.pathagar.com

তুমি ধৈর্য ধারণ করবে কেমন করে? (৬৯) মূসা বলল ঃ আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করব না। (৭০) সে বলল ঃ আচ্ছা, তুমি যদি আমার অনুসরণ করই, তাহলে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন কর না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলি।

রুকু-১০

(৭১) অতঃপর তারা যাত্রা শুরু করল। পরে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল তখন সে তাতে ছিদ্র করে দিল; মূসা বলল ঃ আপনি কি আরোহীদেরকে নিমজ্জিত করে দেয়ার জন্য তাতে ছিদ্র করলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। (৭২) সে বলল ঃ আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না? (৭৩) মূসা বলল ঃ আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না এবং আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না। (৭৪) অতঃপর তারা চলতে লাগলো, চলতে চলতে তাদের সাথে এক বালকের সাক্ষাৎ হলে সে তাকে হত্যা করল; তখন মূসা বলল ঃ আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন হত্যার অপরাধ ছাড়াই? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।

www.pathagar.com

পারা-১৬

(৭৫) সে বললো ঃ আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবে না ? (৭৬) (মূসা) বললো ঃ এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি, তাহলে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না; তখন আমার ওযর আপত্তি চূড়ান্ত সীমায় পৌছে যাবে। (৭৭) এরপর উভয়ে চলতে লাগলো; চলতে চলতে তারা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌছলো এবং তাদের নিকট খাদ্য চাইল। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল; অতঃপর তথায় তারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল এবং সে ওটাকে সুদৃঢ় করে দিল; (মূসা) বলল ঃ আপনি তো ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। (৭৮) সে বলল ঃ এখানেই তোমার ও আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল; যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারনি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি। (৭৯) নৌকাটির ব্যাপারে– (কথা এই যে), ওটা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির, তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত; আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে; কারণ, তাদের সামনে ছিল এক রাজা, যে বল প্রয়োগে প্রত্যেক (নিখুঁত) নৌকা ছিনিয়ে নিত। (৮০) আর কিশোরটি, তার মাতা-পিতা ছিল মু'মিন– আমি আশংকা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দ্বারা তাদের বিব্রত করবে।

www.pathagar.com

রুকু-১১

(৮১) অতঃপর আমি চাইলাম যে, তাদের রব যেন তাদেরকে তার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর। (৮২) আর ঐ প্রাচীরটি– ওটা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের, এর নিম্নদেশে আছে তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং, তোমার রব দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং তারা তোমার রবের দেয়া তাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক; আমি নিজ হতে কিছু করিনি; তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য ধারণে অপারগ হয়েছিলে, এটাই তার ব্যাখ্যা। (৮৩) তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে; তুমি বলে দাওঃ আমি তোমাদের নিকট তার বিষয় বর্ণনা করব। (৮৪) আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায় ও পন্থা নির্দেশ করেছিলাম। (৮৫) সে এক পথ অবলম্বন করল। (৮৬) চলতে চলতে যখন সে সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌছলো, তখন সে সূর্যকে এক পংকিল পানিতে অস্তগমন করতে দেখল এবং সে তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেল; আমি বললাম ঃ হে যুলকারনাইন! তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার। (৮৭) সে বলল ঃ যে কেউ সীমালঙ্ঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দিব। অতঃপর সে তার রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন। (৮৮) তবে

www.pathagar.com

যে বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদানস্বরূপ আছে কল্যাণ এবং আমার কাজে তাকে সহজ নির্দেশ দিব। (৮৯) আবার সে এক পথ ধরল। (৯০) চলতে চলতে সে যখন সূর্যোদয় স্থলে পৌছলো তখন সে দেখলো ওটা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদিত হচ্ছে যাদের জন্য সূর্য তাপ হতে আত্মরক্ষার কোন অন্তরাল আমি সৃষ্টি করিনি। (৯১) প্রকৃত ঘটনা এটাই যে, তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি। (৯২) আবার সে এক পথ ধরল। (৯৩) চলতে চলতে সে যখন পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌছাল তখন তথায় সে এক সম্প্রদায়কে পেল যারা তার কথা মোটেই বুঝতে পারছিল না। (৯৪) তারা বলল ঃ হে যুল-কারনাইন! ইয়া'জুজ ও মা'জুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে; আমরা কি তোমাকে রাজস্ব দিব এ শর্তে যে, তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দিবে? (৯৫) সে বলল ঃ আমার রব আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তাই উৎকৃষ্ট; সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে এক মযবুত প্রাচীর গড়ে দিব। (৯৬) তোমরা আমার নিকট লৌহ পিণ্ডসমূহ আনয়ন কর; অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকাস্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হল তখন সে বলল ঃ তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। যখন ওটা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হল তখন সে বলল ঃ তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন কর, আমি ওটা ঢেলে দিই ওর উপর। (৯৭) এরপর ইয়া'জুজ ও মা'জুজ তা অতিক্রম করতে পারল না বা

www.pathagar.com

ভেদ করতে পারল না। (৯৮) যুলকারনাইন বলল ঃ এটা আমার রবের অনুগ্রহ; যখন আমার রবের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি ওটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন এবং আমার রবের প্রতিশ্রুতি সত্য। (৯৯) সেদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দিব একের পর এক তরঙ্গের আকারে এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে; অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করবো। (১০০) আর সেদিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট– (১০১) যাদের চক্ষু ছিল অন্ধ আমার নিদর্শনের প্রতি এবং যারা শুনতেও ছিল অপারগ।

রুকু-১২

(১০২) যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম। (১০৩) বল ঃ আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের ব্যাপারে? (১০৪) ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। (১০৫) ওরাই তারা, যারা অস্বীকার করে তাদের রবের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের বিষয়। ফলে, তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়; সুতরাং, ক্বিয়ামত দিবসে তাদের জন্য কোন গুরুত্ব রাখব না। (১০৬) জাহান্নাম– এটাই তাদের প্রতিফল, যেহেতু

www.pathagar.com

তারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রাসূলগণকে গ্রহণ করেছে বিদ্রূপের বিষয়স্বরূপ। (১০৭) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্য আছে জান্নাতুল ফিরদাউসের উদ্যান– (১০৮) সেথায় তারা স্থায়ী হবে; তা হতে তারা কখনো স্থানান্তর কামনা করবে না। (১০৯) বল ঃ আমার রবের কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তাহলেও আমার রবের কথা শেষ হবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে– সাহায্যার্থে এর অনুরূপ আরও সমুদ্র আনয়ন কর। (১১০) বল ঃ আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ আল্লাহ্ সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে।

www.pathagar.com

১৯. সূরা মারইয়াম

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত সংখ্যা-৯৮, রুকু-৬

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) কাফ্ হা-য়া-'আঈন-সাদ-। (২) এটা তোমার রবের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর দাস যাকারিয়ার প্রতি। (৩) যখন সে তার রবের আহবান করেছিল নিভৃতে। (৪) সে বলেছিল ঃ হে আমার রব! আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে; হে আমার রব! আপনাকে আহবান করে আমি কখনো ব্যর্থকাম হইনি। (৫) আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্ররা দ্বীনকে ধ্বংস করে দিবে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং, আপনি আপনার তরফ হতে আমাকে দান করুন উত্তরাধিকারী- (৬) যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং উত্তরাধিকার পাবে ইয়াকুবের বংশের এবং হে আমার রব! তাকে করুন সন্তোষভাজন। (৭) তিনি বললেন ঃ হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি- তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। এ নামে আমি পূর্বে কারও নামকরণ করিনি। (৮) সে বলল ঃ হে আমার রব! কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি! (৯) তিনি বললেন ঃ এরূপই হবে। তোমার রব বললেন- এটা আমার জন্য সহজ সাধ্য; আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না। (১০) যাকারিয়া

www.pathagar.com

বলল ঃ হে আমার রব! আমাকে একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেন ঃ তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থাবস্থায় কারও সাথে তিন দিন বাক্যালাপ করবে না। (১১) অতঃপর সে কক্ষ হতে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট আসল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় (আল্লাহ্‌র) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বলল। (১২) আমি বললাম ঃ হে ইয়াহ্‌ইয়া! এ কিতাব দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর; আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান– (১৩) এবং আমার নিকট হতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা; সে ছিল সাবধানী। (১৪) মাতা-পিতার অনুগত এবং সে উদ্ধত, অবাধ্য ছিল না। (১৫) তার প্রতি ছিল শান্তি যেদিন সে জন্ম গ্রহণ করে এবং যেদিন তার মৃত্যু হয় এবং যেদিন সে পুনরুত্থিত হবে।

রুকু-২

(১৬) বর্ণনা কর এ কিতাবে উল্লিখিত মারইয়ামের কথা, যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। (১৭) অতঃপর তাদের হতে নিজেকে আড়াল করার জন্য সে পর্দা করল; অতঃপর আমি তার নিকট আমার রূহকে (জিবরাঈলকে) পাঠালাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। (১৮) মারইয়াম বলল ঃ তুমি যদি (আল্লাহ্‌কে) ভয় কর তাহলে আমি তোমার হতে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (১৯) সে বলল ঃ আমি

www.pathagar.com

তো শুধু তোমার রব হতে প্রেরিত তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য। (২০) মারইয়াম বলল ঃ কেমন করে আমার পুত্র হবে, যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই। (২১) সে বলল ঃ এরূপই হবে; তোমার রব বলেছেন– এটা আমার জন্য সহজ সাধ্য এবং তাকে আমি এজন্য সৃষ্টি করব, যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন এবং আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহ; এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার। (২২) অতঃপর সে গর্ভে সন্তান ধারণ করল এবং ঐ অবস্থায় এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। (২৩) প্রসব বেদনা তাকে এক খর্জুর বৃক্ষ তলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল; সে বলল ঃ হায়! এর পূর্বে আমি যদি মরে যেতাম এবং লোকের স্মৃতি হতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম। (২৪) ফেরেশতা তার নিম্ন দিক হতে আহবান করে তাকে বলল ঃ তুমি দুঃখ কর না, তোমার পাদদেশে তোমার রব এক নহর সৃষ্টি করেছেন। (২৫) তুমি তোমার দিকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে নাড়া দাও, ওটা তোমাকে সুপক্ক তাজা খেজুর দান করবে। (২৬) সুতরাং আহার কর, পান কর ও চক্ষু জুড়িয়ে নাও; মানুষের মধ্যে কাউকে যদি তুমি দেখ তখন বল ঃ আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতা অবলম্বনের মানত করেছি; সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে বাক্যালাপ করব না। (২৭) অতঃপর সে সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হল; তারা বলল ঃ হে মারইয়াম! তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছো! (২৮) হে হারুন ভগ্নি! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মাতাও

www.pathagar.com

ব্যভিচারিণী ছিল না। (২৯) অতঃপর মারইয়াম ইঙ্গিতে সন্তানকে দেখালো; তারা বলল ঃ যে কোলের শিশু, তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? (৩০) সে বলল ঃ আমি তো আল্লাহ্‌র দাস; তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন। (৩১) যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যত দিন জীবিত থাকি ততদিন ছালাত ও যাকাত আদায় করতে– (৩২) আর আমার মাতার প্রতি অনুগত থাকতে এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত ও হতভাগ্য। (৩৩) আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি ও শান্তি থাকবে যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব। (৩৪) এটাই মারইয়াম তনয় ঈসা! (এটা এমন) হক কথা, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করে। (৩৫) সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্‌র কাজ নয়, তিনি পবিত্র, মহিমাময়; তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন; 'হও' এবং তা হয়ে যায়। (৩৬) আল্লাহ্‌ই আমার রব এবং তোমাদের রব। সুতরাং তাঁর ইবাদত কর, এটাই সরল পথ। (৩৭) অতঃপর দলগুলো নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল; সুতরাং মহা দিবসের আগমনে এ কাফিরদের ভীষণ দুর্দশা রয়েছে। (৩৮) তারা যেদিন আমার নিকট আসবে তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে! কিন্তু সীমালঙ্ঘনকারীরা আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। (৩৯) তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে, যখন সকল সিদ্ধান্ত হয়ে

www.pathagar.com

যাবে; এখন তারা অনুধাবন এবং বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (৪০) চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী আমি, পৃথিবীর এবং ওর উপর যা আছে তাদেরও এবং তারা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

রুকু-৩

(৪১) বর্ণনা কর এ কিতাবে উল্লিখিত ইবরাহীমের কথা; সে ছিল সত্যবাদী ও নবী। (৪২) যখন সে তার পিতাকে বলল ঃ হে আমার পিতা! যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজে আসে না, তুমি তার ইবাদত কর কেন? (৪৩) হে আমার পিতা! আমার নিকট তো এসেছে জ্ঞান যা তোমার নিকট আসেনি। সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাবো। (৪৪) হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত কর না; শয়তান আল্লাহ্‌র অবাধ্য। (৪৫) হে আমার পিতা! আমি আশংকা করি, তোমাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি স্পর্শ করবে এবং তুমি শয়তানের সাথী হয়ে পড়বে। (৪৬) পিতা বলল ঃ হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে বিমুখ হচ্ছ? যদি নিবৃত্ত না হও, তাহলে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করবই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও। (৪৭) ইব্রাহীম বলল ঃ তোমার নিকট হতে বিদায়; আমি আমার রবের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। (৪৮) আমি তোমাদের দিক হতে এবং তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর তাদের দিক হতে পৃথক হচ্ছি; আমি আমার রবকে

www.pathagar.com

আহবান করি; আশা করি আমার রবকে আহবান করে আমি ব্যর্থ হব না। (৪৯) অতঃপর সে যখন তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত করত সেই সব হতে পৃথক হয়ে গেল, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক্ব ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী করলাম। (৫০) এবং তাদেরকে আমি দান করলাম আমার অনুগ্রহ ও তাদের দিলাম সমুচ্চ সুখ্যাতি।

রুকু-৪

(৫১) এ কিতাবে উল্লিখিত মূসার কথা বর্ণনা কর, সে ছিল বিশুদ্ধ চিত্ত এবং সে ছিল রাসূল, নবী। (৫২) আমি তাকে আহবান করেছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ দিক হতে এবং আমি গূঢ়তত্ত্ব আলোচনারত অবস্থায় তাকে নিকটবর্তী করেছিলাম। (৫৩) আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভ্রাতা হারুনকে, নবীরূপে। (৫৪) এ কিতাবে উল্লিখিত ইসমাঈলের কথা বর্ণনা কর, সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল রাসূল, নবী। (৫৫) সে তার পরিজনবর্গকে ছালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষ ভাজন। (৫৬) এ কিতাবে উল্লিখিত ইদরীসের কথা বর্ণনা কর, সে ছিল সত্যবাদী নবী– (৫৭) এবং আমি তাকে দান করেছিলাম উচ্চ মর্যাদা। (৫৮) নবীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন এরাই তারা, আদমের এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশোদ্ভূত, ইব্রাহীম ও ইসরাঈলের

www.pathagar.com

বংশোদ্ভূত ও যাদেরকে আমি পথ নির্দেশ করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম তাদের অন্তর্ভুক্ত; তাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হলে তারা ক্রন্দন করতে করতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত। (সিজদাহ) (৫৯) তাদের পরে আসলো অপদার্থ পরবর্তীরা; তারা ছালাত নষ্ট করল ও কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল; সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। (৬০) কিন্তু তারা নয়- যারা তাওবা করেছে, ঈমান আনয়ন করেছে ও সৎকর্ম করেছে; তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে; তাদের প্রতি কোন যুল্ম করা হবে না– (৬১) এটা স্থায়ী জান্নাত, অদৃশ্য যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি করুণাময় (আল্লাহ্) তাঁর বান্দাদের দিয়েছেন। (৬২) সেখানে তারা শান্তির বাণী ছাড়া কোন অসার বাক্য শুনবে না এবং সেথায় সকাল সন্ধ্যা তাদের জন্য থাকবে জীবনোপকরণ। (৬৩) এই সেই জান্নাত, যার অধিকারী করব আমি আমার বান্দাদের মধ্যে মুত্তাক্বীদেরকে। (৬৪) আমরা আপনার রবের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না; যা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে এবং যা এ দু'এর অন্তর্বর্তী তা তাঁরই এবং আপনার রব কোনো কিছু ভুলেন না। (৬৫) তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের অন্তর্বর্তী যা কিছু আছে, সবারই রব; সুতরাং তুমি তাঁরই ইবাদতে ধৈর্যশীল থাক; তুমি কি তাঁর সমগুণ সম্পন্ন কাউকে জান? (৬৬) মানুষ বলে ঃ আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব? (৬৭) মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন

www.pathagar.com

সে কিছুই ছিল না? (৬৮) সুতরাং, শপথ তোমার রবের! আমি তো তাদেরকে শয়তানদেরসহ একত্রে সমবেত করবই এবং পরে আমি তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবই। (৬৯) অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য আমি তাকে টেনে বের করবই। (৭০) তারপর আমি তো তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হওয়ার অধিকতর যোগ্য তাদের বিষয় ভাল জানি– (৭১) এবং তোমাদের প্রত্যেকেই ওটা অতিক্রম করবে; ওটা তোমার রবের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। (৭২) পরে আমি মুত্তাক্বীদেরকে উদ্ধার করব এবং যালিমদের সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দিব। (৭৩) তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হলে কাফিররা মু'মিনদেরকে বলে ঃ দু'দলের মধ্যে কোন্‌টি মর্যাদায় শ্রেয়তর ও মজলিস হিসেবে কোনটি উত্তম? (৭৪) তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠিকে আমি বিনাশ করেছি– যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল। (৭৫) বল ঃ যারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদেরকে প্রচুর অবকাশ দিবেন যতক্ষণ না তারা, যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে তা প্রত্যক্ষ করবে, তা শাস্তি হোক অথবা ক্বিয়ামতই হোক; অতঃপর তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট এবং কে শক্তিতে দুর্বল– (৭৬) এবং যারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাদেরকে অধিক হিদায়াত দান করেন এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার রবের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান

www.pathagar.com

হিসেবেও শ্রেষ্ঠ। (৭৭) তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে ঃ আমাকে ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি দেয়া হবেই? (৭৮) সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? (৭৯) কখনই নয়, তারা যা বলে আমি তা লিখে রাখবো এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকবো। (৮০) সে যে বিষয়ের কথা বলে, তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একা। (৮১) তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে মা'বুদরূপে গ্রহণ করে এজন্য যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়। (৮২) কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।

রুকু-৬

(৮৩) তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আমি কাফিরদের জন্য শয়তানদেরকে ছেড়ে রেখেছি তাদেরকে মন্দ কাজে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করার জন্য। (৮৪) সুতরাং, তাদের বিষয়ে তাড়া কর না; আমি তো গণনা করছি তাদের নির্ধারিত কাল। (৮৫) যেদিন আমি দয়াময়ের নিকট মুত্তাক্বীদের সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করব– (৮৬) এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব। (৮৭) যে দয়াময়ের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত অন্য কারও সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না। (৮৮) তারা বলে ঃ দয়াময় (আল্লাহ্) সন্তান গ্রহণ করেছেন। (৮৯) তোমরা তো

www.pathagar.com

এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছ। (৯০) এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে– (৯১) যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করে। (৯২) অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়। (৯৩) আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবে না বান্দারূপে। (৯৪) তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন– (৯৫) এবং ক্বিয়ামত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (৯৬) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে দয়াময় তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালবাসা। (৯৭) আমি তো তোমার ভাষায় কুর'আনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি ওটা দ্বারা মুত্তাক্বীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতণ্ডাপ্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার। (৯৮) তাদের পূর্বে আমি কত মানব গোষ্ঠিকে বিনাশ করেছি! তুমি কি তাদের কাউকেও দেখতে পাও অথবা তাদের ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও?

www.pathagar.com

২০. সূরা তাহা

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১৩৫, রুকু-৮

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) তা হা। (২) তোমাকে ক্লেশ দেয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুর'আন অবতীর্ণ করিনি। (৩) বরং যারা ভয় করে তাদের উপদেশার্থে– (৪) যিনি সমুচ্চ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এটা তাঁর নিকট হতে অবতীর্ণ। (৫) তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন। (৬) যা আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে, এ'দুয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তা তাঁরই। (৭) তুমি উচ্চ কণ্ঠে যাই বল, তিনি তো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জানেন। (৮) আল্লাহ্, তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই। (৯) মূসার বৃত্তান্ত তোমার কাছে পৌঁছেছে কি? (১০) সে যখন আগুন দেখল তখন তার পরিবারবর্গকে বলল ঃ তোমরা এখানে থাক আমি আগুন দেখেছি; সম্ভবত ঃ আমি তোমাদের জন্য তা হতে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারবো অথবা ওর নিকটে কোন পথ প্রদর্শক পাব। (১১) অতঃপর যখন সে আগুনের নিকট আসল তখন আহবান করে বলা হল– হে মূসা! (১২) আমিই তোমার রব। অতএব, তোমার পাদুকা খুলে ফেলো, কারণ তুমি পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় রয়েছো– (১৩) এবং আমি তোমাকে মনোনীত

www.pathagar.com

করেছি; অতএব, যা অহী প্রেরণ করা হচ্ছে তুমি তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর। (১৪) আমি আল্লাহ্, আমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই; অতএব, আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে ছালাত কায়েম কর। (১৫) ক্বিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি এটা গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে। (১৬) সুতরাং যে ব্যক্তি ক্বিয়ামত বিশ্বাস করে না এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে তাতে বিশ্বাস স্থাপনে প্রবৃত্ত না করে, তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। (১৭) হে মূসা! তোমার দক্ষিণ হস্তে ওটা কি? (১৮) সে বলল ঃ এটা আমার লাঠি; আমি এতে ভর দিই এবং এটা দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য বৃক্ষ পত্র ফেলে থাকি এবং এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে। (১৯) (আল্লাহ্) বললেন ঃ হে মূসা! তুমি ওটা নিক্ষেপ কর। (২০) অতঃপর সে তা নিক্ষেপ করল, সাথে সাথে তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল। (২১) তিনি বললেন ঃ তুমি একে ধর। ভয় কর না, আমি একে এর পূর্বরূপে ফিরিয়ে দিব- (২২) এবং তুমি হাত বগলে রাখ, এটা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অপর এক নিদর্শনস্বরূপ। (২৩) এটা এজন্য যে, আমি তোমাকে দেখাবো আমার মহা নিদর্শনগুলোর কিছু। (২৪) ফিরাউনের নিকট যাও, সে সীমালঙ্ঘন করেছে।

রুকু-২

(২৫) মূসা বলল ঃ হে আমার রব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। (২৬) আমার কাজকে আমার জন্য সহজ করে দাও, (২৭) আমার

www.pathagar.com

জিহবার জড়তা দূর করে দিন– (২৮) যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (২৯) আমার জন্য করে দিন একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হতে। (৩০) আমার ভাই হারূন– (৩১) তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন– (৩২) এবং তাকে আমার কাজে অংশী করুন। (৩৩) যাতে আমরা অধিক পরিমাণে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি– (৩৪) এবং আপনাকে অধিক স্মরণ করতে পারি। (৩৫) আপনি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা। (৩৬) তিনি বললেন ঃ হে মূসা, তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল– (৩৭) এবং আমি তো তোমার প্রতি আর একবার অনুগ্রহ করেছিলাম। (৩৮) যখন আমি তোমার মাতার অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছিলাম যা এখানে বর্ণিত হচ্ছে– (৩৯) যে, তুমি তাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখ, অতঃপর তা নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও যাতে দরিয়া ওকে তীরে ঠেলে দেয়, ওকে আমার শত্রু ও তার শত্রু নিয়ে যাবে; আমি আমার নিকট হতে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিপালিত হও। (৪০) যখন তোমার ভগ্নী এসে বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব কে এই শিশুর দায়িত্ব নিবে? তখন আমি তোমাকে তোমার মাতার নিকট ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং সে দুঃখ না পায়; এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে; অতঃপর আমি তোমাকে মনঃপীড়া হতে মুক্তি দিই, আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলে। হে মূসা! এর পরে তুমি নির্ধারিত

www.pathagar.com

সময়ে উপস্থিত হলে– (৪১) এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছি। (৪২) তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনসমূহসহ যাত্রা শুরু কর এবং আমার স্মরণে তোমরা উভয়ে শৈথিল্য কর না। (৪৩) তোমরা উভয়ে ফিরাউনের নিকট যাও, সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে। (৪৪) তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে, অথবা ভয় করবে। (৪৫) তারা বলল ঃ হে আমাদের রব! আমরা আশংকা করি যে, সে আমাদেরকে শাস্তি দিতে উদ্যত হবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালঙ্ঘন করবে। (৪৬) তিনি বললেন ঃ তোমরা ভয় কর না, আমি তো তোমাদের সংগে আছি, আমি শুনি ও দেখি। (৪৭) সুতরাং, তোমরা তার নিকট যাও এবং বল ঃ অবশ্যই আমরা তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল, সুতরাং, আমাদের সাথে বানী ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না, আমরা তো তোমার রবের নিকট হতে নিদর্শন নিয়ে এসেছি এবং শান্তি তাদের প্রতি, যারা সৎপথের অনুসরণ করে। (৪৮) আমাদের প্রতি অহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৯) ফিরাউন বলল ঃ হে মূসা! কে তোমাদের রব? (৫০) মূসা বলল ঃ আমার রব তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন। (৫১) ফিরাউন বলল ঃ তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি? (৫২) মূসা বলল ঃ এর জ্ঞান আমার রবের নিকট লিপিবদ্ধ রয়েছে; আমার রব ভুল করেন না এবং বিস্মৃত হন,

www.pathagar.com

না। (৫৩) যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলার পথ, তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন। আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। (৫৪) তোমরা আহার কর ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও; অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে বিবেক সম্পন্নদের জন্য।

রুকু-৩

(৫৫) আমি মৃত্তিকা হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি; তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং তা হতে পুনর্বার বের করব। (৫৬) আমি তো তাকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম; কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে ও অমান্য করেছে। (৫৭) সে বলল ঃ হে মূসা! তুমি কি আমাদের নিকট এসেছ তোমার যাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বহিষ্কার করে দেয়ার জন্য? (৫৮) আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করব এর অনুরূপ যাদু। সুতরাং আমাদের ও তোমার মাঝে নির্ধারণ কর এক নির্দিষ্ট সময় এবং এক মধ্যবর্তী স্থান, যার ব্যতিক্রম আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না। (৫৯) মূসা বলল ঃ তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং যেদিন পূর্বাহ্নে জনগণ সমবেত হবে। (৬০) অতঃপর ফিরাউন উঠে গেল এবং পরে তার কলাকৌশলসমূহ একত্রিত করল ও তৎপর ফিরে আসলো। (৬১) মূসা তাদেরকে বলল ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ কর না, তা করলে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা সমূলে

www.pathagar.com

ধ্বংস করবেন; যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে সেই ব্যর্থ হয়েছে। (৬২) তারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের কর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করল এবং তারা গোপনে পরামর্শ করল। (৬৩) তারা বলল ঃ এই দু'জন অবশ্যই যাদুকর, তারা চায় তাদের দ্বারা তোমাদেরকে দেশ হতে বহিষ্কার করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নাশ করতে। (৬৪) অতএব, তোমরা তোমাদের যাদু ক্রিয়া সুসংহত কর, অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও এবং যে জয়ী হবে সেই সফল হবে। (৬৫) তারা বলল ঃ হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই করি। (৬৬) মূসা বলল ঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর; তাদের যাদু-প্রভাবে অকস্মাৎ মূসার মনে হল যে, তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে। (৬৭) মূসা তার অন্তরে কিছুটা ভীতি অনুভব করল। (৬৮) আমি বললাম ঃ ভয় কর না, তুমি বিজয়ী হবে। (৬৯) তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, এটা তারা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে, তারা যা করেছে তা তো শুধু যাদুকরের কলাকৌশল; যাদুকর যেখানেই আসুক সফল হবে না। (৭০) অতঃপর যাদুকররা সিজদাবনত হল ও বলল ঃ আমরা হারূন ও মূসার রবের প্রতি ঈমান আনলাম। (৭১) ফিরাউন বলল ঃ কি! আমি তোমাদের অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা মূসার উপর বিশ্বাস স্থাপন করলে! দেখছি সে তো তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে; সুতরাং আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলবো এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে

www.pathagar.com

শূলবিদ্ধ করবই এবং তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোর ও অধিক স্থায়ী। (৭২) তারা বলল ঃ আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর তোমাকে কিছুতেই আমরা প্রাধান্য দিব না, সুতরাং তুমি কর যা তুমি করতে চাও, তুমি তো শুধু এই পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার। (৭৩) আমরা আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছ তা; আর আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী। (৭৪) যে তার রবের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তো রয়েছে জাহান্নাম, সেথায় সে মরবেও না, বাঁচবেও না। (৭৫) আর যারা তাঁর নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন অবস্থায়, সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা- (৭৬) স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং এই পুরস্কার তাদেরই জন্য যারা পবিত্র।

রুকু-৪

(৭৭) আমি অবশ্যই মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এই মর্মে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিকালে বের হও এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুষ্ক পথ নির্মাণ কর; পশ্চাৎ হতে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে- এই আশংকা কর না এবং ভয়ও কর না। (৭৮) অতঃপর ফিরাউন তার সৈন্যবাহিনীসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন

www.pathagar.com

করল, অতঃপর সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল। (৭৯) আর ফিরাউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সৎপথ দেখায়নি। (৮০) হে বনী ইসরাঈল! আমি তো তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু হতে উদ্ধার করেছিলাম, আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং তোমাদের নিকট মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করেছিলাম। (৮১) তোমাদেরকে আমি যা দান করেছিলাম তা হতে ভাল ভাল বস্তু আহার কর এবং এ বিষয়ে সীমালঙ্ঘন কর না, করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত এবং যার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত সে তো ধ্বংস হয়ে যায়- (৮২) এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি, যে তাওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচল থাকে। (৮৩) হে মূসা! তোমার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে ফেলে (তূর পর্বতে আসতে) তোমাকে ত্বরা করতে বাধ্য করল কিসে? (৮৪) সে বলল ঃ এইতো তারা আমার পশ্চাতে আসছে এবং হে আমার রব! আমি তাড়াতাড়ি আপনার নিকট এলাম, আপনি সন্তুষ্ট হবেন এজন্য। (৮৫) তিনি বললেন ঃ আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি তোমার চলে আসার পর এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। (৮৬) অতঃপর মূসা তার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল ক্রুদ্ধ হয়ে; সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের রব কি তোমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তাহলে কি প্রতিশ্রুত কাল তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হয়েছে, না তোমরা চেয়েছো তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের রবের

www.pathagar.com

ক্রোধ, যে কারণে তোমরা আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করলে? (৮৭) তারা বলল ঃ আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার সেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি; তবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল লোকের অলংকারের বোঝা এবং আমরা তা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করে। (৮৮) অতঃপর সে তাদের জন্য গড়লো এক গো-বৎস, এক অবয়ব, যা হাম্বা আওয়াজ করতো; তারা বলল ঃ এটা তোমাদের মা'বুদ এবং মূসারও মা'বুদ, কিন্তু মূসা ভুলে গেছে। (৮৯) তাহলে কি তারা ভেবে দেখে না যে, ওটা তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না?

রুকু-৫

(৯০) হারূন তাদেরকে পূর্বেই বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! এটা দ্বারা তো শুধু তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে; তোমাদের রব দয়াময়, সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল। (৯১) তারা বলেছিল ঃ আমাদের নিকট মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজা হতে কিছুতেই বিরত হব না। (৯২) মূসা বলল ঃ হে হারূন! তুমি যখন দেখলে যে, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করলো- (৯৩) আমার অনুসরণ হতে? তাহলে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে? (৯৪) হারূন বলল ঃ হে আমার সহোদর! আমার শ্মশ্রু ও কেশ ধরে আকর্ষণ কর না; আমি আশংকা করেছিলাম যে তুমি বলবে ঃ তুমি বানী ইসরাঈলের মধ্যে

www.pathagar.com

বিভেদ সৃষ্টি করেছ ও আমার বাক্য পালনে যত্নবান হওনি। (৯৫) মূসা বলল ঃ-ওহে সামেরী! তোমার ব্যাপার কি? (৯৬) সে বলল ঃ আমি যা দেখেছিলাম তারা তা দেখেনি; অতঃপর আমি সেই দূতের (জিবরাঈলের) পদচিহ্ন হতে এক মুষ্টি মাটি নিয়েছিলাম এবং আমি তা নিক্ষেপ করেছিলাম আর আমার মন আমার জন্য শোভন করেছিল এরূপ করা। (৯৭) মূসা বলল ঃ দূর হও, তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য এটাই রইল যে, তুমি বলবে ঃ আমি অস্পৃশ্য এবং তোমার জন্য রইল এক নির্দিষ্ট কাল, তোমার বেলায় যার ব্যতিক্রম হবে না এবং তুমি তোমার সেই মা'বুদের প্রতি লক্ষ্য কর যার পূজায় তুমি রত ছিলে; আমরা ওকে জ্বালিয়ে দিবই, অতঃপর ওকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবই। (৯৮) তোমাদের মা'বুদ তো শুধুমাত্র আল্লাহ্ই যিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই, তাঁর জ্ঞান সর্ব বিষয়ে ব্যাপ্ত। (৯৯) পূর্বে যা ঘটেছে সে সংবাদ আমি এভাবে তোমার নিকট বিবৃত করি এবং আমি আমার নিকট হতে তোমাকে দান করেছি উপদেশ। (১০০) এটা হতে যে বিমুখ হবে, সে ক্বিয়ামত দিবসে মহাভার বহন করবে। (১০১) তাতে তারা স্থায়ী হবে এবং ক্বিয়ামত দিবসে এ বোঝা তাদের জন্য কত মন্দ! (১০২) যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেই দিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব। (১০৩) তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে ঃ তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে।

www.pathagar.com

রুকু-৬

(১০৪) তারা কি বলবে আমি ভাল জানি, তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎ পথে ছিল সে বলবে ঃ তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে। (১০৫) তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, তুমি বল ঃ আমার রব এগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। (১০৬) অতঃপর তিনি ওকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল ময়দানে। (১০৭) যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবে না। (১০৮) সেদিন তারা আহবানকারীর অনুসরণ করবে, এ ব্যাপারে এদিক ওদিক করতে পারবে না; দয়াময়ের সামনে সব শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে; সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ছাড়া তুমি কিছুই শুনতে পাবে না। (১০৯) দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ব্যতীত কারও সুপারিশ সেদিন কোন কাজে আসবে না। (১১০) তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে তা তিনি অবগত, কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। (১১১) চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী পালনকর্তার সামনে সব মুখমণ্ডল অবনমিত হবে এবং সেই ব্যর্থ হবে যে যুল্‌মের ভার বহন করবে– (১১২) এবং যে সৎকর্ম করে মু'মিন হয়, তার আশংকা নেই অবিচারের এবং ক্ষতিরও। (১১৩) এভাবেই আমি কুর'আনকে অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় এবং তাতে বিশদভাবে বিবৃত করেছি সতর্কবাণী, যাতে তারা ভয় করে অথবা এটা হয় তাদের জন্য উপদেশ। (১১৪) আল্লাহ্ অতি মহান,

www.pathagar.com

প্রকৃত অধিপতি; তোমার প্রতি কুর'আনের আয়াত সম্পূর্ণ হবার পূর্বে তা পাঠে তুমি ত্বরা কর না এবং বল ঃ হে আমার রব! আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন করুন। (১১৫) আমি তো ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল; আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি।

রুকু-৭

(১১৬) স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম ঃ আদমের প্রতি সিজ্‌দা কর, তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সিজ্‌দা করল; সে অমান্য করল। (১১৭) অতঃপর আমি বললাম ঃ হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু; সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত হতে বের করে না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখ পাবে। (১১৮) তোমার জন্য এটাই রইল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং নগ্নও হবে না– (১১৯) এবং তুমি সেথায় পিপাসার্ত হবে না এবং রৌদ্র ক্লিষ্টও হবে না। (১২০) অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলল ঃ হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অবিনশ্বর রাজ্যের কথা? (১২১) অতঃপর তারা তা হতে ভক্ষণ করল; তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো; আদম তার রবের হুকুম অমান্য করল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হল। (১২২) এরপর তার রব তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি

www.pathagar.com

ক্ষমাপরায়ণ হলেন এবং তাকে পথ নির্দেশ করলেন। (১২৩) তিনি বললেন ঃ তোমরা উভয়ে একই সঙ্গে জান্নাত হতে নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু; পরে আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎ পথের নির্দেশ আসলে, যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপদগামী হবে না ও দুঃখ কষ্ট পাবে না। (১২৪) যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে ক্বিয়ামত দিবসে উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়। (১২৫) সে বলবে ঃ হে আমার রব! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান! (১২৬) তিনি বলবেন ঃ এরূপেই আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি তো ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হলে- (১২৭) এবং এভাবেই আমি প্রতিফল দিই তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে এবং তার রবের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে না; পরকালের শাস্তি তো অবশ্যই কঠিনতর ও অধিক স্থায়ী। (১২৮) এটাও কি তাদেরকে সৎপথে দেখালো না যে, আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কত মানব গোষ্ঠী যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে থাকে? অবশ্যই এতে বিবেক সম্পন্নদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

রুকু-৮

(১২৯) তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত ও এক নির্ধারিত সময় না থাকলে অবশ্যম্ভাবী হত আশু শাস্তি। (১৩০) সুতরাং তারা যা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যোস্তের পূর্বে

www.pathagar.com

তোমার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং রাত্রিকালে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর আর দিবসের প্রান্তসমূহেও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার। (১৩১) তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনো প্রসারিত কর না ওর প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি, তা দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য; তোমার রব প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (১৩২) আর তোমার পরিবারবর্গকে ছালাতের আদেশ দাও এবং তাতে অবিচল থাক, আমি তোমার নিকট কোনো জীবনোপকরণ চাই না, আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিই এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাক্বীদের জন্য। (১৩৩) তারা বলে ঃ সে তার রবের নিকট হতে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন কেন আনয়ন করে না? তাদের নিকট কি আসেনি সুস্পষ্ট প্রমাণ যা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে? (১৩৪) যদি আমি তাদেরকে ইতোপূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম তাহলে তারা বলতো ঃ হে আমাদের রব! আপনি আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন? তাহলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবার পূর্বে আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম। (১৩৫) বল ঃ প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কারা রয়েছে সরল পথে এবং কারা সৎপথ প্রাপ্ত হয়েছে।

www.pathagar.com

পারা-১৭

২১. সূরা আম্বিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১১২, রুকু-৭

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। (২) যখনই তাদের নিকট তাদের রবের কোন নতুন উপদেশ আসে তখন তারা তা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে। (৩) তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী, সীমালঙ্ঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে ঃ এতো তোমাদের মতই একজন মানুষ, তবুও কি তোমরা দেখে শুনে যাদুর কবলে পড়বে? (৪) বল ঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার রব অবগত আছেন এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৫) তারা এটাও বলে ঃ এসব (কুর'আনের বাণী) অলীক কল্পনা, হয় সে উদ্ভাবন করেছে, না হয় সে একজন কবি; অতএব সে আনয়ন করুক আমাদের নিকট এক নিদর্শন, যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিল পূর্ববর্তীগণ। (৬) তাদের পূর্বে যেসব জনপদ আমি ধ্বংস করেছি ওর অধিবাসীরা ঈমান আনেনি; তাহলে কি তারা ঈমান আনবে? (৭) তোমার পূর্বে আমি অহীসহ মানুষই পাঠিয়েছিলাম; তোমরা যদি না জান তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

কর। (৮) আর আমি তাদেরকে (নবী-রাসূলকে) এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা আহার্য গ্রহণ করত না; তারা চিরস্থায়ীও ছিল না। (৯) অতঃপর আমি তাদের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম, আমি তাদেরকে ও যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করেছিলাম এবং যালিমদেরকে করেছিলাম ধ্বংস। (১০) আমি তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব যাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

রুকু-২

(১১) আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যার অধিবাসীরা ছিল যালিম এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অপর জাতি। (১২) অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখনই তারা জনপদ হতে পালাতে লাগল। (১৩) তাদেরকে বলা হল ঃ পলায়ন কর না এবং ফিরে এস তোমাদের ভোগ সম্ভারের নিকট এবং তোমাদের আবাসগৃহে, হয়তো এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতে পারে। (১৪) তারা বলল ঃ হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম যালিম। (১৫) তাদের এই আর্তনাদ চলতে থাকে যতক্ষণ না আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নি সদৃশ্য করি (ধ্বংস করি)। (১৬) আকাশ ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যে যা রয়েছে, তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। (১৭) আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম, তাহলে আমি আমার নিকট যা আছে তা নিয়েই ওটা করতাম, আমি তা করিনি।

www.pathagar.com

(১৮) কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে ওটা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়; দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা যা বলছ তার জন্য। (১৯) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে তা তাঁরই, তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে, তারা অহংকার করে তাঁর ইবাদত করা হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। (২০) তারা দিবা-রাত্র তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, ছালাতে শৈথিল্য করে না। (২১) তারা মৃত্তিকা হতে তৈরী যেসব দেবতা গ্রহণ করেছে সেগুলো কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? (২২) যদি আল্লাহ্ ছাড়া বহু মা'বুদ থাকত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত; অতএব তারা যা বলে তা হতে আরশের রব (অধিপতি) আল্লাহ্ পবিত্র, মহান। (২৩) তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। (২৪) তারা তাঁকে ছাড়া বহু মা'বুদ গ্রহণ করেছে? বল ঃ তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর; এটাই আমার সাথে যারা আছে তাদের জন্য উপদেশ এবং এটাই উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীদের জন্য; কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। (২৫) আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এ অহী ব্যতীত যে, আমি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর। (২৬) তারা বলে ঃ দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র মহান! তারা তো

www.pathagar.com

তাঁর সম্মানিত বান্দা। (২৭) তারা তাঁর আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। (২৮) তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত; তারা সুপারিশ করে শুধু অদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত।

রুকু-৩

(২৯) তাদের মধ্যে যে বলবে ঃ আমিই মা'বুদ তিনি ব্যতীত, তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম, এভাবেই আমি যালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (৩০) যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে; তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না? (৩১) এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে এদিক ওদিক টলে না যায় এবং আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ যাতে তারা গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারে– (৩২) এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৩৩) (আল্লাহ্ই) সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। (৩৪) আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি; সুতরাং, তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে? (৩৫) জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ

www.pathagar.com

গ্রহণ করবে; আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৩৬) কাফিররা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে; তারা বলে ঃ এই সেই, যে তোমাদের দেবতাগুলোর সমালোচনা করে? অথচ তারাই তো "রহমান" এর স্মরণ করার ব্যাপারে অস্বীকার করে। (৩৭) মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ, শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাবো; সুতরাং তোমরা ত্বরা করে বল না। (৩৮) আর তারা বলে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল ঃ এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে? (৩৯) হায়, যদি কাফিররা সেই সময়ের কথা জানত যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাত হতে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে সাহায্য করাও হবে না। (৪০) বস্তুতঃ ওটা তাদের উপর আসবে অতর্কিতভাবে এবং তাদেরকে হতভম্ব করে দিবে; ফলে তারা ওটা রোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না। (৪১) তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল; পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল।

রুকু-৪

(৪২) বল ঃ 'রহমান' এর পরিবর্তে কে তোমাদেরকে রক্ষা করছে রাতে ও দিবসে? তবুও তারা তাদের রবের স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে

www.pathagar.com

নেয়। (৪৩) তাহলে কি আমি ব্যতীত তাদের এমন আরাধ্য (দেব-দেবী) আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? তারা তো নিজেদেরকেই সাহায্য করতে পারে না এবং আমার বিরুদ্ধে তাদের সাহায্যকারীও থাকবে না। (৪৪) বস্তুতঃ আমিই তাদেরকে এবং তাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে ভোগ সম্ভার দিয়েছিলাম; অধিকন্তু তাদের আয়ুষ্কালও হয়েছিল দীর্ঘ; তারা কি দেখছে না যে আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক হতে সংকুচিত করে আনছি; তবুও কি তারা বিজয়ী হবে? (৪৫) বল ঃ আমি তো শুধু অহী দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি, কিন্তু যারা বধির তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয় তখন তারা সতর্কবাণী শুনে না। (৪৬) তোমার রবের শাস্তির কিছুমাত্রও তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা নিশ্চয়ই বলে উঠবে ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের, আমরা তো ছিলাম যালিম– (৪৭) এবং ক্বিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদণ্ড; সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবে না এবং কোন কর্ম যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওযনেরও হয় তাও আমি উপস্থিত করবো; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট। (৪৮) আমি তো মূসা ও হারূনকে দিয়েছিলাম মীমাংসাকারী গ্রন্থ, জ্যোতি ও উপদেশ মুত্তাক্বীদের জন্য– (৪৯) যারা না দেখেও তাদের রবকে ভয় করে এবং ক্বিয়ামত সম্পর্কে থাকে ভীত-সন্ত্রস্ত। (৫০) এটা কল্যাণময় উপদেশ; আমি এটা অবতীর্ণ করেছি; তবুও কি তোমরা এটাকে অস্বীকার কর?

www.pathagar.com

রুকু-৫

(৫১) আমি তো এর পূর্বে ইব্রাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক অবগত। (৫২) যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল ঃ এই মূর্তিগুলো কি, যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ? (৫৩) তারা বলল ঃ আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে এদের পূজা করতে দেখেছি। (৫৪) সে বলল ঃ তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরাও রয়েছে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে। (৫৫) তারা বলল ঃ তুমি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছ, না তুমি কৌতুক করছ? (৫৬) সে বলল ঃ না, তোমাদের রব তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রব, যিনি ওগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং এই বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী। (৫৭) শপথ আল্লাহ্‌র, তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করব। (৫৮) অতঃপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল মূর্তিগুলোকে, তাদের বড় (প্রধান) মূর্তিটি ব্যতীত, যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে। (৫৯) তারা বলল ঃ আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ করল কে? সে নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারী। (৬০) কেউ কেউ বলল ঃ আমরা এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি, তাকে বলা হয় ইব্রাহীম। (৬১) তারা বলল ঃ তাকে উপস্থিত কর লোক সম্মুখে, যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে। (৬২) তারা বলল ঃ ইব্রাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলোর উপর এরূপ করেছ? (৬৩) সে বলল ঃ সে-ই তো এটা করেছে, এই

www.pathagar.com

তো এদের প্রধান; এদেরকে জিজ্ঞেস কর যদি এরা কথা বলতে পারে। (৬৪) তখন তারা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং একে অপরকে বলতে লাগল ঃ তোমরাই তো সীমালঙ্ঘনকারী। (৬৫) অতঃপর তাদের মস্তক অবনত হয়ে গেল এবং তারা বলল ঃ তুমি তো জানই যে, এরা কথা বলে না। (৬৬) সে বলল ঃ তাহলে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর যারা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না? (৬৭) ধিক! তোমাদেরকে এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদেরকে। তোমরা কি বুঝবে না? (৬৮) তারা বলল ঃ তাকে পুড়িয়ে দাও এবং সাহায্য কর তোমাদের দেবতাগুলোকে, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। (৬৯) আমি বললাম ঃ হে অগ্নি! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। (৭০) তারা তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল; কিন্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (৭১) আর আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম সেই দেশে যেথায় আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য– (৭২) এবং আমি ইব্রাহীমকে দান করেছিলাম ইস্‌হাক এবং পুরস্কারস্বরূপ ইয়াকুব; আর প্রত্যেককেই করেছিলাম সৎকর্মপরায়ণ। (৭৩) আর আমি তাদেরকে করেছিলাম নেতা; তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত; তাদের কাছে আমি অহী প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, ছালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে; তারা

www.pathagar.com

আমারই ইবাদত করত– (৭৪) এবং লূতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান আর তাকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ হতে যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কর্মে; তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়; সত্যত্যাগী– (৭৫) এবং তাকে আমি আমার অনুগ্রহ ভাজন করেছিলাম; সে ছিল সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত।

রুকু-৬

(৭৬) স্মরণ কর নূহকে; পূর্বে সে যখন আহবান করেছিল তখন আমি সাড়া দিয়েছিলাম তার আহবানে এবং তাকে ও তার পরিজনবর্গকে মহা সংকট হতে উদ্ধার করেছিলাম– (৭৭) এবং আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল, তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়; এজন্য তাদের সবাইকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম– (৭৮) এবং স্মরণ কর দাউদ ও সুলাইমানের কথা, যখন তারা বিচার করছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে; তাতে রাত্রিকালে প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ; আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার– (৭৯) এবং আমি সুলাইমানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান ; আমি পর্বত ও বিহঙ্গকুলের জন্য নিয়ম করে দিয়েছিলাম যেন ওরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; এ সমস্ত আমিই করেছিলাম। (৮০) আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম যাতে ওটা তোমাদের

www.pathagar.com

যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে; সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না? (৮১) এবং সুলাইমানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম উদ্দাম বায়ুকে; ওটা তার আদেশক্রমে প্রবাহিত হত সেই দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি; প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত– (৮২) এবং শয়তানদের মধ্যে কতক তার অধীনতার জন্য ডুবুরীর কাজ করত, এটা ছাড়া অন্য কাজও করত; আমি তাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম। (৮৩) আর স্মরণ কর আইয়ূবের কথা, যখন সে তার রবকে আহবান করে বলেছিল ঃ আমি দুঃখ কষ্টে পতিত হয়েছি, আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (৮৪) তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার দুঃখ কষ্ট দূরীভূত করে দিলাম, তাকে তার পরিবার পরিজন ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, তাদের সাথে তাদের মত আরও দিয়েছিলাম আমার বিশেষ রহমতরূপে এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ। (৮৫) আর স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদরীস এবং যুল-কিফ্‌ল এর কথা, তাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল– (৮৬) এবং তাদেরকে আমি আমার অনুগ্রহ ভাজন করেছিলাম, তারা ছিল সৎকর্ম পরায়ণ। (৮৭) আর স্মরণ কর যুন-নূন এর কথা, যখন সে ক্রোধভরে বের হয়ে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করব না; অতঃপর সে অন্ধকার হতে আহবান করেছিল ঃ আপনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই; আপনি পবিত্র, মহান; আমি তো সীমালঙ্ঘনকারী। (৮৮) তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার

www.pathagar.com

করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি– (৮৯) এবং স্মরণ কর যাকারিয়ার কথা, যখন সে তার রবকে আহবান করে বলেছিল ঃ হে আমার রব! আমাকে একা ছেড়ে দিবেন না, আপনি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (৯০) অতঃপর আমি তার আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহ্ইয়াকে, আর তার জন্য তার স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করেছিলাম; তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত, তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত। (৯১) আর স্মরণ কর সেই নারীকে যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করেছিল, অতঃপর তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে করেছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন। (৯২) এই যে তোমাদের জাতি, এটা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের রব, অতএব আমার ইবাদত কর। (৯৩) কিন্তু মানুষ নিজেদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে; প্রত্যেকেই প্রত্যাবর্তিত হবে আমার নিকট।

রুকু-৭

(৯৪) সুতরাং, যদি কেউ মু'মিন হয়ে সৎকর্ম করে তাহলে তার কর্ম প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবে না এবং আমি তো তা লিখে রাখি। (৯৫) যেসব জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত– (৯৬) যে পর্যন্ত না ইয়া'জুজ ও মা'জুজকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উঁচু ভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে।

www.pathagar.com

(৯৭) অমোঘ প্রতিশ্রুতি কাল আসন্ন হলে অকস্মাৎ কাফিরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, তারা বলবে ঃ হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন; না, আমরা সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম। (৯৮) তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ইবাদত কর, সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। (৯৯) যদি তারা উপাস্য হতো তাহলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতো না; তাদের সবাই তাতে স্থায়ী হবে। (১০০) সেথায় থাকবে তাদের আর্তনাদ এবং সেথায় তারা কিছুই শুনতে পারবে না। (১০১) যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে তা হতে দূরে রাখা হবে। (১০২) তারা ওর ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবে না এবং সেথায় তারা তাদের মন যা চায় চিরকাল তা ভোগ করবে। (১০৩) মহা-ভীতি তাদেরকে বিষাদক্লিষ্ট করবে না এবং ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে এই বলে– এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। (১০৪) সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে ফেলবো, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর; যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি এটা পালন করবই। (১০৫) আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে। (১০৬) এতে রয়েছে বাণী, সেই সম্প্রদায়ের জন্য, যারা ইবাদত করে। (১০৭) আমি তো

www.pathagar.com

তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি শুধু রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি। (১০৮) বল ঃ আমার প্রতি অহী হয় যে, তোমাদের মা'বুদ একই মা'বুদ সুতরাং তোমরা হয়ে যাও আত্মসমর্পণকারী। (১০৯) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তুমি বলো ঃ আমি তোমাদেরকে যথাযথভাবে জানিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, আমি জানি না, তা আসন্ন, না দূরস্থিত। (১১০) তিনি জানেন যা কথায় ব্যক্ত কর এবং যা তোমরা গোপন কর। (১১১) আমি জানি না, হয়তো এটা তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং জীবন উপভোগ কিছু কালের জন্য। (১১২) রাসূল বলেছিল ঃ হে আমার রব! আপনি ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করে দিন, আমাদের রব তো দয়াময়, তোমরা যা বলেছো সে বিষয়ে একমাত্র সহায়স্থল তিনিই।

www.pathagar.com

২২. সূরা হাজ্জ

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৭৮, রুকু-১০

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) হে মানবমণ্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে; (জেনে রেখ) ক্বিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। (২) যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হবে তার দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে; মানুষকে দেখবে মাতালসদৃশ, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বস্তুত। আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন। (৩) মানুষের কতক অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করছে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের। (৪) তার (শয়তান) সম্বন্ধে এ নিয়ম করে দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে পরিচালিত করবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির দিকে। (৫) হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিহান হও তাহলে অনুধাবন কর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা হতে, তারপর শুক্র হতে, এরপর জমাট বাঁধা রক্ত থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতি গোস্ত পিণ্ড হতে; তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য। আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে রেখে দেই, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও; তোমাদের মধ্যে

www.pathagar.com

কারও মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে যার ফলে তারা যা কিছু জানত সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে দেখো শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্গত করে সর্ব প্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। (৬) এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনিই মৃত্যুকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। (৭) আর ক্বিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং ক্ববরে যারা আছে তাদেরকে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত করবেন। (৮) মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথ নির্দেশক আর না আছে কোন দীপ্তিময় কিতাব। (৯) সে বিতণ্ডা করে ঘাড় বাঁকিয়ে, লোকদেরকে আল্লাহ্র পথ হতে ভ্রষ্ট করার জন্য; তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা, ইহলোকে এবং ক্বিয়ামত দিবসে আমি তাকে আস্বাদন করাবো দহন যন্ত্রণা। (১০) (সেদিন তাকে বলা হবে) এটা তোমার কৃতকর্মের ফল। কারণ, আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করেন না।

রুকু-২

(১১) মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্র ইবাদত করে দ্বিধার সাথে; তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশস্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়; সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়ায় ও আখিরাতে; এটাইতো সুস্পষ্ট ক্ষতি। (১২) সে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা তার কোন অপকার করতে পারে না, উপকারও করতে পারে

www.pathagar.com

না, এটাই চরম বিভ্রান্তি। (১৩) সে ডাকে এমন কিছুকে যার ক্ষতিই তার উপকার অপেক্ষা নিকটতর; কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক এবং নিকৃষ্ট এই সহচর। (১৪) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা-ই করেন। (১৫) সে মনে করে, আল্লাহ্ কখনই দুনিয়া ও আখিরাতে রাসূলকে সাহায্য করবেন না, সে আকাশের দিকে রজ্জু প্রলম্বিত করুক এবং এরপর কেটে দিক; অতঃপর দেখুক তার প্রচেষ্টা তাঁর আক্রোশের হেতু দূর করে কি না। (১৬) এভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে ওটা অবতীর্ণ করেছি; আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথে প্রদর্শন করেন। (১৭) যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী হয়েছে, যারা সাবিয়ী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক, ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রত্যেক জিনিসের উপর সাক্ষী। (১৮) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্কে সিজ্দা করে, যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে– সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডল, পবর্তরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজ্দা করে মানুষের মধ্যে অনেকে? আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি; আল্লাহ্ যাকে হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেউই নেই; আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন। (১৯) এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ, তারা তাদের রব সম্বন্ধে বিতর্ক করে; যারা কুফরী করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক; তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি– (২০) যা দ্বারা উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা

www.pathagar.com

হবে। (২১) আর তাদের জন্য থাকবে লৌহ-মুগুর। (২২) যখনই তারা যন্ত্রণা-কাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে; তাদেরকে বলা হবে ঃ স্বাদ গ্রহণ কর দহন যন্ত্রণার।

রুকু-৩

(২৩) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ কংকন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেথায় তাদের পোশাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের। (২৪) তাদেরকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল পরম প্রশংসা ভাজন (আল্লাহ্র) পথে। (২৫) যারা কুফরী করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহ্র পথ হতে ও মসজিদুল হারাম হতে, যা আমি করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সবারই জন্য সমান, আর যে সীমালঙ্ঘন করে পাপ কার্যের ইচ্ছা করে, তাকে আমি আস্বাদন করাবো মর্মন্তুদ শাস্তি।

রুকু-৪

(২৬) আর স্মরণ কর, যখন আমি ইব্রাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই গৃহের স্থান তখন বলেছিলাম ঃ আমার সাথে কোন শরীক স্থির কর না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখ তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে এবং যারা (নামাযে) দণ্ডায়মান থাকে, রুকু করে ও সিজদা করে- (২৭) এবং মানুষের কাছে হাজ্জের ঘোষণা করে দাও,

www.pathagar.com

তারা তোমার কাছে আসবে পদব্রজে ও সর্ব প্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রসমূহের পিঠে, তারা আসবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করে- (২৮) যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিয্‌ক্ব হিসেবে দান করেছেন (যবেহ্ এর সময়) ওর উপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করতে পারে; অতঃপর তোমরা ওটা হতে আহার কর এবং দুস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। (২৯) অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে ও তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের। (৩০) এটাই বিধান এবং কেউ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত বিধানাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তার রবের নিকট তা উত্তম। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু ঐগুলো ব্যতীত যা তোমাদেরকে বলা হয়েছে; সুতরাং, তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হতে- (৩১) আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর কোন শরীক না করে। যে কেউ আল্লাহ্‌র শরীক করে সে যেন আকাশ হতে পড়ল, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে দূরবর্তী এক স্থানে নিক্ষেপ করল।.(৩২) এটাই আল্লাহ্‌র বিধান এবং কেউ (আল্লাহ্‌র) নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের তাক্বওয়ারই বহিঃপ্রকাশ। (৩৩) এ সবগুলোতে (চতুষ্পদ জন্তুতে) তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রয়েছে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য; অতঃপর ওগুলোর কুর'বানীর স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট।

www.pathagar.com

রুকু-৫

(৩৪) আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুর'বানীর নিয়ম করে দিয়েছি যাতে আমি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ যে সব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছি সেগুলোর উপর (যবেহ্ করার সময়) আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে; তোমাদের মা'বুদ একই মা'বুদ, সুতরাং তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ কর এবং সুসংবাদ দাও বিনীতজনকে– (৩৫) যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হলে, যারা তাদের বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং ছালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্‌ক্ব দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে– (৩৬) এবং উৎসর্গীকৃত উষ্ট্রকে করেছি আল্লাহ্‌র নির্দেশনগুলোর অন্যতম; তোমাদের জন্য তাতে মঙ্গল রয়েছে; সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় ওগুলোর উপর তোমরা আল্লাহ্‌র নাম নাও; যখন ওরা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা তা হতে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাচ্ঞাকারী অভাবগ্রস্তকে; এভাবে আমি ওদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৩৭) এগুলোর গোশ্‌ত এবং রক্ত আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না, বরং পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া; এভাবে তিনি ওগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন; সুতরাং, তুমি সুসংবাদ দাও সৎকর্মশীলদেরকে। (৩৮) আল্লাহ্ রক্ষা করেন মু'মিনদেরকে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।

www.pathagar.com

রুকু-৬

(৩৯) যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে; আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। (৪০) তাদেরকে তাদের ঘর বাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে ঃ আমাদের রব আল্লাহ্ ; আল্লাহ্ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃষ্টান, সংসার বিরাগীদের উপাসনা স্থল, গীর্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্র নাম; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে (তাঁর দ্বীনকে) সাহায্য করে; আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (৪১) আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা ছালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র এখতিয়ারে- (৪২) এবং লোকে যদি তোমাকে অস্বীকার করে, তাহলে তাদের পূর্বে তো অস্বীকার করেছিল নূহের ক্বওম, আ'দ ও ছামূদ- (৪৩) এবং ইব্রাহীম ও লূতের ক্বওম। (৪৪) এবং মাদইয়ানবাসী তাদের নবীদেরকে অস্বীকার করেছিল; এবং অস্বীকার করা হয়েছিল মূসাকেও; আমি কাফিরদেরকে অবকাশ দিয়েছিলাম এবং পরে তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম, অতঃপর কেমন ছিল আমার শাস্তি! (৪৫) আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যেগুলোর বাসিন্দা ছিল যালিম, এসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে

www.pathagar.com

পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও। (৪৬) তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতি শক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। (৪৭) তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনো ভংগ করেন না, তোমার রবের একদিন গণনায় সহস্র বছরের সমান– (৪৮) এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল অত্যাচারী; অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।

রুকু-৭

(৪৯) বল ঃ হে মানুষ! আমি তো তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী। (৫০) সুতরাং, যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। (৫১) আর যারা আমার আয়াত ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী। (৫২) আমি তোমার পূর্বে যেসব রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি তাদের কেউ যখনই কিছু কল্পনা করেছে, তখনই শয়তান তার কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করেছে। কিন্তু শয়তান যা মিশ্রণ করে আল্লাহ্ তা বিদূরিত করেন; অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৫৩) এটা এজন্য যে, শয়তান যা মিশ্রণ করে তিনি ওকে পরীক্ষাস্বরূপ করেন তাদের জন্য, যাদের

www.pathagar.com

অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যার পাষাণ হৃদয়; অত্যাচারীরা অশেষ মতভেদে রয়েছে– (৫৪) এবং এজন্যও যে, যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এটা (কুর'আন) তোমার রবের নিকট হতে প্রেরিত সত্য; অতঃপর তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন ওর প্রতি অনুগত হয়; যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ্ সরল পথে পরিচালিত করেন। (৫৫) যারা কুফরী করেছে, তারা ওতে সন্দেহ পোষণ করা হতে বিরত হবে না, যতক্ষণ না তাদের নিকট ক্বিয়ামত এসে পড়বে আকস্মিকভাবে অথবা এসে পড়বে এক ভয়ানক দিনের শাস্তি যা থেকে রক্ষার উপায় নেই। (৫৬) সেদিন আল্লাহ্‌রই আধিপত্য; তিনিই তাদের বিচার করবেন; সুতরাং, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা অবস্থান করবে সুখময় জান্নাতে। (৫৭) আর যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাদেরই জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

রুকু-৮

(৫৮) আর যারা হিজরত করেছে, আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যু বরণ করেছে, তাদেরকে আল্লাহ্ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন; এবং আল্লাহ্ তিনিই তো সর্বোৎকৃষ্ট রিয্‌ক্বদাতা। (৫৯) তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে দাখিল করবেন যা তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ্ তো সম্যক প্রজ্ঞাময়, পরম সহনশীল। (৬০) এটাই হয়ে থাকে, কোন ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে সমতুল্য প্রতিশোধ গ্রহণ করলেও

www.pathagar.com

পুনরায় সে অত্যাচারিত হলে আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন; আল্লাহ্ নিশ্চয়ই পাপ মোচনকারী ক্ষমাশীল। (৬১) ওটা এজন্য যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে প্রবিষ্ট করেন দিবসের মধ্যে এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করেন রাত্রির মধ্যে এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সম্যক দ্রষ্টা। (৬২) এজন্যও যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে ওটা তো অসত্য এবং আল্লাহ্ তো সমুচ্চ মহান। (৬৩) তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ্ বারি বর্ষণ করেন আকাশ হতে যাতে সবুজ শ্যামল হয়ে ওঠে ধরিত্রী? আল্লাহ্ সম্যক সূক্ষ্মদর্শী, পরিজ্ঞাত। (৬৪) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই এবং আল্লাহ্ই তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার অধিকারী।

রুকু-৯

(৬৫) তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে তৎ সমুদয়কে এবং তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহকে এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে ওটা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি ছাড়া? আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র পরম দয়ালু- (৬৬) এবং তিনি তো তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, অতঃপর তিনিই তো তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন। মানুষ তো অতি মাত্রায় অকৃতজ্ঞ। (৬৭) আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছি ইবাদত- পদ্ধতি যা তারা অনুসরণ করবে; সুতরাং তারা

www.pathagar.com

যেন তোমার সাথে বিতর্ক না করে এই ব্যাপারে; তুমি তাদেরকে তোমার রবের দিকে আহবান কর, তুমি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত। (৬৮) তারা যদি তোমার সাথে বিতণ্ডা করে তাহলে বল ঃ তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত। (৬৯) তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ আল্লাহ্ ক্বিয়ামত দিবসে সেই বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করে দিবেন। (৭০) তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ্ তা অবগত আছেন? এ সবই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে; এটা আল্লাহ্র নিকট সহজ– (৭১) এবং তারা ইবাদত করে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর যে সম্পর্কে তিনি কোন দলীল প্রেরণ করেননি এবং যার সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই; বস্তুত ঃ যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই– (৭২) এবং তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে তুমি কাফিরদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখবে; যারা তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করে তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। তুমি বল ঃ তাহলে কি আমি তোমাদেরকে এটা অপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দিব? এটা আগুন; এই বিষয়ে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কাফিরদেরকে এবং এটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।

রুকু-১০

(৭৩) হে লোক সকল! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর; তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এ উদ্দেশ্যে তারা সবাই

www.pathagar.com

একত্রিত হলেও; এবং মাছি যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের নিকট হতে এটাও তারা ওর নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবে না; অন্বেষক ও অন্বেষিত কতই না দুর্বল! (৭৪) তারা আল্লাহ্‌র যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না; আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী। (৭৫) আল্লাহ্ ফেরেশতাদের মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য হতেও; আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা। (৭৬) তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। (৭৭) হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকূ কর, সিজদা কর এবং তোমাদের রবের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর যাতে সফলকাম হতে পার- (সিজদাহ) (৭৮) এবং জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত; তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি; এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত (ধর্মের অনুরূপ); তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা স্বাক্ষী হও মানব জাতির জন্য; সুতরাং তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে শক্তভাবে ধারণ কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি!

www.pathagar.com

পারা-১৮

২৩. সূরা মু'মিনূন

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১১৮, রুকু-৬

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ– (২) যারা নিজেদের ছালাতে বিনয়ী, নম্র– (৩) যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে– (৪) যারা যাকাত প্রদানে সক্রিয়– (৫) যারা নিজেদের যৌনাংগকে সংযত রাখে– (৬) নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। (৭) সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী, (৮) এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে– (৯) এবং যারা নিজেদের ছালাতে যত্নবান থাকে– (১০) তারাই হবে উত্তরাধিকারী। (১১) অধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা বসবাস করবে চিরকাল। (১২) আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে। (১৩) অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আঁধারে। (১৪) পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিণ্ডে, অতঃপর রক্তপিণ্ডকে পরিণত করি মাংস পিণ্ডে এবং মাংসপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি পিঞ্জরে; অতঃপর অস্থি পিঞ্জরকে

www.pathagar.com

ঢেকে দিই মাংস দ্বারা; অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে; অতএব নিপুণতম স্রষ্টা আল্লাহ্ কত কল্যাণময়। (১৫) এরপর অবশ্যই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। (১৬) অতঃপর ক্বিয়ামত দিবসে তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে। (১৭) আমি তো তোমাদের ঊর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সপ্ত স্তর এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নই– (১৮) এবং আমি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে অতঃপর আমি তা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি; আমি ওকে অপসারিত করতেও সক্ষম। (১৯) অতঃপর আমি ওটা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি; এতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল; আর তা হতে তোমরা আহার করে থাকো– (২০) এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা জন্মে সিনাই পর্বতে, এতে উৎপন্ন হয় ভোজনকারীদের জন্য তেল ও ব্যঞ্জন– (২১) এবং তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে, তোমাদেরকে আমি পান করাই ওদের উদরে যা আছে তা থেকে; এবং এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা এবং তোমরা তা হতে ভক্ষণ কর– (২২) এবং তোমরা তাতে এবং নৌযানে আরোহণও করে থাক।

রুকু-২

(২৩) আমি নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট। সে বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে

www.pathagar.com

না? (২৪) তার সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানরা বলেছিল ঃ এ লোক তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাচ্ছে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ফেরেশতা পাঠাতেন; আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদের যমানায় এরূপ ঘটেছে একথা শুনিনি। (২৫) সে তো এক উন্মাদ ব্যক্তি বৈ নয়; সুতরাং এর সম্পর্কে কিছু কাল অপেক্ষা কর। (২৬) নূহ বলেছিল ঃ হে আমার রব! আমাকে সাহায্য করুন। কারণ, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (২৭) অতঃপর আমি তার কাছে অহী করলাম ঃ তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ কর, অতঃপর যখন আমার আদেশ আসবে ও উনূন উথলিয়ে উঠবে (ভূ-পৃষ্ঠ প্লাবিত হবে) তখন উঠিয়ে নিবে প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া স্ত্রী ও পুরুষ এবং তোমার পরিবার -পরিজনকে, তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বল না, তারা তো নিমজ্জিত হবে। (২৮) যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আরোহণ করবে তখন বল ঃ সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌রই যিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন যালিম সম্প্রদায় হতে। (২৯) আর বল ঃ হে আমার রব! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করিয়ে নিন যা হবে কল্যাণকর; আর আপনিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী। (৩০) এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; আমি তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম। (৩১) অতঃপর তাদের পর আমি অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম।

www.pathagar.com

(৩২) এরপর তাদেরই একজনকে তাদের নিকট রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম; সে বলেছিল ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বুদ নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?

রুকু-৩

(৩৩) তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা কুফরী করেছিল ও আখিরাতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছিল এবং যাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ সম্ভার, তারা বলেছিল ঃ এতো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; তোমরা যা আহার কর সেতো তাই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর সেও তাই পান করে। (৩৪) যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের অনুগত্য কর, তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৩৫) সে কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? (৩৬) অসম্ভব, তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব! (৩৭) একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না। (৩৮) সে তো এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করার নই। (৩৯) সে বলল ঃ হে আমার রব! আমাকে সাহায্য করুন; কারণ, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। (৪০) (আল্লাহ্) বললেন ঃ

www.pathagar.com

অচিরেই তারা অনুতপ্ত হবেই। (৪১) অতঃপর সত্য সত্যই এক বিকট শব্দ তাদেরকে আঘাত করল এবং আমি তরঙ্গ তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম; সুতরাং ধ্বংস হয়ে গেল যালিম সম্প্রদায়। (৪২) অতঃপর তাদের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করেছি। (৪৩) কোন জাতিই তার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করতে পারে না আর না পারে বিলম্বিত করতে। (৪৪) অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ করেছি; যখনই কোন জাতির নিকট তাদের রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে; অতঃপর আমি তাদেরকে একের পর এক ধ্বংস করলাম; আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয় করেছি; সুতরাং, ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা! (৪৫) অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা ও তার ভ্রাতা হারূনকে পাঠালাম। (৪৬) ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট; কিন্তু তারা অহংকার করল; তারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়। (৪৭) তারা বলল ঃ আমরা কি এমন দু'ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব যারা আমাদেরই মত এবং যাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে? (৪৮) অতঃপর তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। (৪৯) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম যাতে তারা সৎপথ প্রাপ্ত হয়– (৫০) এবং আমি মারইয়াম তনয় ও তার জননীকে করেছিলাম এক নিদর্শন, তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণবিশিষ্ট উচ্চভূমিতে।

www.pathagar.com

রুকু-৪

(৫১) হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎকর্ম কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত– (৫২) এবং তোমাদের এই যে জাতি, এটা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের রব; অতএব, আমাকে ভয় কর। (৫৩) কিন্তু মানুষ নিজেদের মধ্যে তাদের দ্বীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে; প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট। (৫৪) সুতরাং, কিছুকালের জন্য তাদেরকে স্বীয় বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও। (৫৫) তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্যস্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তা দ্বারা– (৫৬) তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝে না– (৫৭) যারা তাদের রবের ভয়ে সন্ত্রস্ত– (৫৮) যারা তাদের রবের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে– (৫৯) যারা তাদের রবের সাথে শরীক করে না। (৬০) আর যারা তাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে– এ বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে। (৬১) তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয়। (৬২) আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না এবং আমার নিকট আছে এক কিতাব যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি যুল্ম করা হবে না। (৬৩) বরং এ বিষয়ে তাদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এতদ্ব্যতীত আরও কাজ আছে যা তারা করে থাকে। (৬৪) আর আমি

www.pathagar.com

যখন তাদের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদের শাস্তি দ্বারা ধৃত করি, তখনই তারা আর্তনাদ করে উঠে। (৬৫) তাদেরকে বলা হবে ঃ আজ আর্তনাদ কর না, তোমরা আমার সাহায্য পাবে না। (৬৬) আমার আয়াত তো তোমাদের কাছে আবৃত্তি করা হত, কিন্তু তোমরা পিছন ফিরে সরে পড়তে– (৬৭) দম্ভভরে, এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প গুজব করতে। (৬৮) তাহলে কি তারা এই বাণী অনুধাবন করে না? অথচ তাদের নিকট কি এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্ব পুরুষদের নিকট আসেনি? (৬৯) অথচ তারা কি তাদের রাসূলকে চিনে না বলে তাকে অস্বীকার করে? (৭০) অথবা তারা কি বলে যে, সে উন্মাদ? বস্তুতঃ সে তাদের নিকট সত্য এনেছে এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে। (৭১) সত্য যদি তাদের কামনার অনুগামী হত তাহলে বিশৃংখল হয়ে পড়তো আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের মধ্যবর্তী সব কিছুই; পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে দিয়েছি উপদেশ, কিন্তু তারা উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়– (৭২) অথবা তুমি কি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাও? তোমার রবের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিয্‌ক দাতা। (৭৩) তুমি তো তাদেরকে সরল পথে আহবান করছ। (৭৪) যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা তো সরল পথ হতে বিচ্যুত। (৭৫) আমি তাদের উপর দয়া করলেও এবং তাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করলেও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে। (৭৬) আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করলাম, কিন্তু তারা তাদের রবের প্রতি

www.pathagar.com

বিনীত হল না এবং কাতর প্রার্থনাও করল না। (৭৭) অবশেষে যখন আমি তাদের জন্য কঠিন শাস্তির দ্বার খুলে দিই তখনই তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

রুকু-৫

(৭৮) তিনিই তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। (৭৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই নিকট একত্রিত করা হবে। (৮০) তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান আর তাঁরই অধিকারে রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন, তবু কি তোমরা বুঝবে না? (৮১) এতদসত্ত্বেও তারা তাই বলে, যেমন বলেছিল পূর্ববর্তীরা। (৮২) তারা বলে ঃ আমাদের মৃত্যু ঘটলে এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? (৮৩) আমাদেরকে তো এ বিষয়েই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে এবং অতীতে আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও; এটা তো প্রাচীন কালের কল্পকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়। (৮৪) জিজ্ঞেস কর ঃ এ পৃথিবী এবং এতে যা আছে তা কার, যদি তোমরা জান তো বল? (৮৫) তারা বলবে ঃ আল্লাহ্‌র; বল ঃ তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? (৮৬) জিজ্ঞেস কর ঃ কে সপ্তাকাশের রব এবং কে মহান আরশের রব? (৮৭) তারা বলবে ঃ আল্লাহ্। বল ঃ তবু কি তোমরা সাবধান হবে না? (৮৮) জিজ্ঞেস কর ঃ যদি তোমরা জান তাহলে বল ঃ সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে,

www.pathagar.com

যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর উপর আশ্রয়দাতা নেই? (৮৯) তারা বলবে ঃ আল্লাহ্‌র; বল ঃ তবুও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছ? (৯০) বরং আমি তো তাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছি, কিন্তু তারা তো মিথ্যাবাদী। (৯১) আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অপর কোন মা'বুদ নেই; যদি থাকত তাহলে প্রত্যেক মা'বুদ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেতো এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত; তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ্ কত পবিত্র। (৯২) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।

রুকূ-৬

(৯৩) বল ঃ হে আমার রব! যে বিষয়ে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে, তা যদি আপনি আমাকে দেখাতেন- (৯৪) তবে, হে আমার রব! আপনি আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। (৯৫) আমি তাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছি তা আমি তোমাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। (৯৬) মন্দের মোকাবিলা কর যা উত্তম তা দ্বারা; তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। (৯৭) আর বল ঃ হে আমার রব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হতে। (৯৮) হে আমার রব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হতে। (৯৯) যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে ঃ হে আমার রব! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন- (১০০) যাতে আমি সৎকর্ম করতে

www.pathagar.com

পারি যা আমি পূর্বে করিনি; না এটা হবার নয়; এটা তো তার একটা উক্তি মাত্র; তাদের সামনে বার্‌যাখ থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত– (১০১) এবং যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবে না। (১০২) সুতরাং, যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। (১০৩) আর যাদের পাল্লা হাল্‌কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। (১০৪) অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তথায় থাকবে বীভৎস চেহারায়। (১০৫) তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি হত না? অথচ তোমরা ওগুলো অস্বীকার করতে। (১০৬) তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়! (১০৭) হে আমাদের রব! এই অগ্নি হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তাহলে তো আমরা অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী হব। (১০৮) আল্লাহ্ বলবেন ঃ তোরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলিস না। (১০৯) আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত ঃ হে আমাদের রব! আমার ঈমান এনেছি, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের উপর দয়া করুন, আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (১১০) কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল; তোমরা

www.pathagar.com

তো তাদেরকে নিয়ে হাসি ঠাট্টাই করতে। (১১১) আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম। (১১২) তিনি বলবেন ঃ তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে? (১১৩) তারা বলবে ঃ আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন। (১১৪) তিনি বললেন ঃ তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে। (১১৫) তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না? (১১৬) মহিমান্বিত আল্লাহ্ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই; সম্মানিত আরশের তিনিই অধিপতি। (১১৭) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে ডাকে অন্য ইলাহ্কে যার নিকট কোন সনদ নেই; তার হিসাব রয়েছে তার রবের নিকট, নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকাম হবে না। (১১৮) বল ঃ হে আমার রব! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন, দয়ালুদের মধ্যে আপনিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

www.pathagar.com

২৪. সূরা নূর

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৬৪, রুকু-৯

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) এটা একটি সূরা, এটা আমি অবতীর্ণ করেছি এবং এর বিধানকে অবশ্য পালনীয় করেছি, এতে আমি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (২) ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী– নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে একশ' কশাঘাত করবে, আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরী করতে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (৩) ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী অথবা মুশ্‌রিক নারীকে ব্যতীত বিয়ে করে না এবং ব্যভিচারিণীকে ব্যভিচারী অথবা মুশ্‌রিক ব্যতীত কেউ বিয়ে করে না, মু'মিনদের জন্য এদেরকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (৪) যারা সতী-সাধ্বী রমনীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী হাযির করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; তারাই তো সত্যত্যাগী। (৫) তবে যদি এরপর তারা তাওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু– (৬) এবং যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ

www.pathagar.com

আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে আল্লাহ্‌র নামে চার বার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। (৭) আর পঞ্চম বারে বলবে যে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহ্‌র লা'নত। (৮) তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী। (৯) আর পঞ্চমবারে বলবে যে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহ্‌র গযব। (১০) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেত না; এবং আল্লাহ্ তাওবা গ্রহণকারী ও প্রজ্ঞাময়।

রুকু-২

(১১) যারা এই অপবাদ রচনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে কর না; বরং এটা তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর; তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে তাদের কৃত পাপ কর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (১২) এ কথা শোনার পর মু'মিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করেনি এবং বলেনি ঃ এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ। (১৩) তারা কেন এ ব্যাপারে চার জন সাক্ষী হাযির করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী হাযির করেনি, সেই কারণে তারা আল্লাহ্‌র বিধানে

www.pathagar.com

মিথ্যাবাদী। (১৪) দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলেও তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে সেজন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। (১৫) যখন তোমরা লোক মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে, যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে, যদিও আল্লাহ্‌র নিকট ছিল এটা গুরুতর বিষয়– (১৬) এবং তোমরা যখন এটা শ্রবণ করলে তখন কেন বললে না ঃ এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিৎ নয়; আল্লাহ্ পবিত্র, মহান! এটা তো এক গুরুতর অপবাদ! (১৭) আল্লাহ্ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন ঃ তোমরা যদি মু'মিন হও, তাহলে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি কর না। (১৮) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১৯) যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না। (২০) তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেত না এবং আল্লাহ্ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।

রুকু-৩

(২১) হে মু'মিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না; কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়; আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে তোমাদের

www.pathagar.com

কেউই কখনো পবিত্র হতে পারতে না, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (২২) তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তদেরকে এবং আল্লাহ্র পথে যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না; তারা যেন তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে, তাদেরকে ক্ষমা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৩) যারা সাধ্বী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। (২৪) যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের জিহবা, তাদের হস্ত এবং তাদের চরণ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে– (২৫) সেদিন আল্লাহ্ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন এবং তারা জানবে যে, আল্লাহ্ই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক। (২৬) দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য; দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য; লোকে যা বলে এরা তা থেকে পবিত্র; এদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

রুকু-৪

(২৭) হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ

www.pathagar.com

কর না; এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (২৮) যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও তাহলে তাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও তাহলে তোমরা ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। (২৯) যে গৃহে কেউ বাস করে না তাতে তোমাদের জন্য দ্রব্য সামগ্রী থাকলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনো পাপ নেই এবং আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর। (৩০) মু'মিনদেরকে বল ঃ তারা যেন দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; এতে তাদের জন্য উত্তম পবিত্রতা রয়েছে; তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ অবহিত। (৩১) ঈমান আনয়নকারিণী নারীদেরকে বল ঃ তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; তারা যেন যা সাধারণত ঃ প্রকাশমান তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নীপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না ফেলে; হে মু'মিনগণ। তোমরা সবাই আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

www.pathagar.com

(৩২) তোমাদের মধ্যে যারা "আইয়িম" (বিপত্নীক পুরুষ বা বিধবা স্ত্রী) তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও; তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন; আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (৩৩) যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ্ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চাইলে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও; আল্লাহ্ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান করবে; তোমাদের দাসীরা সততা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য কর না আর যে তাদের বাধ্য করে, সেরূপ ক্ষেত্রে তাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৪) আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াত, তোমাদের পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাক্বীদের জন্য দিয়েছি উপদেশ।

রুকু-৫

(৩৫) আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার, যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ; প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ;

www.pathagar.com

এটা প্রজ্জ্বলিত করা হয় পূত-পবিত্র যয়তূন বৃক্ষের তেল দ্বারা যা প্রাচ্যের নয়, প্রতিচ্যেরও নয়, অগ্নি ওকে স্পর্শ না করলেও যেন ওর তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে; আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (৩৬) সেই সব গৃহ, যাকে মর্যাদায় সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। (৩৭) সেই সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয় বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ হতে এবং ছালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে– (৩৮) (তারা আল্লাহ্র মহিমা ঘোষণা করে) যাতে তারা যে সৎকর্ম করে তার জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন; আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। (৩৯) যারা কুফরী করে, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ; পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখবে ওটা কিছু নয়, কিন্তু সে পাবে সেথায় আল্লাহ্কে। অতঃপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দিবেন; আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর। (৪০) অথবা (কাফিরদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে রয়েছে ঘন কালো

www.pathagar.com

মেঘ, একের উপর এক অন্ধকার। তার হাতকে বের করলে সে তা আদৌ দেখতে পায় না। আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দান করেন না, তার জন্য কোন জ্যোতি নেই।

রুকু-৬

(৪১) তুমি কি দেখ না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড্ডীয়মান বিহংগকুল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তারা প্রত্যেকেই জানে তাঁর যোগ্য প্রার্থনা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি এবং তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (৪২) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন। (৪৩) তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে অতঃপর তাদেরকে একত্রিত করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন? অতঃপর তুমি দেখতে পাও, ওর মধ্য হতে নির্গত হয় বারিধারা; আকাশস্থিত শিলাস্তূপ হতে তিনি শিলা বর্ষণ করেন এবং এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার উপর হতে এটা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন; মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টি শক্তি প্রায় কেড়ে নেয়। (৪৪) আল্লাহ্ দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, এতে শিক্ষা রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য। (৪৫) আল্লাহ্ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি হতে, ওদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে এবং কতক দু'পায়ে ভর করে চলে এবং কতক চলে চার পায়ে, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

www.pathagar.com

(৪৬) আমি তো সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। (৪৭) তারা বলে ঃ আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করছি, কিন্তু এরপর একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়; বস্তুতঃ তারা মু'মিন নয়। (৪৮) আর যখন তাদের ফয়সালা করে দেয়ার জন্য আহবান করা হয় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৯) আর সিদ্ধান্ত তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রাসূলের নিকট ছুটে আসে। (৫০) তাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না তারা সংশয় পোষণ করে, না কি তারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি যুল্ম করবেন? বরং তারাই তো যালিম।

রুকু-৭

(৫১) মু'মিনদের উক্তি তো এই, যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহবান করা হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম। আর তারাই তো সফলকাম। (৫২) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে তারাই সফলকাম। (৫৩) তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র শপথ করে বলে, তুমি তাদেরকে আদেশ করলে তারা জিহাদের জন্য বের হবেই; তুমি বল ঃ শপথ কর না, যথার্থ আনুগত্যই কাম্য। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (৫৪) বল ঃ তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর

www.pathagar.com

এবং রাসূলের আনুগত্য কর; অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী; এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে, রাসূলের দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া। (৫৫) তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন; তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন শরীক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী। (৫৬) তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হতে পার। (৫৭) তুমি কাফিরদেরকে পৃথিবীতে প্রবল মনে কর না; তাদের আশ্রয়স্থল অগ্নি; কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম!

রুকু-৮

(৫৮) হে মু'মিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি, তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের ছালাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ এবং এশার

www.pathagar.com

ছালাতের পর। এই তিন সময় তোমাদের দেহ খোলা রাখার সময়; এই তিন সময় ছাড়া অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য ও তাদের জন্য কোন দোষ নেই; তোমাদের একজনকে অপর জনের নিকট তো যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের নিকট তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করেন; আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়– (৫৯) এবং তোমাদের সন্তান সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে তাদের বয়ঃজ্যেষ্ঠদের ন্যায়; এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৬০) আর বৃদ্ধা নারী, যারা বিয়ের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে; তবে এটা হতে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৬১) অন্ধের জন্য দোষ নেই, খোঁড়ার জন্য দোষ নেই আর দোষ নেই রোগীর জন্য এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই আহার করায় নিজেদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভাইদের গৃহে অথবা তোমাদের বোনদের গৃহে অথবা তোমাদের চাচাদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে যার চাবি রয়েছে তোমাদের কাছে অথবা তোমাদের প্রকৃত বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের জন্য কোনো অপরাধ নেই। তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে

www.pathagar.com

তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করবে অভিবাদনস্বরূপ, যা আল্লাহ্‌র নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার।

রুকু-৯

(৬২) তারাই মু'মিন যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে এবং সমষ্টিগত ব্যাপারে রাসূলের সঙ্গে একত্র হলে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তারা সরে পড়ে না; যারা তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে তারাই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী; অতএব তারা তাদের কোন কাজে বাইরে যাবার জন্য তোমার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিবে এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬৩) রাসূলের আহবানকে তোমরা একে অপরের প্রতি আহবানের মত গণ্য কর না; তোমাদের মধ্যে যারা চুপি চুপি সরে পড়ে আল্লাহ্ তাদেরকে জানেন। সুতরাং, যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি। (৬৪) জেনে রেখো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা আল্লাহ্‌রই, তোমরা যাতে ব্যাপৃত তিনি তা জানেন; যেদিন তারা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তারা যা করত; আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

www.pathagar.com

২৫. সূরা ফুরকান

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৭৭, রুকু-৬

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি 'ফুরকান' অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে! (২) যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি; সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে। (৩) আর তারা তাঁর পরিবর্তে মা'বুদরূপে গ্রহণ করেছে অপরকে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং তারা নিজেদের অপকার অথবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না এবং জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখে না। (৪) কাফিররা বলে ঃ এটা মিথ্যা ব্যতীত কিছু নয়, সে এটা উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করেছে; অবশ্যই তারা যুল্‌ম ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। (৫) তারা বলে ঃ এগুলো তো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। (৬) বল ঃ এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য

www.pathagar.com

অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৭) তারা বলে ঃ এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করে? তার কাছে কোন ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হল না যে তার সাথে থাকত সতর্ককারীরূপে? (৮) তাকে ধন ভাণ্ডার দেয়া হয়নি কেন অথবা কেন একটি বাগান দেয়া হল না যা হতে সে আহার সংগ্রহ করতে পারে? সীমালঙ্ঘনকারীরা আরও বলে ঃ তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। (৯) দেখ, তারা তোমার কি উপমা দেয়, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা পথ পাবে না।

রুকু-২

(১০) কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে দিতে পারেন এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তু– উদ্যানসমূহ, যার নিম্নদেশে নদীনালা প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ। (১১) বরং তারা ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করেছে এবং যারা ক্বিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নি। (১২) দূর হতে অগ্নি যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে ওর ক্রুদ্ধ গর্জন ও হুঙ্কার– (১৩) এবং যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা তথায় ধ্বংস কামনা করবে। (১৪) তাদেরকে বলা হবে ঃ আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা কর না, বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা করতে থাক। (১৫) তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ এটাই শ্রেয়, না স্থায়ী জান্নাত, যার

www.pathagar.com

প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাক্বীদেরকে। এটাই তো তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তন স্থল। (১৬) সেথায় তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং তারা স্থায়ী হবে। এ প্রতিশ্রুতি পূরণ তোমার রবেরই দায়িত্ব– (১৭) এবং যেদিন তিনি একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদেরকে তিনি সেদিন জিজ্ঞেস করবেন ঃ তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল? (১৮) তারা বলবে ঃ আপনি পবিত্র ও মহান! আপনার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারি না; আপনিই তো এদেরকে ও এদের পিতৃ-পুরুষদেরকে ভোগ-সম্ভার দিয়েছিলেন; পরিণামে তারা উপদেশ বিস্মৃত হয়েছিল এবং পরিণত হয়েছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে। (১৯) আল্লাহ্ (মুশ্‌রিকদেরকে) বলবেন ঃ তোমরা যা বলতে তারা তা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং, তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না, সাহায্যও পাবে না। তোমাদের মধ্যে যে সীমালঙ্ঘন করবে আমি তাকে মহাশাস্তি আস্বাদ করাবো। (২০) তোমার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সবাই তো আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। হে লোক সকল! আমি তোমাদের মধ্যে একজনকে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা ধৈর্যধারণ করবে কি? তোমার রব সব কিছু দেখেন।

www.pathagar.com

পারা-১৯

রুকু-৩

(২১) যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না তারা বলে ঃ আমাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের রবকে প্রত্যক্ষ করি না কেন? তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমালঙ্ঘন করেছে গুরুতররূপে। (২২) যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে ঃ কোনো বাধা যদি তা আটকে রাখত! (২৩) আমি তাদের কৃত কর্মগুলো বিবেচনা করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। (২৪) সেদিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। (২৫) যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং মালাইকাদেরকে (ফেরেশতাদের) নামিয়ে দেয়া হবে– (২৬) সেদিন প্রকৃত রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহ্‌র এবং কাফিরদের জন্য সেদিন হবে কঠিন। (২৭) যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে ঃ হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম! (২৮) হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! (২৯) আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছার পর; শয়তান তো মানুষের জন্য মহা প্রতারক। (৩০) তখন রাসূল বলবে ঃ হে আমার রব! আমার সম্প্রদায়তো এ কুর'আনকে

www.pathagar.com

পরিত্যাজ্য মনে করেছিল। (৩১) এভাবেই প্রত্যেক নবীর জন্য আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু করেছি। তোমার জন্য তোমার রব পথ প্রদর্শক, সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট। (৩২) কাফিররা বলে ঃ সমগ্র কুর'আন তার নিকট একবারে অবতীর্ণ হল না কেন? এভাবেই অবতীর্ণ করেছি তোমার হৃদয়কে ওটা দ্বারা মযবুত করার জন্য এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করিয়েছি। (৩৩) তারা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করেনি, যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি। (৩৪) যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্র করা হবে, তাদেরই স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট।

রুকু-৪

(৩৫) আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার ভ্রাতা হারুনকে তার সাহায্যকারী করেছিলাম– (৩৬) এবং বলেছিলাম ঃ তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে; অতঃপর আমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম। (৩৭) আর নূহের সম্প্রদায় যখন রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করল তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং তাদেরকে মানবজাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করে রাখলাম; যালিমদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (৩৮) আমি ধ্বংস করেছিলাম আ'দ, ছামূদ, রাস্‌স এবং তাদের অন্তর্বর্তী কালের বহু সম্প্রদায়কেও। (৩৯) আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম আর তাদের সকলকেই আমি

www.pathagar.com

সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম। (৪০) তারা তো সেই জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে যার উপর বর্ষিত হয়েছিল অকল্যাণের বৃষ্টি, তাহলে কি তারা এটা প্রত্যক্ষ করে না? বস্তুতঃ তারা পুনরুত্থানের আশংকা করে না। (৪১) তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে এবং বলে ঃ এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ্ রাসূল করে পাঠিয়েছেন! (৪২) সে তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাদের হতে দূরে সরিয়ে দিত যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতাম; যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা জানবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট। (৪৩) তুমি কি দেখ না তাকে, যে তার কামনা বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার যিম্মাদার হবে? (৪৪) তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ শোনে ও বুঝে? তারা তো পশুরই মত; বরং তারা আরও অধম।

রুকু-৫

(৪৫) তুমি কি তোমার রবের প্রতি লক্ষ্য কর না? কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে এটাকে তো স্থির রাখতে পারতেন; অনন্তর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। (৪৬) অতঃপর আমি একে আমার দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি– (৪৭) এবং তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণস্বরূপ, বিশ্রামের জন্য তোমাদের দিয়েছেন নিদ্রা এবং কাজকর্মের জন্য দিয়েছেন দিবস। (৪৮) তিনিই স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ

www.pathagar.com

করেন এবং আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি– (৪৯) যা দ্বারা আমি মৃত ভূ-খণ্ডকে সঞ্জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টির বহু জীব জন্তু ও মানুষকে তা পান করাই। (৫০) আর আমি এটা তাদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে তারা স্মরণ করে; কিন্তু অধিকাংশ লোক শুধু অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে। (৫১) আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদের জন্য একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম। (৫২) সুতরাং, তুমি কাফিরদের আনুগত্য কর না এবং তুমি কুর'আনের সাহায্যে তাদের সাথে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাও। (৫৩) তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্টি, সুপেয় এবং অপরটি লবণাক্ত, ক্ষার; উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান– (৫৪) এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে; অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তোমার রব সর্ব শক্তিমান। (৫৫) তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে যা তাদের উপকার করতে পারে না, অপকারও করতে পারে না, কাফির তো স্বীয় রবের বিরোধী। (৫৬) আমি তো তোমাকে শুধু সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি। (৫৭) বল ঃ আমি তোমাদের নিকট এজন্য কোন প্রতিদান চাই না, তবে যে ইচ্ছা করে সে তার রবের পথ অবলম্বন করুক। (৫৮) তুমি নির্ভর কর তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। (৫৯) তিনি আকাশমণ্ডলী,

www.pathagar.com

পৃথিবী এবং ওগুলোর মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিবসে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন; তিনিই রহ্‌মান। তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ। (৬০) যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ সিজ্‌দাবনত হও 'রহ্‌মান' এর প্রতি, তখন তারা বলে ঃ রহ্‌মান আবার কে? তুমি কাউকে সিজ্‌দাহ করতে বললেই কি আমরা তাকে সিজ্‌দাহ করব? এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। (সিজ্‌দাহ্‌)

রুকু-৬

(৬১) কত মহান তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র এবং তাতে স্থাপন করেছেন সূর্য ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র! (৬২) এবং যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হতে চায় তাদের জন্য তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি এবং দিবসকে পরস্পরের অনুগামীরূপে। (৬৩) 'রহ্‌মান' এর বান্দা তারাই যারা নম্রভাবে চলাফেরা করে পৃথিবীতে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে ঃ সালাম– (৬৪) এবং তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের রবের উদ্দেশ্যে সিজ্‌দাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে– (৬৫.) এবং তারা বলে ঃ হে আমাদের রব! আমাদের হতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত করুন; ওর শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ। (৬৬) আশ্রয় স্থল ও বসতি হিসেবে ওটা কত নিকৃষ্ট। (৬৭) আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়– (৬৮) এবং তারা আল্লাহ্‌র সাথে

www.pathagar.com

কোন উপাস্যকে ডাকে না; আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না; যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে। (৬৯) ক্বিয়ামত দিবসে তার শাস্তি দ্বিগুন করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়। (৭০) তারা নয়, যারা তাওবা' করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে; আল্লাহ্ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন। পুণ্যের দ্বারা; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৭১) যে ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকর্ম করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র অভিমুখী হয়। (৭২) আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন তারা অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হয় তখন স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে– (৭৩) এবং যারা তাদের রবের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে ওর প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না– (৭৪) আর যারা প্রার্থনা করে ঃ হে আমাদের রব! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন যারা আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদের মুত্তাক্বীদের জন্য আদর্শস্বরূপ করুন। (৭৫) তাদেরকে প্রতিদানস্বরূপ দেয়া হবে জান্নাত, যেহেতু তারা ধৈর্যশীল। তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। (৭৬) সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে, কত উত্তম সেখানে অবস্থান ও আবাসস্থল হিসেবে। (৭৭) বল ঃ তোমরা আমার রবকে না ডাকলে তাঁর কিছু আসে যায় না; তোমরা অস্বীকার করেছ, ফলে অচিরেই নেমে আসবে অপরিহার্য শাস্তি।

www.pathagar.com

২৬. সূরা শু'আরা

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-২২৭, রুকু-১১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) তা-সীন-মীম-। (২) এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (৩) তারা মু'মিন হচ্ছে না বলে তুমি হয়তো মনোকষ্টে আত্মবিনাসী হয়ে পড়বে। (৪) আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতাম, ফলে তাদের গ্রীবা ওর প্রতি নত হয়ে পড়ত। (৫) যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট হতে কোন নতুন উপদেশ আসে তখনই তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) তারা তো মিথ্যা জেনেছে, সুতরাং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তার প্রকৃত বার্তা তাদের নিকট শীঘ্রই এসে পড়বে। (৭) তারা কি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করে না? আমি তাতে প্রত্যেক প্রকারের কত উৎকৃষ্ট জিনিস উদগত করেছি। (৮) নিশ্চয়ই তাতে আছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। (৯) তোমার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

রুকু-২

(১০) স্মরণ কর, যখন তোমার রব মূসাকে ডেকে বললেন ঃ তুমি যালিম সম্প্রদায়ের নিকট চলে যাও– (১১) ফিরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট; তারা কি ভয় করে না? (১২) তখন সে বলেছিল ঃ হে আমার

www.pathagar.com

রব! আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে অস্বীকার করবে– (১৩) এবং আমার হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়ছে আর আমার জিহবা তো সাবলীল নয়, সুতরাং হারূনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠান। (১৪) আমার বিরুদ্ধে তো তাদের এক অভিযোগ রয়েছে, আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (১৫) আল্লাহ্ বললেন ঃ না কখনই নয়, অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি শ্রবণকারী। (১৬) অতএব, তোমরা উভয়ে ফিরাউনের নিকট যাও এবং বল– আমরা তো জগতসমূহের রবের রাসূল। (১৭) আমাদের সাথে যেতে দাও বানী ইসরাঈলকে। (১৮) ফিরাউন বলল ঃ আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে লালন পালন করিনি? এবং তুমি তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ। (১৯) তুমি তো তোমার কর্ম যা করার তা করেছ; তুমি অকৃতজ্ঞ। (২০) মূসা বলল ঃ আমি তো এটা করেছিলাম তখন, যখন আমি অজ্ঞ ছিলাম। (২১) অতঃপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম, তখন আমি তোমাদের নিকট হতে পালিয়ে গিয়েছিলাম; অতঃপর আমার রব আমাকে জ্ঞান দান করেছেন এবং আমাকে রাসূল করেছেন। (২২) আর আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছ তা তো এই যে, তুমি বানী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছ। (২৩) ফিরাউন বলল ঃ জগতসমূহের রব আবার কি? (২৪) মূসা বলল ঃ তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। (২৫) ফিরাউন তার

www.pathagar.com

পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বলল ঃ তোমরা শুনেছ তো! (২৬) মূসা বলল ঃ তিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও রব। (২৭) ফিরাউন বলল ঃ তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূলটি তো নিশ্চয়ই পাগল। (২৮) মূসা বলল ঃ তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রব, যদি তোমরা বুঝতে। (২৯) ফিরাউন বলল ঃ তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে মা'বুদরূপে গ্রহণ কর তাহলে আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব। (৩০) মূসা বলল ঃ আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোন নিদর্শন আনয়ন করলেও? (৩১) ফিরাউন বলল ঃ তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে তা উপস্থিত কর। (৩২) অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলে তৎক্ষণাৎ তা এক সুস্পষ্ট অজগর হল। (৩৩) আর মূসা হাত বের করল, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল।

রুকু-৩

(৩৪) ফিরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল ঃ এতো এক সুদক্ষ যাদুকর। (৩৫) এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে তার যাদুবলে বহিষ্কার করতে চায়! এখন তোমরা কি করতে বল? (৩৬) তারা বলল ঃ তাকে ও তার ভ্রাতাকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও এবং নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও– (৩৭) যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে। (৩৮) অতঃপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদেরকে একত্রিত করা হল। (৩৯) আর লোকদেরকে বলা হল ঃ

www.pathagar.com

তোমরাও সমবেত হচ্ছ কি? (৪০) যেন আমরা যাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি তারা বিজয়ী হয়। (৪১) অতঃপর যাদুকররা এসে ফিরাউনকে বলল ঃ আমরা যদি বিজয়ী হই তাহলে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো? (৪২) ফিরাউন বলল ঃ হ্যাঁ, তখন তোমরা অবশ্যই আমার নিকটজনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৪৩) মূসা তাদেরকে বলল ঃ তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ কর। (৪৪) অতঃপর তারা তাদের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তারা বলল ঃ ফিরাউনের শপথ! আমরাই বিজয়ী হব। (৪৫) অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল; সহসা ওটা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগলো। (৪৬) তখন যাদুকররা সিজদাবনত হয়ে পড়ল। (৪৭) তারা বলল ঃ আমরা ঈমান আনয়ন করলাম জগতসমূহের রবের প্রতি। (৪৮) যিনি মূসা ও হারূনেরও রব। (৪৯) ফিরাউন বলল ঃ আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা তাতে বিশ্বাস করলে? এই তো তোমাদের প্রধান যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে; শীঘ্রই তোমরা এর পরিণাম জানবে; আমি অবশ্যই তোমাদের হাত এবং তোমাদের পা বিপরীত দিক হতে কর্তন করব এবং তোমাদের সবাইকে শূলবিদ্ধ করবই। (৫০) তারা বলল ঃ কোন ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করব।

রুকু-৪

(৫১) আমরা আশা করি যে, আমাদের রব আমাদের অপরাধ মার্জনা করবেন, কারণ আমরা মু'মিনদের মধ্যে অগ্রণী। (৫২) আমি মূসার

www.pathagar.com

প্রতি অহী করেছিলাম এ মর্মে ঃ আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রজনীযোগে বহির্গত হও; তোমাদের তো পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (৫৩) অতঃপর ফিরাউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠাল– (৫৪) এই বলে ঃ এরা তো ক্ষুদ্র একটি দল। (৫৫) তারা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে– (৫৬) এবং আমরা তো সদা সতর্ক একদল। (৫৭) পরিণামে আমি ফিরাউন গোষ্ঠিকে বহিষ্কৃত করলাম তাদের উদ্যান-রাজি ও প্রস্রবণ হতে– (৫৮) এবং ধন-ভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হতে। (৫৯) এরূপই ঘটেছিল এবং বানী ইসরাঈলকে আমি করেছিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী। (৬০) তারা সূর্যোদয় কালে তাদের পশ্চাতে এসে পড়ল। (৬১) অতঃপর যখন দু'দল পরস্পরকে দেখল তখন মূসার সঙ্গীরা বলল ঃ আমরা তো ধরা পড়ে যাচ্ছি! (৬২) মূসা বলল ঃ কিছুতেই নয়। আমার সঙ্গে আছেন আমার রব; সত্বর তিনি আমাকে পথ নির্দেশ করবেন। (৬৩) অতঃপর আমি মূসার প্রতি অহী করলাম ঃ তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর, ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হয়ে গেল। (৬৪) আমি সেথায় উপনীত করলাম অপর দলটিকে– (৬৫) এবং আমি উদ্ধার করলাম মূসা ও তার সঙ্গী সকলকে। (৬৬) তৎপর নিমজ্জিত করলাম অপর দলটিকে। (৬৭) এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়– (৬৮) এবং তোমার রব– তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

www.pathagar.com

রুকু-৫

(৬৯) তাদের নিকট ইব্রাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। (৭০) সে যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা কিসের ইবাদত কর? (৭১) তারা বলল ঃ আমরা মূর্তির পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সাথে তাদের পূজায় রত থাকব। (৭২) সে বলল ঃ তোমরা প্রার্থনা করলে তারা কি শোনে? (৭৩) অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে? (৭৪) তারা বলল ঃ না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এরূপই করতে দেখেছি। (৭৫) সে বলল ঃ তোমরা কি তার সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ যার পূজা করছ– (৭৬) তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা? (৭৭) তারা সবাই আমার শত্রু, জগতসমূহের রব ব্যতীত। (৭৮) তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। (৭৯) তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়– (৮০) এবং অসুস্থ হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। (৮১) আর তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন অতঃপর আমাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন– (৮২) এবং আশা করি, তিনি ক্বিয়ামত দিবসে আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করে দিবেন। (৮৩) হে আমার রব! আমাকে জ্ঞান দান করুন এবং সৎ কর্মপরায়ণদের সাথে আমাকে মিলিত করুন। (৮৪) আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী করুন। (৮৫) এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন! (৮৬) আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, সে তো পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত– (৮৭) এবং আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না পুনরুত্থান দিবসে।

www.pathagar.com

(৮৮) যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। (৮৯) সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহ্‌র নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে। (৯০) মুত্তাক্বীদের নিকটবর্তী করা হবে জান্নাত। (৯১ আর পথভ্রষ্টদের জন্য উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম। (৯২) তাদেরকে বলা হবে ঃ তারা কোথায়, তোমরা যাদের ইবাদত করতে– (৯৩) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম? (৯৪) অতঃপর তাদেরকে ও পথভ্রষ্টদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে– (৯৫) এবং ইবলিস বাহিনীর সবাইকেও। (৯৬) তারা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে– (৯৭) আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম– (৯৮) যখন আমরা তোমাদেরকে জগতসমূহের রবের সমকক্ষ মনে করতাম। (৯৯) আমাদেরকে দুষ্কৃতকারীরাই বিভ্রান্ত করেছিল। (১০০) পরিণামে, আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই। (১০১) কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই। (১০২) হায়, যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটত তাহলে আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (১০৩) এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ মু'মিন নয়। (১০৪) তোমার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

রুকু-৬

(১০৫) নূহের সম্প্রদায় রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। (১০৬) যখন তাদের ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি সাবধান

www.pathagar.com

হবে না? (১০৭) আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। (১০৮) অতএব, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১০৯) আমি তোমাদের নিকট এজন্য কোন প্রতিদান চাই না; আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের রবের নিকটই রয়েছে। (১১০) সুতরাং, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১১১) তারা বলল ঃ আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ ইতর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে? (১১২) নূহ্ বলল ঃ তারা কি কাজ করছে তা জানা আমার কি দরকার? (১১৩) তাদের হিসাব গ্রহণ তো আমার রবেরই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে। (১১৪) মু'মিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়। (১১৫) আমি তো শুধু একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। (১১৬) তারা বলল ঃ হে নূহ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তাহলে তুমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে নিহতদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (১১৭) নূহ বলল ঃ হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অস্বীকার করছে। (১১৮) সুতরাং, আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সাথে যে সব মু'মিন রয়েছে তাদেরকে রক্ষা করুন। (১১৯) অতঃপর আমি তাকে ও তার সঙ্গে যারা ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম বোঝাই করা নৌ-যানে। (১২০) অতঃপর অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জিত করলাম। (১২১) এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়– (১২২) এবং তোমার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, দয়ালু।

www.pathagar.com

রুকু-৭

(১২৩) আ'দ সম্প্রদায় রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল। (১২৪) যখন তাদের ভ্রাতা হূদ তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি সাবধান হবে না? (১২৫) আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। (১২৬) অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১২৭) আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের রবের নিকট রয়েছে। (১২৮) তোমরা কি প্রতিটি উচ্চ স্থানে নিরর্থক স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করছ? (১২৯) আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ এই মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে? (১৩০) এবং যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হেনে থাক কঠোরভাবে। (১৩১) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৩২) ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সেই সমুদয় জ্ঞান যা তোমরা জান। (১৩৩) তোমাদের দিয়েছেন পশু-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। (১৩৪) উদ্যান ও প্রস্রবণ। (১৩৫) আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি মহা দিবসের শাস্তির। (১৩৬) তারা বলল ঃ তুমি উপদেশ দাও অথবা না দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান। (১৩৭) এটা তো পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব। (১৩৮) আমরা শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত নই। (১৩৯) অতঃপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল এবং আমি তাদের ধ্বংস করলাম, এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়- (১৪০) এবং তোমার রব পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

www.pathagar.com

রুকু-৮

(১৪১) ছামূদ সম্প্রদায় রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল। (১৪২) যখন তাদের ভ্রাতা ছালেহ্ তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি সাবধান হবে না? (১৪৩) আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। (১৪৪) অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৪৫) আমি তোমাদের নিকট এজন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের রবের নিকটই রয়েছে। (১৪৬) তোমাদেরকে কি এ জগতের ভোগ বিলাসের মধ্যে নিরাপদে ছেড়ে দেয়া হবে– (১৪৭) উদ্যানে, প্রস্রবণে– (১৪৮) ও শস্যক্ষেত্রে এবং সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খর্জুর বাগানে? (১৪৯) তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করেছ। (১৫০) তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর– (১৫১) এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের আদেশ মান্য কর না– (১৫২) যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না– (১৫৩) তারা বলল ঃ তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্যতম। (১৫৪) তুমি তো আমাদের মত একজন মানুষ, কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে একটি নিদর্শন উপস্থিত কর। (১৫৫) ছালেহ্ বলল ঃ এই যে উষ্ট্রী, এর জন্য রয়েছে পানি পানের এবং তোমাদের জন্য রয়েছে পানি পানের পালা, নির্ধারিত এক এক দিনে– (১৫৬) এবং তোমরা ওর কোন অনিষ্ট সাধন কর না; তাহলে মহা দিবসের শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে। (১৫৭) কিন্তু তারা

www.pathagar.com

ওকে বধ করলো, পরিণামে তারা অনুতপ্ত হল। (১৫৮) অতঃপর শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল; এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। (১৫৯) তোমার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

রুকু-৯

(১৬০) লূতের সম্প্রদায় রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল। (১৬১) যখন তাদের ভ্রাতা লূত তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি সাবধান হবে না? (১৬২) আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। (১৬৩) সুতরাং, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৬৪) আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের রবের নিকটই রয়েছে। (১৬৫) সৃষ্টির মধ্যে তোমরা কি শুধু পুরুষের সাথেই উপগত হবে? (১৬৬) আর তোমাদের রব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাক, বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। (১৬৭) তারা বলল ঃ হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তাহলে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে। (১৬৮) লূত বলল ঃ আমি তোমাদের এ কাজকে ঘৃণা করি। (১৬৯) হে আমার রব! আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে, তারা যা করে তা হতে রক্ষা কর। (১৭০) অতঃপর আমি তাকে এবং তার পরিবার পরিজনের সবাইকে রক্ষা করলাম– (১৭১) এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল পশ্চাতে

www.pathagar.com

অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (১৭২) অতঃপর অন্যদেরকে ধ্বংস করলাম। (১৭৩) তাদের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম এবং ভীতি প্রদর্শনের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট। (১৭৪) এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। (১৭৫) তোমার রব, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

রুকু-১০

(১৭৬) আয়কাবাসীরা (শু'আইব সম্প্রদায়) রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল– (১৭৭) যখন শু'আইব তাদেরকে বলেছিল ঃ তোমরা কি সাবধান হবে না? (১৭৮) আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল। (১৭৯) সুতরাং, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৮০) আমি তোমাদের নিকট এজন্য কোন প্রতিদান চাই না; আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের রবের নিকটই রয়েছে। (১৮১) তোমরা মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিবে; যারা মাপে ঘাটতি করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না– (১৮২) এবং তোমরা ওযন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়। (১৮৩) লোকদেরকে তাদের পাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না– (১৮৪) এবং তোমরা ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। (১৮৫) তারা বলল ঃ তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। (১৮৬) তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ আমরা মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। (১৮৭) তুমি যদি সত্যবাদী হও,

www.pathagar.com

তাহলে আকাশের একটি আমাদের উপর ফেলে দাও। (১৮৮) সে বলল ঃ আমার রব ভাল জানেন, যা তোমরা কর। (১৮৯) অতঃপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল, পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি গ্রাস করল; এটা তো ছিল এক ভীষণ দিবসের শাস্তি। (১৯০) এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। (১৯১) তোমার রব তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

রুকু-১১

(১৯২) নিশ্চয়ই ওটা (আল কুর'আন) জগতসমূহের রব হতে অবতারিত। (১৯৩) জিবরাঈল এটা নিয়ে অবতরণ করেছে– (১৯৪) তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। (১৯৫) অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। (১৯৬) পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ রয়েছে। (১৯৭) বানী ইসরাঈলের পণ্ডিতরা এটা অবগত আছে– এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন নয়? (১৯৮) আমি যদি এটা কোন আজমীর (ভিন্নভাষী) প্রতি অবতীর্ণ করতাম– (১৯৯) এবং ওটা সে তাদের নিকট পাঠ করত তাহলেও তারা তাতে ঈমান আনত না। (২০০) এভাবে আমি গুনাহ্গারদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি। (২০১) তারা এতে ঈমান আনবে না; যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (২০২) অতঃপর এটা তাদের নিকট এসে পড়বে আকস্মিকভাবে, তারা কিছুই বুঝতে পারবে না। (২০৩) তখন তারা বলবে ঃ আমাদেরকে কি অবকাশ দেয়া

www.pathagar.com

হবে? (২০৪) তারা কি তাহলে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়? (২০৫) তুমি চিন্তা করে দেখ, যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দিই। (২০৬) অতঃপর তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে। (২০৭) তখন তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাদের কোন কাজে আসবে কি? (২০৮) আমি এমন কোন জনপদ ধ্বংস করিনি, যার জন্য সতর্ককারী ছিল না। (২০৯) এটা উপদেশস্বরূপ আর আমি অন্যায়কারী নই। (২১০) শয়তানরা কুরআন অবতীর্ণ করেনি। (২১১) তারা এ কাজের যোগ্য নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না। (২১২) তাদেরকে তো শ্রবণের সুযোগ হতে দূরে রাখা হয়েছে। (২১৩) অতএব, তুমি অন্য কোন মা'বুদকে আল্লাহ্‌র সাথে ডেকো না, তাহলে তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (২১৪) তোমার নিকটতম আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও– (২১৫) এবং যারা তোমার অনুসরণ করে, সেই সব মু'মিনের প্রতি বিনয়ী হও। (২১৬) তারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে তাহলে তুমি বল ঃ তোমরা যা কর তার জন্য আমি দায়ী নই। (২১৭) তুমি নির্ভর কর, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র উপর। (২১৮) যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দণ্ডায়মান হও (ছালাতের জন্য)– (২১৯) এবং দেখেন সিজ্‌দাকারীদের সাথে তোমার উঠা বসা। (২২০) তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (২২১) তোমাদেরকে কি জানাব, কার নিকট শয়তানরা অবতীর্ণ হয়? (২২২) তারা তো

www.pathagar.com

অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোরমিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। (২২৩) তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী– (২২৪) এবং কবিদের অনুসরণ করে তারা, যারা বিভ্রান্ত। (২২৫) তুমি কি দেখ না, তারা বিভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? (২২৬) এবং যা তারা করে না, তা বলে। (২২৭) কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে এবং আল্লাহ্‌কে বার বার স্মরণ করে ও কেবলমাত্র অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্য স্থল কোথায়।

www.pathagar.com

২৭. সূরা নাম্‌ল

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৯৩, রুকু-৭

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) ত্বা-সীন-এগুলো আয়াত আল-কুর'আনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের। (২) পথ নির্দেশ ও সুসংবাদ মু'মিনদের জন্য। (৩) যারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান আর যারা আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী। (৪) যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে আমি শোভন করেছি, ফলে তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়। (৫) এদেরই জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং এরাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (৬) নিশ্চয়ই তোমাকে আল-কুর'আন দেয়া হয়েছে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের নিকট হতে। (৭) স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন মূসা তার পরিবারবর্গকে বলেছিল ঃ আমি আগুন দেখেছি, সত্বর আমি সেথা হতে তোমাদের জন্য কোন খবর আনব অথবা তোমাদের জন্য আনব জলন্তর অঙ্গার, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। (৮) অতঃপর সে যখন ওর নিকট আসল, তখন ঘোষিত হল ঃ ধন্য সেই ব্যক্তি যে আছে এই অগ্নির মধ্যে এবং যারা আছে ওর চতুষ্পার্শ্বে। জগতসমূহের রব আল্লাহ্‌, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৯) হে মূসা! আমি তো আল্লাহ্‌, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১০) তুমি

www.pathagar.com

তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর, অতঃপর যখন সে ওটাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখল, তখন সে পেছনের দিকে ছুটতে লাগল এবং ফিরেও তাকাল না। বলা হল ঃ হে মূসা! ভীত হয়ো না, নিশ্চয়ই আমি এমন, আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণ ভয় পায় না। (১১) তবে যারা যুল্‌ম করার পর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে, তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১২) তোমার হাত, তোমার বক্ষপার্শ্বে বস্ত্রের মধ্যে বগলে প্রবেশ করাও; এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্দোষ হয়ে; এটা ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত; তারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। (১৩) অতঃপর যখন তাদের নিকট আমার স্পষ্ট আয়াত আসল তখন তারা বলল ঃ এটা তো সুস্পষ্ট যাদু। (১৪) তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর ঐগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল!

রুকু-২

(১৫) আমি অবশ্যই দাউদকে ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তারা বলেছিল ঃ প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু মু'মিন বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (১৬) সুলাইমান হয়েছিল দাউদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলেছিল ঃ হে লোক সকল! আমাকে পক্ষীকুলের ভাষা বুঝবার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সব কিছু প্রদান করা হয়েছে; এটা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।

www.pathagar.com

(১৭) সুলাইমানের সামনে সমবেত করা হল তার বাহিনীকে, জ্বিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করা হল বিভিন্ন ব্যূহে। (১৮) যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছলো, তখন এক পিপীলিকা বলল ঃ হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন সুলাইমান এবং তার বাহিনী! তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে। (১৯) সুলাইমান ওর উক্তিতে মৃদু হাস্য করল এবং বলল ঃ হে আমার রব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন সেজন্য এবং যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন এবং আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎ কর্মপরায়ণ বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত করুন! (২০) সুলাইমান পক্ষীকুলের সন্ধান নিল এবং বলল ঃ ব্যাপার কি, হুদহুদকে দেখছি না যে! সে অনুপস্থিত না কি? (২১) সে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে না পারলে আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা যবেহ্ করব। (২২) অনতিবিলম্বে হুদহুদ এসে পড়ল এবং বলল ঃ আপনি যা অবগত নন আমি তা অবগত হয়েছি এবং 'সাবা' হতে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি। (২৩) আমি এক নারীকে দেখলাম যে তাদের উপর রাজত্ব করছে; তাকে সব কিছু দেয়া হয়েছে; এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। (২৪) আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজ্‌দা করছে; শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করেছে এবং

www.pathagar.com

তাদেরকে সৎপথ হতে নিবৃত্ত করেছে; ফলে তারা সৎপথ প্রাপ্ত হয় না– (২৫) তারা নিবৃত্ত রয়েছে আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা করা হতে, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন এবং যিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। (২৬) আল্লাহ্‌ তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি মহান রব (অধিপতি)। (সিজ্‌দাহ্‌) (২৭) সুলাইমান বলল ঃ আমি দেখব, তুমি সত্য বলছ, না কি তুমি মিথ্যাবাদী? (২৮) তুমি যাও আমার এ পত্র নিয়ে এবং এটা তাদের নিকট অর্পণ কর; অতঃপর তাদের নিকট হতে দূরে সরে থাক এবং লক্ষ্য কর তাদের প্রতিক্রিয়া কি? (২৯) সেই নারী (বিলকিস) বলল ঃ হে পারিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে। (৩০) এটা সুলাইমানের নিকট হতে এবং এটা এই ঃ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। (৩১) অহ্‌মিকা বশে আমাকে অমান্য কর না এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট উপস্থিত হও।

রুকু-৩

(৩২) সেই নারী বলল ঃ হে পারিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও; আমি যা সিদ্ধান্ত নিই তা তো তোমাদের উপস্থিতিতেই নিই। (৩৩) তারা বলল ঃ আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। কি আদেশ করবেন তা আপনি ভেবে দেখুন। (৩৪) সে বলল ঃ রাজা-বাদশাহ্‌রা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তা বিপর্যস্ত করে দেয় এবং

www.pathagar.com

সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদস্ত করে; এরাও এমনই করবে। (৩৫) আমি তাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাচ্ছি; দেখি দূতেরা কি বার্তা নিয়ে ফিরে আসে। (৩৬) অতঃপর যখন দূত সুলাইমানের নিকট আসল তখন সুলাইমান বলল ঃ তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করছ? আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা হতে উৎকৃষ্ট। অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে আনন্দ বোধ করছ। (৩৭) তাদের নিকট ফিরে যাও, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসব এক সৈন্যবাহিনী যা মোকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে তথা হতে বহিষ্কার করব লাঞ্ছিতভাবে এবং তারা হবে অপমানিত। (৩৮) সুলাইমান আরও বলল ঃ হে আমার পারিষদবর্গ! তারা আমার নিকট এসে আত্মসমর্পণ করার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে? (৩৯) এক শক্তিশালী জিন বলল ঃ আপনি আপনার স্থান হতে উঠার পূর্বে আমি ওটা আপনার নিকট এনে দিব এবং এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত। (৪০) কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল ঃ আপনি চক্ষুর পলক ফেলার পূর্বেই আমি ওটা আপনাকে এনে দিব। সুলাইমান যখন ওটা সামনে রক্ষিত অবস্থায় দেখল তখন সে বলল ঃ এটা আমার রবের অনুগ্রহ যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ; যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তা করে তার নিজের কল্যাণের জন্য এবং

www.pathagar.com

যে অকৃতজ্ঞ হয় সে জেনে রাখুক যে, আমার রব অভাবমুক্ত, মহানুভব। (৪১) সুলাইমান বলল ঃ তার সিংহাসনের আকৃতি বদলে দাও; দেখি সে সঠিক দিশা পায়, না কি সে বিভ্রান্তের অন্তর্ভুক্ত হয়। (৪২) ঐ নারী (বিলকিস) যখন আসল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল ঃ এটা তো যেন ওটাই; আমাদেরকে ইতোপূর্বেই সমস্ত কিছু জ্ঞাত করা হয়েছে এবং আমরা আত্মসমর্পণও করেছি। (৪৩) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে (রাণী বিলকিস) যার পূজা করত সেই তাকে সত্য হতে নিবৃত্ত করেছিল, সে ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। (৪৪) তাকে বলা হল ঃ এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে ওটা দেখল তখন সে ওটাকে এক স্বচ্ছ জলাশয় মনে করল এবং সে তার উভয় পায়ের গোছা অনাবৃত করল। সুলাইমান বলল ঃ এ তো স্বচ্ছ স্ফটিক মণ্ডিত প্রাসাদ। সেই নারী বলল ঃ হে আমার রব! আমি তো নিজের প্রতি যুল্‌ম করেছিলাম, আমি সুলাইমানের সাথে জগতসমূহের রব আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করছি।

রুকু-৪

(৪৫) আমি ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভ্রাতা ছালেহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, কিন্তু তারা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হল। (৪৬) সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে

www.pathagar.com

চাচ্ছ? কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছ না, যাতে তোমরা অনুগ্রহ ভাজন হতে পার? (৪৭) তারা বলল ঃ তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি; ছালেহ্ বলল ঃ তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে, বস্তুতঃ তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। (৪৮) আর সেই শহরে ছিল এমন নয়জন ব্যক্তি, যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং সৎকর্ম করত না। (৪৯) তারা বলল ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ গ্রহণ কর– আমরা রাত্রিকালে তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করব অতঃপর তার অভিভাবককে নিশ্চিত বলব ঃ তার পরিবার পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি; আমরা অবশ্যই সত্যবাদী। (৫০) তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি।

রুকু-৫

(৫১) অতএব দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে– আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। (৫২) এই তো তাদের ঘরবাড়ী– সীমালঙ্ঘন হেতু যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে; এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে– (৫৩) এবং যারা মু'মিন ও মুত্তাক্বী ছিল তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি। (৫৪) স্মরণ কর লূতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা জেনে শুনে কেন অশ্লীল কাজ করছ? (৫৫) তোমরা কি

www.pathagar.com

কাম-তৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে আসক্ত হবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়। (৫৬) উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল ঃ লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিষ্কৃত কর, এরা তো এমন লোক যারা পাক পবিত্র সাজতে চায়। (৫৭) অতঃপর তাকে ও তার পরিজনবর্গকে আমি উদ্ধার করলাম, তার স্ত্রী ব্যতীত, তাকে করেছিলাম ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (৫৮) তাদের উপর ভয়ঙ্কর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম; যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত মারাত্মক। (৫৯) বল ঃ প্রশংসা আল্লাহ্‌রই এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি; শ্রেষ্ঠ কে? আল্লাহ্‌, না তারা যাদেরকে শরীক করে তারা?

www.pathagar.com

পারা-২০

(৬০) বরং তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর আমি তা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, তার বৃক্ষাদি উদ্গাত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন মা'বুদ আছে কি? তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য হতে বিচ্যুত। (৬১) বল তো, কে পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং ওর মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদ-নদী এবং তাকে স্থির রাখার জন্য স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই সমুদ্রের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়; আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন মা'বুদ আছে কি? তবুও তাদের অনেকেই জানে না। (৬২) কে আর্তের আহবানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন? আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন মা'বুদ আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাকো। (৬৩) কে তোমাদেরকে স্থলে ও পানির অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং কে স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন মা'বুদ আছে কি? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ্ তা হতে বহু উর্ধ্বে। (৬৪) বল তো, কে আদিতে সৃষ্টি করেন অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি করবেন এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ দান করেন। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন মা'বুদ আছে কি? বল ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।

www.pathagar.com

(৬৫) বল ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না তারা কখন পুনরুত্থিত হবে। (৬৬) বরং আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়েছে; তারা তো এ বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে, বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ।

রুকু-৬

(৬৭) কাফিররা বলে ঃ আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষরা মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? (৬৮) এ বিষয়ে তো আমাদেরকে এবং পূর্ব পুরুষদেরকেও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। এটা তো পূর্ববর্তী উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়। (৬৯) বল ঃ পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে। (৭০) তাদের সম্পর্কে তুমি দুঃখ কর না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুণ্ন হইও না। (৭১) তারা বলে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল, কখন এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে? (৭২) বল ঃ তোমরা যে বিষয়ে ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ সম্ভবতঃ তার কিছু তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে। (৭৩) নিশ্চয়ই তোমার রব মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। (৭৪) তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে তা তোমার রব অবশ্যই জানেন। (৭৫) আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। (৭৬) বানী ইসরাঈল যে সমস্ত বিষয়ে মতভেদ করে, এই কুর'আন তার অধিকাংশ তাদের নিকট বিবৃত করে। (৭৭) আর নিশ্চয়ই এটা মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।

www.pathagar.com

(৭৮) তোমার রব নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। (৭৯) অতএব আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর; তুমি তো স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত। (৮০) মৃতকে তো তুমি কথা শুনাতে পারবে না, বধিরকেও পারবে না, যখন তোমার আহবান তারা শুনে, তখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়। (৮১) তুমি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা হতে পথে আনতে পারবে না। তুমি শুনাতে পারবে শুধু তাদেরকে যারা বিশ্বাস করে। আর তারাই আত্মসমর্পণকারী। (৮২) যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের উপর এসে যাবে, তখন আমি মৃত্তিকা গহবর হতে বের করব এক জীব, যা তাদের সাথে কথা বলবে, এজন্য যে মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী।

রুকু-৭

(৮৩) স্মরণ কর সেই দিনের কথা, যেদিন আমি সমবেত করবো প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে এক একটি দলকে, যারা আমার নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করতো এবং তাদেরকে সারিবদ্ধ করা হবে। (৮৪) যখন তারা সমাগত হবে, তখন (আল্লাহ্ তাদেরকে) বলবেন ঃ তোমরা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে, অথচ ওটা তোমরা জ্ঞানায়ত্ত করতে পারনি? না তোমরা অন্য কিছু করছিলে? (৮৫) সীমালঙ্ঘন হেতু তাদের উপর ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে; ফলে তারা কিছুই বলতে পারবে না। (৮৬) তারা কি অনুধাবন করে না যে, আমি রাত্রি সৃষ্টি করেছি তাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিবসকে করেছি আলোকপ্রদ? এতে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। (৮৭) আর

www.pathagar.com

যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন আল্লাহ্ যাদেরকে চান, তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবাই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সবাই তাঁর নিকট আসবে বিনীত অবস্থায়। (৮৮) তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করছো, কিন্তু সেদিন এগুলো হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় চলমান, এটা আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি-নৈপুণ্য, যিনি সব কিছুকে করেছেন সুষম। তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত। (৮৯) যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পাবে এবং সেদিন তারা শংকা হতে নিরাপদ থাকবে। (৯০) আর যে কেউ অসৎকর্ম নিয়ে আসবে, তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে অগ্নিতে (এবং তাদেরকে বলা হবে ঃ) তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে। (৯১) আমি তো আদিষ্ট হয়েছি এই নগরীর রবের ইবাদত করতে, যিনি একে করেছেন সম্মানিত। সব কিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই। (৯২) আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি কুর'আন আবৃত্তি করতে, অতঃপর যে ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে, সে তো অনুসরণ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং কেউ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করলে তুমি বল ঃ আমি তো শুধু সতর্ককারীদের মধ্যে একজন। (৯৩) আর বল ঃ প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, তিনি তোমাদেরকে সত্বর দেখাবেন তাঁর নিদর্শন, তখন তোমরা তো বুঝতে পারবে। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার রব গাফিল নন।

www.pathagar.com

২৮. সূরা ক্বছাছ

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৮৮, রুকূ-৯

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) ত্ব-সীন-মীম-। (২) এ আয়াতগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের। (৩) আমি তোমার নিকট মূসা ও ফিরাউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি, মু'মিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। (৪) নিশ্চয়ই ফিরাউন তার দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল, তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করতো এবং নারীদেরকে সে জীবিত রাখতো। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। (৫) আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে; তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে– (৬) আর তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ফিরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে যা তাদের নিকট থেকে তারা আশংকা করতো। (৭) মূসা-জননীর অন্তরে আমি ইংগিতে নির্দেশ করলাম ঃ শিশুটিকে তুমি স্তন্য দান করতে থাকো; যখন তুমি তার সম্পর্কে কোন আশংকা করবে তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করো না, দুঃখ কর না; আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দেব

www.pathagar.com

এবং তাকে রাসূলদের একজন করবো। (৮) অতঃপর ফিরাউনের লোকজন তাকে কুড়িয়ে নিল। এর পরিণাম তো এই ছিল যে, সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে। ফিরাউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী। (৯) ফিরাউনের স্ত্রী বলল ঃ এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন প্রীতিকর। তাকে হত্যা কর না, সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে তারা এর পরিণাম বুঝতে পারেনি। (১০) মূসা-জননীর হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল, যাতে সে আস্থাশীল হয় তার জন্য আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিলে সে তার পরিচয় তো প্রকাশ করেই দিতো। (১১) সে মূসার ভগ্নীকে বলল ঃ এর পিছনে পিছনে যাও, সে তাদের অজ্ঞাতসারে দূর হতে তাকে দেখছিল। (১২) পূর্ব হতেই আমি ধাত্রীস্তন্য পানে তাকে (মূসা) বিরত রেখেছিলাম। মূসার ভগ্নী বলল ঃ তোমাদেরকে কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দিবো যারা তোমাদের হয়ে একে লালন পালন করবে এবং এর মঙ্গলকামী হবে? (১৩) অতঃপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার জননীর নিকট যাতে তার চক্ষু জুড়ায়, সে দুঃখ না করে এবং বুঝতে পারে যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা জানে না।

রুকু-২

(১৪) যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হলো তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম। এভাবে আমি সৎকর্ম

www.pathagar.com

পরায়ণদেরকে পুরস্কার প্রদান করে থাকি। (১৫) সে নগরীতে প্রবেশ করলো, যখন এর অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। সেথায় সে দুটি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখলো– একজন তার নিজ দলের এবং অপরজন তার শত্রু দলের। মূসার দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করলো, তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলে এতেই তার মৃত্যু হলো। মূসা বলল ঃ এটা শয়তানের কাণ্ড; সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও পথভ্রষ্টকারী। (১৬) সে বলল ঃ হে আমার রব! আমি আমার নিজের প্রতি যুল্ম করেছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন! অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৭) সে আরও বলল ঃ হে আমার রব! আপনি যেহেতু আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন, আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। (১৮) অতঃপর ভীত সতর্ক অবস্থায় সেই নগরীতে তার প্রভাত হল। হঠাৎ সে শুনতে পেলো, পূর্বদিন যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিল সে তার সাহায্যের জন্য চীৎকার করছে। মূসা তাকে বলল ঃ তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি। (১৯) অতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে ধরতে উদ্যত হল, তখন সে ব্যক্তি বলে উঠল ঃ হে মূসা! গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাচ্ছ? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছ, শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না। (২০) নগরীর দূর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে আসলো এবং বলল ঃ হে মূসা! পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ

www.pathagar.com

করেছে। সুতরাং তুমি বাইরে চলে যাও, আমি তো তোমার মঙ্গলকামী। (২১) ভীত সতর্ক অবস্থায় সে তথা হতে বের হয়ে পড়ল এবং বলল ঃ হে আমার রব! আপনি যালিম সম্প্রদায় হতে আমাকে রক্ষা করুন।

রুকু-৩

(২২) যখন মূসা মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা শুরু করলো তখন বলল ঃ আশা করি, আমার রব আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন। (২৩) যখন সে মাদইয়ানের কূপের নিকট পৌঁছল তখন দেখল যে, একদল লোক তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পশ্চাতে দু'জন নারী তাদের পশুগুলোকে আগলাচ্ছে। মূসা বলল ঃ তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল ঃ আমরা আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ রাখালরা তাদের পশুগুলোকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ। (২৪) মূসা তখন তাদের পশুগুলোকে পানি পান করালো। অতঃপর সে ছায়ার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করলো ও বলল ঃ হে আমার রব, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন আমি তার কাঙ্গাল। (২৫) তখন নারীদ্বয়ের একজন লজ্জা জড়িত চরণে তার নিকট এলো এবং বলল ঃ আমার পিতা তোমাকে আমন্ত্রণ করেছেন, আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করানোর পারিশ্রমিক তোমাকে দেয়ার জন্য। অতঃপর মূসা তার নিকট এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে সে বলল ঃ ভয় করো না, তুমি

www.pathagar.com

যালিম সম্প্রদায়ের কবল হতে বেঁচে গেছ। (২৬) তাদের (কন্যাদ্বয়ের) একজন বলল ঃ হে পিতা! তুমি একে মজুর নিযুক্ত কর; কারণ তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত। (২৭) সে মূসাকে বলল ঃ আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে। (২৮) মূসা বলল ঃ আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তিই রইল। এ দু'টি মেয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ্ তার সাক্ষী।

রুকু-৪

(২৯) মূসা যখন মেয়াদ পূর্ণ করার পর সপরিবারে যাত্রা শুরু করল তখন সে তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিজনবর্গকে বলল ঃ তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবত ঃ আমি সেথা হতে তোমাদের জন্য খবর আনতে পারি অথবা একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ আনতে পারি যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। (৩০) যখন মূসা আগুনের নিকট পৌছল তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষ হতে তাকে আহবান করে বলা হল ঃ হে মূসা! আমিই আল্লাহ্, জগতসমূহের রব। (৩১) আরও বলা হল ঃ

www.pathagar.com

তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে ওটাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখল তখন পিছনের দিকে ছুটতে লাগল এবং ফিরেও তাকালো না। তাকে বলা হল ঃ হে মূসা! সামনে এসো, ভয় কর না, তুমি তো নিরাপদ। (৩২) তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, ওটা বের হয়ে আসবে শুভ্র সমুজ্জ্বল নির্দোষ হয়ে। ভয় দূর করার জন্য তোমার হস্তদ্বয় তোমার উপর চেপে ধর। এ দু'টি তোমার রব প্রদত্ত প্রমাণ, ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের জন্য। তারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। (৩৩) মূসা বলল ঃ হে আমার রব! আমি তো তাদের একজনকে হত্যা করেছি। ফলে, আমি আশংকা করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (৩৪) আমার ভাই হারূন আমার চেয়ে বাগ্মী; অতএব, তাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। (৩৫) (আল্লাহ্) বললেন ঃ আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার হাত শক্তিশালী করব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব। তারা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে তাদের উপর প্রবল হবে। (৩৬) মূসা যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে আসলো, তখন তারা বললঃ এটা তো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র। আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আমরা কখনো এরূপ কথা শুনিনি। (৩৭) মূসা বলল ঃ আমার রব সম্যক অবগত, কে তাঁর নিকট হতে পথ নির্দেশ নিয়ে এসেছে,

www.pathagar.com

এবং আখিরাতে কার পরিণাম শুভ হবে। নিশ্চয়ই যালিমরা সফলকাম হবে না। (৩৮) ফিরাউন বলল ঃ হে পারিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য উপাস্য আছে বলে আমি জানি না। হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী কর; হয়তো আমি তাতে উঠে মূসার মা'বুদকে দেখতে পাব। তবে, আমি অবশ্য মনে করি যে, সে মিথ্যাবাদী। (৩৯) ফিরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল যে, তারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না। (৪০) অতএব, আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখ, যালিমদের পরিণাম কি হয়ে থাকে। (৪১) তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম। তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহবান করত; ক্বিয়ামত দিবসে তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। (৪২) এই পৃথিবীতে আমি তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত এবং ক্বিয়ামত দিবসে তারা হবে ঘৃণিত।

রুকু-৫

(৪৩) আমি তো পূর্ববর্তী বহু মানব গোষ্ঠিকে বিনাশ করার পর মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, যা মানব জাতির জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, পথ নির্দেশ ও দয়াস্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (৪৪) মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না। (৪৫) বস্তুতঃ আমি অনেক

www.pathagar.com

সব গোষ্ঠির আবির্ভাব ঘটিয়েছিলাম, অতঃপর তাদের বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। তুমি তো মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করার জন্য। আমিই তো ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী। (৪৬) মূসাকে যখন আমি আহবান করেছিলাম তখন তুমি তূর পর্বত পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না। বস্তুত ঃ এটা তোমার রবের নিকট হতে দয়াস্বরূপ, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (৪৭) রাসূল না পাঠালে তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন বিপদ হলে তারা বলত ঃ হে আমাদের রব! আপনি আমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন? তাহলে আমরা আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম এবং আমরা হতাম মু'মিন। (৪৮) অতঃপর যখন আমার নিকট হতে তাদের নিকট সত্য এসে গেল, তারা বলতে লাগল ঃ মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল অনুরূপ তাকে দেয়া হল না কেন? কিন্তু পূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিল ঃ উভয়ই যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে; এবং তারা বলেছিল ঃ আমরা প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করি। (৪৯) বল ঃ তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহ্‌র নিকট হতে এক কিতাব আনয়ন কর, যে পথ নির্দেশ এতদুভয় হতে উৎকৃষ্টতর হবে, আমি সে কিতাব অনুসরণ করব। (৫০) অতঃপর তারা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে যে, তারা তো শুধু নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র পথ-নির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে সে অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

রুকু-৬

(৫১) আমি তো তাদের নিকট উপর্যুপরি বাণী পৌঁছে দিয়েছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (৫২) এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এতে বিশ্বাস করে। (৫৩) যখন তাদের নিকট এটা আবৃত্তি করা হয়, তখন তারা বলে ঃ আমরা এতে ঈমান আনি, এটা আমাদের রব হতে আগত সত্য। আমরা তো পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম। (৫৪) তাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে; কারণ, তারা ধৈর্যশীল এবং তারা ভাল দ্বারা মন্দের মোকাবিলা করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে। (৫৫) তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে ঃ আমাদের কাজের ফল আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজের ফল তোমাদের জন্য; তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ চাই না। (৫৬) তুমি যাকে ভালবাস ইচ্ছা করলেই সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনি ভাল জানেন কারা সৎপথ অনুসরণকারী। (৫৭) তারা বলে ঃ আমরা যদি তোমার সাথে সৎপথ অনুসরণ করি তাহলে আমাদের দেশ হতে উৎখাত করা হবে। আমি কি তাদের জন্য এক নিরাপদ 'হারাম'

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্ব প্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিয্‌ক্বস্বরূপ? কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না। (৫৮) কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ সম্পদের দম্ভ করত। এগুলোই তো তাদের ঘরবাড়ী, তাদের পরে এগুলোতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে; আর আমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (৫৯) তোমার রব জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না, ওর কেন্দ্রে তাঁর আয়াত আবৃত্তি করার জন্য রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন ওর বাসিন্দারা যুল্‌ম করে। (৬০) তোমাদের যা কিছু দেয়া হয়েছে তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ শোভা এবং যা আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে তা উত্তম এবং স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?

রুকু-৭

(৬১) যাকে আমি উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার দিয়েছি, অতঃপর যাকে ক্বিয়ামত দিবসে অপরাধীরূপে হাযির করা হবে? (৬২) আর সেদিন তিনি তাদেরকে আহবান করে বলবেন ঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে তারা কোথায়? (৬৩) যাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব! এদেরকেও আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম, যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম; আপনার সমীপে আমরা দায়িত্ব হতে অব্যাহতি

www.pathagar.com

চাচ্ছি। এরা আমাদের ইবাদত করত না। (৬৪) তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমাদের দেবতাগুলোকে আহবান কর। তখন তারা তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না। তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে; হায়! তারা যদি সৎপথ অনুসরণ করত! (৬৫) আর সেদিন (আল্লাহ্) তাদেরকে ডেকে বলবেন ঃ তোমরা রাসূলদেরকে কি জবাব দিয়েছিলে? (৬৬) সেদিন সকল তথ্য তাদের নিকট হতে বিলুপ্ত হবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না। (৬৭) তবে যে ব্যক্তি তাওবা করেছিল এবং ঈমান এনেছিল ও সৎকর্ম করেছিল, সে তো সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৬৮) তোমার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তাদের কোন ক্ষমতা নেই, আল্লাহ্ পবিত্র মহান এবং তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি উর্ধ্বে। (৬৯) আর তোমার রব জানেন তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা ব্যক্ত করে। (৭০) তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসা তাঁরই, বিধান তাঁরই আয়ত্তাধীন; তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৭১) বলঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত স্থায়ী করেন তাহলে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন মা'বুদ আছে কি, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি কর্ণপাত করবে না? (৭২) বল ঃ ভেবে দেখ তো, আল্লাহ্ যদি দিনকে ক্বিয়ামতের দিন

www.pathagar.com

পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তাহলে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে যে তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম নিবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না? (৭৩) তিনিই তাঁর রহমাতের দ্বারা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন দিন ও রাত্রি, যাতে তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ কর এবং তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৭৪) সেদিন তিনি তাদেরকে আহবান করে বলবেন ঃ তোমরা যাদেরকে শরীক গণ্য করতে, তারা কোথায়? (৭৫) প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে আমি একজন সাক্ষী আলাদা করব এবং বলব ঃ তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। তখন তারা জানতে পারবে, মা'বুদ হওয়ার অধিকার আল্লাহ্‌রই এবং তারা যা উদ্ভাবন করত তা তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হবে।

রুকু-৮

(৭৬) কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। আমি তাকে দান করেছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্ট সাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল ঃ দম্ভ করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না। (৭৭) আল্লাহ্ তোমাকে যা দান করেছেন তা দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর। আর দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলে যেও না; এবং পরোপকার কর যেমন আল্লাহ্

www.pathagar.com

তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না। (৭৮) সে বলল ঃ এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানতো না যে, আল্লাহ্ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানব গোষ্ঠিকে, যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল এবং ছিল অধিক প্রাচুর্যশালী? অপরাধীদেরকে কি তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না? (৭৯) কারূন তার সম্প্রদায়ের সামনে উপস্থিত হয়েছিল জাঁকজমক সহকারে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করতো তারা বলল ঃ আহা! কারূনকে যেরূপ দেয়া হয়েছে আমাদেরকে যদি তা দেয়া হত! প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান! (৮০) আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল ঃ ধিক্ তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহ্র পুরস্কার শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত এটা কেউ পাবে না। (৮১) অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহ্র শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না। (৮২) পূর্বদিন যারা তার অবস্থা কামনা করেছিল তারা বলতে লাগল ঃ দেখলে তো আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার রিয্ক্ব বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। যদি আল্লাহ্ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন তাহলে আমাদেরকেও তিনি ভূগর্ভে প্রোথিত করতেন। দেখলে তো! কাফিররা সফলকাম হয় না।

www.pathagar.com

রুকু-৯

(৮৩) এটা আখিরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এ পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাক্বীদের জন্য। (৮৪) কেউ যদি সৎকর্ম করে তাহলে সে তার কর্ম অপেক্ষা উত্তম ফল পাবে আর যে মন্দ কর্ম করে, সে তো শাস্তি পাবে শুধু তার কর্ম অনুপাতে। (৮৫) যিনি তোমার জন্য কুর'আনকে করেছেন বিধান, তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন প্রত্যাবর্তন স্থানে। বল ঃ আমার রব ভাল জানেন কে সৎপথের নির্দেশ এনেছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। (৮৬) তুমি আশা করনি যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটা তো শুধু তোমার রবের অনুগ্রহ। সুতরাং, তুমি কখনো কাফিরদের সাহায্যকারী হয়ো না। (৮৭) তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কেউ যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলো হতে বিমুখ না করে। তুমি তোমার রবের দিকে আহবান কর এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (৮৮) তুমি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য মা'বুদকে ডেক না, তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই। আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

www.pathagar.com

২৯. সূরা 'আন্‌কাবূত

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৬৯, রুকূ-৭

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আলিফ লা-ম মী-ম-। (২) মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে? (৩) আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। (৪) যারা মন্দ কর্ম করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ! (৫) যে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ কামনা করে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কাল আসবেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৬) যে কেউ সাধনা করে, সে তো নিজের জন্যই সাধনা করে; আল্লাহ্ তো অবশ্য বিশ্ব জগতের উপর নির্ভরশীল নন। (৭) আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি নিশ্চয়ই তাদের মন্দ কর্মগুলো মিটিয়ে দিব এবং তাদের কাজের উত্তম ফল দান করব। (৮) আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মাতা পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে; কিন্তু তারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে, আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদেরকে মান্য কর

www.pathagar.com

না। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব যা তোমরা করতে। (৯) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করব। (১০) মানুষের মধ্যে কতক লোক বলে ঃ 'আমরা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি', কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে যখন তারা কষ্টে পতিত হয়, তখন তারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহ্‌র শাস্তির মত গণ্য করে এবং তোমার রবের নিকট হতে কোন সাহায্য এলে তারা বলতে থাকে ঃ 'আমরা তো তোমাদের সাথে ছিলাম'। বিশ্ববাসীর অন্তরে যা আছে, আল্লাহ্ কি তা সম্যক অবগত নন? (১১) আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা ঈমান এনেছে এবং অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মুনাফিক্ব। (১২) কাফিররা মু'মিনদেরকে বলে ঃ আমাদের পথ অনুসরণ কর, আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব। কিন্তু তারা তো তাদের পাপভারের কিছুই বহন করবে না। তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (১৩) তারা নিজেদের ভার বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও বোঝা এবং তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সেই সম্পর্কে ক্বিয়ামত দিবসে অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

রুকু-২

(১৪) আমি তো নূহ্‌কে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম এবং সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম হাজার বছর অবস্থান করেছিল। অতঃপর প্লাবন তাদেরকে গ্রাস করে। কারণ, তারা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী।

www.pathagar.com

(১৫) অতপর আমি তাকে এবং যারা নৌকায় আরোহণ করেছিল, তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং বিশ্ব জগতের জন্য একে করলাম একটি নিদর্শন। (১৬) স্মরণ কর ইব্রাহীমের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর, তোমাদের জন্য এটাই শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। (১৭) তোমরা তো আল্লাহ্ ব্যতীত শুধু মূর্তি পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের পূজা কর তারা তোমাদের জীবনোপকরণের মালিক নয়। সুতরাং, তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহ্‌র নিকট এবং তাঁরই ইবাদত কর ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। (১৮) তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বল, তাহলে জেনে রেখো যে, তোমাদের পূর্ববর্তীরাও নবীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। সুস্পষ্টভাবে প্রচার করে দেয়া ছাড়া রাসূলের আর কোন দায়িত্ব নেই। (১৯) তারা কি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন? অতঃপর পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এটা তো আল্লাহ্‌র জন্য সহজ। (২০) বল ঃ পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি শুরু করেছেন ? অতঃপর আল্লাহ্ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহ্ তো সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (২১) তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। (২২) তোমরা (আল্লাহ্‌কে) ব্যর্থ করতে পারবে না

www.pathagar.com

পৃথিবীতে অথবা আকাশে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই।

রুকু-৩

(২৩) যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও তাঁর সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে তারাই আমার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (২৪) সুতরাং ইব্রাহীমের সম্প্রদায়ের লোকেরা এছাড়া কোন জবাব দিল না, তারা বলল ঃ তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য। (২৫) ইব্রাহীম বলল ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে; কিন্তু ক্বিয়ামত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (২৬) লূত তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল। ইব্রাহীম বলল ঃ আমি আমার রবের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করছি। তিনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৭) আমি ইব্রাহীমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নবুওয়াত ও কিতাব এবং আমি তাকে পুরস্কৃত করেছিলাম দুনিয়ায় এবং আখিরাতেও নিশ্চয়ই সে সৎকর্ম পরায়ণদের অন্যতম হবে। (২৮) স্মরণ কর লূতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল

www.pathagar.com

তোমরা তো এমন অশ্লীল কর্ম করছো যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। (২৯) তোমরাই তো পুরুষের উপর আকৃষ্ট হচ্ছ, তোমরাই তো রাহাজানি করে থাক এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিশে প্রকাশ্য ঘৃণ্যকর্ম করে থাক। উত্তরে তাঁর সম্প্রদায় শুধু এই বলল ঃ আমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আনয়ন কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (৩০) সে বলল ঃ হে আমার রব! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।

রুকু-৪

(৩১) যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা সুসংবাদসহ ইব্রাহীমের নিকট আসলো, তারা বলেছিল ঃ আমরা এই জনপদবাসীকে ধ্বংস করব, এর অধিবাসী তো সীমালঙ্ঘনকারী। (৩২) ইব্রাহীম বলল ঃ এ জনপদে তো লূত রয়েছে। তারা বলল ঃ সেথায় কারা আছে, তা আমরা ভাল জানি; আমরা তো লূতকে ও তাঁর পরিজনবর্গকে রক্ষা করবই, তাঁর স্ত্রীকে ব্যতীত; সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত– (৩৩) এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা লূতের নিকট আসল, তখন তাদের জন্য সে বিষণ্ন হয়ে পড়ল এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করল। তারা বলল ঃ ভয় কর না, দুঃখ কর না; আমরা তোমাকে ও তোমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করব, তোমার স্ত্রী ব্যতীত; সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (৩৪) আমরা এ জনপদবাসীদের

www.pathagar.com

উপর আকাশ হতে শাস্তি নাযিল করব, কারণ তারা পাপাচার করেছিল। (৩৫) আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি। (৩৬) আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভ্রাতা শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, শেষ দিবসকে ভয় কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিয়ো না। (৩৭) কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করল; অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল; ফলে তারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল– (৩৮) এবং আমি 'আদ ও ছামুদকে ধ্বংস করেছিলাম; তাদের বাড়ীঘরই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ। (৩৯) স্মরণ কর কারূন, ফিরাউন ও হামানকে, মূসা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল; তখন তারা দেশে দম্ভ করত; কিন্তু তারা আমার শাস্তি এড়াতে পারেনি। (৪০) তাদের প্রত্যেককেই তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম; তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝড়, তাদের কাউকে আঘাত করেছিল মহানাদ, কাউকে আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূ-গর্ভে এবং কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন যুল্‌ম করেননি; তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুল্‌ম করেছিল। (৪১) যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে

www.pathagar.com

অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, যে নিজের জন্য ঘর তৈরী করে এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি তারা জানত। (৪২) তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যা কিছুকে আহবান করে আল্লাহ্ তা জানেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪৩) মানুষের জন্য এই সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকি; কিন্তু শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এটা বুঝে। (৪৪) আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

www.pathagar.com

পারা-২১

রুকু-৫

(৪৫) তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি কর এবং ছালাত প্রতিষ্ঠিত কর। নিশ্চয়ই ছালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে। আল্লাহ্‌র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা জানেন। (৪৬) তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না, তবে তাদের সাথে করতে পার যারা তাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারী; এবং বল ঃ আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের মা'বুদ ও তোমাদের মা'বুদ তো একই এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী। (৪৭) এভাবেই আমি তোমার প্রতি কুর'আন অবতীর্ণ করেছি এবং যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে এবং এদেরও (মক্কাবাসী) কেউ কেউ এতে বিশ্বাস করে। শুধু কাফিররাই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে। (৪৮) তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করনি এবং স্বহস্তে কোন দিন কিতাব লিখনি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে। (৪৯) বস্তুতঃ যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন। শুধু যালিমরাই আমার নিদর্শন অস্বীকার করে। (৫০) তারা বলে ঃ রবের নিকট হতে তার প্রতি নিদর্শন প্রেরিত হয়

www.pathagar.com

না কেন? বল ঃ নিদর্শন আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র। (৫১) এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার নিকট কুর'আন অবতীর্ণ করেছি যা তাদের নিকট পাঠ করা হয়? এতে অবশ্যই মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে।

রুকূ-৬

(৫২) বল ঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা তিনি অবগত এবং যারা অসত্যে বিশ্বাস করে ও আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। (৫৩) তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, যদি নির্ধারিত কাল না থাকতো তাহলে শাস্তি তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে। (৫৪) তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরানিত করতে বলে, জাহান্নাম তো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই। (৫৫) সেদিন শাস্তি তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে ঊর্ধ্ব ও অধঃদেশ হতে এবং তিনি বলবেন ঃ তোমরা যা করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর। (৫৬) হে আমার মু'মিন বান্দারা! আমার পৃথিবী প্রশস্ত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর। (৫৭) জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী; অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। (৫৮) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাদের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করব

www.pathagar.com

জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, কত উত্তম প্রতিদান সৎকর্মশীলদের– (৫৯) যারা ধৈর্য অবলম্বন করে এবং তাদের রবের উপর নির্ভর করে। (৬০) এমন কত জীব জন্তু রয়েছে যারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখে না; আল্লাহ্‌ই রিয্‌ক্ব দান করেন তাদেরকে ও তোমাদেরকে এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৬১) যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করছেন? তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ্‌! তাহলে তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? (৬২) আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার রিয্‌ক্ব বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সীমিত করেন। আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত। (৬৩) যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ ভূমি মৃত হওয়ার পর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করে কে ওকে সঞ্জীবিত করে? তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ্‌। বল ঃ প্রশংসা আল্লাহ্‌রই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা অনুভব করে না।

রুকু-৭

(৬৪) এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানতো। (৬৫) তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌কে ডাকে; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তারা শির্‌কে লিপ্ত হয়। (৬৬) তাদের

www.pathagar.com

প্রতি আমার দান তারা অস্বীকার করে এবং ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে; অচিরেই তারা জানতে পারবে। (৬৭) তারা কি দেখে না যে, আমি হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ এর চতুষ্পার্শ্বে যে সব মানুষ আছে, তাদের উপর হামলা করা হয়; তাহলে কি তারা অসত্যেই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৬৮) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিকট হতে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? জাহান্নামই কি কাফিরদের আবাস নয়? (৬৯) যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ্‌ অবশ্যই সৎ কর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।

www.pathagar.com

৩০. সূরা রূম

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৬০, রুকু-৬

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আলিফ লা-ম মী-ম-। (২) রোমকরা পরাজিত হয়েছে- (৩) (আরবদের) নিকটবর্তী অঞ্চলে; কিন্তু তারা তাদের এ পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে- (৪) কয়েক বছরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌রই। আর সেদিন মু'মিনরা হর্ষোৎফুল্ল হবে- (৫) আল্লাহ্‌র সাহায্যে, তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (৬) এটা আল্লাহ্‌রই প্রতিশ্রুতি; আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। (৭) তারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত আর আখিরাত সম্বন্ধে তারা গাফিল। (৮) তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সব কিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য? কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাদের রবের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। (৯) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না এবং দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে? শক্তিতে তারা ছিল তাদের অপেক্ষা প্রবল, তারা জমি চাষ করতো, তারা ওটা আবাদ করত তাদের অপেক্ষা অধিক। তাদের নিকট এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ;

www.pathagar.com

বস্তুতঃ তাদের প্রতি যুল্‌ম করা আল্লাহ্‌র কাজ ছিল না; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুল্‌ম করেছিল। (১০) এরপর যারা মন্দকর্ম করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ; কারণ, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করত এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

রুকু-২

(১১) আল্লাহ্‌ আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি এর পুনরাবৃত্তি করবেন, তখন তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। (১২) যেদিন ক্বিয়ামত হবে সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে পড়বে। (১৩) তাদের দেব-দেবীগুলো তাদের জন্য সুপারিশ করবে না এবং তারাই তাদের দেব- দেবীগুলোকে অস্বীকার করবে। (১৪) যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (১৫) অতএব, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তারা জান্নাতে আনন্দে থাকবে। (১৬) আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও পরকালের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করেছে তারাই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। (১৭) সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে। (১৮) আর অপরাহ্নে ও যোহরের সময়; এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁরই। (১৯) তিনিই মৃত হতে জীবন্তের এবং জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর তা পুনরুজ্জীবিত করেন। এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে।

www.pathagar.com

রুকু-৩

(২০) তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছ– (২১) এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে– (২২) এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশ-মণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে– (২৩) এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত্রি ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য– (২৪) এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসা সঞ্চারকরূপে এবং আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা ভূমির মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন, এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য। (২৫) তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি; অতঃপর তিনি (আল্লাহ্) যখন তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে

www.pathagar.com

উঠার জন্য একবার আহবান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে। (২৬) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যা কিছু আছে তা তাঁরই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ।

রুকু-৪

(২৭) তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই; এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৮) (আল্লাহ্) তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন ঃ তোমাদেরকে আমি যে রিয্ক্ব দিয়েছি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের কেউ কি তাতে তোমাদের সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর যেরূপ তোমরা পরস্পরকে ভয় কর? এভাবেই আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী বিবৃত করি। (২৯) বস্তুতঃ সীমালঙ্ঘনকারীরা অজ্ঞানতাবশতঃ তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে থাকে, সুতরাং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কে তাকে সৎপথে পরিচালিত করবে? তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৩০) তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্র প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

www.pathagar.com

(৩১) বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় কর, ছালাত কায়েম কর এবং মুশ্‌রিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (৩২) যারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল। (৩৩) মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন তারা বিশুদ্ধচিত্তে তাদের রবকে ডাকে, অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করান তখন তাদের এক দল তাদের রবের সাথে শরীক করে থাকে– (৩৪) তাদেরকে আমি যা দিয়েছি তা অস্বীকার করার জন্য। সুতরাং, ভোগ করে নাও, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৩৫) আমি কি তাদের নিকট এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করেছি যা তাদেরকে আমার শরীক করতে বলে? (৩৬) আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই তখন তারা উৎফুল্ল হয় এবং তাদের কৃতকর্মের ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হলেই তারা হতাশ হয়ে পড়ে। (৩৭) তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা তার রিয্‌ক্ব প্রশস্ত করেন অথবা তা সীমিত করেন? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য। (৩৮) অতএব, আত্মীয়কে দিয়ে দাও তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটা শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম। (৩৯) মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এ আশায় সুদে যা কিছু তোমরা দিয়ে থাক, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তা বৃদ্ধি পায় না। বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি

www.pathagar.com

লাভের আশায় তোমরা যা দান করে থাক তার পরিবর্তে তোমরা দ্বিগুন প্রাপ্ত হবে। (৪০) আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রিয্ক্ব দিয়েছেন, তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পরে তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলোর এমন কেউ আছে কি, যে এসবের কোন একটিও করতে পারে? তারা যাদেরকে শরীক করে, আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র, মহান।

রুকু-৫

(৪১) মানুষের কৃতকর্মের কারণে সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদেরকে কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে। (৪২) বল ঃ তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে! তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক। (৪৩) তুমি সরল দ্বীনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর, আল্লাহ্র নির্দেশে অনিবার্য দিবস আসার পূর্বে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (৪৪) যে কুফরী করে, কুফরীর শাস্তি তারই; যারা সৎকর্ম করে তারা নিজেদেরই জন্য রচনা করে সুখ-শয্যা। (৪৫) কারণ, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তিনি (আল্লাহ্) তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। তিনি কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না। (৪৬) তাঁর নিদর্শনাবলীর একটি এই যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন সুসংবাদ দেয়ার জন্য ও তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ আস্বাদন

www.pathagar.com

করানোর জন্য এবং যেন তাঁর বিধানে নৌযানগুলো বিচরণ করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (৪৭) আমি তোমার পূর্বে রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম। তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট। তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল; অতঃপর আমি অপরাধীদের শাস্তি দিয়েছিলাম। মু'মিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। (৪৮) আল্লাহ্, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে এটা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে অতঃপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, পরে একে খণ্ড বিখণ্ড করেন এবং তুমি দেখতে পাও ওটা হতে নির্গত হয় বারিধারা; অতঃপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তাদের নিকট ওটা পৌঁছে দেন তখন তারা হয় হর্ষোৎফুল্ল। (৪৯) যদিও তারা তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে নিরাশ ছিল। (৫০) আল্লাহ্‌র-অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর ওকে পুনরুজ্জীবিত করেন! এভাবেই আল্লাহ্ মৃত্যুকে জীবিত করেন, কারণ তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান- (৫১) এবং আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি যার ফলে তারা দেখে যে, শস্য পীতবর্ণ ধারণ করেছে তখন তো তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। (৫২) তুমি তো মৃতকে শুনাতে পারবে না, বধিরকেও পারবে না আহবান শুনাতে, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সরে পড়ে। (৫৩) আর তুমি অন্ধকেও ফিরিয়ে আনতে পারবে না তাদের পথভ্রষ্টতা হতে। যারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তাদেরকেই তুমি শুনাতে পারবে, কারণ তারা আত্মসমর্পণকারী।

www.pathagar.com

রুকু-৬

(৫৪) আল্লাহ্, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (৫৫) যেদিন ক্বিয়ামত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা সত্য বিমুখ হয়। (৫৬) কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে তারা বলবে ঃ তোমরা তো আল্লাহ্র বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এটাই তো পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা জানতে না। (৫৭) সে সীমালঙ্ঘনকারীদের ওযর আপত্তি তাদের কাজে আসবে না এবং তাদেরকে (আল্লাহ্র) সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও দেয়া হবে না। (৫৮) আমি তো মানুষের জন্য এই কুর'আনে সর্ব প্রকার দৃষ্টান্ত দিয়েছি। তুমি যদি তাদের নিকট কোন নিদর্শন হাজির কর, তাহলে কাফিররা অবশ্যই বলবে ঃ তোমরা তো মিথ্যাশ্রয়ী। (৫৯) যাদের জ্ঞান নেই আল্লাহ্ তাদের হৃদয় এভাবে মোহর করে দেন। (৬০) অতএব, তুমি ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।

www.pathagar.com

৩১. সূরা লুকমান

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৩৪, রুকু-৪

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আলিফ লা-ম মী-ম-। (২) এইগুলো জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত। (৩) পথ নির্দেশ ও দয়াস্বরূপ, সৎকর্মপরায়ণদের জন্য। (৪) যারা ছালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী। (৫) তারাই তাদের রবের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম। (৬) মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞ লোকদের আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে নেয় এবং আল্লাহ্‌ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাদেরই জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। (৭) যখন তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন সে দম্ভ ভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে এটা শুনতে পায়নি, যেন তার কর্ণ দুটি বধির; অতএব তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও। (৮) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে সুখ-কানন (৯) সেখানে তারা স্থায়ী হবে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১০) তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা এটা দেখছ। তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পবর্তমালা যাতে এটা তোমাদেরকে

www.pathagar.com

নিয়ে চলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্ব প্রকার জীব-জন্তু এবং আমিই আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে এতে উদ্ভাবন করি সর্ব প্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ।

রুকু-২

(১১) এটা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। তিনি ছাড়া অন্যরা কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও। সীমালঙ্ঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (১২) আমি অবশ্যই লুক্বমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তা করে নিজের জন্য এবং কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। (১৩) স্মরণ কর, যখন লুক্বমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলেছিল ঃ হে বৎস! আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীক কর না। নিশ্চয়ই শির্ক চরম যুল্‌ম (সীমালঙ্ঘন)। (১৪) আমি তো মানুষকে তার মাতাপিতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। (১৫) তোমার মাতাপিতারা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সাথে শরীক করতে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের মানবে না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি

www.pathagar.com

তোমাদেরকে অবহিত করব। (১৬) হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলা গর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ্ ওটাও হাজির করবেন। আল্লাহ্ সুদর্শী, সর্ববিষয়ে খবর রাখেন। (১৭) হে বৎস! ছালাত কায়েম করবে, ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে, এটাই তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (১৮) অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা কর না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ কর না। কারণ আল্লাহ্ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (১৯) পদচারণায় মধ্য পন্থা অবলম্বন করবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর করবে নীচু, স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।

রুকু-৩

(২০) তোমরা কি দেখ না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন? মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত ঃ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাদের না আছে পথ-নির্দেশক আর না আছে কোন দীপ্তিময় কিতাব। (২১) তাদেরকে যখন বলা হয় ঃ আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর, তখন তারা বলে ঃ বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি

www.pathagar.com

তাদেরকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহবান করে, তবুও কি? (২২) যদি কেউ সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করে তাহলে সে তো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মযবুত হাতল, যাবতীয় কাজের পরিণাম আল্লাহ্‌র দিকে। (২৩) কেউ কুফরী করলে তার কুফরী যেন তোমাকে ক্লিষ্ট না করে। আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন অতঃপর আমি তাদেরকে অবহিত করব তারা যা করত। তাদের অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। (২৪) আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (২৫) তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন। তারা নিশ্চয়ই বলবে ঃ আল্লাহ্। বল ঃ প্রশংসা আল্লাহ্‌র। কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না। (২৬) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। (২৭) পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র, এর সাথে যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ (গুণাবলী) নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৮) তোমাদের সবারই সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা। (২৯) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন? তিনি চন্দ্র-সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকটি আপন কক্ষপথে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বিচরণ করে; তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে

www.pathagar.com

অবহিত। (৩০) এটাই প্রমাণ যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা মিথ্যা। আল্লাহ্ তো সমুচ্চ, মহান।

রুকু-৪

(৩১) তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে নৌযানগুলো সমুদ্রে বিচরণ করে, যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন করেন? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য। (৩২) যখন তরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে মেঘাচ্ছায়ার মত, তখন তারা আল্লাহ্‌কে ডাকে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌছান, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে। শুধু বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে। (৩৩) হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবে না এবং সন্তানও কোন উপকারে আসবে না তার পিতার। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। (৩৪) ক্বিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।

www.pathagar.com

৩২. সূরা সাজ্‌দা

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৩০, রুকু-৩

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আলিফ লা-ম মী-ম-। (২) এ কিতাব জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। (৩) তাহলে কি তারা বলে ঃ এটা তো সে নিজে রচনা করেছে? না, এটা তোমার রব হতে আগত সত্য, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। হয় তো তারা সৎপথে চলবে। (৪) আল্লাহ্‌, তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সব কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই, তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (৫) তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর একদিন সব কিছুই তাঁর সমীপে সমুত্থিত হবে, যে দিনের পরিমাপ হবে তোমাদের হিসাবে হাজার বছরের সমান। (৬) তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু- (৭) যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে এবং কাদা-মাটি হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। (৮) অতঃপর তার বংশ উৎপন্ন

www.pathagar.com

করেছেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে। (৯) পরে তিনি ওকে করেছেন সুষম এবং ওতে ফুঁকে দিয়েছেন রুহ্ তাঁর নিকট হতে এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১০) তারা বলে ঃ আমরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হলেও কি আমাদেরকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? বস্তুত ঃ তারা তাদের রবের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে। (১১) বল ঃ তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।

রুকু-২

(১২) এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে নতশির হয়ে বলবে ঃ হে আমাদের রব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎকর্ম করব, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী। (১৩) আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতাম; কিন্তু আমার এ কথা অবশ্যই সত্য ঃ আমি নিশ্চয়ই জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। (১৪) তবে শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ আজকের এ সাক্ষাৎকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হয়েছিলে। আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম, তোমরা যা করতে সেজন্য তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাক। (১৫) শুধু তারাই আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করে, যারা ওর দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হলে সাজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ে

www.pathagar.com

এবং তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না। (সিজ্‌দাহ) (১৬) তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের রবকে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং তাদেরকে যে রিয্‌ক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে। (১৭) কেউই জানে না, তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কি কি প্রতিদান লুকায়িত রয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ। (১৮) তাহলে কি যে ব্যক্তি মু'মিন হয়েছে সে পাপাচারীর ন্যায়? তারা সমান নয়। (১৯) যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্য জান্নাত হবে তাদের বাসস্থান। (২০) আর যারা পাপাচার করেছে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম; যখনই তারা জাহান্নাম হতে বের হতে চাবে তখনই তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে তাতে এবং তাদেরকে বলা হবে ঃ যে অগ্নি-শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে তা আস্বাদন কর। (২১) বড় শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাবো, যাতে তারা ফিরে আসে। (২২) যে ব্যক্তি তার রবের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

রুকু-৩

(২৩) আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম; অতএব তুমি তার সাক্ষ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করো না, আমি তাকে বানী ইসরাঈলের জন্য পথ নির্দেশক করেছিলাম। (২৪) আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা

www.pathagar.com

মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত। যখন তারা ধৈর্য ধারণ করত তখন তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী। (২৫) তারা নিজেদের মধ্যে যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে তোমার রবই তো ক্বিয়ামত দিবসে ওর ফয়সালা করে দিবেন। (২৬) এটাও কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করল না যে, আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কত মানব গোষ্ঠি, যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; তবুও কি তারা শুনবে না? (২৭) তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি উষর ভূমির পানি প্রবাহিত করে ওর সাহায্যে উদ্গাত করি শস্য, যা হতে আহার্য গ্রহণ করে তাদের গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুগুলো এবং তারা নিজেরাও? তাদের কি দৃষ্টিশক্তি নেই? (২৮) তারা জিজ্ঞেস করে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল, কখন হবে এ ফয়সালা? (২৯) বল ঃ ফয়সালার দিন কাফিরদের ঈমান আনয়ন তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। (৩০) অতএব, তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং অপেক্ষা কর, তারাও অপেক্ষা করছে।

www.pathagar.com

৩৩. সূরা আহ্যাব

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৭৩, রুকু-৯

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) হে রাসূল! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং কাফিরদের ও মুনাফিক্বদের আনুগত্য করো না। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (২) তোমার রবের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অহী হয় তার অনুসরণ কর; তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। (৩) আর তুমি নির্ভর কর আল্লাহ্‌র উপর এবং কর্ম বিধায়ক হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (৪) আল্লাহ্ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি; তোমাদের স্ত্রীরা, যাদের সাথে তোমরা যিহার করে থাক, তাদেরকে আল্লাহ্ তোমাদের জননী করেননি এবং তোমাদের পোষ্য পুত্র, যাদেরকে তোমরা পুত্র বলে থাক, আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি; ঐগুলো তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ্ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন। (৫) তোমরা তাদেরকে ডাক তাদের পিতৃ-পরিচয়ে; আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটা অধিক ন্যায় সঙ্গত, যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান তাহলে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভ্রাতা অথবা বন্ধু; এ ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) নবী মু'মিনদের নিকট

www.pathagar.com

তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তার পত্নীরা তাদের মাতা। আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে মু'মিন ও মুহাজির অপেক্ষা যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরের নিকটতম। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে চাও তাহলে করতে পার। এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ। (৭) স্মরণ কর, যখন আমি নবীদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট হতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মারইয়াম তনয় ঈসার নিকট হতে, তাদের নিকট হতে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার– (৮) সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার জন্য। তিনি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

রুকু-২

(৯) হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম বায়ু এবং এক বাহিনী যা তোমরা দেখনি। তোমরা যা কর আল্লাহ্‌ তার সম্যক দ্রষ্টা। (১০) যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে, তোমাদের চক্ষু বিস্ফোরিত হয়েছিল; তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে। (১১) তখন মু'মিনরা পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল– (১২) এবং মুনাফিক্বরাও যাদের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তারা বলেছিল ঃ আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূল

www.pathagar.com

আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। (১৩) আর তাদের এক দল বলেছিল ঃ হে ইয়াছরিববাসী! তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরা ফিরে চল এবং তাদের মধ্যের এক দল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলেছিল ঃ আমাদের বাড়ী ঘর অরক্ষিত, অথচ এগুলো অরক্ষিত ছিল না, আসলে পলায়ন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। (১৪) যদি শত্রুরা নগরীর বিভিন্ন দিক হতে প্রবেশ করে তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করত, তাহলে অবশ্যই তারা তাই করে বসতো; তারা এতে কালবিলম্ব করত না। (১৫) তারা তো পূর্বেই আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (১৬) বল ঃ তোমাদের কোন লাভ হবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর এবং সে ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে। (১৭) বল ঃ কে তোমাদেরকে আল্লাহ্ হতে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন এবং তিনি যদি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন তাহলে কে তোমাদের ক্ষতি করবে? তারা আল্লাহ্ ছাড়া নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। (১৮) আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধা দেয় এবং তাদের ভ্রাতৃবর্গকে বলে ঃ আমাদের সঙ্গে এসো। তারা কমই যুদ্ধে অংশ নেয়। (১৯) তারা তোমাদের ব্যাপারে ঈর্ষাবোধ করে। যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে যে, মৃত্যু-ভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির ন্যায় চক্ষু উল্টিয়ে

www.pathagar.com

তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায় তখন তারা ধনের লালসায় তোমাদের সাথে বাক চাতুরীতে অবতীর্ণ হয়। তারা ঈমান আনেনি, এজন্য আল্লাহ্ তাদের কার্যাবলী নিষ্ফল করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্র পক্ষে এটা সহজ। (২০) তারা মনে করে যে, সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি। যদি সম্মিলিত বাহিনী আবার এসে পড়ে, তখন তারা কামনা করবে যে, ভাল হত যদি তারা যাযাবর মরুবাসীদের সাথে থেকে তোমাদের সংবাদ নিতো। তারা তোমাদের সাথে অবস্থান করলেও তারা যুদ্ধ অল্পই করত।

রুকু-৩

(২১) তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (২২) মু'মিনরা যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলে উঠল ঃ এটা তো তাই, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন। আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল। (২৩) মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে; তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকার কোন পরিবর্তন করেনি। (২৪) কারণ আল্লাহ্ সত্যবাদীদেরকে পুরস্কৃত করেন সত্যবাদিতার জন্য এবং তাঁর ইচ্ছা হলে মুনাফিক্বদেরকে শাস্তি দেন

www.pathagar.com

অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৫) আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন। কোন কল্যাণ তারা লাভ করেনি। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী। (২৬) কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ হতে অবতরণে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন; ফলে তোমরা তাদের কতককে হত্যা করছ এবং কতককে করছ বন্দী। (২৭) তিনি তোমাদেরকে অধিকারী করলেন তাদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির যা তোমরা এখনো পদানত করনি। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

রুকু-৪

(২৮) হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বল ঃ তোমরা যদি পার্থিব জীবন এবং এর ভূষণ কামনা কর তাহলে এস, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দিই। (২৯) আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূল ও আখিরাত কামনা কর তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎ কর্মশীল আল্লাহ্ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। (৩০) হে নবী-পত্নীরা! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে, তাকে দ্বিগুন শাস্তি দেয়া হবে এবং এটা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

www.pathagar.com

পারা-২২

(৩১) তোমাদের যে কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগত হবে ও সৎকাজ করবে তাকে আমি পুরস্কার দিব দু'বার এবং তার জন্য রেখেছি সম্মানজনক রিযক্ব। (৩২) হে নবীর পত্নীরা! তোমরা অন্য নারীদের মত নও, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর তাহলে পর পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায় সঙ্গত কথা বলবে– (৩৩) এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে; প্রাচীন যাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা ছালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে; হে নবীর পরিবার! আল্লাহ্ তো শুধু চান তোমাদের মধ্য থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। (৩৪) আল্লাহ্র আয়াত ও জ্ঞানের কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে; আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে অবহিত।

রুকু-৫

(৩৫) অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনীত পুরুষ ও

www.pathagar.com

বিনীতা নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী, ছিয়াম পালনকারী পুরুষ ও ছিয়াম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারিণী নারী, আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী– এদের জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। (৩৬) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিনা নারীর সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট। (৩৭) স্মরণ কর, আল্লাহ্ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করছ, তুমি তাকে বলেছিলে ঃ তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন রেখেছো আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন; তুমি লোকদেরকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ্‌কে ভয় করাই তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত। অতঃপর যায়েদ যখন তার (যয়নবের) সাথে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে মু'মিনদের পোষ্য পুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেই সব রমণীকে বিয়ে করায় মু'মিনদের জন্য কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহ্‌র আদেশ কার্যকরী হয়েই থাকে। (৩৮) আল্লাহ্ নবীর জন্য যা বিধিসম্মত করেছেন তা করতে তার জন্য কোন বাধা নেই। পূর্বে যে সব নবী অতীত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্‌র বিধান সুনির্ধারিত

www.pathagar.com

(৩৯) তারা আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করত এবং তাঁকে ভয় করত আর আল্লাহ্‌কে ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করত না। হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (৪০) মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহ্‌র রাসূল এবং নবী। আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

রুকু-৬

(৪১) হে মু'মিনরা! তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ কর- (৪২) এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। (৪৩) তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে অন্ধকার হতে তোমাদেরকে আলোয় নিয়ে আসার জন্য এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু। (৪৪) যেদিন তারা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে 'সালাম'। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন উত্তম প্রতিদান। (৪৫) হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী হিসেবে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। (৪৬) আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। (৪৭) তুমি মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে মহা অনুগ্রহ। (৪৮) আর তুমি কাফির ও মুনাফিক্বদের কথা শোন না; তাদের নির্যাতন উপেক্ষা কর এবং নির্ভর কর আল্লাহ্‌র উপর; কর্মবিধায়করূপে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (৪৯) হে মু'মিনগণ! তোমরা

www.pathagar.com

মু'মিনা নারীদেরকে বিয়ে করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তাদের ইদ্দত পালনে বাধ্য করবার অধিকার তোমাদের থাকবে না। তোমরা তাদেরকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং সৌজন্যের সাথে তাদেরকে বিদায় করবে। (৫০) হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীদেরকে, যাদের মহর তুমি প্রদান করেছো এবং বৈধ করেছি তোমার দাসীদেরকে যা আল্লাহ্ তোমাকে দান করেছেন এবং বিয়ের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে, যারা তোমার সাথে দেশ ত্যাগ করেছে এবং কোন মু'মিনা নারী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেও বৈধ। এটা বিশেষ করে তোমারই জন্য, অন্য মু'মিনদের জন্য নয়; যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। মু'মিনদের স্ত্রী এবং তাদের মালিকাধীন দাসীদের সম্বন্ধে যা আমি নির্ধারিত করেছি তা আমি জানি। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৫১) তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হতে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পার এবং তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই। এ বিধান এজন্য যে, এতে তাদের তুষ্টি সহজতর হবে এবং তারা দুঃখ পাবে না আর তাদেরকে তুমি যা দিবে তাতে তাদের প্রত্যেকেই প্রীত থাকবে। তোমার অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ তা জানেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। (৫২) এরপর তোমার জন্য কোন

www.pathagar.com

নারী বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নয়, যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে বিস্মিত করে, তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ্ সব কিছুর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

রুকু-৭

(৫৩) হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ কর না। তবে তোমাদেরকে আহবান করলে তোমরা প্রবেশ কর এবং ভোজন শেষে তোমরা চলে যেও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড় না। কারণ তোমাদের এ আচরণ নবীকে পীড়া দেয়, সে তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তার পত্নীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল হতে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার পত্নীদেরকে বিয়ে করা সংগত নয়। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এটা ঘোরতর অপরাধ। (৫৪) তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর অথবা গোপনই রাখ আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ। (৫৫) নবী-পত্নীদের জন্য তাদের পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভগ্নীপুত্রগণ, সেবিকাগণ এবং তাদের অধিকারভুক্ত দাস দাসীগণের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় কোন অপরাধ

www.pathagar.com

নেই। হে নবী পত্নীগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্ সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন। (৫৬) আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও। (৫৭) যারা আল্লাহ্ ও রাসূলকে পীড়া দেয়, আল্লাহ্ তো তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (৫৮) মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী কোন অপরাধ না করলেও যারা তাদেরকে পীড়া দেয়, তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

রুকু-৮

(৫৯) হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মু'মিনদের নারীদেরকে বল ঃ তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬০) মুনাফিক্বরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করব এরপর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশীরূপে তারা স্বল্প সময়ই থাকবে– (৬১) অভিশপ্ত হয়ে, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে। (৬২) পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র বিধান। তুমি কখনো আল্লাহ্‌র বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না। (৬৩) লোকেরা তোমাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল ঃ এর জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌রই আছে। তুমি এটা কি করে জানবে যে, সম্ভবতঃ ক্বিয়ামত শীঘ্রই হয়ে যেতে পারে? (৬৪) আল্লাহ্ কাফিরদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত অগ্নি। (৬৫) সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। (৬৬) যেদিন তাদের মুখ-মণ্ডল অগ্নি উলট পালট করে দিবে সেদিন তারা বলবে ঃ হায়! আমরা যদি আল্লাহ্‌কে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম! (৬৭) তারা আরও বলবে ঃ হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। (৬৮) হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুন শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদেরকে দিন মহাঅভিসম্পাত।

রুকু-৯

(৬৯) হে মু'মিনগণ! মূসাকে যারা ক্লেশ দিয়েছে তোমরা তাদের মত হয়ো না; তারা যা রটনা করেছিল আল্লাহ্ তা হতে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন; এবং আল্লাহ্‌র নিকট সে মর্যাদাবান। (৭০) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। (৭১) তাহলে তিনি তোমাদের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই

www.pathagar.com

মহা সাফল্য অর্জন করবে। (৭২) আমি তো আসমান, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত অর্পণ করেছিলাম, তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল এবং ওতে শংকিত হল, কিন্তু মানুষ ওটা বহন করল, সে তো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ। (৭৩) পরিণামে আল্লাহ্ মুনাফিক্ব পুরুষ ও মুনাফিক্ব নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ্ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

www.pathagar.com

৩৪. সূরা সাবা

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৫৪, রুকু-৬

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুরই মালিক এবং আখিরাতেও প্রশংসা তাঁরই। তিনি প্রজ্ঞাময় সর্ব বিষয়ে অবহিত। (২) তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে, যা তা হতে নির্গত হয় এবং যা আকাশ হতে বর্ষিত হয় ও যা কিছু আকাশে উত্থিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল। (৩) কাফিররা বলে ঃ আমাদের উপর ক্বিয়ামত আসবে না। বল ঃ আসবেই, শপথ আমার রবের! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট ওটা আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু; বরং এর প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ আছে সুস্পষ্ট কিতাবে। (৪) এটা এজন্য যে, যারা মু'মিন ও সৎকর্ম পরায়ণ তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। তাদেরই জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্‌ক্ব। (৫) যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর মর্মন্তুদ শাস্তি।। (৬) যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা জানে যে, তোমার রবের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য। এটা মানুষকে পরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র পথ নির্দেশ করে।

www.pathagar.com

(৭) কাফিররা বলে ঃ আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব যে তোমাদেরকে বলে তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়লেও তোমরা সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবে? (৮) সে কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে কি উন্মাদ? বস্তুতঃ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (৯) তারা কি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমান ও যমীনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে সহ ভূমি ধ্বসিয়ে দিব অথবা তাদের উপর আকাশমণ্ডলের পতন ঘটাবো; আল্লাহ্র অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

রুকু-২

(১০) আমি নিশ্চয়ই দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আদেশ করেছিলাম হে পবর্তমালা! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং বিহংগকুলকেও; তার জন্য নমনীয় করেছিলাম লৌহ- (১১) যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী করতে, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত করতে পার এবং তোমরা সৎকর্ম কর, তোমরা যা কিছু কর আমি তার সম্যক দ্রষ্টা। (১২) সুলাইমানের অধীন করেছিলেন বায়ুকে যা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আমি তার জন্য গলিত তামার এক প্রসবণ প্রবাহিত করেছিলাম। রবের অনুমতিক্রমে জিনদের কতক তার সামনে কাজ করত। তাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাকে আমি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি আস্বাদন

www.pathagar.com

করাবো। (১৩) তারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে চুল্লির উপর স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করত। (আমি বলেছিলাম) দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ করতে থাক। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ। (১৪) যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম তখন জিনদেরকে তার মৃত্যু বিষয় জানালো শুধু মাটির পোকা যা সুলাইমানের লাঠি খাচ্ছিল। যখন সুলাইমান পড়ে গেল তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, তারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকত তাহলে তারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না। (১৫) সাবাবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন! দু'টি উদ্যান, একটি ডান দিকে, অপরটি বাম দিকে; তাদেরকে বলা হয়েছিল ঃ তোমরা তোমাদের রব প্রদত্ত রিয্‌ক্ব ভোগ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম এই স্থান এবং ক্ষমাশীল তোমাদের রব! (১৬) অতঃপর তারা আদেশ অমান্য করল। ফলে, আমি তাদের উপর প্রবাহিত করলাম বাঁধ ভাঙ্গা বন্যা এবং তাদের উদ্যান দু'টিকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দু'টি উদ্যানে যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফল-মূল, ঝাউ গাছ এবং কিছু ফল গাছ। (১৭) আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের কুফরীর কারণে। আমি কৃতঘ্ন ব্যতীত আর কাউকেও এমন শাস্তি দিই না। (১৮) তাদের এবং যে সব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলোর অন্তর্বর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং ঐ সব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম ঃ তোমরা এ সব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর দিবসে ও

www.pathagar.com

রজনীতে। (১৯) কিন্তু তারা বলল ঃ হে আমাদের রব! আমাদের সফরের মনযিলগুলোর ব্যবধান বর্ধিত করুন! এভাবে তারা নিজেদের প্রতি যুল্ম করেছিল। ফলে, আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয় বস্তুতে পরিণত করলাম এবং তাদেরকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম। এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে। (২০) তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে তাদের মধ্যে একটি মু'মিন দল ব্যতীত সবাই তার অনুসরণ করলো। (২১) তাদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য ছিল না। কারা আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কারা ওতে সন্দিহান তা প্রকাশ করে দেয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার রব সর্ববিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক।

রুকূ-৩

(২২) তুমি বল ঃ তোমরা আহবান কর তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মা'বুদ মনে করতে। তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কোনো কিছুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ তাঁর সহায়কও নয়। (২৩) যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহ্‌র নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। পরে যখন তাদের অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হবে, তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে ঃ তোমাদের রব কি বলবেন ঃ তদুত্তরে তারা বলবে ঃ যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সুউচ্চ, মহান। (২৪) বল ঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হতে কে তোমাকে রিয্‌ক্ব প্রদান করে? বল ঃ আল্লাহ্‌! নিশ্চয়ই আমরা অথবা

www.pathagar.com

তোমরা সৎপথে স্থির অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত। (২৫) বল ঃ আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবে না। (২৬) বল ঃ আমাদের রব আমাদের একত্রিত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ। (২৭) বল ঃ তোমরা আমাকে দেখাও যাদেরকে শরীকরূপে তাঁর সাথে জুড়ে দিয়েছ। না, কখন না, বস্তুত ঃ আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৮) আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (২৯) তারা জিজ্ঞেস করে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল ঃ এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে। (৩০) বল ঃ তোমাদের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিবস যা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করতে পারবে না, তরান্বিত করতেও পারবে না।

রুকু-৪

(৩১) কাফিররা বলে ঃ আমরা এ কুর'আনে কখনো বিশ্বাস করব না, এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও না। হায়! তুমি যদি দেখতে, যালিমদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দণ্ডায়মান করা হবে, তখন তারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতা-দর্পীদেরকে বলবে ঃ তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম। (৩২) যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা যাদেরকে

www.pathagar.com

দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট সৎপথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাই তো ছিলে অপরাধী। (৩৩) যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিবা-রাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহ্‌কে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরিয়ে দিব। তারা যা করত তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে। (৩৪) যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখনই ওর বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে ঃ তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছো আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। (৩৫) তারা আরও বলত ঃ আমরা ধনে জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবে না। (৩৬) বল ঃ আমার রব যার প্রতি ইচ্ছা রিযক্ব বর্ধিত করেন অথবা এটা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা জানে না। (৩৭) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে; যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই তাদের কর্মের জন্য পাবে বহুগুন পুরস্কার; আর তারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে। (৩৮) যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করবে তারা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। (৩৯) বল ঃ আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে

www.pathagar.com

যার প্রতি ইচ্ছা তার রিয্ক্ব বর্ধিত করেন অথবা ওটা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিয্ক্ব দাতা। (৪০) যেদিন তাদের একত্র করবেন এবং ফেরেশ্তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ এরা কি তোমাদেরই পূজা করত? (৪১) ফেরেশতারা বলবে ঃ আপনি পবিত্র, মহান আমাদের সম্পর্ক আপনারই সাথে, তাদের সাথে নয়, তারা তো পূজা করতো জিনদের এবং তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী। (৪২) আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার করার ক্ষমতা নেই। যারা যুল্ম করেছিল তাদেরকে বলব ঃ তোমরা যে অগ্নি শাস্তি অস্বীকার করতে তা আস্বাদন কর। (৪৩) তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে ঃ তোমাদের পূর্বপুরুষ যার ইবাদত করত এই ব্যক্তিই তো তার ইবাদতে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়। তারা আরও বলে ঃ এটা তো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছু নয় এবং কাফিরদের নিকট যখন সত্য আসে তখন তারা বলে ঃ এটা তো এক সুস্পষ্ট যাদু! (৪৪) আমি তাদেরকে পূর্বে কোন কিতাব দিইনি যা তারা অধ্যয়ন করত এবং তোমার পূর্বে তাদের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি। (৪৫) তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। তাদেরকে আমি যা দিয়েছিলাম এরা তার এক দশমাংশও পায়নি, তবুও তারা আমার রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে, কত ভয়ংকর হয়েছিল আমার শাস্তি!

www.pathagar.com

রুকু-৫

(৪৬) বল ঃ আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দুইজন অথবা এক এক জন করে দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করে দেখ– তোমাদের সংগী আদৌ উন্মাদ নয়। সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র। (৪৭) বল ঃ আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চেয়ে থাকলে তা তোমাদেরই; আমার পুরস্কার তো আছে আল্লাহ্‌র নিকট এবং তিনি সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা। (৪৮) বল ঃ আমার রব সত্য দ্বারা মিথ্যাকে চূর্ণ করেন; তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। (৪৯) বল ঃ সত্য এসেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে এবং না পারে পুনরাবৃত্তি করতে। (৫০) বল ঃ আমি বিভ্রান্ত হলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সৎপথে থাকি থাকলে তা এজন্য যে, আমার প্রতি আমার রব অহী প্রেরণ করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সকলের অতি সন্নিকটে। (৫১) তুমি যদি দেখতে যখন তারা ভীত বিহবল হয়ে পড়বে! তারা অব্যাহতি পাবে না এবং তারা নিকটস্থ স্থান হতে ধৃত হবে। (৫২) আর তারা বলবে ঃ আমরা তাঁকে বিশ্বাস করলাম। কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হতে তারা নাগাল পাবে কিরূপে? (৫৩) তারা তো পূর্বে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল; তারা দূরবর্তী স্থান হতে অদৃশ্য বিষয়ে বাক্য ছুড়ে মারত। (৫৪) তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল করা হয়েছে, যেমন পূর্বে করা হয়েছিল তাদের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে। তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে।

www.pathagar.com

৩৫. সূরা ফাতির

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৪৫, রুকু-৫

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌রই– যিনি বাণীবাহক করেন ফেরেশতাদেরকে যারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার পক্ষবিশিষ্ট। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা যোগ করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (২) আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণ করতে পারে না এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে অতঃপর কেউ ওর উন্মুক্তকারী নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৩) হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ্ ছাড়া কি কোন স্রষ্টা আছে যে তোমাদেরকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হতে রিয্‌ক্ব দান করে? তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছ? (৪) তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাহলে তোমার পূর্বেও রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছিল। আল্লাহ্‌র নিকট সব কিছু প্রমাণিত হবে। (৫) হে মানুষ! আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ্‌র সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে তোমাদেরকে। (৬) শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু

www.pathagar.com

হিসেবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এজন্য যে, তারা যেন জাহান্নামের সাথী হয়। (৭) যারা কুফরী করে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি, কিন্তু যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

রুকু-২

(৮) কাউকে যদি তার মন্দ কর্ম শোভন করে দেখানো হয় এবং সে ওটাকে উত্তম মনে করে, সে ব্যক্তি কি তার সমান যে সৎকর্ম করে? আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। অতএব, তুমি তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণকে ধ্বংস কর না। তারা যা করে আল্লাহ্ তা জানেন। (৯) আল্লাহ্ই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। অতঃপর আমি তা নির্জীব ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি অতঃপর আমি ওটা দ্বারা ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। পুনরুত্থান এভাবেই হবে। (১০) কেউ ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক যে, সমস্ত ক্ষমতা তো আল্লাহ্রই। তাঁরই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে এবং সৎকর্ম ওকে উন্নীত করে আর যারা মন্দ কর্মের ফন্দি আঁটে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। তাদের ফন্দি ব্যর্থ হবেই। (১১) আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে; অতঃপর শুক্র বিন্দু হতে, অতঃপর তোমাদেরকে করেছেন যুগল! আল্লাহ্র অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না এবং প্রসবও করে না; কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির

www.pathagar.com

আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু তাতো রয়েছে কিতাবে। (১২) দু'টি সমুদ্র একরূপ নয়– একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা, ক্ষারযুক্ত। প্রত্যেকটি হতে তোমরা তাজা গোশত (মাছ) আহার কর এবং অলংকার যা তোমরা পরিধান কর এবং রত্নাবলী আহরণ কর এবং তোমরা দেখ যে, ওর বুক চিরে নৌযান চলাচল করে যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (১৩) তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে, তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়ন্ত্রিত; প্রত্যেক পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব। সার্বভৌমত্ব তাঁরই। আর তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুর বীচির আবরণেরও (অতি তুচ্ছ বস্তুর) অধিকারী নয়। (১৪) তোমরা তাদেরকে আহবান করলে তারা তোমাদের আহবান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহবানে সাড়া দিবে না। তোমরা তাদেরকে যে শরীক করছ তা তারা ক্বিয়ামত দিবসে অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞের ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারে না।

রুকূ-৩

(১৫) হে লোক সকল! তোমরা তো আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ্ অভাবমুক্ত; প্রশংসার্হ। (১৬) তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসৃত করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন।

www.pathagar.com

(১৭) এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে কঠিন নয়। (১৮) কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না, কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকেও এটা বহন করতে আহবান করে তাহলে তার কিছুই বহন করা হবে না, নিকট আত্মীয় হলেও। তুমি শুধু সতর্ক করতে পার যারা তাদের রবকে না দেখে ভয় করে এবং ছালাত কায়েম করে। যে কেউ নিজেকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজেই কল্যাণের জন্য। প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্‌রই নিকট। (১৯) সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান– (২০) অন্ধকার ও আলো– (২১) ছায়া ও রৌদ্র– (২২) আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান; তুমি শুনাতে সমর্থ হবে না যারা ক্ববরে রয়েছে তাদেরকে। (২৩) তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র। (২৪) আমি তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে; এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি। (২৫) তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাহলে তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল, তাদের নিকট এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান কিতাবসহ। (২৬) অতঃপর আমি কাফিরদের শাস্তি দিয়েছিলাম। কি ভয়ংকর আমার শাস্তি!

রুকু-৪

(২৭) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ আকাশ হতে বৃষ্টিপাত করেন এবং তা দ্বারা আমি বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উদ্গাত করি? পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের ফল– শুভ্র, লাল ও নিকষ কালো। (২৮) এভাবে

www.pathagar.com

রং বেরংয়ের মানুষ, জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তু রয়েছে। আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (২৯) যারা আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করে, ছালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিয্‌ক দিয়েছি তা গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে তাদের এমন ব্যবসায়ের, যার ক্ষয় নেই– (৩০) এজন্য যে, আল্লাহ্ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশী দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (৩১) আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা সত্য। এটা পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সব কিছু জানেন ও দেখেন। (৩২) অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থি এবং কেউ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী। এটাই মহা অনুগ্রহ। (৩৩) তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, সেথায় তাদেরকে স্বর্ণ- নির্মিত কংকন ও মুক্ত দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেথায় তাদের পোশাক পরিচ্ছদ হবে রেশমের– (৩৪) এবং তারা বলবে ঃ প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের দুঃখ দুর্দশা দূরীভূত করেছেন; আমাদের রব তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (৩৫) যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দিয়েছেন যেখানে ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না। (৩৬) কিন্তু যারা কুফরী করে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। তাদের

www.pathagar.com

মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবে আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (৩৭) সেথায় তারা আর্তনাদ করে বলবে ঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন, আমরা সৎকর্ম করব, পূর্বে যা করতাম তা করব না। আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীরাও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

রুকু-৫

(৩৮) আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় অবগত আছেন। অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত। (৩৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন। সুতরাং কেউ কুফরী করলে তার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কাফিরদের কুফরী শুধু তাদের রবের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (৪০) বল ঃ তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক সেসব দেবদেবীর কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও; অথবা আকাশমণ্ডলী সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে কি? না কি আমি তাদেরকে এমন কোন কিতাব দিয়েছি যার প্রমাণের উপর এরা নির্ভর করে? বস্তুতঃ যালিমরা

www.pathagar.com

একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। (৪১) আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন যাতে ওরা স্থানচ্যুত না হয়, ওরা স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে ওদেরকে সংরক্ষণ করবে? তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমা পরায়ণ। (৪২) তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র শপথ করে বলত যে, তাদের নিকট কোন সতর্ককারী এলে তারা অন্য সব সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎপথের অধিকতর অনুসারী হবে; কিন্তু তাদের নিকট যখন সতর্ককারী এলো তখন তারা শুধু তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করল– (৪৩) পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট ষড়যন্ত্রের কারণে। কূট ষড়যন্ত্র ওর উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে। তাহলে কি তারা প্রতীক্ষা করছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? কিন্তু তুমি আল্লাহ্র বিধানের কখনও কোন পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহর বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখবে না। (৪৪) তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি। তাহলে তাদের পূর্ববতীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা দেখতে পেত। তারা তো এদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। আল্লাহ্ এমন নন যে, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (৪৫) আল্লাহ্ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীব জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে গেলে আল্লাহ্ হবেন তাঁর বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।

www.pathagar.com

৩৬. সূরা ইয়াসীন

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৮৩, রুকু-৫

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) ইয়া-সী-ন। (২) শপথ জ্ঞানগর্ভ কুর'আনের। (৩) তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত। (৪) তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। (৫) কুর'আন অবতীর্ণ করা হয়েছে পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নিকট হতে। (৬) যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক জাতিকে যাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে তারা গাফিল। (৭) তাদের অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অবধারিত হয়েছে; সুতরাং তারা ঈমান আনবে না। (৮) আমি তাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে। (৯) আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদেরকে আবৃত করেছি, ফলে তারা দেখতে পায় না। (১০) তুমি তাদেরকে সতর্ক কর কিংবা না কর, তাদের উভয়ই সমান; তারা ঈমান আনবে না। (১১) তুমি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় রহমানকে ভয় করে। অতএব, তুমি তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের সংবাদ দাও। (১২) আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে এবং যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়, আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।

www.pathagar.com

রুকু-২

১৩. তাদের নিকট উপস্থিত কর এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত; তাদের নিকট তো এসেছিল রাসূলগণ। (১৪) যখন আমি তাদের নিকট পাঠিয়েছিলাম দু'জন রাসূল, কিন্তু তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল; তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা এবং তারা বলেছিল ঃ আমরা তো তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। (১৫) তারা বলল ঃ তোমরা তো আমাদের মত মানুষ, দয়াময় তো কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা শুধু মিথ্যাই বলছ। (১৬) তারা বলল ঃ আমাদের রব জানেন যে, আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। (১৭) স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব। (১৮) তারা বলল ঃ আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবশ্যই আপতিত হবে। (১৯) তারা বলল ঃ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে, এটা কি এ জন্য যে, আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি? বস্তুতঃ তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। (২০) নগরীর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে আসল, সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়! রাসূলদের অনুসরণ কর। (২১) অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায় না এবং তারা সৎপথ প্রাপ্ত।

www.pathagar.com

পারা-২৩

(২২) আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তাঁর ইবাদত করব না? (২৩) আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য মা'বুদ গ্রহণ করব? দয়াময় (আল্লাহ্) আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না। (২৪) এরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত হব। (২৫) আমি তো তোমাদের রবের উপর ঈমান এনেছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোন। (২৬) তাকে বলা হল জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলে উঠল ঃ হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত– (২৭) কি কারণে আমার রব আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং সম্মানিত করেছেন। (২৮) আমি তার মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ হতে কোন বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং প্রেরণের প্রয়োজনও ছিল না। (২৯) ওটা ছিল শুধুমাত্র এক মহাগর্জন। ফলে, তারা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। (৩০) পরিতাপ বান্দাদের জন্য! তাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। (৩১) তারা কি লক্ষ্য করে না যে, তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠিকে আমি ধ্বংস করেছি যারা তাদের মধ্যে ফিরে আসবে না? (৩২) এবং অবশ্যই তাদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে।

www.pathagar.com

রুকু-৩

(৩৩) তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য, যা তারা ভক্ষণ করে। (৩৪) তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রস্রবণ– (৩৫) যাতে তারা ভক্ষণ করতে পারে এর ফল মূল হতে, অথচ তাদের হাত ওটা সৃষ্টি করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? (৩৬) পবিত্র মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। (৩৭) তাদের এক নিদর্শন রাত্রি, ওটা হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে– (৩৮) এবং সূর্য ভ্রমণ করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ– (৩৯) এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল, অবশেষে ওটা শুষ্ক বক্র, পুরাতন খর্জুর-শাখার আকার ধারণ করে। (৪০) সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (৪১) তাদের এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদের বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম– (৪২) এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে। (৪৩) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি; সে অবস্থায় তারা কোন সাহায্যকারী পাবে না,

www.pathagar.com

এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না– (৪৪) আমার অনুগ্রহ না হলে এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপকরণ ভোগ করতে না দিলে। (৪৫) যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ যা তোমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে রয়েছে সে সম্বন্ধে সাবধান হও যাতে তোমরা অনুগ্রহ ভাজন হতে পার। (৪৬) আর যখনই তাদের রবের নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন তাদের নিকট আসে তখন তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৭) যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা হতে ব্যয় কর, তখন কাফিররা মু'মিনদেরকে বলে ঃ যাকে ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ খাওয়াতে পারতেন আমরা কেন তাকে খাওয়াব? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ। (৪৮) তারা বলে -তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল ঃ এ প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে? (৪৯) এরা তো অপেক্ষায় আছে এক মহাগর্জনের, যা এদেরকে আঘাত করবে এদের বাক-বিতণ্ডাকালে। (৫০) তখন তারা অছিয়ত করতে সমর্থ হবে না এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরেও আসতে পারবে না।

রুকু-৪

(৫১) যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখনই তারা কবর হতে ছুটে আসবে তাদের রবের দিকে। (৫২) তারা বলবে ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল হতে উঠালো? দয়াময় (আল্লাহ্) তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই

www.pathagar.com

বলেছিলেন। (৫৩) এটা হবে শুধুমাত্র এক গর্জন; তখনই তাদের সকলকে উপস্থিত করা হবে আমার সম্মুখে। (৫৪) আজ কারও প্রতি কোন যুল্ম করা হবে না এবং তোমরা যা করতে শুধু তারই প্রতিফল দেয়া হবে। (৫৫) এই দিনে জান্নাতবাসীরা আনন্দে মগ্ন থাকবে। (৫৬) তারা এবং তাদের সঙ্গিনীরা সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। (৫৭) সেথায় থাকবে তাদের জন্য ফল-মূল এবং তাদের জন্য থাকবে যা তারা ফরমায়েশ করবে। (৫৮) পরম দয়ালু রবের পক্ষ হতে তাদের বলা হবে 'সালাম'। (৫৯) আর হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও। (৬০) হে বানী আদম! আমি কি তোমাদের নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব কর না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (৬১) আর আমার ইবাদত কর, এটাই সরল পথ? (৬২) শয়তান তো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বুঝনি? (৬৩) এটা সেই জাহান্নাম যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। (৬৪) আজ তোমরা এতে প্রবেশ কর; কারণ তোমরা একে অবিশ্বাস করেছিলে। (৬৫) আমি আজ এদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিব। এদের হাত কথা বলবে আমার সাথে এবং এদের পা সাক্ষ্য দিবে এদের কৃতকর্মের। (৬৬) আমি ইচ্ছা করলে এদের দৃষ্টিশক্তিকে লোপ করে দিতে পারতাম, তখন এরা পথ চলতে চাইলে কি করে দেখতে পেত– (৬৭) এবং আমি ইচ্ছা করলে এদেরকে স্বস্ব স্থলে স্তম্ভিত করে দিতে পারতাম, ফলে এরা চলতে পারত না এবং ফিরেও আসতে পারত না।

www.pathagar.com

রুকু-৫

(৬৮) আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি তার স্বাভাবিক গঠনে অবনতি ঘটাই। তবুও কি তারা বুঝে না? (৬৯) আমি তাকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং তার পক্ষে শোভনীয় নয়। এটা এতো শুধু উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুর'আন। (৭০) যাতে সে সতর্ক করতে পারে জীবিতদেরকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হতে পারে। (৭১) তারা কি লক্ষ্য করে না যে, নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি গৃহ পালিত জন্তু এবং তারাই ওগুলোর অধিকারী- (৭২) এবং আমি ওগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ওগুলোর কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে। (৭৩) তাদের জন্য ওগুলোতে রয়েছে বহু উপকারিতা আর আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না? (৭৪) তারা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য মা'বুদ গ্রহণ করেছে এ আশায় যে, তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে। (৭৫) কিন্তু এসব ইলাহ্ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়, তাদেরকে তাদের বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হবে। (৭৬) অতএব তাদের কথা তোমাদের যেন দুঃখ না দেয়। আমি তো জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা ব্যক্ত করে। (৭৭) মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। (৭৮) আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা

www.pathagar.com

রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; সে বলে ঃ অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন ওটা পঁচে গলে যাবে? (৭৯) বলঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (৮০) তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা ওটা দ্বারা প্রজ্জ্বলিত কর। (৮১) যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (৮২) তাঁর ব্যাপার তো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন ঃ হও, আর তা হয়ে যায়। (৮৩) অতএব, পবিত্র ও মহান তিনি যাঁর হাতে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

www.pathagar.com

৩৭. সূরা সাফ্ফাত

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১৮২, রুকু-৫

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান– (২) এবং যারা কঠোর পরিচালক– (৩) এবং যারা কুরআন আবৃত্তিতে মশগুল। (৪) নিশ্চয়ই তোমাদের মা'বুদ এক। (৫) যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সব কিছুর রব এবং রব সকল উদয় স্থলের। (৬) আমি পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্র রাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি– (৭) এবং একে রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে। (৮) ফলে, তারা উর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হতে– (৯) বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম শাস্তি। (১০) তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। (১১) তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি, তা সৃষ্টি কঠিনতর? তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি আঠাল মৃত্তিকা হতে। (১২) তুমি তো বিস্ময় বোধ করছ আর তারা করছে বিদ্রূপ– (১৩) এবং যখন তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা তা গ্রহণ করে না। (১৪) তারা কোন নিদর্শন দেখলে উপহাস করে– (১৫) এবং বলে,

www.pathagar.com

এটাতো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়। (১৬) আমরা যখন মরে যাব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব, তখন কি আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে? (১৭) এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকেও? (১৮) বল ঃ হ্যাঁ এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত। (১৯) ওটা একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ। আর তখনই তারা প্রত্যক্ষ করবে– (২০) এবং তারা বলবে ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! এটাই তো কর্মফল দিবস। (২১) এটাই ফয়সালার দিন যা তোমরা অস্বীকার করতে।

রুকু-২

(২২) (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) একত্রিত কর যালিম ও তাদেরকে, যাদের তারা ইবাদত করত– (২৩) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এবং তাদেরকে তাড়িত কর জাহান্নামের পথে। (২৪) অতঃপর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে ঃ (২৫) তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না? (২৬) বস্তুতঃ সেদিন তারা আত্মসমর্পণ করবে– (২৭) এবং তারা একে অপরের সামনা সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (২৮) তারা বলবে ঃ তোমরা তো তোমাদের শক্তি নিয়ে আমাদের নিকট আসতে। (২৯) তারা বলবে ঃ তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না– (৩০) এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না; বস্তুতঃ তোমরাই ছিলে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। (৩১) আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের রবের কথা সত্য হয়েছে; আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করতে হবে। (৩২) আমরা

www.pathagar.com

তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত। (৩৩) তারা সবাই সেদিন শাস্তিতে শরীক হবে। (৩৪) অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপই করে থাকি। (৩৫) যখন তাদেরকে বলা হত যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই তখন তারা অহংকার করত– (৩৬) এবং বলত ঃ আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের মা'বুদদেরকে বর্জন করব? (৩৭) বরং সে তো সত্য নিয়ে এসেছে এবং সে সমস্ত রাসূলকে সত্য বলে স্বীকার করেছে। (৩৮) তোমরা অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে– (৩৯) এবং তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল পাবে। (৪০) তবে তারা নয়, যারা আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা। (৪১) তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত রিয্‌ক্ব– (৪২) ফল-মূল এবং তারা হবে সম্মানিত। (৪৩) সুখ-কাননে। (৪৪) তারা মুখোমুখি আসনে আসীন হবে। (৪৫) তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্র– (৪৬) শুভ্র উজ্জ্বল, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। (৪৭) তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না এবং তারা তাতে মাতালও হবে না। (৪৮) আর তাদের সঙ্গে থাকবে আনত নয়না, আয়ত লোচনা হুরীবৃন্দ। (৪৯) তারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব। (৫০) তারা এক অপরের সামনা সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (৫১) তাদের কেউ বলবে ঃ আমার ছিল এক সঙ্গী। (৫২) সে বলতঃ তুমি কি বিশ্বাস কর যে– (৫৩) আমরা যখন মারা যাবো এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব তখনও আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে? (৫৪) (আল্লাহ্) বলবেন ঃ তোমরা

www.pathagar.com

কি তাকে দেখতে চাও? (৫৫) অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে। (৫৬) সে বলবে ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে। (৫৭) আমার রবের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও তো আটক ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম। (৫৮) আমাদের তো আর মৃত্যু হবে না– (৫৯) প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবে না! (৬০) এটা তো মহাসাফল্য। (৬১) এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিৎ সাধনা করা। (৬২) আপ্যায়নের জন্য কি এটাই শ্রেষ্ঠ, না যাক্কুম বৃক্ষ? (৬৩) যালিমদের জন্য আমি এটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষাস্বরূপ। (৬৪) এ বৃক্ষ উদ্গত হয় জাহান্নামের তলদেশে হতে। (৬৫) ওটার মোচা যেন শয়তানের মাথা। (৬৬) ওটা হতে তারা ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ করবে ওটা দ্বারা। (৬৭) তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। (৬৮) আর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্জ্বলিত অগ্নির দিকে। (৬৯) তারা তাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী। (৭০) আর তারা তাদের পদাংক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল। (৭১) তাদের পূর্বে ও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল– (৭২) এবং আমি তাদের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ করেছিলাম। (৭৩) সুতরাং লক্ষ্য কর, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের পরিণাম কি হয়েছিল! (৭৪) তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র।

www.pathagar.com

রুকু-৩

(৭৫) নূহ আমাকে আহবান করেছিল, আর আমি কত উত্তম সাড়া দানকারী। (৭৬) তাকে ও তার পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করেছিলাম মহাসংকট হতে। (৭৭) তার বংশধরকেই আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশ পরম্পরায়। (৭৮) আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। (৭৯) সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। (৮০) এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (৮১) সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম। (৮২) অবশিষ্ট সকলকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম। (৮৩) ইবরাহীম তো তার অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত। (৮৪) স্মরণ কর, সে তার রবের নিকট উপস্থিত হয়েছিল বিশুদ্ধ চিত্তে। (৮৫) যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ তোমরা কিসের পূজা করছ? (৮৬) তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অলীক মা'বুদগুলোকে চাও? (৮৭) জগতসমূহের রব সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি? (৮৮) অতঃপর সে তারকা রাজির দিকে একবার তাকালো– (৮৯) এবং বলল আমি অসুস্থ। (৯০) অতঃপর তারা তাকে পশ্চাতে রেখে চলে গেল। (৯১) পরে সে সন্তর্পণে তাদের দেবতাগুলোর নিকট গেল এবং বলল ঃ তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছ না কেন? (৯২) তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা কথা বল না? (৯৩) অতঃপর সে তাদের উপর সবলে আঘাত হানলো। (৯৪) তখন ঐ লোকগুলো তার দিকে ছুটে এল। (৯৫) সে

www.pathagar.com

বলল ঃ তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর, তোমরা কি তাদেরই পূজা কর? (৯৬) প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও। (৯৭) তারা বলল ঃ এর জন্য এক ইমারত তৈরী কর, অতঃপর একে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর। (৯৮) তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করেছিল; কিন্তু আমি তাদেরকে অতিশয় হেয় করেছিলাম– (৯৯) এবং সে বলল ঃ আমি আমার রবের দিকে চললাম, তিনি অবশ্যই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন। (১০০) হে আমার রব! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন। (১০১) অতঃপর আমি তাকে এক স্থির-বুদ্ধি সম্পন্ন পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। (১০২) অতঃপর সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল তখন ইবরাহীম বলল ঃ বৎস আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ্ করছি, এখন তোমার অভিমত কি, বল? সে বলল ঃ হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। (১০৩) যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহীম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করল। (১০৪) তখন আমি তাকে আহবান করে বললাম ঃ হে ইব্রাহীম– (১০৫) তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করলে। এভাবেই আমি সৎ কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (১০৬) নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। (১০৭) আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুর'বানীর বিনিময়ে।

www.pathagar.com

(১০৮) আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। (১০৯) ইব্রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। (১১০) এভাবে আমি সৎ কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (১১১) সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম। (১১২) আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, সে ছিল এক নবী, সৎ কর্মশীলদের অন্যতম। (১১৩) আমি তাকে বরকত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও, তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎ কর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।

রুকু-৪

(১১৪) আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা ও হারূনের উপর– (১১৫) এবং তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার করেছিলাম মহা সংকট হতে। (১১৬) আমি সাহায্য করেছিলাম তাদেরকে, ফলে তারা হয়েছিল বিজয়ী। (১১৭) আমি উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিতাব– (১১৮) এবং তাদেরকে আমি পরিচালিত করেছিলাম সরল পথে। (১১৯) আমি তাদের উভয়কে পরবর্তীতে স্মরণে রেখেছি। (১২০) মূসা হারূনের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। (১২১) এভাবে আমি সৎ কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (১২২) তারা উভয়েই ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। (১২৩) ইলিয়াসও ছিল রাসূলদের একজন। (১২৪) স্মরণ কর সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা কি সতর্ক হবে না? (১২৫) তোমরা কি বাআ'লকে (দেবমূর্তি) ডাকবে এবং পরিত্যাগ করবে স্রষ্টা– (১২৬) আল্লাহ্‌কে, যিনি রব তোমাদের

www.pathagar.com

এবং রব তোমাদের পূর্ব পুরুষদের? (১২৭) কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, কাজেই তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে। (১২৮) তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র। (১২৯) আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। (১৩০) ইলিয়াসের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। (১৩১) এভাবে আমি সৎ কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (১৩২) সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম। (১৩৩) লূত ছিল রাসূলদের একজন। (১৩৪) আমি তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম। (১৩৫) এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (১৩৬) অতঃপর অবশিষ্টদেরকে আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম। (১৩৭) তোমরা তো তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো অতিক্রম করে থাক সকালে– (১৩৮) এবং সন্ধ্যায়, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?

রুকু-৫

(১৩৯) য়ূনুসও ছিল রাসূলদের একজন। (১৪০) স্মরণ কর, যখন সে পালিয়ে বোঝাই নৌযানে পৌছল। (১৪১) অতঃপর সে লটারীতে যোগদান করল এবং পরাভূত হলো। (১৪২) পরে এক বৃহদাকার মাছ তাকে গিলে ফেলল, তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো। (১৪৩) সে যদি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত– (১৪৪) তাহলে তাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত থাকতে হতো ওর উদরে। (১৪৫) অতঃপর য়ূনুসকে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন

www.pathagar.com

প্রান্তরে এবং সে ছিল রুগ্ন। (১৪৬) পরে আমি তার উপর এক লাউ গাছ উদ্গাত করলাম। (১৪৭) তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম- (১৪৮) এবং তারা ঈমান এনেছিল; ফলে, আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম। (১৪৯) এখন তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ তোমার রবের জন্য কি রয়েছে কন্যা সন্তান এবং তাদের জন্য পুত্র সন্তান? (১৫০) অথবা আমি কি ফেরেশতাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি আর তারা তা প্রত্যক্ষ করেছিল? (১৫১) দেখ, তারা মনগড়া কথা বলে যে- (১৫২) আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। (১৫৩) তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান পছন্দ করতেন? (১৫৪) তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কিরূপ বিচার কর? (১৫৫) তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (১৫৬) তোমাদের কি সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ আছে? (১৫৭) তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের কিতাব উপস্থিত কর। (১৫৮) তারা (আল্লাহ্) ও জিন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করেছে, অথচ জিনেরা জানে যে, তাদেরকেও উপস্থিত করা হবে শাস্তির জন্য। (১৫৯) তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ্ পবিত্র, মহান- (১৬০) আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দারা ব্যতীত। (১৬১) তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদত কর- (১৬২) তোমরা কেউই কাউকেও আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবে না- (১৬৩) শুধু প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশকারীকে ব্যতীত। (১৬৪) আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত

www.pathagar.com

স্থান রয়েছে। (১৬৫) আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান– (১৬৬) এবং আমরা অবশ্যই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণাকারী। (১৬৭) তারাই তো বলে এসেছে– (১৬৮) পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি আমাদের কোন কিতাব থাকত– (১৬৯) তাহলে অবশ্যই আমরা আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা হতাম– (১৭০) কিন্তু তারা কুর'আন প্রত্যাখ্যান করল এবং শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (১৭১) আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে যে– (১৭২) অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে– (১৭৩) এবং আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী। (১৭৪) অতএব, কিছু কালের জন্য তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর। (১৭৫) তুমি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই তারা প্রত্যক্ষ করবে। (১৭৬) তারা কি তাহলে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়? (১৭৭) তাদের আঙ্গিনায় যখন শাস্তি নেমে আসবে তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত হবে কত মন্দ! (১৭৮) অতএব কিছুকালের জন্য তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর। (১৭৯) তুমি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই তারা পরিণাম প্রত্যক্ষ করবে। (১৮০) তারা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র ও মহান তোমার রব, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। (১৮১) শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলদের প্রতি। (১৮২) প্রশংসা জগতসমূহের রব আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।

www.pathagar.com

৩৮. সূরা সা'দ

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৮৮, রুকু-৫

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) সা'দ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের! (২) কিন্তু কাফিররা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে। (৩) এদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠি ধ্বংস করেছি, তখন তারা আর্তচিৎকার করেছিল। কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনই উপায় ছিল না। (৪) তারা বিস্ময় বোধ করছে যে, তাদের নিকট তাদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এসেছে এবং কাফিররা বলে ঃ এতো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী। (৫) সে কি অনেক মা'বুদের পরিবর্তে এক মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! (৬) তাদের প্রধানরা সরে পড়ে এই বলে ঃ তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতাগুলোর পূজায় তোমরা অটল থাক। নিশ্চয়ই এ ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক। (৭) আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনিনি; এটা এক মনগড়া উক্তি মাত্র। (৮) আমাদের মধ্যে হতে তারই উপর কুর'আন অবতীর্ণ হল? প্রকৃতপক্ষে তারা তো আমার কুর'আনে সন্দিহান, তারা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি। (৯) তাদের নিকট কি রয়েছে অনুগ্রহের ভাণ্ডার, তোমার রবের যিনি পরাক্রমশালী, মহান দাতা? (১০) তাদের কি সার্বভৌমত্ব আছে, আকাশমণ্ডলী ও

www.pathagar.com

পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের অন্তর্বর্তী সব কিছুর উপর? থাকলে তারা সিড়ি বেয়ে আকাশে আরোহণ করুক। (১১) বহু দলের মত এই বাহিনীও সে ক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হবে। (১২) তাদের পূর্বেও রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল নূহের সম্প্রদায়, আ'দ, বহু শিবিরের অধিপতি ফিরাউন। (১৩) আর সামূদ, লূত সম্প্রদায় ও আয়কা'র অধিবাসী (শোয়াইব সম্প্রদায়); তারা ছিল এক একটি বিশাল বাহিনী। (১৪) তাদের প্রত্যেকেই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে। ফলে, তাদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি হয়েছে বাস্তব।

রুকু-২

(১৫) তারা তো অপেক্ষা করছে একটি মাত্র প্রচণ্ড গর্জনের, যাতে কোন বিরাম থাকবে না। (১৬) তারা বলে ঃ হে আমাদের রব! বিচার দিবসের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে শীঘ্র দিয়ে দাও। (১৭) তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর। আর স্মরণ কর, আমার শক্তিশালী বান্দা দাঊদের কথা; সে ছিল অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী। (১৮) আমি বশীভূত করেছিলাম পর্বতমালাকে, ওরা সকাল সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো– (১৯) এবং সমবেত বিহংগকুলকেও, সবাই ছিল তার অভিমুখী। (২০) আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা। (২১) তোমার নিকট বিবাদকারী লোকের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? যখন তারা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে এলো

www.pathagar.com

ইবাদতখানায়– (২২) এবং দাউদের নিকট পৌছলো, তখন তাদের কারণে সে ভীত হয়ে পড়ল। তারা বলল ঃ ভীত হবেন না, আমরা দুই বিবদমান পক্ষ– আমরা একে অপরের উপর যুল্‌ম করেছি; অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন; অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ নির্দেশ করুন। (২৩) এ আমার ভাই, এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা; তবুও সে বলে আমার জিম্মায় এটি দিয়ে দাও এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে। (২৪) দাউদ বলল ঃ তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলোর সাথে যুক্ত করার দাবী করে সে তোমার প্রতি যুল্‌ম করেছে। শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর অবিচার করে থাকে, করে না শুধু মু'মিন ও সৎ কর্মশীল ব্যক্তিরা এবং তারা সংখ্যায় স্বল্প। দাউদ বুঝতে পারল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। অতঃপর সে তার রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়ল ও তাঁর অভিমুখী হল। (সিজ্‌দাহ) (২৫) অতঃপর আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করলাম। আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম। (২৬) হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহ্‌র পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে।

www.pathagar.com

রুকু-৩

(২৭) আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি; যদি কাফিরদের ধারণা তাই, সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। (২৮) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, আমি কি তাদেরকে সমগণ্য করব? আমি কি মুত্তাক্বীদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করব? (২৯) এক কল্যাণময় কিতাব এটা, আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে। (৩০) আমি দাঊদকে দান করলাম সুলাইমান। সে ছিল উত্তম বান্দা এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী। (৩১) যখন অপরাহ্নে তার সামনে ধাবমান উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হল। (৩২) তখন সে বলল ঃ আমি তো আমার রবের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে। (৩৩) ওগুলোকে পুনরায় আমার সামনে আনয়ন কর। অতঃপর সে ওগুলোর পদ ও গলদেশ ছেদন করতে লাগল। (৩৪) আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপর রাখলাম একটি দেহ; অতঃপর সুলাইমান আমার অভিমুখী হল। (৩৫) সে বলল ঃ হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং এমন এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেউ না হয়। আপনি তো পরম দাতা। (৩৬) তখন আমি তার অধীন করে

www.pathagar.com

দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে সে যেখানে ইচ্ছা করত সেখানে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হত– (৩৭) এবং (জিন) শয়তানদেরকে, যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী– (৩৮) এবং শৃংখলে আবদ্ধ আরও অনেককে। (৩৯) এসব আমার অনুগ্রহ, এটা হতে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতো পার। এজন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবে না– (৪০) এবং আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।

রুকু-৪

(৪১) স্মরণ কর আমার বান্দা আইয়ুবকে! যখন সে তার রবকে আহবান করে বলেছিল ঃ শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে। (৪২) আমি তাকে বললাম ঃ তুমি তোমার পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এই তো গোসলের সুশীতল পানি ও পান করার পানীয়। (৪৩(আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরও, আমার অনুগ্রহস্বরূপ ও বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশস্বরূপ। (৪৪) আমি তাকে আদেশ করলাম ঃ এক মুষ্টি তৃণ তুলে নাও এবং তা দ্বারা আঘাত কর ও শপথ ভঙ্গ কর না। আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে! সে ছিল আমার অভিমুখী। (৪৫) স্মরণ কর, আমার বান্দা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা, তারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী। (৪৬) আমি তাদেরকে অধিকারী করেছিলাম এক বিশেষ গুণের, ওটা ছিল

www.pathagar.com

পরকালের স্মরণ। (৪৭) অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত ও উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। (৪৮) স্মরণ কর ইসমাঈল, আল্-ইয়াসাআ' ও যুল কিফ্লের কথা, তারা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন। (৪৯) এটা এক স্মরণীয় বর্ণনা এবং মুত্তাক্বীদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস- (৫০) চিরস্থায়ী জান্নাত, তাদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে যার দ্বার। (৫১) সেথায় তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে, সেথায় তারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দিবে। (৫২) আর তাদের পার্শ্বে থাকবে আনত নয়না সমবয়স্কা তরুণীরা। (৫৩) এটাই হিসাব দিবসে তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি। (৫৪) এটাই আমার দেয়া রিয্ক্ব, যা নিঃশেষ হবে না। (৫৫) আর সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম ঠিকানা- (৫৬) জাহান্নাম, সেথায় তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল। (৫৭) এটা সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য। সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। (৫৮) আরও আছে এরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি। (৫৯) (জাহান্নামীদের দলপতিদের বলা হবে) এই তো এক বাহিনী, তোমাদের সাথে প্রবেশ করেছে। তাদের জন্য নেই অভিনন্দন, তারা তো জাহান্নামে জ্বলবে। (৬০) অনুসারীরা বলবে ঃ বরং তোমরাও, তোমাদের জন্যও তো অভিনন্দন নেই। তোমরাই তো আমাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করেছ, কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল (৬১) তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব! যে আমাদেরকে এর সম্মুখীন করেছে জাহান্নামে তার শাস্তি আপনি দ্বিগুন বর্ধিত করুন!

www.pathagar.com

(৬২) তারা আরও বলবে ঃ আমাদের কি হল যে, আমরা যে সব লোককে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না? (৬৩) তাহলে কি আমরা তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম, না তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে? (৬৪) জাহান্নামীদের এই প্রতিবাদ নিশ্চিত সত্য।

রুকু-৫

(৬৫) বল ঃ আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, যিনি এক পরাক্রমশালী। (৬৬) যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যস্থিত সব কিছুর রব, যিনি পরাক্রমশালী, মহা ক্ষমাশীল। (৬৭) বল ঃ এটা এক মহাসংবাদ। (৬৮) যা হতে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ। (৬৯) ঊর্ধ্ব লোকে তাদের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। (৭০) আমার নিকট তো এই অহী এসেছে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। (৭১) স্মরণ কর, তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন ঃ আমি মানুষ সৃষ্টি করছি কর্দম হতে। (৭২) যখন আমি ওকে সুষম করব এবং ওতে আমরা রূহ্ সঞ্চার করব, তখন তোমরা ওর প্রতি সিজদাবনত হও। (৭৩) তখন ফেরেশতারা সবাই সিজ্দবনত হল। (৭৪) শুধু ইবলীস ব্যতীত, সে অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলো। (৭৫) তিনি বললেন ঃ হে ইবলীস। আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোকে কিসে বাধা দিল? তুই কি

www.pathagar.com

ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলি, না তুই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন? (৭৬) সে বলল ঃ আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন কর্দম হতে। (৭৭) তিনি বললেন ঃ তুই এখান হতে বের হয়ে যা, নিশ্চয়ই তুই বিতাড়িত- (৭৮) এবং তোর উপর আমার লা'নত স্থায়ী হবে কর্মফল দিবস পর্যন্ত। (৭৯) সে বলল ঃ হে আমার রব! আপনি আমাকে অবকাশ দিন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (৮০) তিনি বললেন ঃ তুই অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলি- (৮১) অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। (৮২) সে বলল ঃ আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবো। (৮৩) তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে নয়। (৮৪) তিনি বললেন ঃ তবে এটাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি- (৮৫) তোর দ্বারা ও তোর অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবই। (৮৬) বলো ঃ আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। (৮৭) এটা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র। (৮৮) এর সংবাদ, এর সত্যতা তোমরা অবশ্যই জানবে, কিছুকাল পরে।

www.pathagar.com

৩৯. সূরা যুমার

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৭৫, রুকু-৮

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হতে। (২) আমি তোমার নিকট এ কিতাব যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি; সুতরাং আল্লাহ্‌র ইবাদত কর তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে। (৩) জেনে রেখো, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে ঃ আমরা তো এদের পূজা এজন্যই করি যে, এরা আমাদের আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য এনে দিবে। তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ্ তার ফয়সালা করে দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির আল্লাহ্ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (৪) আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি। তিনিই আল্লাহ্ এক, প্রবল পরাক্রমশালী। (৫) তিনি যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দ্বারা, সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করেছেন

www.pathagar.com

নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রেখো, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (৬) তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে। অতঃপর তিনি তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের দিয়েছেন আট প্রকার আনআ'ম (পশু)। তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের রব, সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। অতএব, তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ? (৭) তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন, তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তাহলে তিনি তোমাদের জন্য এটাই পছন্দ করেন। একের ভার অন্যে বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের রবের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা করতে তিনি তোমাদেরকে তা অবগত করাবেন। অন্তরে যা আছে তা তিনি সম্যক অবগত। (৮) মানুষকে যখন দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার রবকে ডাকে। পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখন সে বিস্মৃত হয়ে যায় পূর্বে যাকে সে ডেকেছিল তাঁকে এবং সে আল্লাহ্র সমকক্ষ দাঁড় করায়, অপরকে তার পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য। বল ঃ কুফ্রীর জীবন অবস্থায় তুমি কিছু কাল উপভোগ করে নাও। বস্তুতঃ তুমি জাহান্নামীদের অন্যতম। (৯) যে ব্যক্তি রাত্রিকাল (রাত্রির বিভিন্ন

www.pathagar.com

সময়ে) সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান যে তা করে না? বল ঃ যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।

রুকু-২

(১০) বল (আমার এই কথা) ঃ হে আমার মু'মিন বান্দারা! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়ায় কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। প্রশস্ত আল্লাহ্‌র পৃথিবী, ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে। (১১) বল ঃ আমি আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহ্‌র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করতে। (১২) আর আদিষ্ট হয়েছি, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই। (১৩) বল ঃ আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই তাহলে আমি ভয় করি মহা দিবসের শাস্তির। (১৪) বল ঃ আমি ইবাদত করি আল্লাহ্‌রই, তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে। (১৫) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার দাসত্ব কর। বল ঃ ক্বিয়ামত দিবসে ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিবারবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জেনে রেখো, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি। (১৬) তাদের জন্য থাকবে তাদের ঊর্ধ্বদিকে অগ্নির আচ্ছাদন এবং নিম্নদিকেও আচ্ছাদন। এতদ্বারা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দারা! তোমরা আমাকে ভয় কর। (১৭) যারা তাগুতের পূজা হতে দূরে থাকে,

www.pathagar.com

এবং আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব, সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে। (১৮) যারা মনোযোগসহকারে কথা শুনে এবং ওর মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে তাদেরকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বোধশক্তি সম্পন্ন। (১৯) যার উপর দণ্ডাদেশ অবধারিত হয়েছে, তুমি কি রক্ষা করতে পারবে সেই ব্যক্তিকে, যে জাহান্নামে আছে? (২০) তবে যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ, যার উপর নির্মিত আরও প্রাসাদ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। (২১) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তা দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর এটা শুকিয়ে যায় এবং তোমরা ওটা পীত বর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তিনি ওটা খড়কুটায় পরিণত করেন? এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য।

রুকু-৩

(২২) আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার রবের আলোকে আছে, সে কি তার সমান (যে এরূপ নয়)? দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য যারা আল্লাহ্‌র স্মরণে পরান্মুখ! তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (২৩) আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী- সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস্য এবং যা পুনঃপুনঃ

www.pathagar.com

আবৃত্তি করা হয়। এতে যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়, অতঃপর তাদের দেহ মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে, এটাই আল্লাহ্‌র পথ নির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা ওটা দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই। (২৪) যে ব্যক্তি ক্বিয়ামত দিবসে তার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাবে, সে কি তার মত যে নিরাপদ? যালিমদের বলা হবে, তোমরা যা অর্জন করতে তার শাস্তি আস্বাদন কর। (২৫) তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল, ফলে শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করলো তাদের অজ্ঞাতসারে। (২৬) ফলে, আল্লাহ্ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করালেন এবং আখিরাতের শাস্তি তো কঠিনতর। যদি তারা জানতো! (২৭) আমি এই কুর'আনে মানুষের জন্য সর্ব প্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (২৮) আরবী ভাষার এই কুর'আন বক্রতামুক্ত, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে। (২৯) আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন ঃ এক ব্যক্তির মালিক অনেক, যারা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন এবং এক ব্যক্তির মালিক শুধু একজন; এ দুইজনের অবস্থা কি সমান? প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য; কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না। (৩০) তুমি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। (৩১) অতঃপর ক্বিয়ামত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদের রবের সামনে বাকবিতণ্ডা করবে।

www.pathagar.com

পারা-২৪

রুকু-৪

(৩২) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? কাফিরদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়? (৩৩) যারা সত্য এনেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনেছে তারাই তো মুত্তাক্বী। (৩৪) তাদের আকাঙ্ক্ষিত সব কিছুই আছে তাদের রবের নিকট। এটাই সৎকর্মশীলদের পুরস্কার। (৩৫) কারণ, তারা যে সব মন্দ কাজ করেছিল আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদেরকে তাদের সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত করবেন। (৩৬) আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাদেরকে আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোন পথ-প্রদর্শক নেই- (৩৭) এবং যাকে আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেন তার জন্য কোন পথভ্রষ্টকারী নেই, আল্লাহ্ কি পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক নন? (৩৮) তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ্। বল ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? বল ঃ আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

www.pathagar.com

নির্ভরকারীরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে। (৩৯) বল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি। শীঘ্রই জানতে পারবে- (৪০) কারও উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কারও উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি। (৪১) আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি মানুষের কল্যাণের জন্য, অতঃপর যে সৎপথ অবলম্বন করে, সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে বিপথগামী হয় সে তো বিপদগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য এবং তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও।

রুকু-৫

(৪২) আল্লাহ্‌ই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের, তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও, নিদ্রার সময়। অতঃপর যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলো ফিরিয়ে দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। (৪৩) তাহলে কি তারা আল্লাহ্‌ ছাড়া অপরকে সুপারিশকারী সাব্যস্ত করেছে? বল ঃ তাদের কোন ক্ষমতা না থাকলেও এবং তারা না বুঝলেও? (৪৪) বল ঃ সকল সুপারিশ আল্লাহ্‌রই ইখতিয়ারে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই, অতঃপর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে। (৪৫) আল্লাহ্‌র কথা বলা হলে, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে

www.pathagar.com

তাদের দেবতাগুলোর উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়। (৪৬) বল ঃ হে আল্লাহ্! আপনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! আপনার বান্দারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করে, আপনি তাদের মধ্যে ওর ফয়সালা করে দিবেন। (৪৭) যারা যুল্ম করেছে, যদি ক্বিয়ামত দিবসে কঠিন শাস্তি হতে বাঁচার জন্য মুক্তিপণস্বরূপ তাদের পৃথিবীর সকল বিষয় সম্পত্তি এবং এর সাথে সম পরিমাণ আরও যদি থাকে তারা দিবে, তবুও তা গৃহিত হবে না এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করেনি। (৪৮) তাদের কৃত কর্মের মন্দ ফল তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। (৪৯) মানুষকে দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করলে সে আমাকে আহবান করে; অতঃপর যখন আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে বলে ঃ আমি তো এটা লাভ করেছি আমার জ্ঞানের মাধ্যমে। বস্তুতঃ এটা এক পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝে না। (৫০) তাদের পূর্ববর্তীরাও এটাই বলতো, কিন্তু তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসেনি। (৫১) তাদের কর্মের মন্দ ফল তাদের উপর আপতিত হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা যুল্ম করে তাদের উপরও তাদের কর্মের মন্দ ফল আপতিত হবে এবং তারা তা ব্যর্থও করতে পারবে না। (৫২) তারা কি জানে না, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা তার রিয্‌ক বর্ধিত করেন অথবা হ্রাস করেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

www.pathagar.com

রুকু-৬

(৫৩) বল (আমার এ কথা) ঃ হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ– আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না; আল্লাহ্ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৫৪) তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে, অতঃপর শাস্তি এসে গেলে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। (৫৫) অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের নিকট হতে উত্তম গ্রন্থে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতে শাস্তি আসার পূর্বে– (৫৬) যাতে কাউকেও বলতে না হয় ঃ হায়! আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস! আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (৫৭) অথবা কেউ যেন না বলে ঃ আল্লাহ্ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাক্বীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (৫৮) অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকেও বলতে না হয় ঃ আহা! যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত তাহলে আমি সৎকর্মশীল হতাম। (৫৯) প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, আমার নিদর্শন তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি এগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে এবং অহংকার করেছিলে; আর তুমি তো ছিলে কাফিরদের একজন। (৬০) যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি ক্বিয়ামত দিবসে তাদের মুখ কালো দেখবে। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়? (৬১) আল্লাহ্ মুত্তাক্বীদের উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ; তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ

www.pathagar.com

করবে না এবং তারা দুঃখও পাবে না। (৬২) আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর কর্ম বিধায়ক। (৬৩) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই নিকট। যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

রুকু-৭

(৬৪) বল ঃ হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে বলছ? (৬৫) তোমার প্রতি তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী হয়েছে, তুমি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (৬৬) অতএব, তুমি আল্লাহ্‌রই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও। (৬৭) তারা আল্লাহ্‌র যথোচিত সম্মান করে না। ক্বিয়ামত দিবসে সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী ভাঁজ করা থাকবে তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে– (৬৮) এবং যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবাই মূর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। (৬৯) বিশ্ব ওর রবের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, 'আমলনামা পেশ করা হবে এবং নারীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে হাজির করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি যুল্‌ম করা হবে না। (৭০) প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। তারা যা করে

www.pathagar.com

সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। (৭১) কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা সেখানে উপস্থিত হবে, তখন ওর প্রবেশ দ্বারগুলো খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেনি যারা তোমাদের নিকট তোমাদের রবের আয়াত আবৃত্তি করত এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করত? তারা বলবে ঃ অবশ্যই এসেছিল। বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। (৭২) তাদেরকে বলা হবে ঃ জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর, সেখানে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য। কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল! (৭৩) যারা তাদের রবকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা সেখানে উপস্থিত হবে তখন ওর দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর, স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। (৭৪) তারা প্রবেশ করে বলবে ঃ প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের অধিকারী করেছেন এই ভূমির; আমরা জান্নাতে যেথায় ইচ্ছা বসবাস করব। সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম! (৭৫) এবং তুমি ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চতুষ্পার্শ্বে ঘিরে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তাদের সকলের বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে। বলা হবে ঃ প্রশংসা জগতসমূহের রব আল্লাহ্র প্রাপ্য।

www.pathagar.com

৪০. সূরা মু'মিন

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৮৫, রুকু-৯

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) হা-মীম-। (২) এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিকট হতে– (৩) যিনি পাপ ক্ষমা করেন এবং তাওবা কবুল করেন, যিনি শাস্তি দানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট। (৪) শুধু কাফিররাই আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে; সুতরাং দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে। (৫) তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাদের পরে অন্যান্য দলও মিথ্যা আরোপ করেছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলকে আবদ্ধ করার জন্য অভিসন্ধি করেছিল এবং তারা অসার তর্কে লিপ্ত হয়েছিল, সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য। ফলে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম এবং কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি। (৬) এভাবে কাফিরদের ক্ষেত্রে সত্য হল তোমার রবের বাণী– এরা জাহান্নামী। (৭) যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে আছে, তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে ঃ হে আমাদের রব! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব যারা তাওবা করে ও আপনার পথ

www.pathagar.com

অবলম্বন করে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। (৮) হে আমাদের রব! আপনি তাদেরকে দাখিল করুন স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের মাতা-পিতা, পতি-পত্নী ও সন্তান সন্ততির মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও। আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়– (৯) এবং আপনি তাদেরকে শাস্তি হতে রক্ষা করুন, সেই দিন আপনি যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করবেন, তাকে তো অনুগ্রহই করবেন, এটাই তো মহা সাফল্য।

রুকু-২

(১০) কাফিরদেরকে উচ্চ কণ্ঠে বলা হবে ঃ তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহ্‌র অপ্রসন্নতা ছিল অধিক, যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি আহবান করা হয়েছিল আর তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে। (১১) তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায় দুইবার রেখেছেন এবং দুইবার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি; এখন নিষ্কৃতির কোন পথ মিলবে কি? (১২) তোমাদের এই পার্থিব শাস্তি তো এজন্য যে, যখন এক আল্লাহ্‌র কথা উল্লেখ করা হতো তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে এবং আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। বস্তুতঃ মহান আল্লাহ্‌রই সমস্ত কর্তৃত্ব। (১৩) তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ হতে প্রেরণ করেন তোমাদের জন্য রিয্‌ক্ব। আল্লাহ্‌র অভিমুখী ব্যক্তিই

www.pathagar.com

উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। (১৪) সুতরাং, আল্লাহ্‌কে ডাকো তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, যদিও কাফিররা এটা অপছন্দ করে। (১৫) তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ, যাতে সে সতর্ক করতে পারে ক্বিয়ামত দিবস সম্পর্কে– (১৬) যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে। সেদিন আল্লাহ্‌র নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। ঐ দিন কর্তৃত্ব কার? এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌রই। (১৭) সেদিন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেয়া হবে; আজ কারও প্রতি যুল্‌ম করা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর। (১৮) তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন দুঃখ কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। যালিমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে এমন কোন সুপারিশকারীও নেই। (১৯) চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। (২০) আল্লাহ্ বিচার করেন সঠিকভাবে; আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে তারা বিচার করতে অক্ষম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

রুকু-৩

(২১) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? তাহলে দেখতে পেত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা শক্তিতে এবং কীর্তিতে প্রবলতর। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে

www.pathagar.com

শাস্তি দিয়েছেন তাদের অপরাধের জন্য এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ ছিল না। (২২) এটা এজন্য যে, তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ নিদর্শনসহ আসলে তারা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে, আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিলেন। তিনি তো শক্তিশালী, শাস্তি দানে কঠোর। (২৩) আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করেছিলাম। (২৪) ফিরাউন, হামান ও কারূনের নিকট, কিন্তু তারা বলেছিল ঃ এ তো এক যাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী। (২৫) অতঃপর যখন মূসা আমার নিকট হতে সত্য নিয়ে তাদের নিকট উপস্থিত হলো তখন তারা বলল ঃ মূসার উপর যারা ঈমান এনেছে, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা কর এবং নারীদেরকে জীবিত রাখো। কিন্তু কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই। (২৬) ফিরাউন বলল ঃ আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার রবের শরণাপন্ন হোক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দ্বীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। (২৭) মূসা বলল ঃ যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, সেই সব উদ্ধত ব্যক্তি হতে আমি আমার ও তোমাদের রবের শরণাপন্ন হচ্ছি।

রুকু-৪

(২৮) ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখতো, বলল ঃ তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এজন্য হত্যা করবে যে, সে বলে ঃ আমার রব আল্লাহ্, অথচ সে তোমাদের রবের নিকট

www.pathagar.com

হতে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট এসেছে? সে মিথ্যাবাদী হলে তার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে দায়ী হবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে তার কিছু তো তোমাদের উপর আপতিত হবেই। আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (২৯) হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল; কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফিরাউন বলল ঃ আমি যা বুঝি, আমি তোমাদের তাই বলছি। আমি তোমাদেরকে শুধু সৎপথই দেখিয়ে থাকি। (৩০) মু'মিন ব্যক্তিটি বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ দুর্দিনের আশংকা করি– (৩১) যেমন ঘটেছিল নূহের কওম, আদ, ছামূদ এবং তাদের পরবর্তীদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তো বান্দাদের প্রতি কোন যুল্ম করতে চান না। (৩২) হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি ক্বিয়ামত দিবসের– (৩৩) যেদিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরে পলায়ন করতে চাবে, আল্লাহ্র শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করার কেউ থাকবে না। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই। (৩৪) পূর্বেও তোমাদের নিকট য়ূসুফ এসেছিল স্পষ্ট নিদর্শনসহ; কিন্তু সে যা নিয়ে এসেছিল তোমরা তাতে বার বার সন্দেহ পোষণ করতে। পরিশেষে যখন তার মৃত্যু হল তখন তোমরা বলেছিলে ঃ অতঃপর আল্লাহ্ আর কাউকেও রাসূল করে প্রেরণ করবেন না। এভাবে আল্লাহ্

www.pathagar.com

বিভ্রান্ত করেন সীমালঙ্ঘনকারী ও সংশয়-বাদীদেরকে। (৩৫) যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়, তাদের এ কর্ম আল্লাহ্ এবং মু'মিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করে দেন। (৩৬) ফিরাউন বলল ঃ হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি পাই অবলম্বন– (৩৭) আসমানে আরোহণের অবলম্বন, যেন আমি দেখতে পাই মূসার মা'বুদকে; তবে আমি তো তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। এভাবেই ফিরাউনের নিকট শোভনীয় করা হয়েছিল তার মন্দ কাজকে এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল সরল পথ হতে এবং ফিরাউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে।

রুকু-৫

(৩৮) মু'মিন ব্যক্তিটি বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করব। (৩৯) হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। (৪০) কেউ মন্দ কাজ করলে সে শুধু তার কাজের অনুরূপ শাস্তি পাবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মু'মিন হয়ে সৎকাজ করে তারা দাখিল হবে জান্নাতে, সেথায় তাদেরকে দেয়া হবে অপরিমিত জীবনোপকরণ। (৪১) হে আমার সম্প্রদায়! কি আশ্চর্য! আমি তোমাদেরকে আহ্বান

www.pathagar.com

করছি মুক্তির দিকে আর তোমরা আমাকে আহবান করছ জাহান্নামের দিকে। (৪২) তোমরা আমাকে বলছো আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করতে এবং তার সমকক্ষ দাঁড় করাতে, যার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই; পক্ষান্তরে আমি তোমাদেরকে আহবান করছি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র দিকে। (৪৩) নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে আহবান করছ এমন একজনের দিকে যে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও আহবান যোগ্য নয়। বস্তুতঃ আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্‌র নিকট এবং সীমা লঙ্ঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী। (৪৪) আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা তো অচিরেই স্মরণ করবে এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌র নিকট অর্পণ করছি; আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। (৪৫) অতঃপর আল্লাহ্ তাকে তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্টতা হতে রক্ষা করলেন এবং কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল ফিরাউন সম্প্রদায়কে। (৪৬) সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে এবং যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবেঃ ফিরাউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিনতম শাস্তিতে। (৪৭) যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে তখন দুর্বলেরা দাম্ভিকদেরকে বলবে ঃ আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করবে? (৪৮) দাম্ভিকেরা বলবে ঃ আমরা সবাই তো জাহান্নামে আছি; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তো বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন।

www.pathagar.com

(৪৯) জাহান্নামীরা ওর প্রহরীদেরকে বলবে ঃ তোমাদের রবের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের হতে লাঘব করেন শাস্তি, এক দিনের জন্য। (৫০) তারা বলবে ঃ তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের রাসূলগণ আসেনি? জাহান্নামীরা বলবে ঃ অবশ্যই এসেছিল। প্রহরীরা বলবে ঃ তাহলে তোমরাই প্রার্থনা কর আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়।

রুকু-৬

(৫১) নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে। (৫২) যেদিন যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোনো কাজে আসবে না, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস। (৫৩) আমি অবশ্যই মূসাকে দান করেছিলাম পথ নির্দেশ এবং বানী ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী করেছিলাম সেই কিতাবের- (৫৪) পথ নির্দেশ ও উপদেশস্বরূপ বোধ শক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য। (৫৫) অতএব, তুমি ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল সন্ধ্যায় তোমার রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। (৫৬) যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল না থাকলেও আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে আছে শুধু অহংকার, যা সফল হবার নয়। অতএব, আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হও, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (৫৭) মানব সৃজন অপেক্ষা

www.pathagar.com

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি তো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না। (৫৮) সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এবং যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আর যারা দুষ্কৃতিপরায়ণ। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। (৫৯) ক্বিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না। (৬০) তোমাদের রব বললেন ঃ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। কিন্তু যারা অহংকারে আমার ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।

রুকু-৭

(৬১) আল্লাহ্ই তোমাদের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাত্রি এবং আলোকজ্জ্বল করেছেন দিবসকে। আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (৬২) এই তো আল্লাহ্, তোমাদের রব, সব কিছুর স্রষ্টা; তিনি ব্যতিত কোন মা'বুদ নেই; সুতরাং তোমরা কিভাবে বিপথগামী হচ্ছ? (৬৩) এভাবেই বিপথগামী হয় তারা, যারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে। (৬৪) আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিয্ক্ব। এই তো আল্লাহ্, তোমাদের রব। কত মহান জগতসমূহের রব আল্লাহ্। (৬৫) তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন মা'বদু নেই। সুতরাং

www.pathagar.com

তোমরা তাঁকেই ডাক, তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। প্রশংসা জগতসমূহের রব আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। (৬৬) বল ঃ আমার রবের নিকট হতে আমার নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পূর্বে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে আহবান কর, তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি জগতসমূহের রবের নিকট আত্মসমর্পণ করতে। (৬৭) তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে, পরে শুক্র বিন্দু হতে, তারপর তাদেরকে বের করেন শিশুরূপে অতঃপর যেন তোমরা উপনীত হও যৌবনে, তারপর হও বৃদ্ধ। তোমাদের মধ্যে কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং এটা এ জন্য যে, তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার– (৬৮) তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি বলেন ঃ হও এবং তা হয়ে যায়।

রুকু-৮

(৬৯) তুমি কি লক্ষ্য কর না তাদের প্রতি যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে? কিভাবে তাদেরকে বিপথগামী করা হচ্ছে? (৭০) যারা অস্বীকার করে কিতাব ও যা সহ আমি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তা, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে– (৭১) যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল পড়িয়ে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে– (৭২) ফুটন্ত পানিতে অতঃপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে। (৭৩) এরপর তাদেরকে বলা হবে ঃ কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা

www.pathagar.com

তাঁর শরীক করতে– (৭৪) আল্লাহ্ ব্যতীত ঃ তারা বলবে ঃ তারা তো আমাদের নিকট হতে অদৃশ্য হয়েছে; বস্তুতঃ পূর্বে আমরা এমন কিছুকেই আহবান করিনি। এভাবে আল্লাহ্ কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করেন। (৭৫) এটা এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা দম্ভ করতে। (৭৬) তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর, তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য আর কতই না নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল! (৭৭) সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ কর। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দান করি তার কিছু যদি দেখিয়েই দিই অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই– তাদের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। (৭৮) আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম; তাদের কারও কারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করেছি আবার কারো কারো বিবৃত করিনি। আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়। আল্লাহ্র আদেশ এলে, ন্যায় সংগতভাবে ফয়সালা হয়ে যাবে। তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

রুকু-৯

(৭৯) আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, কতক আরোহণ করার জন্য এবং কতক তোমরা আহার করে থাকো। (৮০) এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকার, তোমরা যা প্রয়োজন বোধ কর, এটা দ্বারা তা পূর্ণ করে থাক এবং এদের উপর ও

www.pathagar.com

নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়। (৮১) তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র কোন্ কোন্ নি'আমত অস্বীকার করবে? (৮২) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি ও দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। তারা যা করত তা তাদের কোন কাজে আসেনি। (৮৩) তাদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রাসূল আসত তখন তারা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করত। তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত তাই তাদেরকে বেষ্টন করল। (৮৪) অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমরা এক আল্লাহ্‌তেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। (৮৫) তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলো না। আল্লাহ্‌র এই বিধান পূর্ব হতেই তার বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সে ক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

www.pathagar.com

৪১. সূরা হা-মীম আস্ সাজদা

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৫৪, রুকু-৬

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) হা-মীম-। (২) এটা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট হতে অবতীর্ণ। (৩) এটা এক কিতাব, বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ আরবী ভাষায়, কুর'আনরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য- (৪) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে। সুতরাং তারা শুনবে না। (৫) তারা বলে ঃ তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহবান করছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ আচ্ছাদিত, কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল; সুতরাং, তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি। (৬) বল ঃ আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি অহী হয় যে, তোমাদের মা'বুদ একমাত্র মা'বুদ অতএব, তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য- (৭) যারা যাকাত প্রদান করে না এবং তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী। (৮) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

www.pathagar.com

রুকু-২

(৯) বল ঃ তোমরা কি তাকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি তো জগতসমূহের রব। (১০) তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূ-পৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চার দিনে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের– সমভাবে, যাঞ্চাকারীদের জন্য। (১১) অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি ওটাকে ও পৃথিবীকে বললেন ঃ তোমরা উভয়ে আমার আদেশ পালনের জন্য এস স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল ঃ আমরা এলাম অনুগত হয়ে। (১২) অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশের নিকট তার বিধান ব্যক্ত করলেন এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ কর্তৃক সুবিন্যস্ত। (১৩) তবুও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বল ঃ আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, যা আদ ও ছামূদ জাতির অনুরূপ। (১৪) যখন তাদের নিকট রাসূলগণ এসেছিল তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে এবং তাঁরা বলেছিলেন ঃ তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত কর না। তখন তারা বলেছিল ঃ আমাদের রবের এরূপ ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন। অতএব, তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করছি। (১৫) আর আ'দ সম্প্রদায়ের ব্যাপার,

www.pathagar.com

এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত এবং বলত ঃ আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? তারা কি তাহলে লক্ষ্য করেনি, যে আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ তারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত। (১৬) অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম প্রবল-বায়ু এক অশুভ দিনে। আখিরাতের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদের সাহায্য করা হবে না। (১৭) আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল। অতঃপর তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানলো তাদের কৃতকর্মের পরিণামস্বরূপ। (১৮) আমি উদ্ধার করলাম তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছিল এবং যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করত।

রুকু-৩

(১৯) যেদিন আল্লাহ্র শত্রুদেরকে জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হবে সেদিন তাদেরকে বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। (২০) পরিশেষে যখন তারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছবে তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে। (২১) জাহান্নামীরা তাদের ত্বককে জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? উত্তরে তারা বলবেঃ আল্লাহ্, যিনি সব কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন

www.pathagar.com

তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (২২) তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না– উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না। (২৩) তোমাদের রব সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে, তোমরা হয়েছ ক্ষতিগ্রস্ত। (২৪) এখন তারা ধৈর্য ধারণ করলেও জাহান্নামই হবে তাদের আবাস স্থল এবং তারা অনুগ্রহ চাইলেও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে না। (২৫) আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সহচর যারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাতে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দেখিয়েছিল এবং তাদের ব্যাপারেও তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানবদের ন্যায় শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হয়েছে। তারা তো ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। (২৬) কাফিররা বলে ঃ তোমরা এই কুর'আন শ্রবণ করো না এবং তা আবৃত্তি কালে শোরগোল সৃষ্টি কর যাতে তোমরা জয়ী হতে পার। (২৭) আমি অবশ্যই কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দেব–

রুকু-৪

(২৮) জাহান্নাম, এটাই আল্লাহ্র শত্রুদের পরিণাম; সেথায় তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আবাস, যা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির

www.pathagar.com

প্রতিফলস্বরূপ। (২৯) কাফিররা বলবে ঃ হে আমাদের রব! যে সব জীন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল তাদের উভয়কে দেখিয়ে দিন, আমরা উভয়কে পদদলিত করব, যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়। (৩০) যারা বলে ঃ আমাদের রব আল্লাহ্, অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাইকা (ফেরেশতা) এবং বলে ঃ তোমার ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। (৩১) আমরাই তোমাদের বন্ধু, দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে; সেথায় তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েস (আকাঙ্ক্ষা) কর। (৩২) এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্র পক্ষ হতে আপ্যায়ন।

রুকু-৫

(৩৩) কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহ্র প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে ঃ আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (৩৪) ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। (৩৫) এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা মহা ভাগ্যবান। (৩৬) যদি শয়তানের কু-মন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে আল্লাহ্কে স্মরণ করবে তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৩৭) তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে

www.pathagar.com

রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা কর না, চন্দ্রকেও নয়; সিজদা কর আল্লাহ্‌কে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। (৩৮) তারা অহংকার করলেও যারা তোমার রবের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তো দিবস ও রজনীতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তিও বোধ করে না (সিজ্‌দাহ্)। (৩৯) আর তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক উষর, অতঃপর আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা শস্য শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃতের জীবন দানকারী। তিনি তো সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (৪০) যারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তারা আমার অগোচর নয়। শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত সে, নাকি যে ক্বিয়ামত দিবসে নিরাপদে থাকবে সে? তোমাদের যা ইচ্ছা কর; তোমরা যা কর তিনি তার দ্রষ্টা। (৪১) যারা তাদের নিকট কুর'আন আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তাদের মধ্যে চিন্তা ভাবনার অভাব রয়েছে। এটা অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ। (৪২(কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না– সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র নিকট হতে অবতীর্ণ। (৪৩) তোমার সম্বন্ধে তো তাই বলা হয় যা বলা হত তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদের সম্পর্কে। তোমার রব অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং কঠিন শাস্তিদাতা। (৪৪) আমি যদি আরবী ভাষায় কুর'আন অবতীর্ণ না করতাম তাহলে তারা

www.pathagar.com

অবশ্যই বলত, এর আয়াতগুলো বোধগম্য ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, এর ভাষা আজমী (অনারবী)। অথচ রাসূল আরবীয়। বল ঃ মু'মিনদের জন্য এটা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুর'আন হবে তাদের জন্য অন্ধকারস্বরূপ। তারা এমন যে, যেন তাদেরকে আহবান করা হয় বহু দূর হতে।

রুকু-৬

(৪৫) আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর এতে মতভেদ ঘটেছিল। তোমার রবের পক্ষ হতে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মীমাংসা হয়ে যেতো। তারা অবশ্যই এ সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে। (৪৬) যে সৎকর্ম করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কাজ করলে ওর প্রতিফল সেই ভোগ করবে। তোমার রব বান্দাদের প্রতি কোন যুল্ম করেন না।

www.pathagar.com

পারা-২৫

(৪৭) ক্বিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌তেই ন্যস্ত, তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ হতে বের হয় না, কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না। যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন ঃ আমার শরীকরা কোথায়? তখন তারা বলবে ঃ আমরা আপনার নিকট নিবেদন করছি যে, এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। (৪৮) পূর্বে তারা যাদেরকে আহবান করত তারা অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং অংশীবাদীরা উপলব্ধি করবে যে, তাদের নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই। (৪৯) মানুষ ধন-সম্পদ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তি বোধ করে না, কিন্তু যখন তাকে দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে অত্যন্ত নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে। (৫০) দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করার পর যদি তাকে আমি অনুগ্রহের আস্বাদ দেই তখন সে বলেই থাকে– এটা আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে, ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। আর আমি যদি আমার রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইও তাহলে তাঁর নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকবে। আমি কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করব এবং তাদেরকে আস্বাদন করাব কঠোর শাস্তি। (৫১) যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায় এবং তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। (৫২) বল ঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এই

www.pathagar.com

কুর'আন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং তোমরা এটা প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত, সে অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? (৫৩) আমি শীঘ্র তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, ওটাই সত্য। এটা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার রব সর্ব বিষয়ে অবহিত? (৫৪) জেনে রেখো, এরা এদের রবের সাথে সাক্ষাৎকারে সন্দিহান। জেনে রেখো, সব কিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

www.pathagar.com

৪২. সূরা শূরা

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৫৩, রুকু-৫

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) হা-মীম-। (২) আইন-সীন-ক্বাফ-। (৩) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ এভাবেই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন। (৪) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। তিনি সমুন্নত, মহান। (৫) আকাশমণ্ডলী ঊর্ধ্বদেশ হতে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় এবং ফেরেশতারা তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং যমীনবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রেখো, আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখেন। তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও। (৭) এভাবে আমি তোমার প্রতি কুর'আন অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায়, যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মক্কা এবং ওর চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পার ক্বিয়ামত দিবস সম্পর্কে যাতে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (৮) আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে মানুষকে একই উম্মাত (মতাদর্শের অনুসারী) করতে পারতেন। বস্তুতঃ তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে স্বীয় অনুগ্রহের

www.pathagar.com

অধিকারী করেন। যালিমদের কোন অভিভাবক নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই। (৯) তারা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে? কিন্তু আল্লাহ্‌! অভিভাবক তো তিনিই এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

রুকু-২

(১০) তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন– ওর মীমাংসা তো আল্লাহ্‌রই নিকট। বল ঃ তিনিই আল্লাহ্‌– আমার রব। আমি নির্ভর করি তাঁর উপর এবং আমি তাঁরই অভিমুখী। (১১) তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং পশুদের মধ্য থেকে (সৃষ্টি করেছেন) পশুদের জোড়া, এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (১২) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই নিকট। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা তার রিয্‌ক বর্ধিত করেন অথবা সংকুচিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (১৩) তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে আর যা আমি অহী করেছিলাম তোমাদের এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ কর না। তুমি মুশ্‌রিকদেরকে যার প্রতি আহবান করছ তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর

www.pathagar.com

অভিমুখী হয় তাকে দ্বীনের দিকে পরিচালিত করেন। (১৪) তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর শুধুমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবশতঃ তারা নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়, এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যেত। তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে তারা কুর'আন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে। (১৫) সুতরাং, তুমি ওর (দ্বীনের) দিকে আহবান কর এবং ওতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছ এবং তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ কর না। বল ঃ আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাকে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে। আল্লাহ্ই আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের। আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। আল্লাহ্ই আমাদেরকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট। (১৬) আল্লাহ্কে স্বীকার করার পর যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের যুক্তি-তর্ক তাদের রবের দৃষ্টিতে অসার এবং তারা তাঁর ক্রোধের পাত্র এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (১৭) আল্লাহ্ই অবতীর্ণ করেছেন সত্যসহ কিতাব এবং তুলা দণ্ড। তুমি কি জান, সম্ভবতঃ ক্বিয়ামত আসন্ন? (১৮) যারা এটা বিশ্বাস করে না তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য। জেনে রেখো, ক্বিয়ামত

www.pathagar.com

সম্পর্কে যারা বাক বিতণ্ডা করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (১৯) আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছা রিয্ক দান করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।

রুকু-৩

(২০) যে কেউ আখিরাতের ফসল কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত করে দিই এবং যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে ওরই কিছু দিই। কিন্তু আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবে না। (২১) তাদের কি এমন কতকগুলো দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি? ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে, তাদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (২২) তুমি যালিমদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখবে তাদের কৃতকর্মের জন্য; আর এটাই আপতিত হবে তাদের উপর। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা থাকবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। তারা যা কিছু চাবে তাদের রবের নিকট তাই পাবে। এটাই তো মহা অনুগ্রহ। (২৩) এই সুসংবাদই আল্লাহ্ দেন তাঁর বান্দাদেরকে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। বল ঃ আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আত্মীয়ের সৌহার্দ ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না । যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্য এত কল্যাণ বর্ধিত করি। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (২৪) তারা কি বলে যে, সে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে? যদি তা-ই হত তাহলে

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয় মোহর করে দিতেন। আল্লাহ্ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে তিনি তো সবিশেষ অবহিত। (২৫) তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যা কর তিনি তা জানেন। (২৬) তিনি মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের আহবানে সাড়া দেন এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ধিত করেন; কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (২৭) আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে জীবনোপকরণের প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করত; কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছা মত সঠিক পরিমাণেই দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সম্যক জানেন ও দেখেন। (২৮) তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন। তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসার্হ। (২৯) তাঁর অন্যতম নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এতোদুভয়ের মধ্যে তিনি যে সব জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলো। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই ওদেরকে সমবেত করতে সক্ষম।

রুকু-৪

(৩০) তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন। (৩১) তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করতে পারবে না।

www.pathagar.com

এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই। (৩২) তাঁর অন্যতম নিদর্শন পর্বত সদৃশ সমুদ্রে চলমান নৌযানসমূহ। (৩৩) তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্র পৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য। (৩৪) অথবা তিনি তাদের কৃতকর্মের জন্য সেইগুলোকে বিধস্ত করে দিতে পারেন এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন। (৩৫) আর আমার নিদর্শন সম্পর্কে যারা বিতর্ক করে তারা যেন জানতে পারে যে, তাদের কোন নিষ্কৃতি নেই। (৩৬) বস্তুত তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ। কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী, তাদের জন্য যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের উপর নির্ভর করে। (৩৭) যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হতে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধাবিষ্ট হয়েও ক্ষমা করে দেয়– (৩৮) যারা তাদের রবের আহবানে সাড়া দেয়, ছালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিয্‌ক্ব দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে– (৩৯) এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে– (৪০) মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ দ্বারা এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে। আল্লাহ্ যালিমদেরকে পছন্দ করেন না। (৪১) তবে

www.pathagar.com

অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিবিধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। (৪২) শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (৪৩) অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয় তা তো হবে বীরত্বেরই কাজ।

রুকু-৫

(৪৪) আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন অভিভাবক নেই। যালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তুমি তাদেরকে বলতে শুনবে ঃ প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি? (৪৫) তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে। তারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধ নিমীলিত নেত্রে তাকাচ্ছে। মু'মিনরা ক্বিয়ামত দিবসে বলবে ঃ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করেছে। জেনে রেখো, যালিমরা ভোগ করবে স্থায়ী শাস্তি। (৪৬) আল্লাহ্ ব্যতীত তাদেরকে সাহায্য করার জন্য তাদের কোন অভিভাবক থাকবে না এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন গতি নেই। (৪৭) তোমরা তোমাদের রবের আহবানে সাড়া দাও সেই দিবস আসার পূর্বে যা আল্লাহ্র বিধানে অপ্রতিরোদ্ধ, যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের জন্য ওটা নিরোধ করার কেউ থাকবে না। (৪৮) তারা যদি

www.pathagar.com

মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমাকে তো আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। তোমার কাজ তো শুধু প্রচার করে যাওয়া। আমি মানুষকে যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে উৎফুল্ল হয় এবং যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের বিপদ আপদ ঘটে তখন মানুষ হয়ে যায় অকৃতজ্ঞ। (৪৯) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। (৫০) অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (৫১ মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন অহীর মাধ্যম ছাড়া অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা এমন দূত প্রেরণ ছাড়া যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করে। তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়। (৫২) এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; তুমি তো জানতে না কিতাব কি ও ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি; তুমি তো প্রদর্শন কর শুধু সরল পথ- (৫৩) সেই আল্লাহ্‌র পথ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক। জেনে রেখো, সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

www.pathagar.com

৪৩. সূরা যুখরুফ

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৮৯, রুকু-৭

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) হা-মীম-। (২) শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের! (৩) আমি এটা অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুর'আনরূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (৪) এ মহাগ্রন্থ সমুন্নত রয়েছে আমার নিকট সংরক্ষিত ফলকে; এটা মহান, জ্ঞানগর্ভ। (৫) আমি কি তোমাদের কাছ থেকে এ উপদেশ বাণী সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করে নিব এ কারণে যে, তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়? (৬) পূর্ববর্তীদের নিকট আমি বহু নবী প্রেরণ করেছিলাম– (৭) এবং যখনই তাদের নিকট কোন নবী এসেছে, তারা তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছে। (৮) তাদের মধ্যে যারা শক্তিতে অপেক্ষাকৃত প্রবল ছিল তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছিলাম; আর এভাবে চলে আসছে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত। (৯) তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে ঃ এগুলো তো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্– (১০) যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন শয্যা এবং ওতে করেছেন তোমাদের চলার পথ, যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পার; (১১) এবং যিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে এবং আমি তা দ্বারা সঞ্জীবিত করি নির্জীব ভূখণ্ডকে।

www.pathagar.com

এভাবেই তোমাকেই পুনরুত্থিত করা হবে- (১২) এবং যিনি যুগলসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও পশু যাতে তোমরা আরোহণ কর- (১৩) যাতে তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা ওর উপর স্থির হয়ে বস এবং বল ঃ পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে। (১৪) আমরা আমাদের রবের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব। (১৫) তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করেছে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।

রুকু-২

(১৬) তিনি কি তাঁর সৃষ্টি হতে নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদেরকে বিশিষ্ট করেছেন পুত্র সন্তান দ্বারা? (১৭) দয়াময় আল্লাহ্‌র প্রতি তারা যা আরোপ করে তাদের কাউকে সেই কন্যা সন্তানের সংবাদ দেয়া হলে তার মুখ-মণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃসহ মর্ম যাতনায় ক্লিষ্ট হয়। (১৮) তারা কি আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান, যে অলংকারে আবৃত হয়ে লালিত-পালিত হয় এবং তর্ক-বির্তক করলে সুস্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ? (১৯) তারা দয়াময় আল্লাহ্‌র বান্দা মালাইকাদেরকে নারী গণ্য করেছে। এদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং

www.pathagar.com

তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। (২০) তারা বলে ঃ দয়াময় আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমরা এদের পূজা করতাম না। এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই; তারা তো শুধু মিথ্যাই বলছে। (২১) আমি কি তাদেরকে কুর'আনের পূর্ব কোন কিতাব দান করেছি, যা তারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে? (২২) বরং তারা বলে ঃ আমরা তো আমাদের পূর্বে পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। (২৩) এভাবে তোমার পূর্ব কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওর সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা বলত ঃ আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। (২৪) সেই সতর্ককারী বলত ঃ তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে? তারা বলত ঃ তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। (২৫) অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দিলাম; দেখ, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি হয়েছে।

রুকু-৩

(২৬) স্মরণ কর, ইব্রাহীম তার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (২৭) সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং

www.pathagar.com

তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন। (২৮) এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণীরূপে রেখে গেছে তার পরবর্তীদের জন্য যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। (২৯) বরং আমিই তাদেরকে এবং তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে সুযোগ দিয়েছিলাম ভোগের, অবশেষে তাদের নিকট আসল সত্য ও স্পষ্ট প্রচারক রাসূল। (৩০) যখন তাদের নিকট সত্য আসল তখন তারা বলল ঃ এটা তো যাদু এবং আমরা এটা প্রত্যাখ্যান করি– (৩১) এবং তারা বলে ঃ এই কুর'আন কেন অবতীর্ণ হল না দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর? (৩২) তারা কি তোমার রবের করুণা বণ্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে; এবং তারা যা জমা করে তা হতে তোমার রবের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর। (৩৩) সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, এই আশংকা না থাকলে দয়াময় আল্লাহ্‌কে যারা অস্বীকার করে, তাদের আমি দিতাম তাদেরকে গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি যাতে তারা আরোহণ করে– (৩৪) এবং তাদের গৃহের জন্য দিতাম রৌপ্য নির্মিত দরজা, বিশ্রামের জন্য পালঙ্ক যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত– (৩৫) এবং স্বর্ণের নির্মিতও। আর এই সবই তো শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার। মুত্তাক্বীদের জন্য তোমার রবের নিকট রয়েছে আখিরাতের কল্যাণ।

www.pathagar.com

রুকু-৪

(৩৬) যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সে হয় তার সহচর। (৩৭) শয়তানরাই মানুষকে সৎপথে হতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে পরিচালিত হচ্ছে। (৩৮) অবশেষে যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে শয়তানকে বলবে ঃ হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত! কত নিকৃষ্ট সহচর সে! (৩৯) যেহেতু তোমরা সীমালঙ্ঘন করেছিলে আর আজ তোমাদের এ অনুতাপ তোমাদের কোন কাজে আসবে না, তোমরা তো সবাই শাস্তিতে শরীক। (৪০) তুমি কি শুনাতে পারবে বধিরকে? অথবা যে অন্ধ এবং যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে তাকে কি পারবে সৎপথে পরিচালিত করতে? (৪১) আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই, তবুও আমি তাদেরকে শাস্তি দিব। (৪২) অথবা আমি তাদেরকে যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছি যদি আমি তোমাকে তা প্রত্যক্ষ করাই, তাহলে তাদের উপর আমার তো পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। (৪৩) সুতরাং তোমার প্রতি যা অহী করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। তুমি তো সরল পথেই রয়েছ। (৪৪) কুর'আন তো তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু, তোমাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। (৪৫) তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করেছিলাম যার ইবাদত করা যায়?

www.pathagar.com

রুকু-৫

(৪৬) মূসাকে তো আমি আমার নিদর্শনসহ ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট পাঠিয়েছিলাম; সে বলেছিল ঃ আমি জগতসমূহের রবের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল। (৪৭) সে তাদের নিকট আমার নিদর্শনসহ আসা মাত্র তারা তা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে লাগল। (৪৮) আমি তাদেরকে এমন কোন নিদর্শন দেখাইনি যা ওর অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। (৪৯) তারা বলেছিল ঃ হে যাদুকর! তোমার রবের নিকট তুমি আমাদের জন্য তা প্রার্থনা কর যা তিনি তোমার সাথে অংগীকার করেছেন; তাহলে আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব। (৫০) অতঃপর যখন আমি তাদের উপর হতে শাস্তি বিদূরিত করলাম তখনই তারা অংগীকার ভংগ করতে লাগল। (৫১) ফিরাউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলে ঘোষণা করল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নয়? এই নদীগুলো আমার পাদদেশে প্রবাহিত, তোমরা কি দেখ না"? (৫২) আমি তো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি হতে যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলতে অক্ষম। (৫৩) মূসাকে কেন দেয়া হল না স্বর্ণ বলয় অথবা তার সাথে কেন আসল না ফেরেশতা দলবদ্ধভাবে? (৫৪) এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল। ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। তারা তো ছিল এক সত্য ত্যাগী সম্প্রদায়। (৫৫) যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল, তখন আমি তাদেরকে

www.pathagar.com

শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম তাদের সবাইকে। (৫৬) অতঃপর পরবর্তীদের জন্য আমি তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।

রুকু-৬

(৫৭) মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল শুরু করে দেয়– (৫৮) এবং বলে ঃ আমাদের দেবতাগুলো শ্রেষ্ঠ, না ঈসা? তারা শুধু বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুতঃ তারা তো শুধু বাকবিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়। (৫৯) সে তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত। (৬০) আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত। (৬১) ঈসা তো ক্বিয়ামতের নিদর্শন; সুতরাং তোমরা ক্বিয়ামতে সন্দেহ পোষণ কর না এবং আমাকে অনুসরণ কর। এটাই সরল পথ। (৬২) শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই নিবৃত্ত না করে, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (৬৩) ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসল, তখন সে বলল ঃ আমি তো তোমাদের নিকট এসেছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ, তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। (৬৪) আল্লাহ্‌ই তো আমার রব এবং তোমাদের রব। অতএব তাঁর ইবাদত কর; এটাই সরল পথ। (৬৫) অতঃপর তাদের কতিপয় দল মতানৈক্য সৃষ্টি করল; সুতরাং

www.pathagar.com

যালিমদের জন্য দুর্ভোগ, যন্ত্রণাদায়ক দিবসের শাস্তি। (৬৬) তারা তো তাদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে ক্বিয়ামত আসারই অপেক্ষা করছে। (৬৭) বন্ধুরা সেই দিন হয়ে পড়বে একে অপরের শত্রু, তবে মু'মিনরা ব্যতীত।

রুকূ-৭

(৬৮) হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং দুঃখিতও হবে না তোমরা– (৬৯) যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিল এবং আত্মসমর্পণ করেছিল। (৭০) তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। (৭১) স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে; সেথায় রয়েছে সব কিছু, অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। সেথায় তোমরা স্থায়ী হবে। (৭২) এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ। (৭৩) সেথায় তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তোমরা আহার করবে তা হতে। (৭৪) নিশ্চয়ই অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকবে স্থায়ী। (৭৫) তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা হতাশ হয়ে পড়বে। (৭৬) আমি তাদের প্রতি যুল্ম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিল যালিম। (৭৭) তারা চিৎকার করে বলবে ঃ হে মালিক (জাহান্নামের অধিকর্তা)! তোমার রব আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন। সে বলবে ঃ তোমরা তো এভাবেই থাকবে। (৭৮) আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমি তো তোমাদের

www.pathagar.com

নিকট সত্য পৌঁছিয়ে ছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে সত্য বিমুখ। (৭৯) তারা কি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? আমিই তো সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। (৮০) তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না? অবশ্যই রাখি। আমার ফেরেশতা তো তাদের নিকট থেকে সব কিছু লিপিবদ্ধ করে। (৮১) বল ঃ দয়াময় আল্লাহ্‌র কোন সন্তান থাকলে আমি হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী। (৮২) তারা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মহান অধিপতি এবং আরশের অধিকারী। (৮৩) অতএব, তাদেরকে যে দিবসের কথা বলা হয়েছে তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দাও। (৮৪) তিনিই মা'বুদ নভোমণ্ডলে, তিনিই মা'বুদ ভূতলে এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (৮৫) কত মহান তিনি, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এইগুলোর মধ্যবর্তী সব কিছুর সার্বভৌম অধিপতি! ক্বিয়ামতের জ্ঞান শুধু তাঁরই আছে এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৮৬) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই, তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে ওর সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত। (৮৭) যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে তাহলে তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ্। তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? (৮৮) আমি অবগত আছি রাসূলের এ উক্তি– হে আমার রব! এ সম্প্রদায় তো ঈমান আনবে না। (৮৯) সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং বল ঃ সালাম; তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

www.pathagar.com

৪৪. সূরা দুখান

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৫৯, রুকু-৩

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) হা-মীম-। (২) শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। (৩) আমি তো এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে, আমি তো সতর্ককারী। (৪) এ রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়- (৫) আমার আদেশক্রমে, আমি তো রাসূল প্রেরণ করে থাকি- (৬) এ তোমার রবের অনুগ্রহ, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ- (৭) যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যস্থিত সব কিছুর রব- যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। (৮) তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও রব। (৯) বস্তুতঃ তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হাসি ঠাট্টা করছে। (১০) অতএব, তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ- (১১) এবং তা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে। এটা হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১২) তখন তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ শাস্তি হতে মুক্তি দিন, আমরা ঈমান আনব। (১৩) তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের নিকট তো এসেছে স্পষ্ট ব্যাখ্যাকারী এক রাসূল;

www.pathagar.com

(১৪) অতঃপর তারা তাকে অমান্য করে বলে ঃ সে তো শিখানো বুলি বলছে, সেতো এক পাগল। (১৫) আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য রহিত করছি, তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। (১৬) যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিন আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবই। (১৭) এদের পূর্বে আমি তো ফিরাউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের নিকটও এসেছিল এক মহান রাসূল। (১৮) সে বলল ঃ আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ কর। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল– (১৯) এবং তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে উদ্ধত হয়ো না, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত করছি স্পষ্ট প্রমাণ। (২০) তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে না পার, এ জন্য আমি আমার রব ও তোমাদের রবের শরণাপন্ন হয়েছি। (২১) যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর, তাহলে তোমরা আমা হতে দূরে থাক। (২২) অতঃপর মূসা তার রবের নিকট নিবেদন করল ঃ এরা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়। (২৩) আমি বলেছিলাম ঃ তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রজনীতে বের হয়ে পড়, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (২৪) সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, তারা এমন এক বাহিনী যারা নিমজ্জিত হবে। (২৫) তারা পশ্চাতে রেখে গেল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, (২৬) কত শস্য ক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ, (২৭) কত বিলাস উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত। (২৮) এরূপই ঘটেছিল এবং

www.pathagar.com

আমি এ সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। (২৯) আকাশ এবং পৃথিবী কেউই তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি।

রুকু-২

(৩০) আমি তো উদ্ধার করেছিলাম বানী ইসরাঈলকে, লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হতে– (৩১) ফিরাউনের; সে তো পরাক্রান্ত সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে। (৩২) আমি জেনে শুনেই তাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম– (৩৩) এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম নিদর্শনাবলী, যাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা। (৩৪) তারা বলেই থাকে– (৩৫) আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নেই এবং আমরা আর পুনরুত্থিত হব না। (৩৬) অতএব, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে উপস্থিত কর। (৩৭) শ্রেষ্ঠ কি তারা, না তুব্বা সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা ? আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম, অবশ্যই তারা ছিল অপরাধী। (৩৮) আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। (৩৯) আমি এ দু'টি অযথা সৃষ্টি করিনি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না। (৪০) সকলের জন্য নির্ধারিত রয়েছে তাদের বিচার দিবস। (৪১) যেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসবে না এবং তারা সাহায্যও পাবে না। (৪২) তবে আল্লাহ্ যার প্রতি দয়া করেন তার কথা স্বতন্ত্র। তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

www.pathagar.com

রুকু-৩

(৪৩) নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে– (৪৪) পাপীর খাদ্য– (৪৫) গলিত তাম্রের মত; ওটা তার উদরে ফুটতে থাকবে– (৪৬) ফুটন্ত পানির মত। (৪৭) (বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। (৪৮) অতঃপর তার মস্তকের উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও– (৪৯) এবং বলা হবে আস্বাদন গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। (৫০) এটা তো ওটাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে। (৫১) মুত্তাক্বীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে– (৫২) উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে। (৫৩) তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং তারা মুখোমুখী হয়ে বসবে। (৫৪) এরূপই ঘটবে; তাদেরকে সঙ্গিনী দিব আয়তলোচনা হুর। (৫৫) সেথায় তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফল মূল আনতে বলবে। (৫৬) প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেথায় আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। (৫৭) তোমার রব নিজ অনুগ্রহে। এটাই তো মহা সাফল্য। (৫৮) আমি তোমার ভাষায় কুর'আনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (৫৯) সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, তারাও তো প্রতীক্ষমাণ।

www.pathagar.com

৪৫. সূরা জাসিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৩৭, রুকু-৪

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) হা-মীম-। (২) এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হতে অবতীর্ণ। (৩) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য। (৪) তোমাদের সৃজনে এবং জীব জন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য। (৫) নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, আল্লাহ্ আকাশ হতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে। (৬) এগুলো আল্লাহ্‌র আয়াত, যা আমি তোমার নিকট আবৃত্তি করছি যথাযথভাবে; সুতরাং আল্লাহ্ এবং তাঁর আয়াতের পরিবর্তে তারা কোন বাণীতে বিশ্বাস করবে? (৭) দুর্ভোগ প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপীর– (৮) যে আল্লাহ্‌র আয়াতের আবৃত্তি শোনেনি অথচ ঔদ্ধত্যের সাথে অটল থাকে যেন সে তা শোনেনি। তাকে সংবাদ দাও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির। (৯) যখন আমার কোন আয়াত সে অবগত হয় তখন সে তা নিয়ে পরিহাস করে। তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (১০) তাদের পশ্চাতে রয়েছে জাহান্নাম; তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসবে

www.pathagar.com

না, তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক স্থির করেছে তারাও নয়। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (১১) কুর'আন সৎপথের দিশারী; যারা তাদের রবের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

রুকু-২

(১২) আল্লাহ্‌ই সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তার আদেশে তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার ও তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (১৩) তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন। (১৪) মু'মিনদেরকে বল ঃ তারা যেন ক্ষমা করে তাদেরকে, যারা আল্লাহ্‌র সেই দিবসগুলো প্রত্যাশা করে না, এজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান দিবেন। (১৫) যে সৎকর্ম করে সে তার কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কর্ম করলে ওর প্রতিফল সেই ভোগ করবে, অতঃপর তোমরা তোমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। (১৬) আমি তো বানী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছিলাম এবং দিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্ব জগতের উপর। (১৭) তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম দ্বীন সম্পর্কে। তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর তারা শুধু পরস্পর

www.pathagar.com

বিদ্বেষবশতঃ বিরোধিতা করেছিল, তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করত, তোমার রব ক্বিয়ামত দিবসে তাদের মধ্যে সে বিষয়ের ফয়সালা করে দিবেন। (১৮) এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের উপর; সুতরাং তুমি ওর অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ কর না। (১৯) আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না; যালিমরা একে অপরের বন্ধু; আর আল্লাহ্ তো মুত্তাক্বীদের বন্ধু। (২০) এ কুর'আন মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ নির্দেশ ও রহমত। (২১) দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!

রুকু-৩

(২২) আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজ অনুযায়ী ফল পেতে পারে আর তাদের প্রতি যুল্‌ম করা হবে না। (২৩) তুমি কি লক্ষ্য করছ তাকে, যে তার খেয়াল খুশীকে নিজের মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ্ জেনে শুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব কে তাকে পথ নির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

www.pathagar.com

(২৪) তারা বলে ঃ একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি আর সময়ই (কাল) আমাদেরকে ধ্বংস করে। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা তো শুধু মন গড়া কথা বলে। (২৫) তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন তাদের কোন যুক্তি থাকে না শুধু এ উক্তি ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে উপস্থিত কর। (২৬) বল ঃ আল্লাহ্ই তোমাদেরকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে ক্বিয়ামত দিবসে একত্রিত করবেন যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

রুকু-৪

(২৭) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই; যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত- (২৮) এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে ভয়ে নতজানু হবে, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার 'আমলনামা দেখতে আহবান করা হবে, আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা করতে। (২৯) এই আমার লিপি, এটা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষ্য দিবে। তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম। (৩০) যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের রব তাদেরকে দাখিল করবেন স্বীয় রহমতে। এটাই মহাসাফল্য। (৩১) পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে তাদেরকে বলা হবে ঃ

www.pathagar.com

তোমাদের নিকট কি আমার আয়াত পাঠ করা হয়নি? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়। (৩২) যখন বলা হয় ঃ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি তো সত্য এবং ক্বিয়ামত-এতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলে থাক ঃ আমরা জানি না ক্বিয়ামত কি; আমরা মনে করি এটা একটি ধারণা মাত্র এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই। (৩৩) তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। (৩৪) আর বলা হবে ঃ আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হব যেমন তোমরা এই দিবসের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (৩৫) এটা এজন্য যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। সুতরাং সেদিন তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে না এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টার সুযোগ দেয়া হবে না। (৩৬) প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আকাশমণ্ডলীর রব, পৃথিবীর রব এবং জগতসমূহের রব। (৩৭) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব গরিমা তাঁরই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

www.pathagar.com

পারা-২৬

৪৬. সূরা আহ্‌ক্বাফ

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৩৫, রুকু-৪

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) হা-মীম-। (২) এ কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হতে অবতীর্ণ। (৩) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করেছি; কিন্তু কাফিরদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা হতে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪) বল ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও অথবা আকাশমণ্ডলীতে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর– যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৫) সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্তি কে যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবে না? এবং এগুলো তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। (৬) যখন ক্বিয়ামত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলো হবে তাদের শত্রু, ঐগুলো তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে।

www.pathagar.com

(৭) যখন তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় এবং তাদের নিকট সত্য উপস্থিত হয় তখন কাফিররা বলে ঃ এটা তো সুস্পষ্ট যাদু। (৮) তারা কি তাহলে বলে যে, সে এটা উদ্ভাবন করেছে? বল ঃ যদি আমি উদ্ভাবন করে থাকি, তাহলে তোমরা তো আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে আমাকে কিছুতেই রক্ষা করতে পারবে না। তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৯) বল ঃ আমি তো প্রথম রাসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কি করা হবে; আমি আমার প্রতি যা অহী করা হয় শুধু তারই অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। (১০) বল ঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি যে, এই কুর'আন আল্লাহ্‌র নিকট হতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে আর তোমরা এতে অবিশ্বাস কর, উপরন্তু বানী ইসরাঈলের একজন এর অনুরূপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করল অথচ তোমরা কর ঔদ্ধত্য প্রকাশ, তাহলে তোমাদের পরিণাম কি হবে? আল্লাহ্ যালিমদেরকে সৎপথে চালিত করেন না। (১১) মু'মিনদের সম্পর্কে কাফিররা বলে ঃ এটা ভাল হলে তারা এর দিকে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হত না। তারা এর দ্বারা পরিচালিত নয় বলে, বলে ঃ এটা তো এক পুরাতন মিথ্যা।

www.pathagar.com

রুকু-২

(১২) এর পূর্বে ছিল মূসার কিতাব– আদর্শ ও অনুগ্রহস্বরূপ, এই কিতাবের সমর্থক আরবী ভাষায়, যেন এটা যালিমদেরকে সতর্ক করে এবং যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয়। (১৩) যারা বলে ঃ আমাদের রব তো আল্লাহ্ এবং এই বিশ্বাসে অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (১৪) এরাই জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় এরা স্থায়ী হবে, এটাই তাদের কর্মফল। (১৫) আমি মানুষকে তার মাতা পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে গর্ভ ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হওয়ার পর বলে ঃ হে আমার রব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন, তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন; আমার জন্য আমার সন্তান সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ করুন, আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম। (১৬) আমি এদের সু-কর্মগুলো গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দ কর্মগুলো ক্ষমা করি, তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবে। (১৭) আর এমন লোক আছে, যে তার মাতা

www.pathagar.com

পিতাকে বলে ঃ আফ্‌সোস তোমাদের জন্য। তোমরা কি আমাকে এ ভয় দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে! তখন তার মাতা-পিতা আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করে বলে ঃ দুর্ভোগ তোমার জন্য! বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে, এটা তো অতীত কালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়। (১৮) এদের পূর্বে যে জিন ও মানুষ সম্প্রদায় গত হয়েছে তাদের মত এদের প্রতিও আল্লাহ্‌র উক্তি সত্য হয়েছে। এরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। (১৯) প্রত্যেকের মর্যাদা তার কর্ম অনুযায়ী, এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তার প্রতি অবিচার করা হবে না। (২০) যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হবে সেদিন তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা তো পার্থিব জীবনে সুখ- সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করেছ, সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি; কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।

রুকু-৩

(২১) স্মরণ কর, আ'দ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার কথা, যার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারী এসেছিল, সে তার আহ্‌কাফবাসী সম্প্রদায়কে বালুকাময় উচ্চ উপত্যকায় সতর্ক করেছিল এই বলে ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কারও ইবাদত কর না। আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা

www.pathagar.com

করছি। (২২) তারা বলেছিল ঃ তুমি আমাদেরকে আমাদের দেব দেবীগুলোর পূজা হতে নিবৃত্ত করতে এসেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর। (২৩) সে বলল ঃ এর জ্ঞান তো শুধু আল্লাহ্‌রই নিকট রয়েছে; আমি যা সহ প্রেরিত হয়েছি শুধু তাই তোমাদের নিকট প্রচার করি, কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়। (২৪) অতঃপর যখন তাদের উপত্যকার দিকে তারা মেঘ আসতে দেখল, তখন তারা বলতে লাগল ঃ এটা তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে। হূদ বলল ঃ এটা তো তাই যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছ, এতে রয়েছে এক মর্মন্তুদ শাস্তি বহনকারী ঝড়। (২৫) আল্লাহ্‌র নির্দেশে এটা সব কিছুকে ধ্বংস করে দিবে। অতঃপর তাদের পরিণাম এই হল যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া আর কিছুই রইল না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি। (২৬) আমি তাদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম তোমাদেরকে তা দিইনি; আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু ঐগুলো তাদের কোন কাজে আসেনি; কেননা, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল।

রুকূ-৪

(২৭) আমি তো ধ্বংস করেছিলাম তোমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ; আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত

www.pathagar.com

করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে সৎপথে। (২৮) তারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে মা'বুদরূপে গ্রহণ করেছিল তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? বস্তুতঃ তাদের মা'বুদগুলো তাদের নিকট হতে অন্তর্হিত হয়ে পড়ল। তাদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম এরূপই। (২৯) স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুর'আন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল, তারা একে অপরকে বলতে লাগল ঃ চুপ করে শ্রবণ কর। যখন কুর'আন পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। (৩০) তারা বলেছিল ঃ হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। (৩১) হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। (৩২) যদি কেউ আল্লাহ্‌র দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে সে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। তারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (৩৩) তারা কি অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে

www.pathagar.com

কোন ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। বস্তুতঃ তিনি সব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (৩৪) যেদিন কাফিরদের উপস্থিত করা হবে জাহান্নামের নিকট, সেদিন তাদেরকে বলা হবে; এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে ঃ আমাদের রবের শপথ! এটা সত্য। তখন তাদেরকে বলা হবে ঃ শাস্তি আস্বাদন কর। কারণ, তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। (৩৫) অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর, যেমন করেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং তাদের জন্য (শাস্তির) প্রার্থনায় তড়িঘড়ি কর না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন দিবসের এক মুহূর্তের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটা এক ঘোষণা, নাফরমান সম্প্রদায় ব্যতীত কাউকেও ধ্বংস করা হবে না।

www.pathagar.com

৪৭. সূরা মুহাম্মাদ

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৩৮, রুকু-৪

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) যারা কুফরী করে এবং অপরকে আল্লাহ্‌র পথ হতে নিবৃত্ত করে তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন। (২) যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে, আর ওটাই তাদের রব হতে প্রেরিত সত্য; তিনি তাদের মন্দ কর্মগুলো ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। (৩) এটা এজন্য যে, যারা কুফরী করে তারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যারা ঈমান আনে তারা তাদের রব হতে প্রেরিত সত্যেরই অনুসরণ করে। এভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। (৪) অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মোকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, না হয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাবে যতক্ষণ না ওরা অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। এটাই বিধান। এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তিনি কখনো

www.pathagar.com

তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দেন না। (৫) তিনি তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন। (৬) তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন। (৭) হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য কর, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন। (৮) যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। (৯) এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ্ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন। (১০) তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল? আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম। (১১) এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের অভিভাবক এবং কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই।

রুকু-২

(১২) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যারা কুফরী করে, ভোগ বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদর পূর্তি করে, তাদের নিবাস জাহান্নাম। (১৩) তারা যে জনপদ হতে তোমাকে বিতাড়িত করেছে তা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল; আমি

www.pathagar.com

তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না। (১৪) যে ব্যক্তি তার রব হতে প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কি তার ন্যায় যার নিকট নিজের মন্দ কর্মগুলো শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যারা নিজ খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে? (১৫) মুত্তাক্বীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত ঃ ওতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। সেথায় তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলসমূহ ও তাদের রবের ক্ষমা। মুত্তাক্বীরা কি তাদের ন্যায় যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের নাড়িভুড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিবে? (১৬) তাদের মধ্যে কতক তোমার কথা শ্রবণ করে, অতঃপর তোমার নিকট হতে বের হয়ে যারা জ্ঞানবান তাদেরকে বলে ঃ এই মাত্র সে কি বলল? এদের অন্তরের উপর আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল খুশীরই অনুসরণ করে। (১৭) যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাদের সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে মুত্তাক্বী হওয়ার শক্তি দান করেন। (১৮) তারা কি শুধু এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, ক্বিয়ামত তাদের নিকট এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে? ক্বিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে! ক্বিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে! (১৯) সুতরাং জেনে রেখো, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই,

www.pathagar.com

ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর নারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।

রুকু-৩

(২০) মু'মিনরা বলে ঃ একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন? অতঃপর যদি সুস্পষ্ট মর্মবিশিষ্ট কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে জিহাদের কোন নির্দেশ থাকে তাহলে তুমি দেখবে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা মৃত্যু ভয়ে বিহবল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। শোচনীয় পরিণাম ওদের। (২১) আনুগত্য ও ন্যায় সঙ্গত বাক্য ওদের জন্য উত্তম ছিল; সুতরাং জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহ্র প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করত তাহলে তাদের জন্য এটা মঙ্গলজনক হত। (২২) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত ঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। (২৩) আল্লাহ্ এদেরকেই করেন অভিশপ্ত, আর করেন বধির ও দৃষ্টি শক্তিহীন। (২৪) তাহলে কি তারা কুর'আন সম্বন্ধে একাগ্রতা সহকারে চিন্তা করে না? না, তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? (২৫) যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে, শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদের মিথ্যা আশা দেয়। (২৬) এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে ঃ আমরা কোন

www.pathagar.com

কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব। আল্লাহ্ তাদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন। (২৭) ফেরেশতারা যখন তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের দশা কেমন হবে! (২৮) এটা এজন্য যে, যা আল্লাহ্র অসন্তোষ জন্মায় তারা তার অনুসরণ করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াসকে অপ্রিয় গণ্য করে; তিনি তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দেন।

রুকু-৪

(২৯) যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ তাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দিবেন না? (৩০) আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের পরিচয় দিতাম। ফলে, তুমি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারতে। আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত। (৩১) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি জেনে নিই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমি তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করি। (৩২) যারা কুফরী করে এবং মানুষকে আল্লাহ্র পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হওয়ার পর রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি তো তাদের কর্ম ব্যর্থ করবেন। (৩৩) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের কর্ম বিনষ্ট কর না। (৩৪) যারা কুফরী

www.pathagar.com

করে এবং আল্লাহ্‌র পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। (৩৫) সুতরাং, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব কর না, তোমরাই প্রবল; আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন, তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুণ্ন করবেন না। (৩৬) পার্থিব জীবন তো শুধু ক্রীড়া কৌতুক। যদি তোমরা ঈমান আন ও তাক্বওয়া অবলম্বন কর, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের পুরস্কার দিবেন এবং তিনি তোমাদের ধন সম্পদ চান না। (৩৭) তোমাদের নিকট হতে তিনি তা চাইলে এবং সেজন্য তোমাদের উপর চাপ দিলে তোমরা তো কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দিবেন। (৩৮) দেখ, তোমরাই তো তারা, যাদের আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছ; যারা কার্পণ্য করে তারা তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই প্রতি। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত, যদি তোমরা বিমুখ হও তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবে না।

www.pathagar.com

৪৮. সূরা ফাত্হ

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-২৯, রুকু-৪

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়। (২) যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন– (৩) এবং তোমাকে আল্লাহ্ বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন। (৪) তিনিই মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন যেন তারা তাদের ঈমান দৃঢ়তর করে নেয়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৫) এটা এ জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন মহিলাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপ মোচন করবেন; এটাই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য– (৬) এবং মুনাফিক্ব পুরুষ ও মুনাফিক্ব মহিলা, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক মহিলা, যারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদেরকে শাস্তি দিবেন। মন্দ পরিণাম তাদের জন্য আল্লাহ্ তাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করেছেন; ওটা কত নিকৃষ্ট আবাস। (৭) আল্লাহ্‌রই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর

www.pathagar.com

বাহিনীসমূহ এবং আল্লাহ্ই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৮) আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। (৯) যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর; সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। (১০) যারা তোমার বায়'আত গ্রহণ করে তারা তো আল্লাহ্রই বায়'আত গ্রহণ করে। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর। সুতরাং যে ওটা ভঙ্গ করে, ওটা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে মহা পুরস্কার দেন।

রুকু-২

(১১) যে সব আরব মরুবাসী (জিহাদে অংশগ্রহণ না করে) গৃহে রয়ে গেছে তারা তোমাকে বলবে ঃ আমাদের ধন সম্পদ ও পরিবার পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে। অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা মুখে যা বলে তা তাদের অন্তরে নেই। তাদেরকে বল ঃ আল্লাহ্ তোমাদের কারও কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাকে নিবৃত্ত করতে পারে? বস্তুত ঃ তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত। (১২) না, তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল ও মু'মিনগণ তাদের পরিবার পরিজনের নিকট কখনই ফিরে আসতে পারবে না এবং এই ধারণা তোমাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হয়েছিল; তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে, তোমরা তো ধ্বংসমুখী

www.pathagar.com

এক সম্প্রদায়। (১৩) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, আমি সেই সব কাফিরদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি। (১৪) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্র; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (১৫) তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে তখন যারা গৃহে রয়ে গিয়েছিল তারা বলবে ঃ আমাদেরকে তোমাদের সাথে যেতে দাও। তারা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায়। বল ঃ তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না। আল্লাহ্ পূর্বেই এরূপ ঘোষণা করেছেন। তারা বলবে ঃ তোমরা তো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছ। বস্তুতঃ তাদের বোধশক্তি ছিল সামান্য। (১৬) যে সব আরব মরুবাসী গৃহে রয়ে গিয়েছিল তাদেরকে বল ঃ তোমরা আহুত হবে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে; তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এই নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। আর তোমরা যদি পূর্বনুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তিনি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দিবেন। (১৭) অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্নের জন্য কোন অপরাধ নেই; এবং যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে আল্লাহ্ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তিনি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন।

www.pathagar.com

রুকু-৩

(১৮) মু'মিনরা যখন বৃক্ষ তলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করল তখন আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন; তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়- (১৯) এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা তারা হস্তগত করবে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২০) আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যুদ্ধলব্ধ বিপুল সম্পদের, যার অধিকারী হবে তোমরা। তিনি এটা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করেছিলেন এবং তিনি তোমাদের হতে শত্রুর হস্ত নিবারিত করেছেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও এবং এটা হল মু'মিনদের জন্য এক নিদর্শন এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিচালিত করেন সরল পথে। (২১) আরও বহু সম্পদ রয়েছে যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি, ওটা তো আল্লাহ্র নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (২২) কাফিররা তোমাদের মোকাবিলা করলে পরিণামে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত, তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না। (২৩) এটাই আল্লাহ্র বিধান, প্রাচীনকাল হতে চলে আসছে; তুমি আল্লাহ্র এই বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না। (২৪) তিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের হস্ত তোমাদের হতে এবং তোমাদের হস্ত তাদের হতে নিবারিত করেছেন তাদের উপর

www.pathagar.com

তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা দেখেন। (২৫) তারাই তো কুফরী করেছিল এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদেরকে মসজিদুল হারাম হতে এবং বাধা দিয়েছিল কুর'বানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে। তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত যদি না থাকত (মক্কায়) এমন কতক মু'মিন নর ও নারী যাদেরকে তোমরা জান না, তাদেরকে তোমরা হত্যা করতে অজ্ঞাতসারে। ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এজন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন। যদি তারা পৃথক হত, আমি তাদের মধ্যস্থিত কাফিরদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম। (২৬) যখন কাফিররা তাদের অন্তরে পোষণ করত গোত্রীয় অহমিকা, অজ্ঞতা যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মু'মিনদেরকে স্বীয় প্রশান্তি দান করলেন; আর তাদেরকে তাক্ওয়ার নীতিতে সুদৃঢ় করলেন এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।

রুকু-৪

(২৭) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছেন, আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে– কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডন করবে, কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে; তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা যা

www.pathagar.com

জান না। এটা ছাড়াও তিনি তোমাদের দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়। (২৮) তিনি তাঁর রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত দ্বীনের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্য। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (২৯) মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখে সিজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তার বর্ণনা এইরূপ এবং ইঞ্জীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর ওটা শক্ত পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা কৃষকের জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ্ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর– জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও পুরস্কারের।

www.pathagar.com

৪৯. সূরা হুজুরাত

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১৮, রুকু-২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (২) হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু কর না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চৈঃস্বরে কথা বল তার সাথে সেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বল না; কারণ, এতে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে। (৩) যারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে তাক্বওয়ার জন্য পরিশুদ্ধ করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। (৪) যারা ঘরের পেছন হতে তোমাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। (৫) তুমি বের হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত তাহলে তা তাদের জন্য উত্তম হত। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তো পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না

www.pathagar.com

হও। (৭) তোমরা জেনে রেখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূল রয়েছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নিলে তোমরাই কষ্ট পাবে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং এটা তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন; কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। ওরাই সৎপথ অবলম্বনকারী। (৮) এটা আল্লাহ্‌র দান ও অনুগ্রহ; আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৯) মু'মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে অতঃপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। (১০) মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।

রুকু-২

(১১) হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন মহিলা অপর কোন মহিলাকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী

www.pathagar.com

অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কর না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেক না; ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই যালিম। (১২) হে মু'মিনগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান কর না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা কর না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোস্ত ভক্ষণ করতে চায়? বস্তুতঃ তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই মনে কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। (১৩) হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাক্বী। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন। (১৪) আরব মরুবাসীরা বলে ঃ আমরা ঈমান আনলাম; তুমি বল ঃ তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল ঃ আমরা আত্মসমর্পণ করেছি; কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর তাহলে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও কম করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৫) তারাই

www.pathagar.com

মু'মিন যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ। (১৬) বল ঃ তোমরা কি তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে অবহিত করছ? অথচ আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। (১৭) তারা মনে করে আত্মসমর্পণ করে তোমাকে ধন্য করেছে। বল ঃ তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করেছে মনে কর না। বরং আল্লাহ্‌ই ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদের ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১৮) আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন।

www.pathagar.com

৫০. সূরা ক্বফ

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৪৫, রুকু-৩

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) ক্বফ, শপথ সম্মানিত কুর'আনের (তুমি অবশ্যই সতর্ককারী)। (২) কিন্তু কাফিররা তাদের মধ্য হতে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হতে দেখে বিস্ময় বোধ করে এবং বলে ঃ এটা তো এক আশ্চর্য ব্যাপার। (৩) আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মৃত্তিকায় পরিণত হলে আমরা কি পুনরুজ্জীবিত হব? এ প্রত্যাবর্তন সুদূর পরাহত। (৪) আমি তো জানি, মৃত্তিকা ক্ষয় করে তাদের কতটুকু এবং আমার নিকট আছে রক্ষিত ফলক। (৫) বস্তুতঃ তাদের নিকট সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে, তারা সংশয়ে দোদুল্যমান। (৬) তারা কি তাদের উর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না যে, আমি কিভাবে ওটা নির্মাণ করেছি এবং ওকে সুশোভিত করেছি এবং ওতে কোন ফাটলও নেই? (৭) আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং ওতে উদ্গাত করেছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ– (৮) আল্লাহ্‌র অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যা জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ। (৯) আকাশ হতে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তা দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও উদ্গাত করি শস্য– (১০) ও

www.pathagar.com

সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ খেজুর– (১১) আমার বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ; আর আমি সঞ্জীবিত করি মৃতভূমিকে; এভাবে পুনরুত্থান ঘটবে। (১২) তাদের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল নূহের সম্প্রদায়, রাস্‌স ও ছামূদ সম্প্রদায়। (১৩) 'আদ, ফিরাউন ও লূত সম্প্রদায়– (১৪) এবং বনবাসী (আয়কার অধিবাসী) ও তুব্বা সম্প্রদায়; তারা সবাই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে তাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হয়েছে। (১৫) আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, পুনঃ সৃষ্টি বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করবে!

রুকূ-২

(১৬) আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রকৃতি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর। (১৭) স্মরণ রেখো, দুই ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কর্ম লিপিবদ্ধ করে। (১৮) মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। (১৯) মৃত্যু যন্ত্রণা অবশ্যই আসবে। এটা হতেই তোমরা অব্যাহতি চেয়ে আসছ। (২০) আর শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, ওটাই সেই ভয় প্রদর্শনের দিন। (২১) সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে। তার সাথে থাকবে চালক ও তার কর্মের সাক্ষী। (২২) তুমি এ দিবস সম্বন্ধে উদাসীন,

www.pathagar.com

ছিলে, এখন তোমার সম্মুখ হতে পর্দা উন্মোচন করেছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর। (২৩) তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবে ঃ এই তো আমার নিকট 'আমলনামা প্রস্তুত। (২৪) আদেশ করা হবে ঃ তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর জাহান্নামে, প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে– (২৫) কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারীকে। (২৬) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য মা'বুদ গ্রহণ করত তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। (২৭) তার সহচর শয়তান বলবে ঃ হে আমাদের রব! আমি তাকে অবাধ্য হতে প্ররোচিত করিনি। বস্তুত ঃ সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত। (২৮) আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমার সামনে বাক-বিতণ্ডা কর না; তোমাদেরকে আমি তো পূর্বেই সতর্ক করেছি। (২৯) আমার কথার রদ বদল হয় না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোন অবিচার করি না।

রুকূ-৩

(৩০) সেই দিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব ঃ তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? জাহান্নাম বলবে ঃ আরও আছে কি? (৩১) আর জান্নাতকে মুত্তাক্বীদের নিকটস্থ করা হবে– কোন দূরত্ব থাকবে না। (৩২) এরই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল– প্রত্যেক আল্লাহ্‌র অনুরাগী, হিফাযতকারীর জন্য। (৩৩) যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়। (৩৪) তাদেরকে বলা হবে ঃ

www.pathagar.com

শান্তির সাথে তোমরা তাতে প্রবেশ কর; এটা অনন্ত জীবনের দিন। (৩৫) সেথায় তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে তারও অধিক। (৩৬) আমি তাদের পূর্বে আরও কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যারা ছিল তাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল, তারা দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরত। পরে তাদের অন্য কোন আশ্রয়স্থল রইল না। (৩৭) এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার আছে অন্তঃকরণ, অথবা যে শ্রবণ করে নিবিষ্ট চিত্তে। (৩৮) আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যস্থিত সব কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে। আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। (৩৯) অতএব তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমার রবের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় সূর্যাস্তের পূর্বে। (৪০) তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে এবং ছালাতের পরেও। (৪১) শোন, যেদিন এক ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান হতে আহ্বান করবে– (৪২) যেদিন মানুষ অবশ্যই শ্রবণ করবে মহাগর্জন, সেই দিনই পুনরুত্থান দিবস। (৪৩) আমিই জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে। (৪৪) যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে এবং মানুষ বের হয়ে আসবে ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে, এই সমবেত সমাবেশ করা আমার জন্য সহজ। (৪৫) তারা যা বলে, তা আমি জানি, তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও। সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে উপদেশ দান কর কুর'আনের সাহায্যে।

www.pathagar.com

৫১. সূরা যারিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৬০, রুকু-৩

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) শপথ ধুলি ঝঞ্ঝার, (২) শপথ বোঝা বহনকারী মেঘপুঞ্জের, (৩) অতঃপর স্বচ্ছন্দ গতিময় নৌযানের, (৪) আর কর্ম বণ্টনকারী ফেরেশতার। (৫) তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। (৬) কর্মফল দিবস অবশ্যম্ভাবী। (৭) শপথ বহু পথবিশিষ্ট আকাশের! (৮) তোমরা তো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত। (৯) যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সেই তা পরিত্যাগ করে। (১০) অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা। (১১) যারা অজ্ঞ ও উদাসীন– (১২) তারা জিজ্ঞেস করে ঃ কর্মফল দিবস কবে হবে? (১৩) (বল ঃ) সেই দিন, যখন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে অগ্নিতে– (১৪) (এবং বলা হবে ঃ) তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। (১৫) সেদিন মুত্তাক্বীরা থাকবে প্রস্রবণবিশিষ্ট জান্নাতে। (১৬) উপভোগ করবে তা যা তাদের রব তাদেরকে প্রদান করবেন; কারণ পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। (১৭) তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়, (১৮) রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত (১৯) এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের

www.pathagar.com

হক্ব। (২০) নিশ্চিত বিশ্বাসীদের নিদর্শন রয়েছে ধরিত্রীতে- (২১) এবং তোমাদের মধ্যেও! তোমরা কি অনুধাবন করবে না? (২২) আকাশে রয়েছে তোমাদের রিয্‌ক্বের উৎস ও প্রতিশ্রুত সবকিছু। (২৩) আকাশ ও পৃথিবীর রবের শপথ। অবশ্যই তোমাদের কথা বার্তার মতই এ সব সত্য।

রুকু-২

(২৪) তোমার নিকট ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? (২৫) যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ঃ সালাম। উত্তরে সে বলল ঃ সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক! (২৬) অতঃপর ইব্রাহীম তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি মাংসল ভাজা গো-বৎস নিয়ে এল। (২৭) তাদের সামনে রাখল এবং বলল ঃ তোমরা খাচ্ছ না কেন? (২৮) এতে তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। তারা বলল ঃ ভীত হয়ো না। অতঃপর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিল। (২৯) তখন তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে এসে গাল চাপড়িয়ে বলল ঃ এ বৃদ্ধা বন্ধার সন্তান হবে? (৩০) তারা বলল ঃ তোমার রব এরূপই বলেছেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

www.pathagar.com

পারা-২৭

(৩১) সে (ইব্রাহীম) বলল ঃ হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ! আপনাদের বিশেষ কাজ কি? (৩২) তারা বলল ঃ আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। (৩৩) তাদের উপর নিক্ষেপ করার জন্য মাটির শক্ত ঢিলা, (৩৪) যা সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত তোমার রবের নিকট হতে- (৩৫) সেথায় যেসব মু'মিন ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম- (৩৬) এবং সেথায় একটি পরিবার ব্যতীত কোন আত্মসমর্পণকারী আমি পাইনি- (৩৭) যারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে আমি তাদের জন্য ওতে একটি নিদর্শন রেখেছি- (৩৮) এবং নিদর্শন রেখেছি মূসার বৃত্তান্তে, যখন আমি তাকে প্রমাণসহ ফিরাউনের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। (৩৯) তখন সে ক্ষমতার দম্ভে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল ঃ এই ব্যক্তি হয় এক যাদুকর, না হয় উন্মাদ। (৪০) সুতরাং আমি তাকে ও তার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, সে তো ছিল তিরস্কার যোগ্য- (৪১) এবং নিদর্শন রয়েছে আ'দের ঘটনায়, যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম অকল্যাণকর বায়ু; (৪২) এটা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল (৪৩) আরও নিদর্শন রয়েছে ছামূদের বৃত্তান্তে, যখন তাদেরকে বলা হল ঃ ভোগ করে নাও স্বল্পকাল- (৪৪) কিন্তু তারা তাদের রবের

www.pathagar.com

আদেশ অমান্য করল; ফলে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল এবং তারা তা দেখছিল। (৪৫) তারা উঠে দাঁড়াতে পারল না এবং তা প্রতিরোধ করতেও পারল না। (৪৬) আমি ধ্বংস করেছিলাম তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, তারা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

রুকু-৩

(৪৭) আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী- (৪৮) এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি আমি কত সুন্দরভাবে বিছিয়েছি এটা- (৪৯) এবং আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (৫০) আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও; আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত সতর্ককারী। (৫১) তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে কোন মা'বুদ স্থির কর না; আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী। (৫২) এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তারা বলেছে ঃ তুমি তো এক যাদুকর, না হয় উন্মাদ! (৫৩) তারা কি একে অপরকে এ মন্ত্রণাই দিয়ে এসেছে? বস্তুতঃ তারা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। (৫৪) অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, এতে তুমি অপরাধী হবে না। (৫৫) তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মু'মিনদের উপকারে আসবে। (৫৬) আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই

www.pathagar.com

ইবাদত করবে। (৫৭) আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাই না এবং এও চাই না যে, তারা আমার আহার যোগাবে। (৫৮) আল্লাহ্ই তো রিয্ক্ব দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত। (৫৯) যালিমদের প্রাপ্য ওটাই যা অতীতে তাদের সম মতাবলম্বীরা ভোগ করেছে। সুতরাং তারা এর জন্য আমার নিকট যেন ত্বরা না করে। (৬০) কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ তাদের ঐ দিনের, যে দিনের বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৫২. সূরা তূর

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৪৯, রুকু-২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) শপথ তূর পর্বতের, (২) শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে, (৩) উন্মুক্ত পত্রে; (৪) শপথ বায়তুল মা'মুরের, (৫) শপথ সমুন্নত আকাশের (৬) এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের। (৭) তোমার রবের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, (৮) এর নিবারণকারী কেউ নেই। (৯) যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে প্রবলভাবে– (১০) এবং পর্বত চলবে দ্রুত। (১১) দুর্ভোগ সেইদিন মিথ্যাশ্রয়ীদের– (১২) যারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে। (১৩) যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে, (১৪) বলা হবে, এটাই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। (১৫) এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছ না? (১৬) তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর অথবা না কর উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে। (১৭) মুত্তাক্বীরা থাকবে জান্নাতে ভোগ বিলাসে, (১৮) তাদের রব তাদেরকে যা দিবেন তারা তা উপভোগ করবে এবং তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন জাহান্নামের শাস্তি হতে, (১৯) তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ

www.pathagar.com

তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাক। (২০) তারা বসবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে; আমি তাদের মিলন ঘটাব আয়ত লোচনা হুরের সঙ্গে– (২১) এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছু মাত্র হ্রাস করব না, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। (২২) আমি তাদেরকে দিব ফল-মূল এবং গোশত যা তারা পছন্দ করে। (২৩) সেথায় তারা একে অপরের নিকট হতে গ্রহণ করবে পান পাত্র, যা হতে পান করলে কেউ অসার কথা বলবে না এবং অসৎ কর্মেও লিপ্ত হবে না। (২৪) সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ কিশোরেরা সেথায় তাদের জন্য নিয়োজিত থাকবে– (২৫) তারা একে অপরের দিকে মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে– (২৬) এবং বলবে ঃ পূর্বে আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম– (২৭) অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে অগ্নি-শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন– (২৮) আমরা পূর্বেও আল্লাহ্কে আহবান করতাম, তিনি তো কৃপাময় পরম দয়ালু।

রুকু-২

(২৯) অতএব তুমি উপদেশ দান করতে থাক, তোমার রবের অনুগ্রহে তুমি গণক নও, উন্মাদও নও। (৩০) তারা কি বলতে চায় যে, সে একজন কবি, আমরা তার মৃত্যু বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করছি। (৩১) বলঃ

www.pathagar.com

তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি। (৩২) তাহলে কি তাদের বুদ্ধি তাদেরকে এ বিষয়ে প্ররোচিত করে, না তারা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়? (৩৩) তারা কি বলে ঃ এ কুর'আন তার নিজের রচনা? বরং তারা অবিশ্বাসী। (৩৪) তারা যদি সত্যবাদী হয় তাহলে এর সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক! (৩৫) তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্ট হয়েছে না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? (৩৬) না কি তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা তো অবিশ্বাসী। (৩৭) তোমার রবের ভাণ্ডার কি তাদের নিকট রয়েছে, না তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্তা? (৩৮) না কি তাদের কোন সিঁড়ি আছে যাতে আরোহণ করে তারা শ্রবণ করে? থাকলে তাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক। (৩৯) তাহলে কি কন্যা সন্তান তাঁর জন্য এবং পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য? (৪০) তাহলে কি তুমি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা একে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করবে? (৪১) না কি অদৃশ্য বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান আছে যে, তারা এ বিষয়ে কিছু লিখে? (৪২) অথবা তারা কি কোন ষড়যন্ত্র করতে চায়? পরিণামে কাফিররাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার। (৪৩) না কি আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের অন্য কোন মা'বুদ আছে? তারা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র। (৪৪) তারা আকাশের কোন খণ্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখলে বলবে ঃ এটা তো এক পুঞ্জভূত মেঘ। (৪৫) তাদেরকে উপেক্ষা করে চল সেই দিন পর্যন্ত, যে দিন তারা

www.pathagar.com

বজ্রাঘাতের সম্মুখীন হবে। (৪৬) যেদিন তাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না। (৪৭) এ ছাড়াও আর শাস্তি রয়েছে যালিমদের জন্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (৪৮) ধৈর্যধারণ কর তোমার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়; তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ। তুমি তোমার রবের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর– (৪৯) এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও তারকার অস্ত গমনের পর (রাত্রিশেষে)।

www.pathagar.com

৫৩. সূরা নাজ্‌ম

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৬২, রুকু-৩

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) শপথ নক্ষত্রের, যখন ওটা হয় অস্তমিত, (২) তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয় (৩) এবং সে মন গড়া কথাও বলে না– (৪) এটা তো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। (৫) তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী। (৬) প্রজ্ঞাসম্পন্ন এক ফেরেশতা (জিবরাঈল), সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল (৭) ঊর্ধ্ব দিগন্তে। (৮) অতঃপর সে তার নিকটবর্তী হলো, অতি নিকটবর্তী। (৯) ফলে, তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও কম। (১০) তখন আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দার প্রতি যা অহী করার তা অহী করলেন। (১১) যা সে দেখেছে তার অন্তকরণ তা অস্বীকার করেনি। (১২) সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সংগে বিতর্ক করবে? (১৩) নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। (১৪) সিদরাতুল মুনতাহার নিকট, (১৫) যার নিকট অবস্থিত বসবাসের জান্নাত। (১৬) তখন বৃক্ষটি, যা দ্বারা আচ্ছাদিত হবার তা দ্বারা ছিল আচ্ছাদিত। (১৭) তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। (১৮) সে তো তার প্রতিপালকের

www.pathagar.com

মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল। (১৯) তোমরা কি ভেবে দেখেছ লা'ত ও 'উয্‌যা সম্বন্ধে– (২০) এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্বন্ধে? (২১) তাহলে কি পুত্র সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহ্‌র জন্য? (২২) এই প্রকার বণ্টন তো অসঙ্গত। (২৩) এগুলো কতক নাম মাত্র, যা তোমাদের পূর্বপুরুষরা ও তোমরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ্‌ কোন দলীল প্রেরণ করেননি। তারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের রবের পথনির্দেশ এসেছে। (২৪) মানুষ যা চায় তাই কি সে পায়? (২৫) বস্তুতঃ ইহকাল ও পরকাল আল্লাহ্‌রই।

রুকূ-২

(২৬) আকাশে কত ফেরেশতা রয়েছে, তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না, যতক্ষণ আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। (২৭) যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারাই নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে মালাইকাদেরকে (ফেরেশতাদেরকে)। (২৮) অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু অনুমানের অনুসরণ করে; সত্যের মোকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নেই। (২৯) অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ তাকে উপেক্ষা করে চল; সে তো শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে। (৩০) তাদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্ত। তোমার রব ভাল জানেন কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত, তিনিই

www.pathagar.com

ভাল জানেন কে সৎপথ প্রাপ্ত। (৩১) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। যারা মন্দ কর্ম করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। (৩২) যারা বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ হতে, ছোট-খাট অপরাধ করলেও, তোমার রবের ক্ষমা অপরিসীম; আল্লাহ্ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত– যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মৃত্তিকা হতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে অবস্থান কর। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা কর না, তিনিই সম্যক জানেন মুত্তাক্বী কে।

রুকু-৩

(৩৩) তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়; (৩৪) এবং দান করে সামান্যই, পরে বন্ধ করে দেয়? (৩৫) তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে জানবে? (৩৬) তাকে কি অবগত করা হয়নি যা আছে মূসার কিতাবে (৩৭) এবং ইব্রাহীমের কিতাবে, যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব? (৩৮) ওটা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না, (৩৯) আর এই যে, মানুষ তাই পায় যা সে করে, (৪০) আর এই যে, তার কর্ম অচিরেই দেখানো হবে– (৪১) অতঃপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান, (৪২) সব কিছুর সমাপ্তি তো তোমার রবের নিকট। (৪৩) আর তিনিই হাসান, তিনিই

www.pathagar.com

কাঁদান (৪৪) এবং তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান, (৪৫) আর তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী। (৪৬) শুক্র-বিন্দু হতে যখন তা স্খলিত হয়, (৪৭) আর পুনরুত্থান ঘটানোর দায়িত্ব তাঁরই। (৪৮) আর তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন। (৪৯) আর তিনি শি'রা নক্ষত্রের মালিক– (৫০) এবং তিনিই প্রথম আ'দ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন– (৫১) এবং ছামূদ সম্প্রদায়কেও, কাউকেও তিনি বাকী রাখেননি– (৫২) আর এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও, তারা ছিল অতিশয় যালিম ও অবাধ্য। (৫৩) তিনি লূত সম্প্রদায়ের উৎপাটিত আবাসভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। (৫৪) ওকে আচ্ছন্ন করল কি সর্বগ্রাসী শাস্তি! (৫৫) তুমি তোমার রবের কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে? (৫৬) অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এই নবীও এক সতর্ককারী; (৫৭) ক্বিয়ামত আসন্ন, (৫৮) আল্লাহ্ ছাড়া কেউই এটা ব্যক্ত করতে সক্ষম নয়। (৫৯) তোমরা কি এ কথায় বিস্ময় বোধ করছ! (৬০) এবং হাসি-ঠাট্টা করছ! ক্রন্দন করছ না? (৬১) তোমরা তো উদাসীন, (৬২) অতএব আল্লাহ্‌কে সিজদা কর এবং তাঁর ইবাদত কর।

www.pathagar.com

৫৪. সূরা ক্বমার

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৫৫, রুকু-৩

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) ক্বিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে, (২) তারা কোনো নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে ঃ এটা তো চিরাচরিত যাদু। (৩) তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে আর প্রত্যেক ব্যাপারই যথাসময়ে লক্ষ্যে পৌঁছবে। (৪) তাদের নিকট এসেছে সুসংবাদ, যাতে আছে সাবধান বাণী। (৫) এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এ সতর্কবাণী তাদের কোন উপকারে আসেনি। (৬) অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর। যেদিন আহবানকারী আহবান করবে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে, (৭) অপমানে অবনমিত নেত্রে সেই দিন তারা কবর হতে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়, (৮) তারা আহবানকারীর দিকে ছুটে আসবে ভীত-বিহবল হয়ে। কাফিররা বলবে ঃ কঠিন এ দিন। (৯) এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যা আরোপ করেছিল– আমার বান্দার প্রতি এবং বলেছিল ঃ এতো এক পাগল। আর তাকে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছিল। (১০) তখন সে তার রবকে আহবান করে বলেছিল ঃ আমি তো অসহায়, অতএব তুমি আমার প্রতিবিধান কর। (১১) ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দার, প্রবল বারি বর্ষণে– (১২) এবং

www.pathagar.com

মৃত্তিকা হতে উৎসারিত করলাম প্রস্রবণ; অতঃপর সকল পানি মিলিত হল এক পরিকল্পনা অনুসারে। (১৩) তখন নূহকে আরোহণ করালাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে, (১৪) যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। এটা পুরস্কার তার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। (১৫) আমি এটাকে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (১৬) কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণী! (১৭) কুর'আন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, সুতরাং উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (১৮) আ'দ সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল, ফলে কি কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! (১৯) তাদের উপর আমি প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভোগের দিনে। (২০) মানুষকে ওটা উৎখাত করেছিল উৎপাটিত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়। (২১) কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (২২) কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

রুকু-২

(২৩) ছামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। (২৪) তারা বলেছিল ঃ আমরা কি আমাদেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করব? তাহলে তো আমরা বিপথগামী এবং উন্মাদরূপে গণ্য হব? (২৫) আমাদের মধ্যে কি ওরই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? না, সে তো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (২৬) আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (২৭) আমি তাদের পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছি এক

www.pathagar.com

উষ্ট্রী; অতএব তুমি তাদের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যশীল হও, (২৮) আর তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে হাজির হবে পালাক্রমে। (২৯) অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে আহবান করল, সে ওকে ধরে হত্যা করল। (৩০) কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (৩১) আমি তাদেরকে আঘাত হেনেছিলাম এক মহাগর্জন দ্বারা; ফলে তারা হয়ে গেল খোয়াড় প্রস্তুতকারী বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়। (৩২) আমি কুর'আন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (৩৩) লূত সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করেছিল সতর্ককারীদেরকে। (৩৪) আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়; তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম রাত্রির শেষাংশে, (৩৫) আমার বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ; যারা কৃতজ্ঞ আমি এভাবেই তাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (৩৬) লূত তাদেরকে সতর্ক করেছিল আমার কঠিন শাস্তি সম্পর্কে। কিন্তু তারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতণ্ডা শুরু করল। (৩৭) তারা লূতের নিকট হতে তার মেহমানদেরকে দাবি করল, তখন আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম এবং বললাম ঃ আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্ক বাণীর পরিণাম। (৩৮) প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি তাদেরকে আঘাত করল– (৩৯) এবং আমি বললাম ঃ আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্ক বাণীর পরিণাম। (৪০) আমি কুর'আন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

www.pathagar.com

রুকু-৩

(৪১) ফিরাউন সম্প্রদায়ের নিকটও এসেছিল সতর্ককারী, (৪২) কিন্তু তারা আমার সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করল, অতঃপর পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমানরূপে আমি তাদেরকে সুকঠিন শাস্তি দিলাম। (৪৩) তোমাদের মধ্যকার কাফিররা কি তাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? না কি তোমাদের অব্যাহতির কোন সনদ রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবে? (৪৪) এরা কি বলে ঃ আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল? (৪৫) এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, (৪৬) অধিকন্তু ক্বিয়ামত তাদের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং ক্বিয়ামত হবে কঠিনতর ও তিক্ততর। (৪৭) নিশ্চয়ই অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত, (৪৮) যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে। সেই দিন বলা হবে ঃ জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর। (৪৯) আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে। (৫০) আমার আদেশ তো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চক্ষুর পলকের মত। (৫১) আমি ধ্বংস করেছি তোমাদের মত দলগুলোকে, অতএব সেটা হতে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (৫২) তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে 'আমলনামায়, (৫৩) আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সব কিছুই লিপিবদ্ধ; (৫৪) মুত্তাক্বীরা থাকবে স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে– (৫৫) যোগ্য আসনে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে।

www.pathagar.com

৫৫. সূরা আর-রহ্‌মান

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৭৮, রুকূ-৩

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) দয়াময় আল্লাহ্‌। (২) তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। (৩) তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ। (৪) তিনিই তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে। (৫) সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে। (৬) তৃণলতা ও বৃক্ষাদি মেনে চলে তাঁরই বিধান। (৭) তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড। (৮) যাতে তোমরা ভারসাম্য লঙ্ঘন না কর। (৯) ওযনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওযনে কম দিও না। (১০) তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য। (১১) এতে রয়েছে ফলমূল এবং খর্জুর-বৃক্ষ যার ফল আবরণ যুক্ত– (১২) এবং খোসাবিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধি ফুল। (১৩) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (১৪) মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মত শুষ্ক মৃত্তিকা হতে। (১৫) আর জিনকে সৃষ্টি করেছেন নিধূম্র অগ্নিশিখা হতে। (১৬) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (১৭) তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা। (১৮) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ

www.pathagar.com

অস্বীকার করবে? (১৯) তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া (সমুদ্র) যারা পরস্পর মিলিত হয়। (২০) কিন্তু ওদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল, যা ওরা অতিক্রম করতে পারে না। (২১) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (২২) উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। (২৩) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (২৪) সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত সদৃশ জাহাজসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন; (২৫) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

রুকু-২

(২৬) ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্ত নশ্বর। (২৭) অবিনশ্বর শুধু তোমার রবের চেহারা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব। (২৮) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (২৯) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সবাই তাঁর নিকট প্রার্থী, তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত। (৩০) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৩১) হে মানুষ ও জিন! আমি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করবো। (৩২) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৩৩) হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তা পারবে না শক্তি ব্যতিরেকে। (৩৪) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের

www.pathagar.com

রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৩৫) তোমাদের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না। (৩৬) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৩৭) যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে সেই দিন ওটা রক্ত-রঙ্গে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করবে; (৩৮) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৩৯) সেদিন না মানুষকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে, না জিনকে। (৪০) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৪১) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা হতে; তাদেরকে পাকড়াও করা হবে পা ও মাথার ঝুঁটি ধরে। (৪২) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৪৩) এটাই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত। (৪৪) তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে। (৪৫) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

রুকু-৩

(৪৬) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান। (৪৭) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৪৮) উভয়ই বহু শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ; (৪৯) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের

www.pathagar.com

কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৫০) উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবাহমান দুই প্রস্রবণ; (৫১) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৫২) উভয় উদ্যানে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের ফল, প্রত্যেক ফল দুই প্রকার; (৫৩) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৫৪) সেথায় তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায়, দুই উদ্যানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী। (৫৫) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৫৬) সেই সবের মাঝে রয়েছে বহু আনত নয়না রমণীগণ যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। (৫৭) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৫৮) তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ। (৫৯) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৬০) উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে? (৬১) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৬২) এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরও দুটি উদ্যান রয়েছে। (৬৩) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৬৪) ঘন সবুজ এ উদ্যান দু'টি। (৬৫) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৬৬) উভয় উদ্যানে রয়েছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ। (৬৭) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

www.pathagar.com

(৬৮) সেথায় রয়েছে ফলমূল খর্জুর ও আনার; (৬৯) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে। (৭০) সেই সকলের মাঝে রয়েছে সুশীলা, সুন্দরীগণ; (৭১) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৭২) তারা তাঁবুতে সুরক্ষিতা হুর (পবিত্রা রমণী)। (৭৩) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৭৪) তাদেরকে ইতোপূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। (৭৫) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৭৬) তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ তাকিয়ায় ও সুন্দর গালিচার উপর। (৭৭) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৭৮) কত মহান তোমার রবের নাম যিনি মহিমাময় ও মহানুভব!

৫৬. সূরা ওয়াকিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৯৬, রুকু-৩

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) যখন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, (২) তখন এর সংঘটন অস্বীকার করার কেউ থাকবে না। (৩) এটা কাউকে করবে নীচু, কাউকে করবে সমুন্নত। (৪) যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী– (৫) এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে। (৬) ফলে ওটা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধুলিকণায়– (৭) এবং তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন

www.pathagar.com

শ্রেণীতে– (৮) যারা ডান দিকের দল; কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! (৯) এবং যারা বাম দিকের দল; কত হতভাগ্য বাম দিকের দল! (১০) আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী। (১১) তারাই হবে নৈকট্য প্রাপ্ত– (১২) সুখ উদ্যানে; (১৩) এদের বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে; (১৪) এবং অল্প সংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে; (১৫) স্বর্ণখচিত আসনে– (১৬) তারা হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখোমুখি হয়ে। (১৭) তাদের সেবায় ঘোরাফিরা করবে চির কিশোররা– (১৮) পান পাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে, (১৯) সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, তারা জ্ঞান হারাও হবে না– (২০) এবং তাদের পছন্দ মত ফলমূল, (২১) আর তাদের ঈপ্সিত পাখীর গোশত নিয়ে, (২২) আর তাদের থাকবে আয়তলোচনা হুরগণ– (২৩) সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ– (২৪) এসকল তাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ। (২৫) সেথায় তারা শুনবে না কোন অসার অথবা পাপ বাক্য। (২৬) 'সালাম' আর 'সালাম' বাণী ব্যতীত। (২৭) আর ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! (২৮) তারা থাকবে এক উদ্যানে, সেখানে আছে কণ্টকহীন কুলবৃক্ষ, (২৯) কাঁদি ভরা কলা গাছ, (৩০) সম্প্রসারিত ছায়া, (৩১) সদ্য প্রবহমান পানি (৩২) ও প্রচুর ফলমূল, (৩৩) যা শেষ হবে না এবং যা নিষিদ্ধও হবে না। (৩৪) আর সমুন্নত শয্যা। (৩৫) তাদেরকে (জান্নাতী হুরদেরকে) আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে। (৩৬) তাদেরকে করেছি কুমারী– (৩৭) সোহাগিনী ও সমবয়স্কা, (৩৮) ডান দিকের লোকদের জন্য।

www.pathagar.com

রুকু-২

(৩৯) তাদের অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে– (৪০) এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে। (৪১) আর বাম দিকের দল, কত হতভাগা বাম দিকের দল! (৪২) তারা থাকবে জাহান্নামের অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে, (৪৩) কৃষ্ণ বর্ণ ধূম্রের ছায়ায়, (৪৪) যা শীতলও নয়, আরামদায়ক নয়। (৪৫) ইতোপূর্বে তারা তো মগ্ন ছিল ভোগ বিলাসে– (৪৬) এবং তারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে। (৪৭) তারা বলতো ঃ মরে অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হলেও কি পুনরুত্থিত হব আমরা? (৪৮) এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও? (৪৯) বল ঃ অবশ্যই পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীরা– (৫০) সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে। (৫১) অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা! (৫২) তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম (কাঁটাযুক্ত বিস্বাদ ফল) বৃক্ষ হতে– (৫৩) এবং এটা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে। (৫৪) তারপর তোমরা পান করবে অত্যুষ্ণ পানি। (৫৫) পান করবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়। (৫৬) ক্বিয়ামত দিবসে ওটাই হবে তাদের আপ্যায়ন। (৫৭) আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাহলে কেন তোমরা বিশ্বাস করছ না? (৫৮) তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? (৫৯) ওটা থেকে কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? (৬০) আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি

www.pathagar.com

অক্ষম নই- (৬১) তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতি দান করতে যা তোমরা জান না। (৬২) তোমরা তো অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে, তাহলে তোমরা অনুধাবন কর না কেন? (৬৩) তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? (৬৪) তোমরা কি ওকে অংকুরিত কর, না আমি অংকুরিত করি? (৬৫) আমি ইচ্ছা করলে একে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা, (৬৬) বলবে ঃ আমাদের তো সর্বনাশ হয়েছে! (৬৭) আমরা হৃত সর্বস্ব হয়ে পড়েছি। (৬৮) তোমরা যে পানি পান কর সে সম্পর্কে তোমরা চিন্তা করেছ? (৬৯) তোমরাই কি ওটা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না আমি ওটা বর্ষণ করি? (৭০) আমি ইচ্ছা করলে ওটা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? (৭১) তোমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর তা লক্ষ্য করে দেখেছ কি? (৭২) তোমরাই কি ওর বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? (৭৩) আমি একে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু। (৭৪) সুতরাং তুমি তোমার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

রুকু-৩

(৭৫) আমি শপথ করছি নক্ষত্র রাজির অস্তাচলের। (৭৬) অবশ্যই এটা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে। (৭৭) নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন- (৭৮) যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। (৭৯) যারা

www.pathagar.com

পূত-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। (৮০) এটা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতারিত। (৮১) তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করবে? (৮২) এবং তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদের উপজীব্য করে নিয়েছ! (৮৩) পরন্তু কারও প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় (৮৪) এবং তখন তোমরা অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাক (৮৫) আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর থাকি, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। (৮৬) তোমরা যদি অক্ষমই না হও, (৮৭) তাহলে তোমরা ওটা ফিরাও না কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৮৮) যদি সে নৈকট্য প্রাপ্তদের একজন হয়, (৮৯) তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখদায়ক উদ্যান; (৯০) আর যদি সে ডানদিকের একজন হয়; (৯১) তাকে বলা হবে; হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী! তোমার প্রতি শান্তি। (৯২) কিন্তু সে যদি সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদের অন্যতম হয়। (৯৩) তাহলে রয়েছে আপ্যায়ন অত্যুষ্ণ পানির দ্বারা– (৯৪) এবং দহন জাহান্নামের; (৯৫) এটা তো ধ্রুব সত্য। (৯৬) অতএব তুমি তোমার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

www.pathagar.com

৫৭. সূরা হাদীদ

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-২৯, রুকু-৪

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই; তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৩) তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। (৪) তিনিই ছয় দিবসে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা দেখেন। (৫) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং আল্লাহ্‌রই দিকে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। (৬) তিনিই রাত্রিকে প্রবেশ করান দিবসে এবং দিবসকে প্রবেশ করান রাত্রিতে এবং তিনি অন্তর্যামী। (৭) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় কর।

www.pathagar.com

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য আছে মহা পুরস্কার। (৮) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান আন না? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি আহবান করছে এবং আল্লাহ্ তোমাদের নিকট হতে অংগীকার গ্রহণ করেছেন, অবশ্য তোমরা যদি তাতে বিশ্বাসী হও। (৯) তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোকে নিয়ে আসার জন্য; আল্লাহ্ তো তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু। (১০) তোমরা আল্লাহ্‌র পথে কেন ব্যয় করবে না? আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহ্‌রই। তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং সংগ্রাম করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের অপেক্ষা যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয়ের কল্যাণে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত।

রুকু-২

(১১) কে আছে যে আল্লাহ্‌কে দিবে উত্তম ঋণ? তাহলে তিনি বহু গুনে একে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। (১২) সে দিন তুমি দেখবে মু'মিন নর-নারীদেরকে তাদের সম্মুখভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাদের জ্যোতি প্রবাহিত হবে। বলা হবে ঃ আজ তোমাদের

www.pathagar.com

জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে, সেথায় তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই মহাসাফল্য। (১৩) সেদিন মুনাফিক্ব পুরুষ ও নারী মু'মিনদেরকে বলবে ঃ তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে ঃ তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর, যাতে একটি দরজা থাকবে ওর অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি। (১৪) মুনাফিক্বরা মু'মিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে ঃ আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? তারা বলবে ঃ হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ; তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং অলীক আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল আল্লাহ্‌র হুকুম আসা পর্যন্ত, আর মহাপ্রতারক তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল আল্লাহ্ সম্পর্কে। (১৫) আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফরী করেছিল তাদের নিকট হতেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, এটাই তোমাদের যোগ্যস্থান, কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম! (১৬. যারা ঈমান আনে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মত যেন

www.pathagar.com

তারা না হয়, বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল, তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। (১৭) জেনে রেখো, আল্লাহ্ই ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলো তোমাদের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। (১৮) দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী এবং যারা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুন বেশী এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। (১৯) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, তারাই তাদের রবের নিকট সত্যনিষ্ঠ ও শহীদ। তাদের জন্য রয়েছে প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা কুফরী করেছে ও আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

রুকু-৩

(২০) তোমরা জেনে রেখো যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহংকার প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়; ওর উপমা বৃষ্টি, যা দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর ওটা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি ওটা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে ওটা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। (২১) তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই

www.pathagar.com

জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণে বিশ্বাসীদের জন্য। এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন; আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল। (২২) পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে, আল্লাহ্‌র পক্ষে এটা খুবই সহজ। (২৩) এটা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদেরকে। (২৪) যারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়; যে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। (২৫) নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায় নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লৌহও দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচণ্ড এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ; এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ প্রকাশ করে দিবেন কে প্রত্যক্ষ না করেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

www.pathagar.com

রুকু-৪

(২৬) আমি নূহ এবং ইবরাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং আমি তাদের বংশধরদের জন্য স্থির করেছিলাম নবুওয়াত ও কিতাব, কিন্তু তাদের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করেছিল এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী। (২৭) অতঃপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার রাসূলগণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মারইয়াম তনয় ঈসাকে আর তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জীল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া; কিন্তু সন্ন্যাসবাদ তো তারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল; আমি তাদেরকে এর বিধান দিইনি; অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পুরস্কার এবং তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী। (২৮) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দিবেন দ্বিগুন পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দিবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৯) এটা এজন্য যে, কিতাবীগণ যেন জানতে পারে যে, আল্লাহ্‌র সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন অধিকার নেই; অনুগ্রহ আল্লাহ্‌রই হাতে, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তা দান করেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশালী।

www.pathagar.com

পারা-২৮

৫৮. সূরা মুজাদালাহ্

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-২২, রুকু-৩

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) (হে রাসূল!) আল্লাহ্ শুনেছে সেই নারীর কথা যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ্ তোমাদের কথোপকথন শোনেন, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্ব দ্রষ্টা। (২) তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তারা জেনে রাখুক যে, তাদের স্ত্রীরা তাদের মাতা নয়; যারা তাদেরকে জন্মদান করে শুধু তারা তাদের মাতা; তারা তো অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল। (৩) যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে "যিহার"[১] করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাহলে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে, এই নির্দেশ তোমাদেরকে দেয়া হল। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সম্যক অবগত। (৪) কিন্তু যার এ সামর্থ্য নেই,

---

টীকা-১ : 'যিহার' শব্দটির অর্থ পৃষ্ঠদেশ। জাহেলী যুগে আরব সমাজে যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলতো, 'তুমি আমার জন্য আমার মাতার পৃষ্ঠসদৃশ' তাহলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত। এভাবে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাকে যিহার বলে। [সূত্র : ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত আল-কুরআনুল কারীম]

www.pathagar.com

একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে একাদিক্রমে দুই মাস ছিয়াম (রোযা) পালন করতে হবে। যে তাতেও অসমর্থ হবে, সে ষাট জন অভাবগ্রস্তকে খাওয়াবে; এটা এজন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান, কাফিরদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (৫) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদেরকে অপদস্থ করা হবে যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে; আমি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি; কাফিরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (৬) সেদিন, যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে একত্রে পুনরুত্থিত করবেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তারা করত; আল্লাহ্ তার হিসাব রেখেছেন, যদিও তারা তা বিস্মৃত হয়েছে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

রুকু-২

(৭) তুমি কি অনুধাবন কর না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে ষষ্ঠ হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না; তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সঙ্গে

www.pathagar.com

আছেন। তারা যা করে, তিনি তাদেরকে ক্বিয়ামত দিবসে তা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। (৮) তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য কর না, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল; অতঃপর তারা যা নিষিদ্ধ তারই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচরণ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কানাকানি করে। তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যা দ্বারা আল্লাহ্ তোমাকে অভিবাদন করেননি। তারা মনে মনে বলে ঃ আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? জাহান্নামই তাদের উপযুক্ত শাস্তি, সেখায় তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট আবাস! (৯) হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সেই পরামর্শ যেন পাপাচরণ, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। কল্যাণকর কাজ ও তাক্বওয়া অবলম্বনের পরামর্শ কর এবং ভয় কর আল্লাহ্কে, যাঁর নিকট তোমরা সমবেত হবে। (১০) শয়তানের প্ররোচনায় হয় এই গোপন পরামর্শ, মু'মিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য; কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান তাদের সামান্যতম ক্ষতিসাধনেও সক্ষম নয়। মু'মিনদের কর্তব্য হল আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা। (১১) হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদের বলা হয় মজলিসের স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান করে দিবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দিবেন এবং যখন বলা হয়– উঠে যাও, তখন উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে

www.pathagar.com

এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ্ সেই সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। (১২) হে মু'মিনগণ! তোমরা রাসূলের সাথে চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে ছাদাক্বাহ প্রদান করবে, এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক। যদি তাতে অক্ষম হও তাহলে এ জন্য তোমাদেরকে অপরাধী গণ্য করা হবে না। কেননা, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৩) তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলার পূর্বে ছাদাক্বাহ্ প্রদান কষ্টকর মনে কর? যখন তোমরা ছাদাক্বাহ্ দিতে পারলে না আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন, তখন তোমরা ছালাত প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সম্যক অবগত।

রুকু-৩

(১৪) তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তাদের সাথে তারা বন্ধুত্ব করে? তারা তোমাদের দলভুক্ত নয় এবং তাদের দলভুক্তও নয় এবং তারা জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করে। (১৫) আল্লাহ্ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। কত মন্দ তারা যা করে! (১৬) তারা তাদের শপথগুলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, এভাবে তারা আল্লাহ্র পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে; তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (১৭) আল্লাহ্র শাস্তির মোকাবিলায়

www.pathagar.com

তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসবে না, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে। (১৮) যেদিন আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা তাঁর (আল্লাহ্র) নিকট সেরূপ শপথ করবে যেরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে এবং তারা মনে করে যে, এতে তারা উপকৃত হবে। সাবধান! তারাই তো মিথ্যাবাদী। (১৯) শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। ফলে, তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহ্র স্মরণ। তারা শয়তানেরই দল সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। (২০) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত। (২১) আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (২২) তুমি পাবে না আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়, যারা ভালবাসে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধীদেরকে, হোক না এই বিরুদ্ধবাদীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জ্ঞাতি গোত্র। তাদের অন্তরে (আল্লাহ্) ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা স্থায়ী হবে; আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো আল্লাহ্র দলই সফলকাম হবে।

www.pathagar.com

৫৯. সূরা হাশ্‌র

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-২৪, রুকু-৩

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২) তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে প্রথম সমাবেশেই তাদের আবাসভূমি হতে বিতাড়িত করেছিলেন। তোমরা কল্পনাও করনি যে, তারা নির্বাসিত হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলো তাদেরকে রক্ষা করবে আল্লাহ্ হতে; কিন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি এমন এক দিক হতে এলো যা ছিল তাদের ধারণাতীত এবং তাদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার করল। তারা ধ্বংস করে ফেলল তাদের বাড়ীঘর নিজেদের হাতে এবং মু'মিনদের হাতেও; অতএব হে চক্ষুওয়ালা ব্যক্তিবর্গ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (৩) আল্লাহ্ তাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে তাদেরকে পৃথিবীতে অন্য শাস্তি দিতেন; পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। (৪) তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং কেউ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর। (৫) তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলো কর্তন করেছ এবং কতক কর্তন না

www.pathagar.com

করে কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে; এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। (৬) আল্লাহ্ তাদের (নির্বাসিত ইয়াহুদীদের) নিকট হতে যে 'ফায়' (সম্পদ) তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা অশ্ব কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি; আল্লাহ্ তো যার উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলদের কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৭) আল্লাহ্ এই জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন, তা আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের এবং ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান শুধু তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। অতএব, রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর। (৮) এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী। (৯) মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও; যারা কার্পণ্য

www.pathagar.com

হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম। (১০) যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে ঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! আপনি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

রুকু-২

(১১) তুমি কি মুনাফিক্বদেরকে দেখনি? তারা কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের ঐ সব সঙ্গীকে বলে ঃ তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারও কথা মানব না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (১২) বস্তুতঃ তারা বহিষ্কৃত হলে মুনাফিক্বরা তাদের সাথে দেশ ত্যাগ করবে না এবং তারা আক্রান্ত হলে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না এবং তারা সাহায্য করতে এলেও অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে অতঃপর তারা কোন সাহায্যই পাবে না। (১৩) প্রকৃতপক্ষে, তাদের অন্তরে আল্লাহ্ অপেক্ষা তোমরাই অধিকতর ভয়ংকর; এটা এজন্য যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। (১৪) তারা সবাই সমবেতভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবে না, কিন্তু শুধু সুরক্ষিত জনপদের

www.pathagar.com

অভ্যন্তরে অথবা দুর্গ-প্রাচীরের অন্তরালে থেকে, পরস্পরের মধ্যে তাদের যুদ্ধ প্রচণ্ড। তুমি মনে কর তারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু তাদের মনের মিল নেই; এটা এজন্য যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। (১৫) তাদের তুলনা তাদের অব্যবহিত পূর্বে যারা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে তারা, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৬) তাদের তুলনা হচ্ছে শয়তান, যখন সে মানুষকে বলে কুফরী কর। অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন শয়তান বলে ঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি জগতসমূহের রব আল্লাহ্‌কে ভয় করি। (১৭) ফলে উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেথায় তারা স্থায়ী হবে এটাই যালিমদের কর্মফল।

রুকু-৩

(১৮) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামী কালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর; তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত। (১৯) আর তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হয়েছে, ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। তারাই তো পাপাচারী। (২০) জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। (২১) যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে তুমি দেখতে যে, ওটা আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ

www.pathagar.com

হয়ে গেছে। আমি এ সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য যাতে তারা চিন্তা করে। (২২) তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। (২৩) তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত; যারা তাঁর শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র ও মহান। (২৪) তিনিই আল্লাহ্, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

www.pathagar.com

৬০. সূরা মুমতাহিনাহ্

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১৩, রুকু-২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) হে মু'মিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ? অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্য বহির্গত হয়ে থাক, তাহলে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের যে কেউ এটা করে সে তো বিচ্যুত হয় সরল পথ হতে। (২) তোমাদের কাবু করতে পারলে তারা হবে তোমাদের শত্রু এবং হস্ত ও রসনা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং কামনা করবে যে, তোমরাও কুফরী কর। (৩) তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি ক্বিয়ামত দিবসে কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন; তোমরা যা কর তিনি তা দেখেন। (৪) তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের

www.pathagar.com

সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শুরু হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যদি না তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আন। তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি ইব্রাহীমের উক্তি ঃ আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, যদিও তোমার ব্যাপারে আমি আল্লাহ্‌র নিকট কোন অধিকার রাখি না। (ইব্রাহীম ও তার অনুসারীগণ বলেছিল ঃ) হে আমাদের রব ঃ আমরা তো আপনারই উপর নির্ভর করেছি, আপনারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো আপনারই নিকট। (৫) হে আমাদের রব আপনি আমাদেরকে কাফিরদের পীড়নের পাত্র করবেন না, হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন! আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৬) তোমরা যারা আল্লাহ্‌র ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ, তাদের মধ্যে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

রুকু-২

(৭) যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে সম্ভবত ঃ আল্লাহ্ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন; আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরম দয়ালু। (৮) দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা

www.pathagar.com

প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। (৯) আল্লাহ্ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করেছে এবং তোমাদের বহিষ্কারে সাহায্য করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারা তো অত্যাচারী। (১০) হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিনা নারীরা দেশ ত্যাগী হয়ে এলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা কর, আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মু'মিনা তাহলে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিও না। মু'মিনা নারীরা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিররা মু'মিনা নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফিররা যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে। অতঃপর তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে কোন অপরাধ হবে না যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মহর দিয়ে দাও। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ তা ফেরত চাবে এবং কাফিররা ফেরত চাবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহ্র বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে থাকেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১১) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাত ছাড়া হয়ে কাফিরদের নিকট চলে যায় এবং তোমাদের যদি সুযোগ আসে তখন যাদের স্ত্রীরা হাত ছাড়া হয়ে গেছে, তাদেরকে তারা যা ব্যয় করেছে তার সম

www.pathagar.com

পরিমাণ অর্থ প্রদান করবে, ভয় কর আল্লাহ্‌কে যাকে তোমরা বিশ্বাস কর। (১২) হে নবী! মু'মিনা নারীরা যখন তোমার নিকট এসে বায়আ'ত করে এই মর্মে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সত্য কাজে তোমাকে অমান্য করবে না, তখন তাদের বায়আ'ত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৩) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না, তারা তো আখিরাত সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে যেমন হতাশ হয়েছে কাফিররা সমাধিস্থদের বিষয়ে।

www.pathagar.com

৬১. সূরা ছাফ্ফ

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১৪, রুকূ-২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২) হে মু'মিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? (৩) তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক। (৪) যারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন। (৫) স্মরণ কর, মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ যখন তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল? অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ্ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। (৬) স্মরণ কর, মারইয়াম তনয় ঈসা বলল ঃ হে বানী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসূল আসবেন আমি তাঁর সুসংবাদ দাতা। পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট আসল তখন তারা বলতে লাগল ঃ এটা তো এক স্পষ্ট যাদু। (৭) যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহুত হয়েও আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে

www.pathagar.com

পরিচালিত করেন না। (৮) তারা আল্লাহ্‌র নূর ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। (৯) তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত এবং সত্য দ্বীনসহ, সকল দ্বীনের উপর ওকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

রুকু-২

(১০) হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যা তোমাদের রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে? (১১) তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে। (১২) আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাস গৃহে। এটাই মহা সাফল্য। (১৩) আর তিনি দান করবেন তোমাদের পছন্দের আরও একটি অনুগ্রহ ঃ আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়; মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ দাঁও। (১৪) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্যকারী হও, যেমন মারইয়াম তনয় ঈসা তার শিষ্যদেরকে বলেছিল ঃ আল্লাহর কাজে আমার সাহায্যকারী কে? তখনকার শিষ্যরা বললো আমরাই তো আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বানী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনল এবং একদল কুফরী করল। পরে আমি মু'মিনদেরকে শক্তিশালী করলাম তাদের শত্রুদের মোকাবিলায়; ফলে তারা বিজয়ী হল।

www.pathagar.com

৬২. সূরা জুমু'আ

মদীনায় অবতীর্ণ আয়াত সংখ্যা-১১, রুকু-২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহ্‌র, যিনি অধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২) তিনিই উম্মীদের (নিরক্ষরদের) মধ্য হতে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াত, তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতোপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। (৩) আর তাদের অন্যান্যের জন্যও যারা এখন তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪) এটা আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন। আল্লাহ্ তো মহা অনুগ্রহশীল। (৫) যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তা তারা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কত নিকৃষ্ট সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (৬) বল ঃ হে ইয়াহুদীরা! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, অন্য কোন মানব গোষ্ঠি নয়; তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি

www.pathagar.com

তোমরা সত্যবাদী হও। (৭) কিন্তু তাদের হস্ত যা অগ্রে প্রেরণ করেছে তার কারণে তারা কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ্ যালিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। (৮) বল ঃ তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন কর সেই মৃত্যুর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবেই। অতঃপর তোমরা উপস্থিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্র নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যা তোমরা করতে।

রুকু-২

(৯) হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিনে যখন ছালাতের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয় বিক্রয় ত্যাগ কর, এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (১০) ছালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও। (১১) যখন তারা কোন ব্যবসা বা খেল তামাশা দেখে তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে ওর দিকে ছুটে যায়। বল ঃ আল্লাহ্র নিকট যা আছে তা ক্রীড়া কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রিয্ক্ব দাতা।

www.pathagar.com

৬৩. সূরা মুনাফিকূন

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১১, রুকু-২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) যখন মুনাফিক্বরা তোমার নিকট আসে তখন তারা বলে ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিক্বরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (২) তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে আর তারা আল্লাহ্‌র পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করছে তা কত মন্দ! (৩) এটা এ জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেয়া হয়েছে, পরিণামে তারা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। (৪) তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও তখন তাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং তারা যখন কথা বলে তখন তুমি সাগ্রহে তাদের কথা শ্রবণ কর, যদিও তারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভ সদৃশ; তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও, আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলছে? (৫) যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ তোমরা এসো, আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন

www.pathagar.com

তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখতে পাও যে, তারা দম্ভভরে ফিরে যায়। (৬) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ্ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (৭) তারাই বলে ঃ আল্লাহ্র রাসূলের সহচরদের জন্য ব্যয় কর না, যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধন ভাণ্ডার তো আল্লাহ্রই। কিন্তু মুনাফিক্বরা তা বুঝে না। (৮) তারা বলে ঃ আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে তথা হতে প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবেই। কিন্তু শক্তি তো আল্লাহ্রই আর তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের। কিন্তু মুনাফিক্বরা এটা জানে না।

রুকু-২

(৯) হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণে উদাসীন না করে– যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। (১০) আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক্ব দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারও মৃত্যু আসার পূর্বে; অন্যথায় সে বলবে ঃ হে আমার রব! আমাকে আরও কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি ছাদাক্বাহ করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (১১) কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ্ তখন কাউকেও অবকাশ দিবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

www.pathagar.com

৬৪. সূরা তাগাবুন

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১৮, রুকূ-২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (২) তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফির এবং কেউ মু'মিন। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সম্যক দ্রষ্টা। (৩) তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন। তোমাদের আকৃতি করেছেন সুশোভন এবং প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই নিকট। (৪) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন, তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর তিনি অন্তর্যামী। (৫) তোমাদের নিকট কি পৌঁছেনি পূর্ববর্তী কাফিরদের বৃত্তান্ত? তারা তাদের কর্মের মন্দ ফল আস্বাদন করেছিল এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬) তা এজন্য যে, তাদের নিকট যখন তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসতো তখন তারা বলত ঃ মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দিবে? অতঃপর তারা কুফরী করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল; কিন্তু এতে আল্লাহ্‌র কিছু আসে যায় না, আল্লাহ্

www.pathagar.com

অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। (৭) কাফিররা ধারণা করে যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। বল ঃ নিশ্চয়ই হবে, আমার রবের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদের সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ। (৮) অতএব তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও যে জ্যোতি আমি অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। (৯) স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিবসে, সেদিন হবে লাভ লোকসানের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা হবে চিরস্থায়ী। এটাই মহা সাফল্য। (১০) কিন্তু যারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে। কত মন্দ ঐ প্রত্যাবর্তন স্থল।

রুকু-২

(১১) আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয় না এবং যে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। (১২) আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

www.pathagar.com

(১৩) আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই; সুতরাং মু'মিনরা যেন আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করে। (১৪) হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর তাহলে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৫) তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা; আল্লাহ্‌রই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার। (১৬) তোমরা আল্লাহ্‌কে যথাযথ ভয় কর, শোনো, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণে; যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত তারাই সফলকাম। (১৭) যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দান কর তাহলে তিনি তোমাদের জন্য ওটা দ্বিগুন বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী ও সহনশীল। (১৮) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

www.pathagar.com

৬৫. সূরা তলাক্ব

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১২, রুকু-২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) হে নবী! তোমরা যদি তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর তাহলে তাদেরকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে, ইদ্দতের হিসাব রেখো এবং তোমাদের রব আল্লাহ্‌কে ভয় কর; তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ হতে বহিষ্কার কর না এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়; এগুলো আল্লাহ্‌র বিধান। যে আল্লাহ্‌র বিধান লঙ্ঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ্ এরপর কোন উপায় করে দিবেন। (২) তাদের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হলে তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে, না হয় তাদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে; তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিও। এটা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। যে কেউ আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্ তার নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করে দিবেন। (৩) আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিয্‌ক; যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে তার

www.pathagar.com

জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ্ সব কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা। (৪) তোমাদের যে সব স্ত্রীর ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দত কাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদেরও এবং গর্ভবতী নারীদের সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহ্কে যে ভয় করে আল্লাহ্ তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দিবেন। (৫) এটা আল্লাহ্র বিধান যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন; আল্লাহ্কে যে ভয় করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে দিবেন মহা পুরস্কার। (৬) তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যে স্থানে বাস কর তাদেরকে সেই স্থানে বাস করতে দিও; তাদেরকে উত্ত্যক্ত কর না সংকটে ফেলার জন্য, তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে, যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে তাহলে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সংগতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে; তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও, তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্য দান করবে। (৭) বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্ যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি।

www.pathagar.com

রুকু-২

(৮) কত জনপদ তাদের রব ও তাঁর রাসূলদের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল দম্ভভরে। ফলে আমি তাদের নিকট হতে কঠোর হিসাব নিয়েছিলাম এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম কঠিন শাস্তি। (৯) অতঃপর তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করল; ক্ষতিই ছিল তাদের কর্মের পরিণাম। (১০) আল্লাহ্ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, হে বোধ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! যারা ঈমান এনেছ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন উপদেশ। (১১) প্রেরণ করেছেন এমন এক রাসূল যে তোমাদের নিকট আল্লাহ্র সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে, যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্য। যে কেউ আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ্ তাকে উত্তম জীবনোপকরণ দিবেন। (১২) আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং অনুরূপভাবে পৃথিবীও। ওগুলোর মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ; ফলে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

www.pathagar.com

৬৬. সূরা তাহ্‌রীম

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১২, রুকু-২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) হে নবী! আল্লাহ্ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন তুমি তা নিষিদ্ধ করছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২) আল্লাহ্ তোমাদের শপথ হতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ্ তোমাদের সহায়; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৩) যখন নবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিল, অতঃপর যখন সে তা অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ্ নবীকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন, তখন নবী এ বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করল এবং কিছু অব্যক্ত রাখল। যখন নবী তা তার সেই স্ত্রীকে জানালো তখন সে বলল ঃ কে আপনাকে এটা অবহিত করল? নবী বলল ঃ আমাকে অবহিত করেছেন তিনি যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত। (৪) যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর যেহেতু তোমাদের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে (তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করবেন)। কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পৃষ্ঠপোষকতা কর তাহলে জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ই তার বন্ধু এবং জিবরাঈল ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনগণও, উপরন্তু অন্যান্য ফেরেশতাও তার সাহায্যকারী। (৫) যদি নবী

www.pathagar.com

তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তাহলে তার রব সম্ভবতঃ তাকে দিবেন তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী, যারা হবে আত্মসমর্পণকারিণী, বিশ্বাসিনী, আনুগত্যকারিণী, তাওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, ছিয়াম পালনকারিণী, অকুমারী এবং কুমারী। (৬) হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতা, যারা অমান্য করে না আল্লাহ্ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে। (৭) হে কাফিররা! আজ তোমরা দোষ স্খলনের চেষ্ট কর না। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে।

রুকু-২

(৮) হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা কর, বিশুদ্ধ তাওবা; সম্ভবতঃ তোমাদের রব তোমাদের মন্দ কর্মগুলো মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেই দিন নবী এবং তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদেরকে আল্লাহ্ অপদস্ত করবেন না। তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হবে, তারা বলবে ঃ হে আমাদের রব আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন,

www.pathagar.com

আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। (৯) হে নবী! কাফির ও মুনাফিকের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, ওটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল। (১০) আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন; তারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সংকল্পপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হল ঃ জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও তাতে প্রবেশ কর। (১১) আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের জন্য উপস্থিত করেছেন ঃ ফিরাউন পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করেছিল ঃ হে আমার রব! আপনার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন ফিরাউন ও তার দুষ্কৃতি হতে এবং আমাকে উদ্ধার করুন যালিম সম্প্রদায় হতে। (১২) আরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ইমরান তনয়া মারইয়ামের– যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার রবের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিল; সে ছিল অনুগতদের একজন।

www.pathagar.com

পারা-২৯

৬৭. সূরা মুল্‌ক

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৩০, রুকু-২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) মহা-মহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর হাতে; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান– (২) যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য– কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (৩) তিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না; আবার দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? (৪) অতঃপর তুমি বার বার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (৫) আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং এগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। (৬) যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি, ওটা কত মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল। (৭) যখন তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তারা তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে, আর ওটা হবে উদ্বেলিত। (৮) রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে, যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি? (৯) তারা বলবে ঃ অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং

www.pathagar.com

বলেছিলাম ঃ আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, তোমরা তো মহা বিভ্রান্তিতে রয়েছ! (১০) এবং তারা আরও বলবে ঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না। (১১) তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য! (১২) যারা দৃষ্টির অগোচরে তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার। (১৩) তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তর্যামী। (১৪) যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।

রুকু-২

(১৫) তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর; পুনরুত্থান তো তাঁর নিকট। (১৬) তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে ভূমিতে ধ্বসিয়ে দিবেন না আর ওটা আকস্মিকভাবে থর থর করে কাঁপতে থাকবে? (১৭) অথবা তোমরা নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী বাতাস প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্ক বাণী! (১৮) এদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যা আরোপ করেছিল; ফলে কিরূপ হয়েছিল আমার শাস্তি! (১৯) তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের ঊর্ধ্বদেশে বিহঙ্গকুলের প্রতি, যারা পক্ষ বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? দয়াময় আল্লাহ্ই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক

www.pathagar.com

দ্রষ্টা। (২০) দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি, যারা তোমাদের সাহায্য করবে? কাফিররা তো বিভ্রান্তিতে রয়েছে! (২১) এমন কে আছে, যে তোমাদের জীবনোপকরণ দান করবে তিনি যদি জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন ? বস্তুতঃ তারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রয়েছে। (২২) যে ব্যক্তি মুখে ভর দিয়ে চলে, সে কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্তি যে সরল পথে চলে? (২৩) বল ঃ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। (২৪) বল ঃ তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। (২৫) তারা বলে ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল ঃ এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে? (২৬) বল ঃ এর জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌রই নিকট আছে, আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারীমাত্র। (২৭) যখন ওটা আসন্ন দেখবে তখন কাফিরদের মুখমণ্ডল অম্লান হয়ে পড়বে এবং তাদেরকে বলা হবে ঃ এটাই তো তোমরা চাচ্ছিলে। (২৮) বল ঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি– যদি আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন তাতে কাফিরদের কি? তাদেরকে কে রক্ষা করবে বেদনাদায়ক শাস্তি হতে? (২৯) বল ঃ তিনি দয়াময়, আমরা তাঁতে বিশ্বাস করি ও তাঁরই উপর নির্ভর করি, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (৩০) বল ঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি– কোনো এক ভোরে যদি পানি ভূ-গর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায় তাহলে কে তোমাদেরকে এনে দিবে প্রবহমান পানি?

www.pathagar.com

৬৮. সূরা ক্বলাম

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৫২, রুকু-২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) নূন– শপথ ক্বলমের এবং ওরা যা লিপিবদ্ধ করে তার। (২) তোমার রবের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নও। (৩) তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। (৪) তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। (৫) শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং তারাও দেখবে– (৬) তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত। (৭) তোমার রব তো সম্যক অবগত আছেন যে, কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি জানেন তাদেরকে যারা সৎপথ প্রাপ্ত। (৮) সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করো না। (৯) তারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে– (১০) এবং অনুসরণ কর না তার, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত– (১১) পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়– (১২) যে কল্যাণের কাজে বাধা দান করে, সে সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ– (১৩) রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত। (১৪) সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী। (১৫) তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হলে সে বলে ঃ এটা তো সেকালের উপকথা মাত্র। (১৬) আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দিব। (১৭) আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম,

www.pathagar.com

উদ্যান– অধিপতিদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা প্রত্যুষে আহরণ করবে বাগানের ফল। (১৮) এবং তারা ইনশা আল্লাহ্ বলেনি। (১৯) অতঃপর তোমার রবের নিকট হতে এক বিপর্যয় হানা দিলো সেই উদ্যানে, যখন তারা ছিল নিদ্রিত। (২০) ফলে ওটা দগ্ধ হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল। (২১) প্রত্যুষে তারা একে অপরকে ডেকে বলল– (২২) তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তাহলে তরিৎ বাগানে চল। (২৩) অতঃপর তারা চললো নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে। (২৪) অদ্য যেন তোমাদের নিকট কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারে। (২৫) অতঃপর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম– এই বিশ্বাস নিয়ে প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করল। (২৬) অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করল, তারা বলল ঃ আমরা তো দিশা হারিয়ে ফেলেছি! (২৭) না, আমরা তো বঞ্চিত! (২৮) তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখন তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছ না কেন? (২৯) তখন তারা বলল ঃ আমরা আমাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, আমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম। (৩০) অতঃপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগলো। (৩১) তারা বলল ঃ হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালঙ্ঘনকারী। (৩২) আমরা আশা রাখি– আমাদের রব এর পরিবর্তে আমাদেরকে দিবেন উৎকৃষ্টতর উদ্যান; আমরা আমাদের রবের অভিমুখী হলাম। (৩৩) শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে এবং আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর। যদি তারা জানে!

www.pathagar.com

রুকু-২

(৩৪) মুত্তাক্বীদের জন্য অবশ্যই রয়েছে ভোগ বিলাসপূর্ণ জান্নাত, তাদের রবের নিকট। (৩৫) আমি কি আত্মসমর্পণকারীদেরকে অপরাধীদের সদৃশ গণ্য করব? (৩৬) তোমাদের কি হয়েছে? তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত? (৩৭) তোমাদের নিকট কি কোন কিতাব আছে যা তোমরা অধ্যয়ন কর– (৩৮) যে তোমাদের জন্য ওতে রয়েছে যা তোমরা পছন্দ কর? (৩৯) আমি কি তোমাদের সাথে ক্বিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি যে, তোমরা নিজেদের জন্য যা স্থির করবে তা পাবে? (৪০) তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাদের মধ্যে এই দাবির যিম্মাদার কে? (৪১) তাদের কি কোন শরীক আছে? থাকলে তারা তাদের শরীকদের উপস্থিত করুক– যদি তারা সত্যবাদী হয়। (৪২) স্মরণ কর, গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা, সেদিন তাদেরকে আহবান করা হবে সিজ্‌দা করার জন্য, কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না। (৪৩) তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল তখন তো তাদেরকে আহবান করা হয়েছিল সিজ্‌দা করতে। (৪৪) যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব যে, তারা জানতে পারবে না। (৪৫) আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। (৪৬) তুমি কি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা একে একটি দুর্বহ দণ্ড মনে করে? (৪৭) তাদের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিখে রাখে?

www.pathagar.com

(৪৮) অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মৎস্য সহচরের (ইউনূসের) ন্যায় অধৈর্য হয়ো না, যখন সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করছিল। (৪৯) তার রবের অনুগ্রহ তার নিকট না পৌছলে সে লাঞ্ছিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হত উন্মুক্ত প্রান্তরে। (৫০) পুনরায় তার রব তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। (৫১) কাফিররা যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন তারা যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়ে ফেলে দিবে এবং বলবে 'এতো এক পাগল'। (৫২) কুরআন তো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ।

৬৯. সূরা হাক্কা

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৫২, রুকু-২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। (২) কি সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা? (৩) আপনি কি জানেন সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কি? (৪) 'আদ ও ছামূদ' সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল মহাপ্রলয়। (৫) আর ছামূদ সম্প্রদায়– তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা। (৬) আর 'আদ সম্প্রদায়– তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড তুফানি বায়ু দ্বারা। (৭) যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সপ্ত রাত্রি ও অষ্ট দিবস পর্যন্ত বিরামহীনভাবে; তখন তুমি

www.pathagar.com

উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে তারা যেথায় লুটিয়ে পড়ে আছে বিক্ষিপ্ত অসার খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়। (৮) তুমি তাদের কোনো অস্তিত্ব দেখতে পাও কি? (৯) ফির'আউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং লূত সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত ছিল। (১০) তারা তাদের রবের রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দেন– কঠোর সেই শাস্তি। (১১) যখন প্লাবন হয়েছিল তখন আমি তোমাদের আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে। (১২) আমি এটা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এজন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ এটা সংরক্ষণ করে। (১৩) যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, একটি মাত্র ফুৎকার, (১৪) পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। (১৫) সেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়– (১৬) এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। (১৭) ফেরেশতা আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে এবং সেদিন আটজন ফেরেশতা তাদের রবের 'আরশকে ধারণ করবে তাদের উর্ধ্বে। (১৮) সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না। (১৯) তখন যাকে তার 'আমলনামা দক্ষিণ হস্তে দেয়া হবে, সে বলবে ঃ লও, আমার 'আমলনামা পাঠ করে দেখ। (২০) আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। (২১) সুতরাং সে লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন– (২২) সুমহান জান্নাতে। (২৩.) যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। (২৪) তাদেরকে বলা

www.pathagar.com

হবে ঃ পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করছিলে তার বিনিময়ে। (২৫) কিন্তু যার 'আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে ঃ 'হায়! আমাকে যদি দেয়াই না হত আমার 'আমলনামা! (২৬) এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! (২৭) হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত! (২৮) আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসলো না। (২৯) আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে। (৩০) ফেরেশতাদেরকে বলা হবে ঃ ধর, ওকে গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও। (৩১) অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। (৩২) পুনরায় তাকে শৃংখলিত কর সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃংখলে। (৩৩) সে মহান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ছিল না– (৩৪) এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করত না। ৩৫. অতএব সেদিন সেথায় তার কোন সুহৃদয় থাকবে না– (৩৬) এবং কোন খাদ্য থাকবে না, ক্ষতনিঃসৃত স্রাব ব্যতীত। (৩৭) যা অপরাধী ব্যতীত কেউ খাবে না।

রুকূ-২

(৩৮) আমি কসম করছি তার যা তোমরা দেখতে পাও– (৩৯) এবং যা তোমরা দেখতে পাও না– (৪০) নিশ্চয়ই এই কুর'আন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা। (৪১) এটা কোন কবির রচনা নয়; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। (৪২) এটা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। (৪৩) এটা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ। (৪৪) সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে

www.pathagar.com

চালাতে চেষ্টা করত– (৪৫) আমি অবশ্যই তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম– (৪৬) এবং কেটে দিতাম তার জীবন– ধমনী (কণ্ঠনালী)। (৪৭) অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তাকে রক্ষা করতে পারবে। (৪৮) এই কুর'আন মুত্তাক্বীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ। (৪৯) আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে– (৫০) এবং এই কুর'আন নিশ্চয়ই কাফিরদের অনুশোচনার কারণ হবে। (৫১) অবশ্যই এটা নিশ্চিত সত্য। (৫২) অতএব তুমি মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

৭০. সূরা মা'আরিজ

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৪৪, রুকু-২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) এক ব্যক্তি চাইল সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত– (২) কাফিরদের জন্য, এটা প্রতিরোধ করার কেউ নেই। (৩) এটা আসবে আল্লাহ্‌র নিকট হতে, যিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী। (৪) ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহ্‌র দিকে ঊর্ধ্বগামী হবে এমন একদিকে (ক্বিয়ামতের দিনে) যেদিনটি পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (৫) সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর, পরম ধৈর্য। (৬) তারা ঐ

www.pathagar.com

দিনকে মনে করে সুদূর। (৭) কিন্তু আমি দেখছি এটা আসন্ন। (৮) সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত– (৯) এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মত– (১০) এবং কোন সুহৃদ তার সুহৃদদের খবর নিবে না। (১১) যদিও তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। অপরাধী সেদিনের শাস্তির বদলে দিতে চাবে মুক্তিপণস্বরূপ তার সন্তান সন্ততিকে– (১২) তার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে– (১৩) তারা জ্ঞাতি-গোষ্ঠিকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত– (১৪) এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়। (১৫) না, কখনই নয়, এটা তো লেলিহান অগ্নি– (১৬) যা শরীর হতে চামড়া খসিয়ে দিবে। (১৭) জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল– (১৮) যে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করে রেখেছিল। (১৯) মানুষ তো সৃষ্টি করা হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্তরূপে। (২০) যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হয় হা-হুতাশকারী। (২১) আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, তখন সে হয় অতি কৃপণ। (২২) তবে ছালাত আদায়কারী ব্যতীত। (২৩) যারা তাদের ছালাতে সদা নিষ্ঠাবান। (২৪) আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক্ব রয়েছে– (২৫) প্রার্থী ও বঞ্চিতের– (২৬) এবং যারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলে জানে। (২৭) আর যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত। (২৮) নিশ্চয় তাদের রবের শাস্তি হতে নিঃশংক থাকা যায় না– (২৯) এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। (৩০) তাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র ব্যতীত, এতে

www.pathagar.com

তারা নিন্দনীয় হবে না- (৩১) তবে কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী- (৩২) এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে- (৩৩) আর যারা তাদের সাক্ষ্য দানে অটল- (৩৪) এবং নিজেদের ছালাতে যত্নবান- (৩৫) তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে।

রুকু-২

(৩৬) কাফিরদের হল কি যে, ওরা তোমার দিকে ছুটে আসছে ঊর্ধ্বশ্বাসে- (৩৭) ডান ও বাম দিক হতে দলে দলে? (৩৮) তাদের প্রত্যেকে কি এ প্রত্যাশা করে যে, তাকে দাখিল করা হবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে? (৩৯) না তা হবে না, আমি তাদেরকে যা হতে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে। (৪০) আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির! নিশ্চয় আমি সক্ষম- (৪১) তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানবগোষ্ঠি তাদের স্থলবর্তী করতে; এবং আমি অক্ষম নই। (৪২) অতএব, তাদেরকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া কৌতুকে মত্ত থাকতে দাও, যে দিবস সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। (৪৩) সেদিন তারা ক্ববর হতে বের হবে দ্রুত বেগে। মনে হবে তারা কোন একটি লক্ষ্য স্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে- (৪৪) অবনত নেত্রে; হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে, এটাই সেদিন, যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তাদেরকে।

www.pathagar.com

৭১. সূরা নূহ্

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-২৮, রুকু-২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) নূহকে আমি প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের প্রতি এ নির্দেশসহ ঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাদের প্রতি শাস্তি আসার পূর্বে। (২) সে বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী– (৩) এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে ও তাঁকে ভয় করবে এবং আমার আনুগত্য করবে। (৪) তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত হয় না; যদি তোমরা এটা জানতে। (৫) সে বলেছিল ঃ হে আমার রব! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবা রাত্রি আহবান করছি। (৬) কিন্তু আমার আহবান তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করছে। (৭) আমি যখনই তাদের আহবান করি যাতে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তারা কানে অংগুলি দেয়, বস্ত্রাবৃত করে নিজেদের মুখমণ্ডলকে ও জিদ করতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। (৮) অতঃপর আমি তাদের আহবান করেছি প্রকাশ্যে। (৯) পরে আমি ঘোষণাসহ প্রচার করেছি ও উপদেশ দিয়েছি গোপনে। (১০) বলেছি ঃ তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা

www.pathagar.com

কর, তিনি তো মহা ক্ষমাশীল। (১১) তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটাবেন। (১২) তিনি তোমাদের সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা। (১৩) তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছ না! (১৪) অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে। (১৫) তোমরা কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে– (১৬) এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোকরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে; (১৭) তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে। (১৮) অতঃপর তাতে তিনি তোমাদের ফিরিয়ে নিবেন ও পরবর্তীতে পুনরুত্থিত করবেন– (১৯) এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত– (২০) যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পার প্রশস্ত পথে।

রুকু-২

(২১) নূহ বলেছিল ঃ হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করছে এবং অনুসরণ করছে এমন লোকের যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি– (২২) তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছিল– (২৩) এবং বলেছিল তোমরা কখনো পরিত্যাগ কর না তোমাদের দেব-দেবীকে, পরিত্যাগ কর না ওয়াদ্, সুওয়া'আ, য়াগুছ, য়াউক ও নাস্‌রকে। (২৪) তারা অনেককে বিভ্রান্ত করছে; সুতরাং, (আল্লাহ্) যালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি

www.pathagar.com

করেন না। (২৫) তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে দাখিল করা হয়েছিল অগ্নিতে, অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় কাউকেও সাহায্যকারী পায়নি। (২৬) নূহ আরও বলেছিল ঃ হে আমার রব! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না। (২৭) তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফির। (২৮) হে আমার রব! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে এবং যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীদেরকে; আর যালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।

৭২. সূরা জিন্

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-২৮, রুকু-২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) বল আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিন্‌দের একটি দল মনোযোগসহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুর'আন শ্রবণ করেছি– (২) যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের রবের সাথে কোন শরীক স্থির করব না– (৩) এবং নিশ্চয়ই সুমহান আমাদের রবের মর্যাদা; তিনি গ্রহণ করেননি কোন পত্নী এবং না কোন

www.pathagar.com

সন্তান– (৪) এবং আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব উক্তি করত। (৫) অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ এবং জিন্ আল্লাহ্ সম্বন্ধে কখনও মিথ্যা আরোপ করবে না। (৬) আর যে কতিপয় মানুষ কতক জিন্‌ের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত। (৭) আর জিনেরা বলেছিল ঃ তোমাদের মত মানুষও ধারণা করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কাউকেও পুনরুত্থিত করবেন না– (৮) এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। (৯) আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শোনার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়। (১০) আমরা জানি না জগতবাসীর অমংগলই অভিপ্রেত, না তাদের রব তাদের মংগল করার ইচ্ছা রাখেন– (১১) এবং আমাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক এর ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী; (১২) এখন আমরা বুঝেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে পরাভূত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারব না। (১৩) আমরা যখন পথ-নির্দেশক বাণী শুনলাম তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। যে ব্যক্তি তার রবের প্রতি বিশ্বাস করে, তার কোন ক্ষতি কিংবা জোর জবরদস্তির আশংকা থাকবে না। (১৪) আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমালঙ্ঘনকারী; যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বেছে নেয়। (১৫) অপরপক্ষে সীমালঙ্ঘনকারী তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।

www.pathagar.com

(১৬) তারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তাদেরকে আমি প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম। (১৭) যা দ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম। যে ব্যক্তি তার রবের স্মরণ হতে বিমুখ হয় তিনি তাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন- (১৮) এবং এই যে মসজিদসমূহ, আল্লাহ্‌রই জন্য। সুতরাং আল্লাহ্‌র সাথে তোমরা অন্য কাউকেও ডেকো না। (১৯) আর এই যে, যখন আল্লাহ্‌র বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হল তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো।

রুকু-২

(২০) বল ঃ আমি আমার রবকে ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। (২১) বল ঃ আমি তোমাদের ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নই। (২২) বল ঃ আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আমি কোন আশ্রয় পাব না। (২৩) কেবল আল্লাহ্‌র বাণী পৌছানো এবং তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি, সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। (২৪) যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা বুঝতে পারবে, কে সাহায্যকারীর দিক দিয়ে দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প। (২৫) বল ঃ আমি জানি না তোমাদেরকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা কি আসন্ন, না কি, আমার রব এর জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করবেন।

www.pathagar.com

(২৬) তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেন না– (২৭) তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন। (২৮) রাসূলগণ তাদের রবের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন কি না জানার জন্য; রাসূলগণের নিকট যা আছে তা তাঁর জ্ঞান গোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।

৭৩. সূরা মুয্‌যাম্মিল

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-২০, রুকু-২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) হে বস্ত্রাবৃত! (২) রাত্রি জাগরণ করে (ছালাতে দণ্ডায়মান হও কিছু অংশ ব্যতীত। (৩) অর্ধ রাত্রি কিংবা তদপেক্ষা কিছু কম– (৪) অথবা তদপেক্ষা বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে। (৫) আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। (৬) নিশ্চয়ই ইবাদাতের জন্য রাত্রিকালে উঠা গভীর অভিনিবেশ ও হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অতিশয় অনুকূল। (৭) দিবা ভাগে তোমার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্ম ব্যস্ততা। (৮) সুতরাং তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ

www.pathagar.com

কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও। (৯) তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; অতএব তাঁকেই গ্রহণ কর কর্ম- বিধায়করূপে। (১০) লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্যসহকারে তাদেরকে পরিহার করে চল। (১১) ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে; আর কিছু কালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দাও। (১২) আমার নিকট আছে শৃঙ্খল প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। (১৩) আর আছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি। (১৪) সেই দিবসে পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকা রাশিতে পরিণত হবে। (১৫) আমি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ, যেমন রাসূল পাঠিয়েছিলাম ফির'আউনের নিকট। (১৬) কিন্তু ফির'আউন সেই রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম। (১৭) অতএব যদি তোমরা কুফরী কর, কি করে আত্মরক্ষা করবে সেদিন যেদিন কিশোরকে পরিণত করবে বৃদ্ধে। (১৮) যেদিন আকাশ হবে বিদীর্ণ; তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (১৯) এটা এক উপদেশ, অতএব যার অভিরুচি সে তার রবের পথ অবলম্বন করুক।

www.pathagar.com

রুকু-২

(২০) তোমার রব তো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর (ইবাদাতে দণ্ডায়মান থাক) কখনো রাত্রির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও এক-তৃতীয়াংশ এবং তোমার সংগে যারা ইবাদাতে দণ্ডায়মান আছে তাদের একটি দলও এবং আল্লাহ্ই নির্ধারণ করেন দিবস ও রাত্রির পরিমাণ। তিনি জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পার না, অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হয়েছেন। কাজেই কুর'আনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর; আল্লাহ্ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। কাজেই কুর'আন হতে যতটুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি কর। ছালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্কে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের আত্মার মংগলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা পাবে আল্লাহ্র নিকট। তা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, আল্লাহ্র নিকট, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

www.pathagar.com

৭৪. সূরা মুদ্দাছ্ছির

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৫৬, রুকু-২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! (২) উঠ, সতর্ক বাণী প্রচার কর– (৩) এবং তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। (৪) তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। (৫) অপবিত্রতা হতে দূরে থাক। (৬) অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান কর না– (৭) এবং তোমার রবের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ কর। (৮) যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে– (৯) সেদিন হবে এক সংকটের দিন– (১০) যা কাফিরদের জন্য সহজ নয়। (১১) আমার হাতে ছেড়ে দাও তাকে, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে। (১২) আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন সম্পদ– (১৩) এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ– (১৪) এবং তাকে দিয়েছি স্বাচ্ছন্দ্য জীবনের প্রচুর উপকরণ। (১৫) এরপরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও অধিক দিই। (১৬) না, তা হবে না, সে তো জেনে শুনে আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচারী। (১৭) আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব। (১৮) সে তো চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত নিল। (১৯) অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত নিল। (২০) আরও অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল! (২১) সে আবার চেয়ে দেখল। (২২) অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত

www.pathagar.com

করল ও মুখ বিকৃত করল। (২৩) অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং অহংকার করল– (২৪) এবং ঘোষণা করল, এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়। (২৫) এটা তো মানুষের কথা। (২৬) আমি তাকে নিক্ষেপ করব অগ্নিতে। (২৭) তুমি কি জান অগ্নি কি? (২৮) তা তাদের জীবিতাবস্থায় রাখবে না এবং মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দিবে না। (২৯) তা তো গাত্রচর্ম দগ্ধ করবে। (৩০) তার তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশ জন প্রহরী। (৩১) আমি তাদেরকে করেছি জাহান্নামের প্রহরী। কাফিরদের পরীক্ষাস্বরূপ আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবীরা সন্দেহ পোষণ না করে। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিররা বলবে ঃ আল্লাহ্ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? এভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন। তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এটাতো মানুষের জন্য সাবধান বাণী।

রুকু-২

(৩২) কক্ষনো না, চন্দ্রের শপথ! (৩৩) শপথ রাত্রির, যখন তার অবসান ঘটে। (৩৪) শপথ প্রভাত কালের, যখন তা হয় আলোকোজ্জ্বল। (৩৫) নিশ্চয়ই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম। (৩৬) মানুষের জন্য সতর্ককারী। (৩৭) তোমাদের মধ্যে যে

www.pathagar.com

অগ্রসর হতে চায় কিংবা যে পিছিয়ে পড়ে তার জন্য। (৩৮) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। (৩৯) তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণের নয়। (৪০) তারা থাকবে উদ্যানে এবং তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে– (৪১) অপরাধীদের সম্পর্কে। (৪২) তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? (৪৩) তারা বলবে ঃ আমরা ছালাত আদায় করতাম না– (৪৪) আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করতাম না– (৪৫) এবং আমরা আলোচনাকারীদের সাথে আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম– (৪৬) আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করতাম– (৪৭) আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত। (৪৮) ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না। (৪৯) তাদের কি হয়েছে যে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় উপদেশ হতে? (৫০) তারা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত গর্দভ। (৫১) যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর। (৫২) বস্তুতঃ তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক। (৫৩) না তা হবার নয়, বরং তারা তো আখিরাতের ভয় পোষণ করে না। (৫৪) কখনও না, এটাতো উপদেশ মাত্র। (৫৫) অতএব, যার ইচ্ছা সে এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করুক। (৫৬) আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ উপদেশ গ্রহণ করবে না, একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনি ক্ষমা করার অধিকারী।

www.pathagar.com

৭৫. সূরা ক্বিয়ামা

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৪০, রুকু-২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আমি শপথ করছি ক্বিয়ামত দিবসের। (২) আরও শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার। (৩) মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করতে পারব না? (৪) বস্তুতঃ আমি তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনঃবিন্যস্ত করতে সক্ষম। (৫) তবুও মানুষ তার সম্মুখে যা আছে তা অস্বীকার করতে চায়; (৬) সে প্রশ্ন করে ঃ কখন ক্বিয়ামত দিবস আসবে? (৭) যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। (৮) এবং চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন- (৯) যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে। (১০) সেদিন মানুষ বলবে ঃ আজ পালাবার স্থান কোথায়? (১১) না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। (১২) সেদিন ঠাঁই হবে তোমার রবের নিকট। (১৩) সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে। (১৪) বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত। (১৫) যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে। (১৬) তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহবা দ্রুততার সাথে সঞ্চালন কর না। (১৭) তা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। (১৮) সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর। (১৯) অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব

www.pathagar.com

আমারই। (২০) না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালবাস– (২১) এবং আখিরাতকে উপেক্ষা কর। (২২) সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। (২৩) তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। (২৪) কোন কোন মুখমণ্ডল হয়ে পড়বে বিবর্ণ– (২৫) এবং এই আশংকায় যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় আসন্ন। (২৬) যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে– (২৭) এবং বলা হবে ঃ কে তাকে রক্ষা করবে? (২৮) তখন তার প্রত্যয় হবে যে, তা বিদায়ক্ষণ– (২৯) এবং পায়ের সংগে পা জড়িয়ে যাবে। (৩০) সেদিন তোমার রবের নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হবে।

রুকু-২

(৩১) সে বিশ্বাস করেনি এবং ছালাত আদায় করেনি। (৩২) বরং সে প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। (৩৩) অতঃপর সে তার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছিল দম্ভভরে। (৩৪) তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ! (৩৫) আবার তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ! (৩৬) মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হয়েছে? (৩৭) সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? (৩৮) অতঃপর সে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। (৩৯) অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী। (৪০) তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?

www.pathagar.com

৭৬. সূরা দাহ্‌র

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৩১, রুকু-২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) কাল প্রবাহে মানুষের উপর এক সময় যখন অতিবাহিত হয়েছে সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। (২) আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এজন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। (৩) আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। (৪) আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শৃংখল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি। (৫) সৎকর্মশীলরা পান করবে মিশ্রিত পানীয় কর্পূর– (৬) এমন একটি প্রস্রবণের যা হতে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ পান করবে, তারা এই প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে। (৭) তারা কর্তব্য পালন করে এবং সেদিনের ভয় করে, যেদিন বিপত্তি হবে ব্যাপক। (৮) তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য অভাবগ্রস্ত ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে– (৯) এবং বলে ঃ কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। (১০) আমরা আশংকা করি

www.pathagar.com

আমাদের রবের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের। (১১) পরিণামে আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেই দিবসের অনিষ্টতা হতে এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ। (১২) আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র। (১৩) সেথায় তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে, তারা সেখানে অতিশয় গরম ও অতিশয় শীত অনুভব করবে না। (১৪) তার বৃক্ষ ছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং এর ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে। (১৫) তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান পাত্রে। (১৬) রূপালী স্ফটিক পাত্রে পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে। (১৭) সেথায় তাদের পান করতে দেয়া হবে যানযাবীল মিশ্রিত পানীয়– (১৮) জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণ যার নাম সালসাবীল। (১৯) তাদেরকে পরিবেশন করবে চির কিশোরগণ, তাদেরকে দেখে মনে হবে যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা। (২০) তুমি যখন সেথায় দেখবে, দেখতে পাবে ভোগ বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য। (২১) তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম, তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়। (২২) অবশ্য এটাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্ম-প্রচেষ্টার স্বীকৃতি।

www.pathagar.com

রুকু-২

(২৩) আমি তোমার প্রতি কুর'আন অবতীর্ণ করেছি পর্যায়ক্রমে। (২৪) সুতরাং ধৈর্যের সাথে তোমার রবের নির্দেশের প্রতীক্ষা কর এবং তাদের মধ্যে কোনো পাপীষ্ঠ অথবা কাফিরের আনুগত্য কর না– (২৫) এবং তোমার রবের নাম স্মরণ কর সকাল সন্ধ্যায়। (২৬) রাত্রির কিয়দংশ তাঁর প্রতি সিজ্‌দায় নত হও এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। (২৭) তারা (সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা) ভালবাসে পার্থিব জীবনকে এবং পরবর্তী কঠিনদিবসকে তারা উপেক্ষা করে চলে। (২৮) আমি তাদের সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করব তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করব। (২৯) এটা এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার রবের পথ অবলম্বন করুক। (৩০) আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে তোমাদের ইচ্ছা কার্যকর হবে না, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৩১) তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু যালিমদের জন্য তো তিনি প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

www.pathagar.com

৭৭. সূরা মুরসালাত

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৫০, রুকু-২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) শপথ! কল্যাণস্বরূপ প্রেরিত বায়ুর; (২) আর প্রলয়ংকরী ঝটিকার। (৩) শপথ! মেঘ সঞ্চালনকারী বায়ুর– (৪) আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর। (৫) এবং তার, যে মানুষের অন্তরে পৌঁছে দেয় উপদেশ– (৬) অনুশোচনাস্বরূপ অথবা সতর্কতাস্বরূপ। (৭) নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী। (৮) যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হবে। (৯) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে– (১০) এবং যখন পর্বতমালা উৎপাটিত ও বিক্ষিপ্ত হবে। (১১) এবং রাসূলগণের একত্রিত হবার সময় নিরূপিত হবে– (১২) এ সমুদয় স্থগিত রাখা হয়েছে কোন্ দিবসের জন্য? (১৩) বিচার দিবসের জন্য। (১৪) বিচার দিবস সম্বন্ধে তুমি জান কি? (১৫) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। (১৬) আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি? (১৭) অতঃপর আমি পরবর্তীদেরকে তাদের অনুগামী করব। (১৮) অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপই করে থাকি। (১৯) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। (২০) আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি? (২১) অতঃপর আমি তা স্থাপন করেছি

www.pathagar.com

নিরাপদ আধারে। (২২) এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। (২৩) আমি এটাকে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, আমি কত নিপুণ স্রষ্টা। (২৪) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। (২৫) আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারীরূপে- (২৬) জীবিত ও মৃতের জন্য? (২৭) আমি তাতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদেরকে দিয়েছি সুপেয় পানি। (২৮) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। (২৯) তোমরা যাকে অস্বীকার করতে, চল তারই দিকে। (৩০) চল তিন কুণ্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে। (৩১) যে ছায়া শীতল নয় এবং যা রক্ষা করে না অগ্নি শিখার উত্তাপ হতে। (৩২) তা উৎক্ষেপ করবে অট্টালিকাতুল্য বৃহৎ স্ফুলিংগ। (৩৩) তা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ। (৩৪) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। (৩৫) তা এমন একদিন যেদিন কারও কথা বলার সাহস হবে না- (৩৬) এবং তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে না অপরাধ স্খলনের (তাওবা করার)। (৩৭) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। (৩৮) এটাই ফয়সালার দিন, আমি একত্রিত করব তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকে। (৩৯) তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার বিরুদ্ধে। (৪০) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

www.pathagar.com

রুকু-২

(৪১) মুত্তাক্বীরা থাকবে ছায়ার ও প্রস্রবণবহুল স্থানে। (৪২) তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে। (৪৩) তাদের বলা হবে তোমাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। (৪৪) এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (৪৫) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। (৪৬) কাফিরদের বলা হবে, তোমরা পানাহার কর এবং ভোগ করে লও অল্প কিছুদিন, তোমরা তো অপরাধী। (৪৭) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। (৪৮) যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি নত হও, তখন তারা নত হয় না। (৪৯) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। (৫০) সুতরাং তারা কোন্ কথায় এরপর বিশ্বাস স্থাপন করবে?

www.pathagar.com

পারা-৩০

৭৮. সূরা আন্-নাবা

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৪০, রুকু-২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) তারা পরস্পর কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? (২) সেই মহান সংবাদ সম্বন্ধে– (৩) যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করে থাকে। (৪) কখনই না, তাদের ধারণা অবাস্তব, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। (৫) আবার বলি, কখনই না, তারা অচিরেই অবগত হবে। (৬) আমি কি পৃথিবীকে শয্যা (রূপে) নির্মাণ করিনি? (৭) ও পর্বতসমূহকে কীলক (রূপে) নির্মাণ করিনি? (৮) আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে যুগলে যুগলে। (৯) তোমাদের জন্য নিদ্রাকে করে দিয়েছি ক্লান্তি দূরকারী, (১০) করেছি রজনীকে আবরণ– (১১) এবং করেছি দিবসকে জীবিকা আহরণের জন্য (উপযোগী)। (১২) আর নির্মাণ করেছি তোমাদের উর্ধ্বদেশে সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ– (১৩) এবং সৃষ্টি করেছি একটি দীপ্ত প্রদীপ। (১৪) আর বর্ষণ করেছি মেঘ হতে প্রচুর বৃষ্টি। (১৫) তা দ্বারা আমি উদ্গাত করি শস্য ও উদ্ভিদ– (১৬) এবং বৃক্ষরাজি বিজড়িত উদ্যানসমূহ। (১৭) নিশ্চয়ই নির্ধারিত আছে মীমাংসার দিবস; (১৮) যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং

www.pathagar.com

তোমরা দলে দলে সমাগত হবে, (১৯) আকাশকে উন্মুক্ত করা হবে, ফলে ওটা হয়ে যাবে বহু দ্বারবিশিষ্ট– (২০) এবং সঞ্চালিত করা হবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেগুলো হয়ে যাবে মরীচিকা বৎ। (২১) নিশ্চয়ই জাহান্নাম রয়েছে। (২২) (ওটা হচ্ছে) অবাধ্য লোকদের অবিস্থিতি স্থল– (২৩) সেথায় তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে, (২৪) যেথায় তারা কোন স্নিগ্ধ (বস্তুর) স্বাদ গ্রহণ করতে পাবে না এবং কোন পানীয়ও (পাবে না)– (২৫) উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত; (২৬) এটাই সমুচিত প্রতিফল। (২৭) তারা কখনো হিসাবের আশংকা করতো না– (২৮) এবং তারা দৃঢ়তার সাথে আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল। (২৯) সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে। (৩০) অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, এখন আমি তো তোমাদের যাতনাই শুধু বৃদ্ধি করতে থাকবো–

www.pathagar.com

রুকু-২

(৩১) এবং নিশ্চয়ই সংযমশীল লোকদের জন্যই রয়েছে সফলতা; (৩২) প্রাচীর বেষ্টিত বাগান ও আঙ্গুর; (৩৩) এবং সমবয়স্কা যুবতীবৃন্দ; (৩৪) এবং পূর্ণ (পূত) পান পাত্র। (৩৫) সেথায় তারা শুনবে না অসার ও মিথ্যা বাক্য; (৩৬) এটাই তোমার রবের পরিগণিত অনুগ্রহের প্রতিদান। (৩৭) যিনি রব আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও ওগুলোর অন্তর্বর্তী সব কিছুর, যিনি দয়াময়; তাঁর নিকট আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাদের থাকবে না। (৩৮) সেদিন রূহ্ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া অন্যরা কথা বলবে না এবং সে সঙ্গত কথা বলবে। (৩৯) এ দিবস সুনিশ্চিত। অতএব যার অভিরুচি সে তার রবের শরণাপন্ন হোক। (৪০) আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম; সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং কাফিররা বলতে থাকবে ঃ হায়রে হতভাগা আমি! যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম!

www.pathagar.com

৭৯. সূরা নাযি'আত

মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত সংখ্যা-৪৬, রুকু-২

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) শপথ তাদের যারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে (২) এবং যারা মৃদুভাবে বন্ধন মুক্ত করে দেয় (৩) এবং যারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে (৪) এবং যারা দ্রুত বেগে অগ্রসর হয়, (৫) অতঃপর যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে। (৬) সেদিন প্রথম শিঙ্গাধ্বনি প্রকম্পিত করবে, (৭) ওকে অনুসরণ করবে পরবর্তী শিঙ্গাধ্বনী। (৮) কত হৃদয় সেদিন সন্ত্রস্ত হবে, (৯) তাদের দৃষ্টি ভীতি বিহ্বলতায় অবনমিত হবে। (১০) তারা বলে ঃ আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবই– (১১) গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও? (১২) তারা বলে ঃ তা'ই যদি হয় তাহলে তো এটা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন! (১৩) এটা তো এক বিকট শব্দ মাত্র; (১৪) ফলে তখনই ময়দানে তাদের আবির্ভাব হবে। (১৫) তোমার নিকট মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? (১৬) যখন তার রব পবিত্র 'তোওয়া' প্রান্তরে তাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন– (১৭) ফিরাউনের নিকট যাও, সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে (১৮) এবং (তাকে) বল ঃ তুমি কি শুদ্ধাচারী হতে চাও? (১৯) আর আমি তোমাকে তোমার রবের পথে পরিচালিত করি যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর। (২০) অতঃপর সে তাকে মহানিদর্শন দেখালো। (২১) কিন্তু সে

www.pathagar.com

অস্বীকার করলো এবং অবাধ্য হলো। (২২) অতঃপর সে পশ্চাতে ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হলো। (২৩) সে সকলকে সমবেত করলো এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলো (২৪) আর বললো ঃ আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রব। (২৫) ফলে আল্লাহ্ তাকে ধৃত করলেন– আখিরাতের ও ইহকালের দণ্ডের নিমিত্তে। (২৬) যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে।

রুকু-২

(২৭) তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা নির্মাণ করেছেন– (২৮) তিনি এটাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। (২৯) এবং তিনি ওর রজনীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং দিবসে ওর জ্যোতি নির্গত করেছেন– (৩০) এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন। (৩১) তিনি ওটা হতে বহির্গত করেছেন ওর পানি ও তৃণ (৩২) আর পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন; (৩৩) এসবই তোমাদের ও তোমাদের জন্তুগুলোর ভোগের জন্য। (৩৪) অতঃপর যখন মহা সংকট উপস্থিত হবে, (৩৫) সেদিন মানুষ যা করেছে তা স্মরণ করবে– (৩৬) এবং প্রকাশ করা হবে জাহান্নাম– দর্শকদের জন্য। (৩৭) অনন্তর যে সীমালঙ্ঘন করে (৩৮) এবং পার্থিব জীবনকে বেছে নেয়, (৩৯) জাহান্নামই হবে তার অবস্থিতির স্থান। (৪০) পক্ষান্তরে যে স্বীয় রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কু-প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে। (৪১) জান্নাতই হবে তার অবস্থিতি স্থান। (৪২) তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে ক্বিয়ামত সম্পর্কে,

www.pathagar.com

যে, ওটা কখন ঘটবে? (৪৩) এর আলোচনার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? (৪৪) এর চরম জ্ঞান আছে তোমার রবেরই নিকট। (৪৫) যে ওর ভয় রাখে তুমি শুধু তাকেই সতর্ককারী। (৪৬) যেদিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে যে, যেন তারা পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতের অধিক অবস্থান করেনি।

৮০. সূরা 'আবাসা

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৪২, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) সে ভ্রুকুঞ্চিত করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিলো (২) যেহেতু তার নিকট এক অন্ধ আগমন করেছিল। (৩) তুমি কেমন করে জানবে সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো (৪) অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো, ফলে উপদেশ তার উপকারে আসতো। (৫) পক্ষান্তরে যে পরওয়া করে না, (৬) তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছ। (৭) অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দায়িত্ব নেই। (৮) অন্যপক্ষ যে তোমার নিকট ছুটে আসলো– (৯) এমতাবস্থায় যে সে ভয় করে, (১০) তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে! (১১) না, এ আচরণ অনুচিত, এটা তো উপদেশ বাণী; (১২) যে ইচ্ছা করবে সে এটা স্মরণ রাখবে, (১৩) ওটা মহিমান্বিত,

www.pathagar.com

পত্রসমূহে (লিখিত)– (১৪) (এবং) উন্নত, পূত (১৫) লেখকদের হস্তে (সুরক্ষিত), (১৬) (ঐ লেখকগণ) মহৎ ও সৎ। (১৭) মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ! (১৮) তিনি তাকে কোন্ বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন? (১৯) শুক্রবিন্দু হতে; তিনি তাকে সৃষ্টি করেন, পরে তার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন, (২০) অতঃপর তার জন্য পথ সহজ করে দেন; (২১) এরপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন। (২২) এরপর যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (২৩) তিনি তাকে যে আদেশ করেছেন, সে তো তা সমাধা করেনি। (২৪) মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। (২৫) আমিই প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করি, (২৬) অতঃপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদীর্ণ করি; (২৭) এবং ওতে আমি উৎপন্ন করি শস্য; (২৮) আঙ্গুর, শাক-সবজি, (২৯) যায়তুন, খর্জুর, (৩০) বহু বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান, (৩১) ফল এবং গবাদির খাদ্য (ঘাস), (৩২) এটা তোমাদের ও তোমাদের পশুগুলোর ভোগের জন্য। (৩৩) যখন ঐ ধ্বংস ধ্বনি এসে পড়বে; (৩৪) সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই হতে (৩৫) এবং তার মাতা, তার পিতা, (৩৬) তার পত্নী ও তার সন্তান হতে, (৩৭) সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে। (৩৮) সেদিন বহু মুখমণ্ডল দীপ্তিমান হবে; (৩৯) সহাস্য ও প্রফুল্ল (৪০) এবং অনেক মুখমণ্ডল হবে সেদিন ধূলি ধূসরিত। (৪১) সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা। (৪২) তারাই কাফির ও পাপাচারী।

www.pathagar.com

৮১. সূরা তাক্‌ভীর

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-২৯, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) সূর্য যখন নিষ্প্রভ হবে, (২) যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে, (৩) পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হবে, (৪) যখন পূর্ণ-গর্ভা ও উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে, (৫) যখন বন্য পশুগুলো একত্র করা হবে; (৬) এবং সমুদ্রগুলোকে যখন উদ্বেলিত করা হবে; (৭) দেহে যখন আত্মা পুনঃ সংযোজিত হবে, (৮) যখন জীবন্ত- প্রোথিতা কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে- (৯) কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? (১০) যখন 'আমলনামা উন্মোচিত হবে, (১১) যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, (১২) জাহান্নামের অগ্নি যখন উদ্দীপিত করা হবে (১৩) এবং জান্নাত যখন নিকটবর্তী করা হবে, (১৪) তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কি নিয়ে এসেছে। (১৫) কিন্তু না, আমি ভ্রাম্যমাণ তারকা- পুঞ্জের শপথ করছি! (১৬) যা গতিশীল ও অদৃশ্য হয়; (১৭) শপথ নিশার, যখন ওর আবির্ভাব হয়, (১৮) আর উষার যখন ওর অবসান হয়, (১৯) নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী। (২০) যে শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন, (২১) যাকে সেথায় মান্য করা হয় এবং যে

www.pathagar.com

বিশ্বাসভাজন– (২২) এবং তোমাদের সহচর উন্মাদ নয়, (২৩) সে তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে অবলোকন করেছে। (২৪) সে অদৃশ্য বিষয় (ওহী) সম্পর্কে কৃপণ নয়– (২৫) এবং এটা অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়। (২৬) সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছো? (২৭) এটা তো শুধু বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ, (২৮) তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য। (২৯) তোমরা কোন কিছুর ইচ্ছা করতে পারবে না, যদি জগতসমূহের রব আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন।

৮২. সূরা ইন্‌ফিতার

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১৯, রুকূ-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে, (২) যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে, (৩) যখন সমুদ্র উদ্বেলিত হবে (৪) এবং যখন সমাধিসমূহ উন্মোচিত হবে; (৫) তখন প্রত্যেকে যা পূর্বে প্রেরণ করেছে এবং পশ্চাতে পরিত্যাগ করেছে তা পরিজ্ঞাত হবে। (৬) হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান রব (আল্লাহ্) সম্পর্কে বিভ্রান্ত করলো? (৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং তারপর সুবিন্যস্ত করেছেন, (৮) যেই আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে সংযোজিত করেছেন। (৯) না, কখনই না,

www.pathagar.com

তোমরা তো শেষ বিচারকে অস্বীকার করে থাকো; (১০) অবশ্যই রয়েছে তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ; (১১) সম্মানিত লেখকবর্গ; (১২) তারা অবগত হয় যা তোমরা কর। (১৩) পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম সুখ-সম্পদে (জান্নাতে); (১৪) এবং দুষ্কর্মকারীরা থাকবে জাহান্নামে; (১৫) তারা কর্মফল দিবসে তাতে প্রবিষ্ট হবে; (১৬) তারা ওটা হতে অন্তর্হিত হতে পারবে না। (১৭) কর্মফল দিবস কি তা কি তুমি জান? (১৮) আবার বলি ঃ কর্মফল দিবস কি তা কি তুমি অবগত আছ? (১৯) সেদিন একের অপরের জন্য কিছু করার সামর্থ্য থাকবে না; এবং সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র।

৮৩. সূরা মুতাফ্‌ফিফীন

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৩৬, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, (২) যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে (৩) এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়। (৪) তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে, (৫) সেই মহান দিবসে; (৬) যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের রবের সম্মুখে! (৭) না না, কখনই না, 'পাপাচারীদের 'আমলনামা নিশ্চয়ই সিজ্জীনে থাকে; (৮) সিজ্জীন কি তা কি তুমি জান?

www.pathagar.com

(৯) ওটা হচ্ছে লিখিত পুস্তক। (১০) সেদিন মন্দ পরিণাম হবে মিথ্যাচারীদের, (১১) যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে, (১২) আর সীমালঙ্ঘনকারী মহাপাপী ব্যতীত কেহই ওকে মিথ্যা বলতে পারে না। (১৩) তার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলে ঃ এটা তো পূর্বকালীন কাহিনী! (১৪) না, এটা সত্য নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনের উপর মরিচারূপে জমে গেছে। (১৫) না, অবশ্যই সেদিন তারা তাদের প্রতিপালক থেকে অন্তরালে থাকবে; (১৬) অনন্তর নিশ্চয়ই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে; (১৭) এরপর বলা হবে ঃ এটা তা যা তোমরা অস্বীকার করতে। (১৮) অবশ্যই পুণ্যবানদের 'আমলনামা ইল্লিয়্যীনে থাকবে, (১৯) ইল্লিয়্যীন কি তা কি তুমি জান? (২০) (তা হচ্ছে) লিখিত পুস্তক। (২১) আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা ওটা প্রত্যক্ষ করবে। (২২) পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে, (২৩) তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে। (২৪) তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবে, (২৫) তাদেরকে মোহরযুক্ত বিশুদ্ধ পানীয় হতে পান করানো হবে, (২৬) ওর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর। আর যদি কারো কোন আকাঙ্ক্ষা বা কামনা থাকে তাহলে তারা এরই কামনা করুক। (২৭) ওর মিশ্রণ হবে তাসনীমের, (২৮) এটি একটি প্রস্রবণ, যা হতে নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পান করবে। (২৯) অপরাধীরা মু'মিনদেরকে উপহাস করতো (৩০) এবং তারা যখন মু'মিনদের নিকট দিয়ে যেতো

www.pathagar.com

তখন পরস্পর চোখ টিপে ইশারা করতো (৩১) এবং যখন তাদের আপনজনের নিকট ফিরে আসতো তখন উৎফুল্ল হয়ে ফিরতো (৩২) এবং যখন তাদেরকে দেখতো তখন বলতো ঃ এরাই তো পথভ্রষ্ট। (৩৩) তাদেরকে তো এদের তত্ত্বাবধায়করূপে পাঠানো হয়নি! (৩৪) আজ তাই, মু'মিনগণ উপহাস করছে কাফিরদেরকে– (৩৫) সুসজ্জিত আসন হতে তাদেরকে অবলোকন করছে। (৩৬) কাফিররা তাদের কৃতকর্মের ফল পেলো তো?

৮৪. সূরা ইন্‌শিক্বাক্ব

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-২৫, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে (২) এবং ওটা স্বীয় রবের আদেশ পালন করবে আর ওকে তদুপযোগী করা হবে (৩) এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে (৪) এবং পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্য গর্ভ হয়ে যাবে (৫) এবং তার রবের আদেশ পালন করবে, আর ওকে তদুপযোগী করা হবে (তখন তোমরা পুনরুত্থিত হবেই)। (৬) হে মানব! তুমি তোমার রবের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত যে কঠোর সাধনা করে থাকো পরে তুমি তাঁর সাক্ষাৎ

www.pathagar.com

লাভ করবে। (৭) অনন্তর যাকে তার ডান হাতে তার কর্মলিপি দেয়া হবে, (৮) তার হিসাব-নিকাশ তো সহজভাবে গৃহীত হবে (৯) এবং সে তার স্বজনদের নিকট প্রফুল্ল চিত্তে ফিরে যাবে– (১০) এবং যাকে তার কর্মলিপি তার পৃষ্ঠের পশ্চাদ্ভাগে দেয়া হবে, (১১) ফলতঃ অচিরেই সে মৃত্যুকে আহবান করবে– (১২) এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে সে প্রবিষ্ট হবে। (১৩) সে তার স্বজনদের মধ্যে তো আনন্দে ছিল, (১৪) যেহেতু সে ভাবতো যে, সে কখনই প্রত্যাবর্তিত হবে না। (১৫) হ্যাঁ (অবশ্যই প্রত্যাবর্তিত হবে), নিশ্চয়ই তার রব তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। (১৬) আমি শপথ করি অস্তরাগের (সান্ধ্যকালীন লাল আভার) (১৭) এবং রজনীর, আর ওটা যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তার (১৮) এবং শপথ চন্দ্রের, যখন ওটা পরিপূর্ণ হয়, (১৯) নিশ্চয়ই তোমরা এক স্তর হতে অন্য স্তরে আরোহণ করবে, (২০) সুতরাং তাদের কি হলো যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করে না? (২১) এবং তাদের নিকট কুর'আন পঠিত হলে তারা সিজদাহ্ করে না? (সিজদা) (২২) পরন্তু কাফিররাই মিথ্যারোপ করে, (২৩) অথচ তারা (মনে মনে) যা পোষণ করে থাকে আল্লাহ্ তা সবিশেষ পরিজ্ঞাত। (২৪) সুতরাং তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ প্রদান কর, (২৫) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

www.pathagar.com

৮৫. সূরা বুরূজ

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-২২, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের (২) এবং প্রতিশ্রুত দিবসের, (৩) শপথ দ্রষ্টা ও দৃষ্টের। (৪) ধ্বংস হয়েছিল কুণ্ডের অধিপতিরা (গর্ত খননকারীরা)। (৫) ইন্ধনপূর্ণ যে কুণ্ডে ছিল অগ্নি। (৬) যখন তারা এর পাশে উপবিষ্ট ছিল; (৭) এবং তারা মু'মিনদের সাথে যা করেছিল তা প্রত্যক্ষ করছিল। (৮) তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এই (অপরাধের) কারণে যে, তারা সেই মহিমাময় পরাক্রান্ত প্রশংসাভাজন আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছিল। (৯) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব যাঁর আর আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে দ্রষ্টা। (১০) যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে নিপীড়ন করেছে এবং পরে তাওবা করেনি, তাদের জন্য নরক-যন্ত্রণা ও দহন যন্ত্রণা (নির্ধারিত) রয়েছে। (১১) যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্যই আছে জান্নাত, যার নিম্নে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত; এটাই মহা সাফল্য। (১২) তোমার রবের পাকড়াও বড়ই কঠিন। (১৩) তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান– (১৪) এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়। (১৫) মহান আরশের অধিপতি। (১৬) (ইচ্ছাময় তিনি) যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন। (১৭) তোমার নিকট কি পৌঁছেছে সৈন্য বাহিনীর বৃত্তান্ত– (১৮) ফিরাউন ও ছামূদের? (১৯) তবু কাফিররা মিথ্যা আরোপ করায় রত (২০) এবং আল্লাহ্ তাদের অলক্ষে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। (২১) এটা কুর'আন, (২২) সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

www.pathagar.com

৮৬. সূরা ত্বারিক্ব

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১৭, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তার; (২) তুমি কি জান, রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তা কি? (৩) ওটা এক দীপ্তিমান নক্ষত্র! (৪) প্রত্যেক জীবের উপরই একজন সংরক্ষক রয়েছে। (৫) সুতরাং মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, তাকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। (৬) তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে, (৭) এটা নির্গত হয় পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষ পিঞ্জরাস্থির মধ্য হতে। (৮) নিশ্চয়ই তিনি তার পুনরাবর্তনে ক্ষমতাবান। (৯) যেদিন গোপন বিষয়সমূহ প্রকাশিত হবে। (১০) সেদিন তার কোন সামর্থ্য থাকবে না এবং সাহায্যকারীও না। (১১) শপথ চক্রশীল আসমানের যা ধারণ করে বৃষ্টি– (১২) এবং শপথ যমীনের যা বিদীর্ণ হয়। (১৩) নিশ্চয়ই আল-কুর'আন সত্য ও মিথ্যার মীমাংসাকারী বাণী– (১৪) এবং এটা নিরর্থক নয়, (১৫) তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে। (১৬) আর আমিও ভীষণ কৌশল করি। (১৭) অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও কিছু কালের জন্যে।

www.pathagar.com

৮৭. সূরা আ'লা

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১৯, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) তুমি তোমার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, (২) যিনি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর যথাযথভাবে সমন্বিত করেছেন– (৩) এবং যিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তারপর পথ দেখিয়ে দিয়েছেন– (৪) এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেছেন, (৫) পরে ওকে শুষ্ক বিমলিন করেছেন। (৬) অচিরেই আমি তোমাকে পাঠ করাবো, ফলে তুমি বিস্মিত হবে না– (৭) আল্লাহ যা ইচ্ছা করবেন তদ্ব্যতীত, নিশ্চয়ই তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন। (৮) আমি তোমার জন্য কল্যাণের পথকে সহজ করে দিবো, (৯) অতএব উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তাহলে উপদেশ প্রদান কর। (১০) যারা ভয় করে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে। (১১) আর ওটা উপেক্ষা করবে সে যে নিতান্ত হতভাগ্য। (১২) সে ভীষণ নরকানলে প্রবেশ করবে। (১৩) অতঃপর সে সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না। (১৪) নিশ্চয়ই সে সাফল্য লাভ করে যে পবিত্রতা অর্জন করে– (১৫) এবং স্বীয় রবের নাম স্মরণ করে ও ছালাত আদায় করে। (১৬) কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও। (১৭) অথচ আখিরাতের জীবনই উত্তম ও অবিনশ্বর। (১৮) নিশ্চয়ই এটা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে (বিদ্যমান) আছে। (১৯) (বিশেষত) ইবরাহীম ও মূসার (আঃ) গ্রন্থসমূহে।

www.pathagar.com

৮৮. সূরা গশিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-২৬, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) তোমার কাছে কি আচ্ছন্নকারী ক্বিয়ামতের সংবাদ পৌঁছেছে? (২) সেদিন বহু মুখমণ্ডল অবনত হবে; (৩) কর্মক্লান্ত পরিশ্রান্তভাবে; (৪) তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত অগ্নিতে; (৫) তাদেরকে উত্তপ্ত প্রস্রবণ হতে পান করানো হবে, (৬) তাদের জন্য বিষাক্ত কণ্টক ব্যতীত খাদ্য নেই– (৭) যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবে না। (৮) বহু মুখমণ্ডল হবে সেদিন আনন্দোজ্জ্বল। (৯) নিজেদের কর্ম-সাফল্যে পরিতৃপ্ত। (১০) সমুন্নত জান্নাতে থাকবে তারা। (১১) সেথায় তারা অবান্তর বাক্য শুনবে না। (১২) সেখানে আছে বহমান ঝর্ণাধারা। (১৩) তন্মধ্যে রয়েছে সমুচ্চ আসনসমূহ (১৪) এবং সুরক্ষিত পান পাত্রসমূহ (১৫) ও সারি সারি উপাধানসমূহ (১৬) এবং সম্প্রসারিত গালিচাসমূহ। (১৭) তাহলে কি তারা উষ্ট্র-পালের দিকে লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে ওদের সৃষ্টি করা হয়েছে? (১৮) এবং আকাশের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে সমুচ্চ করা হয়েছে? (১৯) এবং পর্বতমালার দিকে যে, কিভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে? (২০) এবং ভূতলের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে সমতল করা হয়েছে? (২১) অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাকো, তুমি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র। (২২) তুমি তাদের কর্ম-নিয়ন্ত্রক নও। (২৩) তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে– (২৪) আল্লাহ্ তাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করবেন। (২৫) নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। (২৬) অতঃপর আমারই উপর তাদের হিসাব-নিকাশ (গ্রহণের ভার)।

www.pathagar.com

৮৯. সূরা ফাজ্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৩০, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) শপথ উষার। (২) শপথ দশ রজনীর। (৩) শপথ জোড় ও বেজোড়ের– (৪) এবং শপথ রজনীর, যখন ওটা গত হতে থাকে। (৫) নিশ্চয়ই এর মধ্যে কসম জ্ঞানবান ব্যক্তির জন্য। (৬) তুমি কি দেখোনি তোমার রব কি করেছিলেন 'আদ বংশের– (৭) ইরাম গোত্রের প্রতি, যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের? (৮) যার সমতুল্য অন্য কোন নগর নির্মিত হয়নি? (৯) এবং ছামূদের প্রতি, যারা উপত্যকার পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল? (১০) এবং বহু সৈন্য শিবিরের অধিপতি ফিরাউনের প্রতি– (১১) যারা নগরসমূহে উদ্ধত আচরণ করেছিল। (১২) অনন্তর তথায় তারা সীমালঙ্ঘন করেছিল। (১৩) সুতরাং তোমার রব তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন। (১৪) নিশ্চয়ই তোমার রব সবই দেখেন ও সময়ের প্রতীক্ষায় থাকেন। (১৫) মানুষ তো এরূপ যে, তার রব যখন তাকে পরীক্ষা করেন, তাকে সম্মানিত করেন এবং সুখ-সম্পদ দান করেন, তখন সে বলে ঃ আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন– (১৬) এবং আবার যখন তাকে পরীক্ষা করেন, তার রিয্‌ক্ব সংকুচিত করেন, তখন সে বলে ঃ আমার রব আমাকে হীন করেছেন। (১৭) না, কখনই নয়। বস্তুতঃ

www.pathagar.com

তোমরা পিতৃহীনের সম্মান কর না– (১৮) এবং তোমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না– (১৯) এবং তোমরা মৃতব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি (উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ) সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করে থাকো (কুক্ষিগত করা– (২০) এবং তোমরা ধন-সম্পদের অত্যধিক মায়া করে থাকো। (২১) এটা সংগত নয়। পৃথিবীকে যখন চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে– (২২) এবং যখন তোমার রব আগমন করবেন আর সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণও সমুপস্থিত হবে। (২৩) সেদিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে এবং সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে, কিন্তু এই উপলব্ধি তার কি কোন কাজে আসবে? (২৪) সে বলবে ঃ হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু সৎকাজ অগ্রিম পাঠাতাম! (২৫) সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিতে পারবে না– (২৬) এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধন কেউ করতে পারবে না। (২৭) বলা হবে ঃ হে প্রশান্ত চিত্ত! (২৮) তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষ ভাজন হয়ে। (২৯) অনন্তর তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও– (৩০) এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

www.pathagar.com

৯০. সূরা বালাদ

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-২০, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) শপথ করছি এ নগরের। (২) আর তুমি এ নগরের বৈধ অধিকারী হবে। (৩) শপথ জন্মদাতার এ বং যা সে জন্ম দিয়েছে তার। (৪) অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শ্রম-নির্ভর করে। (৫) সে কি মনে করে যে, কখনো তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না? (৬) সে বলে ঃ আমি রাশি রাশি অর্থ উড়িয়ে দিয়েছি। (৭) সে কি ধারণা করে যে, তাকে কেউই দেখছে না? (৮) আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি চক্ষু যুগল? (৯) আর জিহবা ও ওষ্ঠদ্বয়? (১০) এবং আমি কি তাকে দু'টি পথই দেখাইনি? (১১) কিন্তু সে তো কষ্টসাধ্য পথ বেছে নিয়েছে। (১২) তুমি কি জান, কষ্ট সাধ্য পথ কি? (১৩) এটা হচ্ছে দাসকে মুক্তি প্রদান। (১৪) অথবা দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য দান– (১৫) পিতৃহীন আত্মীয়কে– (১৬) অথবা ধূলায় লুণ্ঠিত দরিদ্রকে। (১৭) অতঃপর অন্তর্ভুক্ত হওয়া মু'মিনদের এবং তাদের যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের ও দয়া দাক্ষিণ্যের। (১৮) তারাই সৌভাগ্যশালী। (১৯) যারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই হতভাগ্য। (২০) তাদের উপরই অবরুদ্ধ রয়েছে প্রচণ্ড অগ্নি।

www.pathagar.com

৯১. সূরা শাম্‌স

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১৫, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) শপথ সূর্যের এবং ওর কিরণের। (২) শপথ চন্দ্রের, যখন ওটা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়। (৩) শপথ দিবসের, যখন ওটা ওকে প্রকাশ করে। (৪) শপথ রজনীর, যখন ওকে আচ্ছাদিত করে। (৫) শপথ আকাশের এবং যিনি ওটা নির্মাণ করেছেন তাঁর। (৬) শপথ পৃথিবীর এবং যিনি ওকে বিস্তৃত করেছেন তাঁর। (৭) শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন। (৮) অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। (৯) সেই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে– (১০) এবং সেই ব্যর্থ মনোরথ হবে যে নিজেকে কলুষিত করবে। (১১) সামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশতঃ সত্যকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করলো। (১২) সুতরাং তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠলো– (১৩) তখন আল্লাহ্‌র রাসূল তাদেরকে বললো ঃ আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী ও, ওকে পানি পান করানোর বিষয়ে সাবধান হও। (১৪) কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বললো, অতঃপর ঐ উষ্ট্রীকে কেটে ফেললো। সুতরাং তাদের পাপের জন্য তাদের রব তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে ফেললেন। (১৫) আর ওর পরিণামের জন্য আল্লাহ্‌র আশংকা করার কিছু নেই।

www.pathagar.com

৯২. সূরা লাইল

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-২১, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) শপথ রজনীর, যখন ওটা আচ্ছন্ন করে। (২) শপথ দিবসের, যখন ওটা উদ্ভাসিত করে দেয়– (৩) এবং শপথ নর ও নারীর যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। (৪) অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্নমুখী। (৫) সুতরাং কেউ দান করলে, সংযত হলে– (৬) এবং উত্তম বিষয়কে সত্য জ্ঞান করলে– (৭) অচিরেই আমি তার জন্য সুগম করে দিবো সহজ পথ। (৮) পক্ষান্তরে কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করলে– (৯) আর সদ্বিষয়ে মিথ্যারোপ করলে– (১০) অচিরেই তার জন্য আমি সুগম করে দিবো কঠোর পরিণামের পথ– (১১) এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হবে। (১২) আমার কাজ তো শুধু পথ নির্দেশ করা। (১৩) আমি তো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের। (১৪) আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের লেলিহান আগুন হতে সতর্ক করে দিয়েছি। (১৫) তাতে প্রবেশ করবে সে-ই, যে নিতান্ত হতভাগা– (১৬) যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (১৭) আর ওটা হতে রক্ষা পাবে সাবধানীগণ– (১৮) যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে– (১৯) এবং তার প্রতি কারও অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয়। (২০) বরং শুধু তার মহান রবের সন্তোষ লাভের প্রত্যাশায়। (২১) সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে।

www.pathagar.com

৯৩. সূরা দুহা

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১১, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) শপথ পূর্বাহ্নের। (২) শপথ রজনীর যখন ওটা হয় নিঝুম। (৩) তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি। (৪) তোমার জন্য পরবর্তী সময় (পরকাল) তো পূর্ববর্তী সময় (ইহকাল) অপেক্ষা শ্রেয় বা কল্যাণকর। (৫) অচিরেই তোমার রব তোমাকে এরূপ দান করবেন যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। (৬) তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি, অতঃপর তোমাকে আশ্রয় দান করেননি? (৭) তিনি তোমাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন। (৮) তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন। (৯) অতএব, তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়ো না। (১০) আর সওয়ালকারীকে ভর্ৎসনা করো না। (১১) তুমি তোমার রবের অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত করতে থাকো।

www.pathagar.com

৯৪. সূরা ইন্‌শিরাহ

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৮, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে উন্মুক্ত করে দিইনি? (২) আমি তোমার হতে অপসারণ করেছি তোমার সেই ভার। (৩) যা তোমার পৃষ্ঠকে অবনমিত করেছিল– (৪) এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি। (৫) কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে। (৬) অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে। (৭) অতএব যখনই অবসর পাও সাধনা করো– (৮) এবং তোমার রবের প্রতিই মনোনিবেশ করো।

৯৫. সূরা ত্বীন

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৮, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) শপথ 'ত্বীন' ও 'যায়তূন' এর। (২) শপথ 'সিনাই' পর্বতের (৩) এবং শপথ এই নিরাপদ বা শান্তিময় নগরীর। (৪) আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে। (৫) অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি। (৬) কিন্তু তাদের নয় যারা মু'মিন ও সৎকর্ম পরায়ণ; তাদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। (৭) সুতরাং এরপর কিসে তোমাকে কর্মফল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে? (৮) আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নন?

www.pathagar.com

৯৬. সূরা 'আলাক্ব

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১৯, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) তুমি পাঠ কর তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। (২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে। (৩) পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত। (৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন– (৫) তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না। (৬) বস্তুতঃ মানুষ তো সীমালঙ্ঘন করেই থাকে। (৭) কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত বা অমুখাপেক্ষী মনে করে। (৮) তোমার রবের নিকট প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত। (৯) তুমি কি তাকে দেখেছো, যে বাধা দেয় বা বারণ করে– (১০) এক বান্দাকে, যখন সে ছালাত আদায় করে? (১১) তুমি লক্ষ্য করেছো কি, যদি সে সৎপথে থাকে– (১২) অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়? (১৩) তুমি লক্ষ্য করেছো কি যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (১৪) তাহলে সে কি অবগত নয় যে, আল্লাহ্ দেখছেন? (১৫) সাবধান! সে যদি নিবৃত্ত না হয় তাহলে আমি তাকে অবশ্যই হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাবো, মস্তকের সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে– (১৬) মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ। (১৭) অতএব, সে তার পার্শ্বচরদের আহবান করুক। (১৮) আমিও আহবান করবো জাহান্নামের প্রহরীদেরকে। (১৯) সাবধান! তুমি তার অনুসরণ করো না। সিজ্‌দা কর ও আমার নিকটবর্তী হও। (সিজদাহ)

www.pathagar.com

৯৭. সূরা ক্বদ্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৫, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) নিশ্চয়ই আমি এটা অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে। (২) আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কী জান? (৩) মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম। (৪) ঐ রাত্রিতে ফিরেশতাগণ ও রূহ্‌ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের রবের অনুমতিক্রমে। (৫) শান্তিই শান্তি, সেই রজনী– ফজরের অভ্যুদয় পর্যন্ত।

৯৮. সূরা বাইয়েনা

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৮, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল এবং মুশরিকরা আপন মতে অবিচলিত ছিল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত। (২) আল্লাহ্‌র নিকট হতে এক রাসূল, যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ। (৩) যাতে সু-প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাসমূহ রয়েছে। (৪) যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা তো বিভক্ত হলো তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর। (৫) তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং ছালাত

www.pathagar.com

কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। (৬) কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির অধম। (৭) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। (৮) তাদের রবের নিকট আছে তাদের পুরস্কার স্থায়ী জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ্ তাদের উপর প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট; এ তো তার জন্য যে তার রবকে ভয় করে।

৯৯. সূরা যিল্‌যাল

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৮, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) পৃথিবী যখন কম্পনে প্রবল প্রকম্পিত হবে– (২) এবং যখন তার ভারসমূহ বের করে দিবে– (৩) এবং মানুষ বলবে ঃ এর কি হলো? (৪) সেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। (৫) তোমার রব তাকে আদেশ করবেন। (৬) সেদিন মানুষ দলে দলে বের হবে, কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে। (৭) কেউ অণু পরিমাণ সৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে– (৮) এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।

www.pathagar.com

১০০. সূরা 'আদিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১১, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির। (২) যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে। (৩) যারা অভিযান করে প্রভাত কালে– (৪) এবং যারা ঐ সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে। (৫) অতঃপর শত্রু দলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। (৬) মানুষ অবশ্যই তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ– (৭) এবং নিশ্চয়ই সে নিজেই এ বিষয়ের সাক্ষী– (৮) এবং অবশ্যই সে ধন–সম্পদের আসক্তিতে অত্যন্ত কঠিন। (৯) তবে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নয় যে ক্ববরে যা আছে তা কখন উত্থিত হবে? (১০) এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে? (১১) সেদিন তাদের কি ঘটবে, তাদের রব অবশ্যই তা সবিশেষ অবহিত।

১০১. সূরা ক্বরিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-১১, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) মহাপ্রলয়। (২) মহাপ্রলয় কী? (৩) মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কী জান? (৪) সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত– (৫) এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙিন পশমের মত। (৬) তখন যার পাল্লা ভারী হবে– (৭) সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন। (৮) কিন্তু যার পাল্লা হাল্‌কা হবে (৯) তার স্থান হবে হাবিয়াহ্। (১০) ওটা কী, তা কী তুমি জান? (১১) ওটা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।

www.pathagar.com

১০২. সূরা তাকাছুর

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৮, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। (২) যতক্ষণ না তোমরা ক্ববরসমূহে উপস্থিত হচ্ছ। (৩) এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে। (৪) আবার বলি, এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে। (৫) সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না। (৬) তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই। (৭) আবার বলি, তোমরা তো ওটা দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে। (৮) এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা সুখ-সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।

১০৩. সূরা 'আছর

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৩, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) মহাকালের শপথ। (২) মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। (৩) কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য ধারণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

www.pathagar.com

১০৪. সূরা হুমাযা

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৯, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে। (২) যে অর্থ জমা করে ও তা গুনে গুনে রাখে। (৩) সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। (৪) কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়। (৫) হুতামা কি, তা তুমি কি জান? (৬) ওটা আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। (৭) যা হৃদয়কে গ্রাস করবে। (৮) নিশ্চয়ই এটা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে– (৯) দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।

১০৫. সূরা ফীল

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৫, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) তুমি কি দেখনি যে, তোমার রব হস্তি অধিপতিদের কিরূপ (পরিণতি) করেছিলেন? (২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি? (৩) তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকুল প্রেরণ করেছিলেন, (৪) যারা তাদের উপর প্রস্তর কংকর নিক্ষেপ করেছিল। (৫) অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করে দেন।

www.pathagar.com

১০৬. সূরা কুরাইশ

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৪, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) যেহেতু কুরায়েশের আসক্তি আছে, (২) আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্ম সফরের, (৩) অতএব তারা ইবাদত করুক এই গৃহের রবের, (৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার্য দান করেছেন এবং ভয় হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

১০৭. সূরা মা'উন

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৭, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) তুমি কি দেখেছ তাকে, যে কর্মফল দিবসকে মিথ্যা বলে থাকে? (২) সে তো সেই, যে পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়– (৩) এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ প্রদান করে না, (৪) সুতরাং পরিতাপ সেই ছালাত আদায়কারীদের জন্য– (৫) যারা তাদের ছালাতে অমনোযোগী। (৬) যারা লোক দেখানোর জন্যে ওটা করে– (৭) এবং প্রয়োজনীয় ছোটখাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।

www.pathagar.com

১০৮. সূরা কাওসার

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৩, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) আমি অবশ্যই তোমাকে কাওসার দান করেছি। (২) সুতরাং তোমার রবের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। (৩) নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।

১০৯. সূরা কাফিরূন

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৬, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) বল ঃ হে কাফিররা। (২) আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর– (৩) এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি– (৪) এবং আমি ইবাদতকারী নই তার, যার ইবাদত তোমরা করে আসছো– (৫) এবং তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। (৬) তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মফল এবং আমার জন্য আমার কর্মফল।

www.pathagar.com

১১০. সূরা নাস্‌র

মদীনায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৩, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়– (২) এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে। (৩) তখন তুমি তোমার রবের কৃতজ্ঞতা বাচক পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং তাঁর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করো; তিনি তো সর্বাপেক্ষা অধিক অনুতাপ গ্রহণকারী।

১১১. সূরা লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৫, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। (২) তার ধন সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন উপকারে আসেনি। (৩) অচিরেই সে শিখাবিশিষ্ট জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে– (৪) এবং তার স্ত্রীও– যে ইন্ধন বহন করে। (৫) তার গলদেশে খেজুর গাছের আঁশের দৃঢ় রজ্জু নিয়ে।

www.pathagar.com

১১২. সূরা ইখ্‌লাস

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৪, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) বল ঃ তিনিই আল্লাহ্ একক ও অদ্বিতীয়। (২) আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন (সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী)। (৩) তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন– (৪) এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।

১১৩. সূরা ফালাক্ব

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৫, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) বল ঃ আমি আশ্রয় চাচ্ছি উষার স্রষ্টার। (২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। (৩) অনিষ্ট হতে রাত্রির, যখন ওটা গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়– (৪) এবং ঐ সব নারীর অনিষ্ট হতে যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়– (৫) এবং অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।

১১৪. সূরা নাস

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত সংখ্যা-৬, রুকু-১

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

(১) বল ঃ আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রবের। (২) যিনি মানবমণ্ডলীর রাজা বা অধিপতি। (৩) যিনি মানবমণ্ডলীর উপাস্য। (৪) আত্মগোপনকারী কু-মন্ত্রণা দাতার অনিষ্ট হতে। (৫) যে কু-মন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। (৬) জিনের মধ্য হতে অথবা মানুষের মধ্য হতে।

www.pathagar.com

কুরআন মাজীদ

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান

www.pathagar.com